২৫৭/৫

Reg. No. C 548.

[পঞ্চম বর্ষ] আষাঢ় ১৩২০ সাল [৩য় সংখ্যা]

তিলি-বান্ধব।

মাসিক পত্র।

সূচীপত্র।

লেখকগনের নাম।

...র অগ্রিম বার্ষিক মূল্য সহরে ও মফস্বলে ১৲ এক টাকা মাত্র

তিলি-বান্ধবের নিয়মাবলী।

১। তিলি-বান্ধবের অগ্রিম বার্ষিক মূল্য সহরে ও মফঃস্বলে ডাক মাশুল (১) এক টাকা, প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ৵০ দুই আনা।

২। তিলি-বান্ধবের বিজ্ঞাপন প্রকাশের হার প্রতি মাসে প্রতি পুক্তি ৵০ দুই আনা। অধিক দিনের জন্য ও বড় বড় বিজ্ঞাপনের হার স্বতন্ত্র, পত্র লিখিলে জানিতে পারিবেন।

৩। নির্দ্ধারিত মূল্য ব্যতীত যদি কেহ কৃপাপরবশ হইয়া এই পত্রিকার উন্নতিকল্পে এককালীন (অথবা অন্নপ্রাসন, বিবাহ, শ্রাদ্ধ, দেবদেবীর পূজা পুষ্করিণী, ও বৃক্ষ প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি সমারোহ ব্যাপারে যিনি যাহা) কিছু দান করেন তাহাও সাদরে গৃহীত হইবে।

৪। বৈশাখ মাসে এই পত্রিকার নববর্ষ আরম্ভ এবং প্রতি মাসের সংক্রান্তির দিন তিলি-বান্ধব পত্র প্রকাশিত হয়, গ্রাহকগণ যথাসময়ে পত্রিকা পাইতে বিলম্ব হইলে, আমাদিগকে জানাইলে আমরা তাহার যথাযোগ্য প্রতি বিধান করিয়া থাকি। বৎসরের যে কোনও সময়ে গ্রাহক হউন না কেন তাঁহাকে সেই বৎসরের প্রথম সংখ্যা হইতে লইতে হইবে।

৫। তিলি জাতি সম্বন্ধীয় যে কোন প্রবন্ধ প্রকাশযোগ্য বোধ হইলে সাদরে গৃহীত হইবে।

৬। লেখকগণের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন।

৭। কেহ কোন বিষয় জানিতে ইচ্ছা করিলে রিপ্লাই পোষ্ট কার্ড বা ১০ পয়সা ডাক টিকিট সহ পত্র লিখিবেন।

৮। টাকা কড়ি পত্র ও প্রবন্ধাদি নিম্নলিখিত ঠিকানায় কার্য্যাধ্যক্ষের নামে পাঠাইবেন।

তিলি বান্ধব কার্য্যালয়,
কদমতলা বাজার, হাওড়া।

কার্য্যাধ্যক্ষ—
শ্রীবাহির দাস পাল

তিলি-বান্ধব।

মাসিক পত্র।

পঞ্চম বর্ষ। } আষাঢ় ১৩২০ সাল। { ৩য় সংখ্যা।

সাগঞ্জ তিলি জাতির বিবরণ।

জেলা হুগলীর অন্তঃপাতী ৺ ভাগীরথী তীরে সাগঞ্জ গ্রাম অবস্থিত। ইংরাজে এখানে রাজ্য করিবার পূর্ব্বে এখানে একটী প্রসিদ্ধ গঞ্জ ছিল, সম্রাট আরংজেবের রাজত্বকলে যখন তাঁহার পৌত্র আজিম ওসান সা বাঙ্গালার শাসন কর্ত্তা হইয়া আসেন তখন তিনি এই স্থানে শিবির স্থাপন করিয়া বাঙ্গালার সমস্ত বড় বড় জমিদারকে আহ্বান করেন ও যে স্থানে শিবির সন্নিবেশ করিয়াছিলেন সেই স্থানের নাম সা আজিমগঞ্জ রাখিয়া ঐ স্থানের উন্নতির জন্য যত্নবান হয়েন। বাঙ্গালার শাসন কর্ত্তার কৃপাদৃষ্টি পড়ায় এই স্থানের ব্যবসা বাণিজ্যের দিন দিন উন্নতি হইতে লাগিল এবং বাণিজ্য করিবার জন্য বহু দেশ হইতে লোক আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। কালের প্রবর্ত্তনে সা আজিমগঞ্জ সংক্ষিপ্ত হইয়া সাগঞ্জ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। সেই অবধি এই স্থানের নাম সাগঞ্জ বলিয়া খ্যাত। যে সময়ের কথা কহিতেছি তখন এখানে কোন তিলি-জাতির বাসস্থানের সন্ধান পাওয়া যায় না। কেবল মুসলমান জাতির প্রাদুর্ভাব ছিল। পরে কেবল একমাত্র বীরেশ্বর নন্দী যিনি বিখ্যাত বীরুনন্দী বলিয়া খ্যাত যিনি সাগঞ্জের প্রসিদ্ধ জমিদার নন্দীবংশের আদিপুরুষ যিনি সাগঞ্জের তিলি-জাতির সৃষ্টিকর্তা সেই মহাপুরুষ এখানে ব্যবসা করিবার জন্য আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। প্রথমে ব্যবসা বুদ্ধি ও

যে অচিরেই সমাগত লোকদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠতা লাভ করিলেন তাঁহার নাম যশ ও ঐশ্বর্য্যের বৃদ্ধি দেখিয়া সকলে তাঁহাকে লক্ষ্মীর বর পুত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেন। কি প্রকারে সাগঞ্জে তিলি জাতির আবির্ভাব হয় এবং তিনি কি জন্য সাগঞ্জে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন তাঁহার জীবন বৃত্তান্ত পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যায়।

জেলা নদীয়ার অন্তঃপাতী কাঁচড়াপাড়ার নিকট কেউটিয়া গ্রামে আন্দাজ সন ১৭৬০ খৃঃ অঃ বীরেশ্বর নন্দী জন্মগ্রহণ করেন ইহার পূর্ব্ব পুরুষেরা মহারাষ্ট্রীয়দিগের উপদ্রব হইতে স্বচ্ছন্দে বাস করিবার জন্য রামেশ্বর পুরের সন্নিকট নন্দীগ্রাম হইতে আসিয়া কেউটীয়া গ্রামে বাস করিতে লাগিলেন। ইহার পিতা তিলকরাম নন্দী একজন গণ্যমান্য লোক ছিলেন এবং জমিদার বলিয়া খ্যাত ছিলেন। বীড়েশ্বর নন্দী তাঁহার পিতার একমাত্র পুত্র ছিলেন এবং ব্যবসা করিতে অতিশয় ভাল বাসিতেন, কিন্তু পিতার সহিত ব্যবসায় মতানৈক্য হওয়ায় তিনি ব্যবসা করিবার জন্য কেউটিয়া হইতে সাগঞ্জ আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। এই সময় সাগঞ্জ বাণিজ্যের কেন্দ্র স্থান হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি তাঁহার পিতার নিকট কোন মূলধন গ্রহণ না করিয়া নিজের চেষ্টায় ও অধ্যবসায়ে কিছু টাকা উপার্জ্জন করিয়া বীরেশ্বর নন্দী ও রাম রাম ঘোষ এই নামে একটি কারবার স্থাপন করেন ও এই কারবারের মুনফায় হাটখোলা সুতাপটীর কতক বিষয় ও হুগলী জেলায় সরস্বতী নদীর তীরে শঙ্খনগর খরিদ করিলেন, তখন শঙ্খনগর একটি সমৃদ্ধিশালী গ্রাম ছিল তিনি শঙ্খনগর খরিদ করিয়া তাহার নাম ধর্ম্মনগর রাখিলেন সেই অবধি লোকে ইহাকে ধর্ম্মনগর কহিয়া থাকে। কিন্তু এই যৌথের কারবার অধিক দিন স্থায়ী না হওয়ায় তিনি নিজের চেষ্টায় ও প্রখরা ব্যবসা বুদ্ধির দ্বারায় স্বতন্ত্র কারবার খুলিয়া দিন দিন উন্নতি লাভ করিতে লাগিলেন। তাঁহার ব্যবসা করিবার ইচ্ছা এতদূর প্রবল হইয়াছিল যে গঙ্গা নদীর উভয় তীরের সন্নিকট এমন কোন বাণিজ্য স্থান ছিল না যেখানে বীরেশ্বর নন্দী বাণিজ্য করিবার জন্য যান নাই। ক্রমে তিনি বহু অর্থের মালিক হওয়ায় কলিকাতা, মুরশিদাবাদ, সিরাজগঞ্জ, জিয়াগঞ্জ, রায়গঞ্জ আটঘরি পচাগর কালিগঞ্জ প্রভৃতি বহু স্থানে কারবার খুলিলেন। তখন তাঁহার এমনি পড়তা পড়িয়াছিল যেখানে যে ব্যবসা খুলিতে লাগিলেন তাহাতেই লাভবান

হইতে লাগিলেন। ত্রিবেণীর সন্নিকট বান্দাপাড়াতে, ভদ্রেশ্বরের নিকট গরুটীতে লবণ পেসাই কল স্থাপন করিয়া রসলপুর প্রভৃতি কয়েক স্থান হইতে গভর্ণমেণ্টের নিকট লবণ খরিদ করিয়া সেই লবণ পেসাই করিয়া কলিকাতায় ও অপরাপর মোকামে পাঠাইতে লাগিলেন। কলিকাতায় পেসাই লবণ আমদানি হওয়ায় বাঙ্গালার বহু দেশ হইতে বিশেষতঃ পূর্ব্ব-বঙ্গ হইতে বহু ব্যবসাদার আসিয়া সেই লবণ খরিদ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন দেশে পাঠাইতে লাগিলেন। সেই সময় বীরেশ্বর নন্দী ও হাওড়ার সন্নিকট মৌরির কুণ্ডুরা ও শ্রীরামপুরের দেরা কলিকাতার সকল লবণ একচেটে (salt monopoly) করিয়া ফেলিয়াছিলেন ইহাতে তাঁহারা আশাতীত লাভবান হইয়াছিলেন। কমলার কৃপা হইলে মনুষ্য নানা পথ অবলম্বন করিয়া উন্নতি লাভ করিতে পারেন। বাস্তবিক বীরেশ্বর নন্দীর ভাগ্য এতই সুপ্রসন্ন ছিল যেন তিনি ক্রমেই উন্নতি লাভ করিবার জন্য জন্মগ্রহণ করিয়া-ছিলেন তাঁহাকে কোন প্রকারে ক্ষতিগ্রস্থ হইতে দেখিতে পাওয়া যাইত না। শুনিতে পাওয়া যায় একদা তাঁহার সহধর্ম্মিণী গৃহের ছাতের উপর অলঙ্কার খুলিবার সময় হাঠৎ একটী চিলে কানের গেঁটে (তৎকালিক স্ত্রীলোকেরা কর্ণে ব্যবহার করিতেন) লইয়া নিরুদ্দেশ হয়। কিন্তু কি ভাগ্যজোর কি কমলার কৃপা কয়েক মাস পরে তাহারি স্ত্রী একটি চালদা কাটিবার সময় তাঁহার সেই স্বর্ণ গেঁটেটি প্রাপ্ত হইয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন। তাঁহার সৌভাগ্য এত বৃদ্ধি হইয়াছিল তৎকালে তিলি জাতির মধ্যে এ অঞ্চলে তাঁহার মত ধনী ব্যবসাদার দৃষ্টি গোচর হইত না। তিনি ব্যবসাদারদিগের মধ্যে মস্তক স্বরূপ হইয়া উঠিয়াছিলেন। বীরেশ্বর নন্দীর যে কেবল ব্যবসা বুদ্ধি ছিল এমন নহে বিষয় বুদ্ধিও যথেষ্ট ছিল, তাঁহার তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও তাঁহাকে রাজগুণান্বিত দেখিয়া তৎকালিক ঐ স্থানের প্রসিদ্ধ জমিদার মুজারমুন আলি তাঁহাকে দেওয়ানি পদ দিয়া সম্মানিত করিয়াছিলেন। বীরেশ্বর নন্দীর ধর্ম্ম পিপাসাও অতিশয় প্রবল ছিল শুনিতে পাওয়া যায়। যখন তিনি কেউটিয়া বাড়ীতে বাস করিতেন তখন প্রত্যহ গঙ্গা স্নান করিবার নিমিত্ত প্রায় দুই ক্রোশ চলিয়া আসিতেন ও কাঁচড়াপাড়ার শ্রীশ্রী৺ কৃষ্ণরায় জিউকে দর্শন করিয়া যাইতেন। এক্ষণে জলের ন্যায় অর্থ সমাগম হওয়াতে তাঁহার ধর্ম্ম পিপাসা ক্রমশঃ প্রবল হইতে লাগিল। তাঁহার জন্মস্থান কেউটিয়া গ্রামের বাড়ীতে ৺ দুর্গাপূজা প্রভৃতি নানা উৎসব হওয়া

সত্বেও তিনি সাগঞ্জে ৮ শিব মন্দির প্রতিষ্ঠা করিবার মানস করিলেন এবং জমিদারের নিকট জমি বন্দোবস্ত করিয়া লইয়া মন্দির নির্ম্মাণ কার্য্য আরম্ভ করিলেন। কিন্তু সেই তেজস্বী গর্ব্বান্বিত জমিদার একজন হিন্দু প্রজার শ্রীবৃদ্ধি দেখিয়া মন্দির বন্ধ করিবার জন্য হুকুম দেন। ধর্ম্মপিপাসু বীরেশ্বর নন্দী মন্দির নির্ম্মাণ কার্য্য বন্ধ না করায় মৃজারমুন আলি মন্দির ভাঙ্গিয়া দিবার জন্য বহুসংখ্যক লাটিয়াল পাঠাইয়া দেন, কিন্তু বীরেশ্বর নন্দীর তখন এমনি সময় ও এত লোকবল ও অর্থবল যে তাঁহাদিগকে হটাইয়া দিয়া দুইটি বৃহৎ মন্দির তুলিয়া ফেলিলেন। ইহাতে উভয়পক্ষে প্রবল মোকর্দ্দমা উপস্থিত হওয়ায় মৃজারমুন আলি ক্রমেই হতশ্রী হইতে লাগিলেন। ভাগ্যলক্ষ্মী বীরেশ্বর নন্দীকে আশ্রয় করায় বীরেশ্বর নন্দী তাহার বহুমূল্য সম্পত্তি সকল খরিদ করিয়া লইলেন। মৃজারমুন আলির সম্পত্তি সকল খরিদ করিয়া বীরেশ্বর নন্দী বিশেষ লাভবান হইলেন। এই সময় তিনি প্রসিদ্ধ জমিদার বলিয়া তাঁহার নাম চারিদিকে প্রচার হইল। তিনি সাগঞ্জের জমিদার হইয়া স্বজাতিদিগকে আনাইয়া সাগঞ্জে স্থান দিলেন ও নানাপ্রকার হিতকার্য্য করিয়া গভর্ণমেণ্টের প্রিয় হইতে লাগিলেন। লোকের কষ্ট নিবারণের জন্য তিনি নানাস্থানে পুষ্করিণী খনন, পাকা রাস্তা ও পাকা পোল প্রভৃতি হিতকর কার্য্য করিতে লাগিলেন। শুনিতে পাওয়া যায় বাণিজ্য করিবার সময় যখন যেখানে তিনি জলকষ্ট দেখিয়াছিলেন, পরে সেই স্থানে পুষ্করিণী খনন করিয়া দিয়াছিলেন। ত্রিশবিঘার সন্নিকট গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোডের ধারে নন্দী পুষ্করিণী নামক একটী এত গভীর পুষ্করিণী খনন করিয়া দিয়াছিলেন অতি বৃদ্ধ লোকেরাও তাহাতে কখন জল শুকাইতে দেখেন নাই। অতিশয় জলকষ্ট হইলে ৫।৭ খানি গ্রামের লোকে বহুদূর হইতে গো গাড়ী করিয়া পানীয় জল লইয়া যায়। ব্যাণ্ডেল চার্চ্চের সন্নিকট বৃহৎ রসভড়া খালের উপর কাষ্টের পুলের পরিবর্ত্তে পাকা পোল তৈয়ার করাইয়া দিয়া সকলের ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছিলেন। লোকের উপকারার্থে হুগলী ও নদীয়া জেলায় নানাপ্রকার হিতকর কার্য্য করায় হুগলীর কালেক্টার সাহেব এতদূর সন্তোষ হইয়াছিলেন যে তাহাকে জেলার সম্মানিত খাতাঞ্জি Honorary Treasurerও দেওয়ানি মোকদ্দমায় সাক্ষ্য দিতে যাহাতে আদালতে যাইতে না হয় তাহার জন্য ছাড় পত্র দিয়াছিলেন।

[illegible]াতন দলিলপত্র দেখিয়া বীরেশ্বর নন্দীর ঊর্দ্ধতন ষষ্ঠ পুরুষ অবধি

সন্ধান পাওয়া যায় যথা,—বিরেশ্বর নন্দী, তিলকরাম নন্দী, সীতারাম নন্দী, জনার্দ্দন নন্দী, অভিরাম নন্দী ও বনমালী নন্দী। বীরেশ্বর নন্দীর বংশবাড়ীর কুণ্ডু বাড়ীতে শ্রীমতী সুভদ্রা দাসীর সহিত বিবাহ হয়। কিন্তু তাঁহার পত্নীর গর্ভে কোন পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ না করায় এবং বীরেশ্বর নন্দীর ক্রমশঃ বার্দ্ধক্য অবস্থা উপস্থিত হওয়ায় এই অতুল সম্পত্তি কাহার হস্তে সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইবেন এই চিন্তায় সকলেই উদ্বিগ্ন হইলেন। তাঁহার ধর্ম্ম পরায়ণ পত্নী তাঁহাকে দ্বিতীয় বার দার পরিগ্রহ করিবার জন্য বার বার অনুরোধ করিতে লাগিলেন, এবং পুত্র কামনায় এ দিকে নানা প্রকার যাগযজ্ঞ হইতে লাগিল। তাঁহার পত্নী শ্রীশ্রী৺ তারক নাথের নিকট হত্যা দিয়া প্রত্যাদেশ পাইলেন "যে তোর গর্ভে সন্তান জন্মাইবে না" তখন তিনি হাসপুকুরে একটি পাত্রী স্থির করিয়া স্বামীর বিবাহের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। শুভ বিবাহ কার্য্য সম্পাদন হইবার পর বীরেশ্বর নন্দীর দুইটি পুত্র সন্তান হয় করেন কিন্তু তাহারা অধিক দিন জীবিত ছিল না। [illegible] এক দিবস বীরেশ্বর নন্দী স্বপ্নযোগে দেখিতে পাইলেন যে শ্রীশ্রী৺ কৃষ্ণরায় জিউ তাহাকে কহিতেছেন "তোর ভক্তিতে আমি সন্তোষ হইয়াছি আমার রথ তৈয়ার করাইয়া দে তোর মঙ্গল হইবে এবং বংশধর জন্মগ্রহণ করিবে।"

এই প্রকার প্রত্যাদেশ পাইবার পর তিনি বহু অর্থ ব্যয় করিয়া কাঁচড়াপাড়ায় প্রকাণ্ড এক তেরচূড়া রথ তৈয়ার করিয়া দেন এবং তথাকার জমি খরিদ করিয়া রথ চলিবার কারণ প্রশস্ত রাস্তা তৈয়ার করাইয়া ও বাজার হাট বসাইয়া জাঁক জমকের সহিত রথ চালাইবার বন্দোবস্ত করেন এবং রথের সময় আট দিবস শ্রীশ্রী৺ কৃষ্ণরায় জিউর পালার ভার পাকা বন্দোবস্ত করিয়া এবং বহু অর্থ ব্যয় করিয়া সমাগত লোকদিগকে অন্ন বিতরণের ব্যবস্থা করিয়া দেন। সেই অবধি ইহার বংশধরেরা শ্রীশ্রী৺ কৃষ্ণরায় জিউর প্রসাদ লইয়া অন্নপ্রাসন করিয়া থাকেন। এক সময়ে বীরেশ্বর নন্দী ও অপর দুইটি যাত্রী এক কালীন তাঁহার প্রকাণ্ড রথের চাকার মধ্যে পড়িয়া গিয়াছিলেন শোনা যায় কেহ যেন তাহাকে কহিলেন "তোর ভয় নাই" বাস্তবিক ভক্তি বিহ্বলা বীরেশ্বর নন্দীর গায়ে আচড় মাত্র লাগে নাই কিন্তু অপর দুইটি যাত্রী মৃত্যুমুখে পতিত হন। ১৮০০ খৃঃ অব্দের প্রারম্ভে যখন তাহার বাণিজ্য স্রোত প্রবল বেগে বহিতেছিল এবং মান ও সম্ভ্রমের

উচ্চ সোপানে পদার্পণ করিতেছিলেন বিরেশ্বর নন্দী তাঁহার প্রথমাপত্নীর গর্ভে ৪ কন্যা ও দ্বিতীয়া পত্নীর গর্ভে ২টী নাবালক পুত্র ও একটি অবিবাহিত কন্যা রাখিয়া ইহধাম ত্যাগ করেন। তাঁহার পতিপ্রাণা স্ত্রী সুভদ্রা দাসী সংসারের সকলকে সান্ত্বনা করিয়া এবং সপত্নী কমলিনী দাসীর উপর সকল ভার দিয়া তিনি স্বামীর সহিত সহমৃতা হইয়াছিলেন। শুনিতে পাওয়া যায় তাঁহার শ্রাদ্ধাদি কার্য্য এত সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছিল যে সাগঞ্জে স্থানাভাব হওয়ায় কাঙ্গালীদিগকে হুগলীর ডাচেদের গড়ে আশ্রয় লইতে হইয়াছিল। শ্রাদ্ধাদি কার্য্য সমারোহে সম্পন্ন হইবার পর পণ্ডিত মণ্ডলী নানা প্রকার সুললিত শ্লোক রচনা করিয়া দেশে বিদেশে সতীর অপূর্ব্ব পতি-ভক্তির বিষয় কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। এখন অনেক বৃদ্ধ লোকে কহিয়া থাকেন " বীরুনন্দী মৃত পোষে নন্দিনী সহগামিনী " যদিও বীরেশ্বর নন্দীর দুই স্ত্রী ছিল কিন্তু তিনি কখনও সংসারে অশান্তি ভোগ করেন নাই। অশেষ গুণ সম্পন্না তাঁহার প্রথমা স্ত্রী সুভদ্রা দাসী দ্বিতীয়া স্ত্রী কমলিনী দাসীকে সহোদরার ন্যায় ভাল বাসিতেন। যাহা হোক বীরেশ্বর নন্দী প্রকৃতই একজন আদর্শ পুরুষ ছিলেন। লোকের কষ্ট নিবারণের জন্য অকাতরে অর্থদান, সকল প্রকার সৎকার্য্যে তাহার অনুরাগ ও উদ্যোগ, ব্যবসা বাণিজ্যে তাঁহার অধ্যবসায় ও একাগ্রতা ও তাঁহার নির্ভীকতা আমাদের অনুকরণের যোগ্য। ব্যবসা বাণিজ্য উন্নতি লাভ করিয়া যাঁহারা স্মরণীয় হইয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে বীরেশ্বর নন্দী উল্লেখ যোগ্য। বিরেশ্বর নন্দীর মৃত্যুর পর কিছু দিবস ইহার দৌহিত্রেরা বিষয় কার্য্য চালাইতেছিলেন কিন্তু ইহাদের দ্বারা বিষয়ের উন্নতি সাধন হয় নাই। পুত্র মধুসূদন ও পুত্র অভয়াচরণ উপযুক্ত পিতার উপযুক্ত পুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ভ্রাতা অভয়চরণ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মধুসূদনকে পিতার ন্যায় মান্য করিতেন। মধুসূদন সাবালক হইয়া বিষয় কার্য্য নিজের হস্তে গ্রহণ করিয়া বিশেষ জাকজমক ও দক্ষতার সহিত জমিদারি ও ব্যবসা চালাইতে লাগিলেন। এই সময় ব্রাহ্মণ কন্যার বেশে মা লক্ষী মধুসূদন নন্দীর বাড়ীতে আবির্ভাব হয়েন বলিয়া একটি প্রবাদ বাক্য প্রচলিত আছে এবং ইহারি পর ইহাদের হুগলী, নদীয়া ও ২৪ পরগনায় অনেক তালুক হস্তগত হয়। এমন কি মৃজারসুন আলির প্রকাণ্ড গড়ও আবাস বাটী মধুসূদন নন্দীর বৈট্‌কখানা বাটীতে পরিণত হইল ইহাই গভর্ণমেণ্টের সারভে ম্যাপে চাদুনিবাগ নামে প্রসিদ্ধ।

শ্রীমন্তের ঘরে যাহা যাহা দরকার মধুসূদনের কিছুরি অভাব ছিল না। তিনি বাড়ীর সন্নিকট হাট, বাজার, জাওলা মৎস্যের ঘাট, ডিঙ্গিঘাট, কলিকাতা মালপত্র যাতায়াত কারণ পান্সি ঘাট, পার হইবার জন্য খেয়াঘাট, ডাক্তার কবিরাজ, চতুষ্পাটী প্রভৃতি সকলেই স্থাপন করিয়াছিলেন, এবং রথ, দোল, দুর্গোৎসব প্রভৃতি নিত্য নৈমিত্তিক দেবতাদিগের কার্য্য সকল সমারোহে সম্পন্ন হইবার জন্য মধুসূদন ও অভয়াচরণ অনেকগুলি বিষয় কুলদেবতা শ্রীশ্রী৺ শিবঠাকুর ও শ্রীশ্রী৺ শালগ্রাম ও শ্রীশ্রী৺ রামচন্দ্রঠাকুরের নামে অর্পণ করিয়া গিয়াছেন। তিনি বাড়ীর সন্নিকট এত বড় ও সুশোভিত বাগান তৈয়ার করিয়াছিলেন যে বহুদুর হইতে লোকে দর্শন করিবার জন্য আসিতেন। তিনি জমিদারদিগের মধ্যে বিশেষ মাননীয় হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং গভর্ণমেণ্টের ও বিশেষ প্রিয় হইয়াছিলেন। তৎকালিক বড় বড় জমিদারেরা বিপদগ্রস্থ হইলে উদ্ধার হইবার জন্য তাঁহার স্মরণাপন্ন হইতেন। জেলার সাহেবেরা মধুসূদন নন্দীকে বিশেষ বিশ্বাস ও সম্মান করিতেন এবং সাধারণ হিতকর কার্য্যের জন্য তাঁহার যুক্তির অপেক্ষা করিতেন, কোন উল্লেখ যোগ্য কার্য্যই তাঁহাকে ছাড়িয়া হইত না। বাস্তবিক তাঁহার মান সম্ভ্রম এত বৃদ্ধি হইয়াছিল যে তাঁহার প্রকৃতিতে কোমলতা গুণ সত্বেও সাধারণ লোকে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে সাহস করিতেন না। জেলার উচ্চপদস্থ এবং সম্মানিত লোকেরা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলে তাঁহাদের সম্মানার্থে মধুসূদন নন্দী তাঁহার চাঁদুনিবাগে আতসবাজী পোড়াইবার ব্যবস্থা করিতেন। তাঁহার অধিকারের মধ্যে এমনি সুবিচার হইত ও প্রজাবর্গ এতই সন্তোষ ছিলেন যে কেহই আদালতে যাইবার আবশ্যক বিবেচনা করিতেন না। তাঁহাকে ঐশ্বর্য্যবান ও সৎগুণান্বিত দেখিয়া গভর্ণমেণ্ট তাহাকে রাজ সম্মানে সম্মানিত করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করায় মধুসূদন নন্দী তাহা অনাবশ্যক বিবেচনা করিয়া অসম্মতি জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। সাধারণ লোকে তাঁহাকে রাজার ন্যায় জ্ঞান করিতেন। তাঁহার সংসারে রাজকীয় অনুষ্ঠানের কিছুরি ত্রুটি ছিল না। মধুসূদন নন্দী যে কেবল সাহেব ও বড় লোক প্রিয় লোক ছিলেন এমন নহে তিনি দরিদ্রের মা বাপ ছিলেন এবং আত্মীয় ও স্বজাতিদিগের আশ্রয় দাতা ছিলেন। স্বজাতি ও আত্মীয়দিগের উন্নতি কামনায় ভিন্ন ভিন্ন মোকামে তাহাদিগকে কিছু কিছু বকরা দিয়া পাঠাইয়া, এবং জমিদারি সেরেস্তায় চাকরি দিয়া,

কাহাকেও বা গৃহ নির্ম্মাণ করিতে অর্থ দিয়া, সাগঞ্জে স্থাপন করিয়াছিলেন, এবং অনেককে নিজ সংসারে প্রতিপালন করিয়াছিলেন। তিনি যে কেবল তাঁহার অধীনস্থ লোকদিগকে সাহায্য করিতেন এমন নহে অনেক স্বজাতিই তাঁহার সাহায্যে উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি এত দয়াবান ছিলেন যে এক দিবস কোন আত্মীয়ের বাটীতে গমন করিয়া সামান্য প্রকার ব্যঞ্জনাদি রন্ধন হইয়াছে দেখিয়া বাড়ীতে আসিয়া কেবল ১৲ টাকা মাত্র খাজনা ধার্য্য করিয়া বৃহৎ পুষ্করিণী ও বাগান দান করিয়াছিলেন। তিনি যেমন দয়াবান ছিলেন তেমনি তাঁহার মনের তেজও যথেষ্ট ছিল শুনা যায় কোন কার্য্য সহজে কৃতকার্য্য হইতে না পারিলে কিম্বা কোন তালুক খরিদ করিবার সময় প্রতিবন্ধক পাইলে যত কালাবধি তিনি আয়ত্ত করিতে না পারিতেন তিনি কোন মতেই নিশ্চিন্ত থাকিতেন না তাঁহার এ প্রকার জীদ থাকায় ক্রমেই তিনি উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন; আনন্দের বিষয় তাঁহার এ জীদ কোন অন্যায় কার্য্যে অর্পিত হয় নাই। কিন্তু তিনি তাহার অতুল ঐশ্বর্য্য অধিক দিন ভোগ করিতে পান নাই। ৪১ বৎসর বয়সে মধুমেহ রোগে সন ১২৬১ সালে ৫টী নাবালক সন্তান রাখিয়া সকলকে শোক সাগরে ভাসাইয়া সজ্ঞানে স্বর্গধামে চলিয়া যান। শুনিতে পাওয়া যায় তাঁহার মৃত্যুর সময় গঙ্গা নদীর তীরে এত লোক সমাগম হইয়াছিল যে স্থানাভাব হওয়ায় অনেকে নৌকায় আশ্রয় লইয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতা অভয়াচরণ নন্দী ভ্রাতার পদাঙ্ক স্মরণ করিয়া সম্ভ্রমের সহিত বিষয় কার্য্য চালাইয়াছিলেন; এবং গভর্ণমেন্ট ইহাকে নানা প্রকার আবশ্যকীয় কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া সম্মানিত করিয়াছিলেন। মধুসূদন নন্দীর মৃত্যুর পরই তিনি গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে এই পত্রখানি প্রাপ্ত হয়েন।

No. 10

Commissioners office, Burdwan Division,
Burdwan the 31st January 1855.

To

The Secretary of the Ferry Fund Committee,
Hooghly.

Sir,

In reply to your letter of the 18th Instant No. 4. I beg to acquaint that the Lieutenant governor approves of the

appointment of Mrs. Dy"—Magistrate Stephen and Babu Abhoy Charan Nandy as Members of the Ferry Fund committee of your district in the room of Mrs. Smith about to leave the district and Babu Modhusudan Nandy deceased, which will be duly notified in the Government Gazette.

I have etc—

Cr Belli Secretary F E Committee.

Sigd. W H Elliot.
a/t Commissioner.

No. 8

To

Baboo Abhoy Charan Nandy,
Member of the Hooghly F. F. Committee,
Shahagonge.

I have the honor to forward for your information the copy of a letter from the commissioner of circuit intimating the Lieutenant Governor's approval of your election to be a Member of the Ferry Fund Committee of this District.

Zilla Hooghly.
F E Committee Office
The 5th February 1855

I have the honor to be,
Sir,
Your most obedient servant,
Cr. Belli.

জেলার অপরাপর জমিদার অপেক্ষা অভয়চরণ নন্দীও ইহার পূর্ব্বপুরুষগণ গভর্ণমেণ্টের যে বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন ১৮৫৭ সালের সেপাই বিদ্রোহ কালীন গভর্নমেণ্ট যে ইহাকে পত্রখানি পাঠান তাহাতে বেশ বুঝিতে পারা যায়।

এজ্জতাহার শ্রীবাবু অভয়চরণ নন্দী জমিদার
বয়াকীয়ত বাসন্দ।

সন ১৮৫৭ সালে উত্তর পশ্চিম প্রদেশে যে সকল গোরা সৈন্ত যাইতেছে তাহাদিগের রসদের দ্রব্যাদি বহন জন্ত গরুর গাড়ীর প্রয়োজন হওয়ায় এই

জেলার যে সমস্ত জমিদারের নিকট ঐ গাড়ী বয়েল সমেত তলব হয় তাহার সঙ্গে তুমি ও আর আর জেলা জমিদার তাহার সাহায্য করিয়াছেন ও করিতেছেন, তদ্ভিন্ন অন্য কোন জমিদার সাহায্য করে নাই অতএব তোমার খোস নামের জন্য এই পরওনা তোমাকে দেওয়া গেল। ইতি সন ১৮৫৭ সাল তারিখ ২৫শে নবেম্বর।

শ্রীরাম রতন চট্টোপাধ্যায় মোহরার।

দেশের নানা প্রকার হিতকর কার্য্য করায় এবং গভর্নমেন্টের বিশেষ সাহায্য করায় শ্রীশ্রীমহারাণী ভিক্টোরিয়ার দিল্লীর দরবার কালীন অভয় চরণ নন্দীর সম্মানার্থ গভর্নমেণ্ট এই পত্রখানি দেন।

By command of His Excellancy the Viceroy and Governor-General this certificate is presented in the name of Her Most Gracious Majesty Victoria, Empress of India, to Baboo Abhoy Charan Nandy of Shahagunge, Zamindar, in reongintion of his loyalty and support given to education.

January 1st 1877. Richard Temple.

ইনিই প্রধান উদ্যোগী হইয়া হুগলী ও চুঁচুড়া মিউনিসিপ্যালিটী প্রবর্ত্তিত করেন এবং বরাবর কমিশনার থাকিয়া গ্রামের উন্নতির জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইনি সমারোহের সহিত পুনরায় ছয়টী শিব মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন ও সস্ত্রীক তুলট করিয়া সেই অর্থ ব্রাহ্মণদিগকে বিতরণ করেন। ইনিও ইহার ভ্রাতার ন্যায় স্নেহ ও যত্নে প্রজাদিগকে পালন করিতেন, কিন্তু আবশ্যক হইলে কঠোর দণ্ডে অত্যাচারীকে শাসন করিতেন। ইনি ৭৫ বৎসর বয়সে ত্রিরাত্র ৺গঙ্গাতীরে বাস করিয়া জীবন ত্যাগ করেন।

যাহা হোক বহু বৎসর গত হইল তাঁহারা ইহধাম হইতে চলিয়া গিয়াছেন কিন্তু তাঁহাদের পুণ্য কথা সকল এখনও ধ্বনিত হইতেছে এবং তাঁহাদের কীর্ত্তি কলাপ তাঁহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতেছে; এক্ষণে বীরেশ্বর নন্দীর অধস্তন ষষ্ঠ পুরুষ অবধি প্রায় ৫০জন বংশধর সাগঞ্জে জাজ্জ্বল্যমান রহিয়াছেন, উপস্থিত মধুসূদন নন্দীর বংশে শ্রীগিরীন্দ্র নারায়ণ ও অভয়চরণ নন্দীর বংশে শ্রীরাজেন্দ্র নারায়ণ বয়োজ্যেষ্ঠ। বোধ হয় ক্ষণজন্মা—বীরেশ্বর নন্দী ও

তাঁহার পুত্র মধুসূদন ও অভয়চরণ জন্মগ্রহণ না করিলে সাগঞ্জ এ প্রকার তিলি জাতির আবির্ভাব হইত না। এক্ষণে সাগঞ্জে প্রায় ২২৷২৩ ঘর তিলি বাস করিতেছেন এবং পুরুষের সংখ্যা ১০০ শতর উপর হইবে।

শ্রীনারায়ণ চন্দ্র দে B. A.
বারাশত, চন্দন নগর, হুগলী।

মহাত্মা কৃষ্ণদাস পাল।

(পুর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

ব্রিটিস ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন কৃষ্ণদাসের কিরূপ প্রিয়বস্তু ছিল এবং তিনি তাহার উন্নতিকল্পে কতদূর সহায়তা করিয়াছিলেন তাহা এসোসিয়েসনের ভূতপূর্ব্ব প্রেসিডেণ্ট বিবিধ ভাষাবিৎ রাজা রাজেন্দ্র লাল মিত্র অতি সুন্দররূপে ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি বলেন "An abler and a more zealous or more indefatiguable worker on public body ever had. Early and late, at every hour of the day, not unoften at night, he was at work, and nothing came before the Association which did not benefit by his aid and co-operation. It was his tact and temper that kept all things square and never permitted any disintegration. Then his blessed pen was ever at work and never at rest, and to it was, in a great measure, due the high credit of the Association." অন্য এক স্থলে তিনি বলিয়াছেন "He it was who kept the house of the Association neat and tidy. He served the members with the earliest intelligence about all they had to do. He received their guests. He did all their marketting. It is through his diligence and constant watchfulness that they had never heard of the word deficit." বাবু প্যারিচাঁদ মিত্র এসোসিয়েসনের

এক অধিবেশনে বলিয়াছিলেন "I look upon him as a model secretary. Whenever any question was before the Association he was indefatigunable in collecting information from the record and books and from friends here and in the muffasil competent to throw light on the subject. All our memorials, petitions, important letters are chiefly the emanations from his brain. You may buy with money higher ability, but no amount of money can secure the devotion and the l ve of the country which Kristodas Pal had shown in the performance of his duties."

ব্রিটিস ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনরূপ বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে কৃষ্ণদাসের প্রতিভা সম্যকরূপে বিকশিত হইয়া গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল, এবং ১৮৬৩ অব্দে গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটীর কমিসনার ও জষ্টিস অব দি পিস (Justice of the Peace) নিযুক্ত করেন। এস্থানেও তিনি আপন স্বভাব-সিদ্ধ-গুণে অতি অল্প দিনের মধ্যেই বিশেষ খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করেন এবং সকলের প্রশংসাভাজন হন। করদাতাগণের অভাব অভিযোগ তিনি অতি মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করিতেন এবং তাহা দূর করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেন। কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটীর জন্য তিনি দিবারাত্র পরিশ্রম করিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের ১০ই জুন কৃষ্ণদাসের মৃত্যুর জন্য শোক প্রকাশার্থ কলিকাতা টাউন হলে যে বিরাট সভার অধিবেশন হয় তাহাতে মিউনিসিপালিটীর তদানীন্তন চেয়ারম্যান হ্যারিসন সাহেব বলিয়াছেন "Kristodas Pal was a veritable giant. Often after being fascinated by his marvellous fluency in a tongue which might be called a foreign tongue to him were it not a tongue over which he possessed such a perfect command.......................I have found it my duty afterwards, no less than my pleasure, to read again the speeches which he had delivered and to admire and steady the wonderful skill...........................By his sagacity and moderation, more than by anything else, he at

the same time commanded the confidence of officials and non-officials, Europeans and natives."

ব্রিটিস ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন ও মিউনিসিপ্যাল গৃহে কৃষ্ণদাসের কার্য্যকলাপের যশঃ সৌরভে চারিদিক পূর্ণ হইয়া গেল। বড় লাট, ছোট লাট, রাজা, মহারাজা এবং অন্যান্য সম্ভ্রান্ত ভদ্র মহোদয়গণ তাঁহার সততা ও কার্য্য কুশলতা দর্শনে অতীব সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার বহু প্রশংসা করিতে লাগিলেন। অনেক উচ্চ পদস্থ ইংরেজ রাজ কর্ম্মচারী তাঁহার সহিত পরিচিত হইয়াও আলাপ করিয়া তাঁহাকে এক অসাধারণ লোক মনে করিতে লাগিলেন। একদিকে যেমন লর্ড নর্থব্রুক, লর্ড রিপণ, সার এসলি ইডেন, সার রিভারস্ টমসন প্রভৃতি শাসন কর্ত্তাগণ ও অন্যান্য সম্ভ্রান্ত ইংরেজ মণ্ডলী তাঁহাকে সম্মান ও আদর করিতে লাগিলেন অন্যদিকে সেইরূপ দেশীয় রাজন্যবর্গ ও বঙ্গের লক্ষপতি জমীদারগণ এবং ডাক্তার রাজেন্দ্র লাল, রাজা ঈশ্বর চন্দ্র রাজা প্রতাপ চন্দ্র প্রভৃতি মহানুভব ব্যক্তিগণ তাঁহার সহিত আত্মীয়তা ও প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া পড়িলেন।

কৃষ্ণদাসের গুণাবলীর দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া গবর্ণমেণ্ট ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে ছোট লাটের আইন সভার সদস্য ও কলিকাতা ইউনিভারসিটীর সভ্য নির্ব্বাচিত করেন এবং তাঁহাকে ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে সি, আই, ই, উপাধি প্রদান করেন। তাঁহাকে রায় বাহাদুর উপাধি প্রদানকালে লাট প্রসাদে যে দরবার হইয়াছিল তাহাতে বাঙ্গালার তৎকালীন ছোটলাট সার এসলি ইডেন তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন "Hon'ble Kristo Das Pal! You have for many years taken a leading part in all public movements affecting native interests. You have advocated earnestly and well the right and interests of your fellow-countrymen, and you have raised the Auglo-Vernacular Press to a high and influential position. You have likewise served as a member of the Legislative Council and as Municipal Commissioner and as a member of many boards and committees, and Government is indebted to you for much valuable assistance most ungrudgingly given, and in recognition theirof, the title of Rai Bahadur has been conferred upon you" কৃষ্ণদাস উপাধি

প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার পেট্রিয়ট পত্রিকায় লিখিয়াছেন "We are not a little surprised to find our own name among the Rai Bahadurs If we may be allowed to be light-hearted on such a solemn occasion, may we ask what dire offence did we commit for which this punishment was reserved for us? We have no ambition for titular distinctions. We are certainly grateful to the Government for this token of appreciation and approbation of our services, but if we had had a voice in the matter, we would have craved the permission of our kind and generous rulers to leave us alone and unadorned, following the footsteps of those honoured, illustrious Englishmen, by whose side we are but pigmies, who have preferred to remain without a handle to their names" কৃষ্ণদাসের স্বাধীন চিত্ততার ইহা অপেক্ষা উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আর কি হইতে পারে? তিনি জীবনে কখন রাজ সম্মানের প্রার্থী ছিলেন না বা সেই সম্মান লাভ করিয়া কখনও আত্মহারা বা কর্ত্তব্যভ্রষ্ট হন নাই। ইহাই তাঁহার জীবনের বিশেষত্ব; এবং এই বিশেষত্বের গুণেই তিনি মনুষ্য সমাজে শ্রেষ্ঠ পুরুষ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন।

১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে কৃষ্ণদাস ব্রিটিস ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের সেক্রেটারীর পদে নিযুক্ত হন। মহারাজা সার যতীন্দ্র মোহন ঠাকুর কে, সি, আই বড় লাটের আইন সভা হইতে অবসর গ্রহণ করিলে প্রাতঃস্মরনীয় ভারত বন্ধু লর্ড রিপণ ঐ এসোসিয়েসনকে তাঁহার আইন সভার একজন সভ্য নিযুক্ত করিবার ক্ষমতা দেন। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে সকল মেম্বরগণ একমত হইয়া কৃষ্ণদাসকেই সকলের অপেক্ষা উপযুক্ত বিবেচনা করিয়া তাঁহাকে বড় লাটের সভার মেম্বর নিযুক্ত করেন। পরাধীন ভারতবাসীর পক্ষে ইহা অপেক্ষা সৌভাগ্যের বিষয় আর কি হইতে পারে?

বড় লাটের ও ছোট লাটের সভার সভ্য হইয়া তিনি যে গবর্ণমেণ্ট ও প্রজা সাধারণ উভয়েরই হিতাকাঙ্ক্ষী ছিলেন তাহা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। তিনি সকল বিষয়ে গবর্ণমেণ্টকে স্বাধীন উপদেশ প্রদান করিতেন এবং গবর্ণমেণ্টও তাঁহার উপদেশ বিশেষ মূল্যবান জ্ঞান করিতেন। লাট সভায় যে কোন বিষয় মীমাংসার জন্য উপস্থাপিত হইত

বা যে কোন আইনের পাণ্ডুলিপি পেশ হইত, তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তাহার সকল দিক বিবেচনা করিয়া এবং পূর্ব্ববর্ত্তী নথীপত্র সকল বিশেষরূপে আলোচনা করিয়া নিজের অভিমত প্রকাশ করিতেন। যাহা তিনি অন্যায় বা অসঙ্গত বলিয়া মনে করিতেন তাহার বিরুদ্ধে মত দিতে তিনি কখনও ভীত বা কুণ্ঠিত হইতেন না। রাজা মহারাজা প্রভৃতি ধনশালী সভ্যগণ তাঁহার সহিত পরামর্শ না করিয়া কোন বিষয় মত দিতেন না। লাট সভায় তিনি যে সকল বক্তৃতা করিয়াছিলেন তাহা পাঠ করিলে তাঁহার নির্ভিকতা, বুদ্ধিমত্তা, বাগ্মীতার বহুল প্রমাণে পাওয়া যায়। তাঁহার তেজস্বিতা ও রাজনীতি শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য দর্শন করিয়া গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে Leader of the opposition আখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি কখনও চরমপন্থী ছিলেন না বা গবর্ণমেণ্টের রাজদ্রোহী প্রজা ছিলেন না। গবর্ণমেণ্ট যেমন তাঁহাকে পরামর্শ দাতা বলিয়া বিশ্বাস করিতেন গবর্ণমেণ্টের উপরও তাঁহার সেইরূপ প্রগাঢ় ভক্তি ও বিশ্বাস ছিল। কিন্তু রাজভক্তি কখনও প্রজা সাধারণকে তাঁহার হৃদয় হইতে অপসারিত করিতে পারে নাই। Loyalty to the Throw and Justice Fair Play to the people ইহাই তাঁহার রাজনৈতিক জীবনের মূলমন্ত্র ছিল। তিনি স্বয়ং এক সময়ে বলিয়াছিলেন "It is time there should be union among different nationalities of India They should join haud in hand in a common bond of attachment and loyalty to that beneficent Sovereign whose enlightened and benign rule has enabled them to achieve this happy union, and also in a common prayer for justice to their varied claims. Loyalty to the Throne and Justice and Fair Play to the People ought to be the battle cry of every champion of his country's cause. If we remain faithful to that cry, our enemies, however spiteful and powerful, can do us no harm." এই মহামন্ত্রে দীক্ষিত ছিলেন বলিয়াই তিনি সার জর্জ ক্যাম্বেলের বিষ নয়নে পতিত হইয়াও লর্ড নর্থব্রুকের প্রিয়পাত্র হইতে পারিয়াছিলেন, এবং এই মন্ত্র শক্তির প্রভাবেই তিনি কি রাজা, কি প্রজা, কি ধনী, কি নির্ধন সকলেরই হৃদয় সিংহাসন অধিকার করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

কৃষ্ণদাস একজন উচ্চ শ্রেণীর বক্তা ছিলেন। তাঁহার বক্তৃতা যেমন হৃদয়গ্রাহী তেমনি তেজোব্যঞ্জক। সর্ব্বোপরি ইংরাজী ভাষায় তাঁহার অসাধারণ অধিকার ছিল। কি মিউনিসিপাল অফিস, কি ব্রিটিস ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন, কি লাট সাহেবের সভা গৃহে কি সাধারণ সভাস্থলে যে খানেই তিনি বক্তৃতা করিয়াছেন সেই খানেই তিনি আপন অলৌকিক ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন। সার রিচার্ড টেম্পল তাঁহার Men and Evento of my time in India নামক গ্রন্থে কৃষ্ণদাসকে সুন্দর বক্তা সুনিপুণ তার্কিক এবং সর্ব্ব বিষয়ে অভিজ্ঞ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার বাগ্মীতা সম্বন্ধে বিলাতের Saturday Review নামক সংবাদ পত্র বলিয়াছিলেন "Kristo das Pal reasons, debates and delivers himseif very much like an intelligent Englishman, We may go farther and say that this gentleman has bettered his instructors and many a topeewalla would be glad, if on a platform or a board he could display the same fluency of diction, command of argument, versalility and fecundity of resource." কলিকাতার ইংলিশ ম্যান পত্র তাঁহার মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই লিখিয়াছিলেন "As a public speaker, he stood for a head of any of his countrymen, and his utterances were in many respects superior to those of his colleagues whose mother tongue was English and whose training had been entirely English." Hon'ble C. P. Ilbert C. S. I. C. I. E. সাহেবের মতে কৃষ্ণদাস "was a great orator, who would have made his mark in any country and at any time, and he leaves a gap which it would be very difficult to fill ....I shall never forget the skill, courtesy, and tact which he showed in maintainting a very difficult position"

কৃষ্ণদাসের সামাজিক জীবন অতি মধুর কোমল ও করুণাপূর্ণ ছিল। তিনি ধনবান না হইলেও দয়ালু ও পরোপকারী ছিলেন। তিনি জীবনে কখনও কাহারও উপর কুপিত হন নাই বা কখনও কাহাকে কুবাক্য বলেন নাই। কেহ কোন আশা করিয়া তাঁহার নিকট আসিলে তিনি যথাসাধ্য সে আশা পূর্ণ করিতে যত্নবান হইতেন। পরের হৃদয়ে ব্যথা দেওয়া বা

অপরের অনিষ্ট করিয়া নিজের স্বার্থ সাধন করা তাঁহার প্রকৃতি বিরুদ্ধ ছিল। তাঁহার গৃহ সর্ব্বদা লোকে পরিপূর্ণ থাকিত এবং তিনি সকলকে সুমিষ্ট বাক্যে পরিতুষ্ট করিতেন। কি ধনী কি দরিদ্র, কি শিক্ষিত কি অশিক্ষিত যে কেহ তাঁহার বাটীতে আসিতেন তাঁহাকেই তিনি যথোচিত আদর অভ্যর্থনা করিতেন এবং যত্নসহকারে তাহার অনুরোধ রক্ষা করিতেন। তাঁহার যশঃ সৌরভে যখন দিগন্ত পরিপূরিত, তাঁহার সৌভাগ্য রবি যখন মধ্যাকাশে বিরাজিত তখনও তিনি যে কৃষ্ণদাস সেই কৃষ্ণদাস ছিলেন। সুরম্যসৌধ-বাসী লক্ষপতি জমীদার তাঁহার যেরূপ বন্ধু ছিলেন, পর্ণকুটীরবাসী শাকান্ন ভোজী দরিদ্রও তাঁহার সেইরূপ প্রিয় ছিলেন। Indian Nation নামক সুবিখ্যাত সংবাদ পত্রের সম্পাদক চিন্তাশীল লেখক মিষ্টার এন ঘোষ তাঁহার Kristodas Pal, a Study নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন "His was a beautiful life—a pure, spotless, serene life, never for one moment agitated by possion or betrayed by self interest into error or indiscretion. He has had no enemy. A kingly kind of man free from many of the failings of human nature, a radiant child of the empyrean, fresh from God's own hand." অন্য লোকের সর্ব্ব প্রকার সুখ ভোগের সুবিধা করিয়া দিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিলেও তিনি নিজে তাঁহার দরিদ্র পিতামাতার প্রদর্শিত পথে চিরজীবন চলিয়াছিলেন। বিলাসিতা কাহাকে বলে তাহা তিনি জানিতেন না, সৌখীন দ্রব্য ব্যবহার করিবার প্রবৃত্তি তাঁহার মনে স্থান পাইত না। লোকসেবাই তাঁহার জীবনের ব্রত ছিল এবং আজীবন তিনি সেই মহাব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন। তিনি কিরূপ পরোপকার পরায়ণ ছিলেন নিম্ন লিখিত একটি ঘটনা হইতে তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। তাঁহার জনৈক বন্ধুর এক জামাতা ছিলেন। তিনি বাখরগঞ্জ জেলার অধীন কোন এক মহকুমায় মুনসেফী করিতেন। একদিন তিনি এক টেলিগ্রাম পাইলেন যে তাঁহার এক আত্মীয় কলিকাতায় বিসূচিকা রোগে আক্রান্ত হইয়াছে। এই সংবাদ পাইবামাত্র তিনি ছুটীর জন্য জেলার জজ সাহেবের নিকট অনুমতি চাহিলেন, কিন্তু সাহেব তাঁহার ছুটীর দরখাস্ত মঞ্জুর করিলেন না। অগত্যা মুনসেফ বাবু তাঁহার শ্বশুরকে টেলিগ্রাম দ্বারা জানাইলেন যে তাঁহার কলিকাতা যাওয়া অসম্ভব। সেইদিন রাত্রে কৃষ্ণদাসের উক্ত বন্ধুটি

নিমন্ত্রিত হইয়া তাঁহার বাটীতে আসিয়াছিলেন। অন্যান্য নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ প্রস্থান করিলে পর সেই বন্ধুটি কৃষ্ণদাসকে তাঁহার জামাতার টেলিগ্রামের কথা বলিলেন। তখন রাত্রি অনেক হইয়াছে। কিন্তু তাহা হইলে কি হয়? কৃষ্ণদাস তখনই সেই বন্ধুটিকে সঙ্গে লইয়া হাইকোর্টের ইংরাজী ডিপার্ট-মেণ্টের কর্ত্তা যিনি হাইকোর্টের একজন জজ তাঁহার বাটীতে উপস্থিত হইলেন। জজ সাহেব কৃষ্ণদাসের আগমন সংবাদ পাইবামাত্র বাহিরে আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন ও এত অধিক রাত্রিতে তাঁহার আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। কৃষ্ণদাস তাঁহার বন্ধুর জামাতার বিপদের কথা সাহেবকে বলিয়া যাহাতে তাহার ছুটীর ব্যবস্থা হয় তাহা করিবার জন্য সাহেবকে অনুরোধ করিলেন। জজ সাহেব আর দ্বিরুক্তি না করিয়া সেই রাত্রেই বাখরগঞ্জ জেলার জজকে মুনসেফ বাবুকে ছুটী দিবার জন্য টেলিগ্রাম দ্বারা হুকুম দিলেন। পরদুঃখ কাতরতা আর কাহাকে বলে?

ক্রমশঃ—

শ্রীসুরেন্দ্র নাথ নন্দী B. L. বর্দ্ধমান।

খাগড়ার তিলি সমাজ।

জেলা মুরশিদাবাদের অন্তর্গত খাগড়াগ্রামে বহু সংখ্যক তিলি জাতির বাস তন্মধ্যে কতকগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে বিবৃত করিলাম। খাগড়ায় যত তিলি আছেন অধিকাংশ বারেন্দ্রশ্রেণী। ইহারা একাদশ বা দ্বাদশ তিলি বলিয়া পরিচয় দেন না। ইহারা ঘোর বৈষ্ণব।

১। বৈদ্যনাথ কুণ্ডু—বয়স অনুমান ২১।২২ বৎসর। ইঁহর পিতা ৺রাম গোপাল কুণ্ডু অতি ধার্ম্মিক ও নিষ্ঠাবান পুরুষ ছিলেন তাঁহার বৃদ্ধ পিতামহ ৺রাম গোবিন্দ কুণ্ডু মহাশয়ের পূর্ব্ববাস এই জেলার অধীন অমরকুণ্ড গ্রামে ছিল। তিনি ব্যবসা করার জন্য খাগড়ায় আসিয়া প্রথমতঃ একখানি সামান্য মুদিখানার দোকান করেন তৎপর বাসনের কারবার করিয়া এত উন্নতি করিয়াছিলেন যে বাটিতে ঠাকুর স্থাপিত করিয়া নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়াকলাপ এবং অকাতরে অন্নদান প্রভৃতি ভুরি ভুরি সৎকার্য্য করিয়াও লক্ষাধিক টাকার সম্পত্তি রাখিয়া অবশেষে ৯০ বৎসর

বয়সে মানব লীলা সম্বরণ করেন। এখনও সেই সকল সম্পত্তি অক্ষুন্ন ভাবে রহিয়াছে। শ্রীমান বৈদ্যনাথ কুণ্ডু ঐ সকল সম্পত্তি ভোগ করিতেছেন। তিনি রামগোপাল কুণ্ডুর posthumous son, তাঁহার খাগড়ার বাজারে একখানি প্রসিদ্ধ বাসনের দোকান আছে।

২। শ্যামাচরণ বিশ্বাস—ইঁহার বয়স অনুমান ৪০ বৎসর। ইনি বৈদ্যনাথ কুণ্ডুর ভগিনীপতি। বৈদ্যনাথের ষ্টেটের কার্য্যভার ইহার উপর ন্যস্ত আছে। ইনি এন্‌ট্রেন্স পরীক্ষা ১ম বিভাগে পাশ করিয়া এফ. এ পর্য্যন্ত পড়িয়াছিলেন। ইহার জন্মভূমি জেলা নদীয়ার অন্তর্গত মোনাখালী গ্রাম। তথায় ইহার খুল্লতাত বাবু যোগেন্দ্র চন্দ্র বিশ্বাস মহাশয় বাস করেন। তিনি একজন পরম বৈষ্ণব। ইহার পিতা কলিকাতার একজন প্রধান আড়তদার বাবু রামলাল শ্রীমানি মহাশয়ের কর্ম্মকর্ত্তা ছিলেন। এক্ষণে শ্যামাচরণ খাগড়ার বৈদ্যনাথ কুণ্ডুর বাটীতে সপরিবারে বাস করিতেছেন। ইনি একজন অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তি।

৩। জীবনকৃষ্ণ পাল, হিরালাল পাল, যোগেন্দ্র চন্দ্র পাল, উপেন্দ্র চন্দ্র পাল। ইঁহারা চারি সহোদর। পৃথকান্নে ও পৃথক কারবারে আছেন। সকলেরই বাসনের কারবার। যোগেন্দ্র চন্দ্র পাল এল এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বি এ ফেল হন তৎপর pleadership পরীক্ষার জন্য চেষ্টা করেন। এক্ষণে নিজ ব্যবসা কার্য্য পরিদর্শন করিতেছেন ও এই জেলার অধীন ভগীরথপুর গ্রাম নিবাসী জমিদার বাবু চারুকৃষ্ণ সাহা চৌধুরী মহাশয়ের প্রাইভেট সেক্রেটারীর কার্য্য করেন। এক্ষণে ইহারা কয় ভাই ব্যবসা দ্বারা বিলক্ষণ উন্নতি করিয়াছেন। ইহাদের পূর্ব্ববাস এই জেলার অধীন জনঙ্গী গ্রাম। ইহাদের পূর্ব্ব পুরুষেরা অতি সমৃদ্ধিশালী লোক ছিলেন। জীবনকৃষ্ণ পালের পুত্রের সহিত শ্যামাচরণ বিশ্বাসের কন্যার শুভ পরিণয় গত ১৫ই ফাল্গুন অতি সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। ইহাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বহুবল্লভ পালের অনেক দিন হইল মৃত্যু হইয়াছে। তাহার একমাত্র নাবালক পুত্র ধর্ম্মদাস পাল ও তাহার মাতা হিরালাল পাল ও যোগেন্দ্র চন্দ্র পালের প্রতিপালনাধীনে আছে।

৪। ক্ষিতীশচন্দ্র দে—ইনি এণ্ট্রেন্স পরীক্ষা পাশ করিয়া এল, এ পর্য্যন্ত পড়িয়াছিলেন। তৎপর মোক্তারী পরীক্ষা পাশ করিয়া এক্ষণে বহরমপুর কোর্টে practice করিতেছেন। পসার ভাল। ইহার প্রথমা স্ত্রীর বিয়োগ

হওয়ায় ইনি কাশিমবাজারের মহারাজার মেলে বিবাহ করিয়াছেন। ডাক্তার প্রসন্ন নাথ দে কন্যার জ্যেষ্ঠতাত ও রায় শ্রীনাথ পাল বাহাদুর কন্যার পিসা মহাশয় হন। ইহাদের পূর্ব্ববাস নদীয়া জেলার অধীন বোলমারি গ্রাম। ইহার পিতা বাবু যদুনাথ দে মহাশয় সব ডেপুটী পরীক্ষা পাশ করিয়া কান্দির মুনসেফী আদালতের নাজির হইয়াছিলেন। ক্ষিতীশচন্দ্রের ভূসম্পত্তিও কিছু আছে। ইহার অগ্রজ কালীপদ দে রেঙ্গুণে Engineering আফিসে একটি বড় চাকরি করিতেন কয়েক বৎসর হইল তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। ক্ষিতীশচন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভূপেন্দ্র ভূষণ দে এফ, এ, পর্য্যন্ত পড়িয়া এক্ষণে কলিকাতায় কাষ্ঠের দালালী করিতেছেন অনেক ভূসম্পত্তিও করিয়াছেন। তাঁহার বিবাহ হয় নাই। বয়স অনুমান ৩৩।৩৪ বৎসর।

শ্রীপতি কুণ্ডু—ইহার বয়স ২৪।২৫ বৎসর। জনঙ্গীতে ইহার বিবাহ হইয়াছে। ইহার পিতার নাম যদুনাথ কুণ্ডু তিনি বহরমপুর জজ আদালতে ওকালতী করিতেন। মৃত্যুকালে অনেক টাকা রাখিয়া গিয়াছিলেন। যদুনাথ কুণ্ডুর বাটী জেলা নদীয়ার অধীন গোভীপুর গ্রাম; তাঁহার অপর দুই ভ্রাতা রামনারায়ণ কুণ্ডু ও হরি নারায়ণ কুণ্ডু ছিলেন, প্রথমোক্ত ব্যক্তি মেহেরপুরের ও শেষোক্ত ব্যক্তি রাণাঘাটের নাজির ছিলেন তাঁহারা ধর্ম্মভীরু ও উদারচেতা ব্যক্তি ছিলেন। শ্রীপতি বাবু কাহারও চাকরি করেন না। নিজ সম্পত্তি দেখা শুনা করেন।

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র কুণ্ডু—ইহার বয়স ৫২।৫৩ বৎসর। ইনি এফ এ পরীক্ষায় ফেল হইয়া Second Grade Pleadership পরীক্ষা দেন তাহাতেও অকৃতকার্য্য হইয়া অবশেষে বহরমপুর জজ আদালতে কেরানীগিরি চাকরিতে নিযুক্ত হন। ইনি কান্দীর নাজিরী প্রভৃতি অনেক কার্য্য করিয়াছেন। ইহার ২৯ বৎসর চাকরি হইল। পেনসনের বয়স হইয়াছে ইহার পূর্ব্বপুরুষগণের বাসস্থান জেলা নদীয়ার অধীন গোভিপুর গ্রাম। ইহার পিতা রামধন কুণ্ডু মহাশয় বহরমপুর লুইপেন কোম্পানীর সদর রেশম কুটিতে ৪০ বৎসর যশের সহিত কার্য্য করিয়া অবশেষে পেনসন প্রাপ্ত হন। ৬।৭ বৎসর হইল তিনি ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। ইহার পুত্রের সহিত জনঙ্গী নিবাসী বাবু রাজকৃষ্ণ নন্দী মহাশয়ের কন্যার শুভ পরিণয় গত ১৫ই মাঘ নিরাপদে সমাধা হইয়া গিয়াছে।

বটকৃষ্ণকুণ্ডু—ইহার বয়স ৪৫।৪৬ বৎসর। ইনি হুগলীর নর্ম্মাল স্কুলের ত্রৈবার্ষিক পরীক্ষা পাশ করিয়া অনেক স্থানে শিক্ষকতার কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া এক্ষণে খাগড়া L. M. S. Schoolএর তৃতীয় পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত আছেন। বট বাবুকৃষ্ণ নিরীহ ভদ্রলোক। তাঁহার পূর্ব্ববাস জেলা নদীয়ার অধীন মোনাখালী গ্রাম। তাঁহার একটি কন্যা বিবাহ যোগ্যা হইয়াছে। সম্বন্ধও অনেক স্থান হইতে আসিতেছে কিন্তু দুঃখের বিষয় কন্যাটী ম্যালেরিয়ায় অনেক দিন হইতে ভুগিতেছে তজ্জন্য বিবাহের প্রতিবন্ধক ঘটিয়াছে।

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র কুণ্ডু, খাগড়া।

বিবিধ-প্রসঙ্গ।

শুভ বিবাহ। ২রা আষাঢ় সোমবার ৫৩নং মৃজাপুর ষ্ট্রীট নিবাসী রায় শ্রীনাথ পাল বাহাদুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ সত্যেন্দ্র নাথ পালের সহিত কাসিমবাজারের মহারাজা শ্রীযুক্ত মণীন্দ্র চন্দ্র নন্দী বাহাদুরের তৃতীয়া কন্যা শ্রীমতী কমলিনী দাসীর শুভ বিবাহ মহাসমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়ছে।

গ্রাম স্থাপন ও পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা। পাবনা জেলার অন্তর্গত রাউতারা নিবাসী স্বনামধন্য মৃত মহাত্মা শ্রীদামচন্দ্র কুণ্ডু মহাশয়ের দৌহিত্র শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ কুণ্ডু মহাশয় উক্ত রাউতারা গ্রামের অনতিদূরে পূর্ব্বাংশে মাঠের মধ্যে বহু অর্থব্যয়ে দুইটী বৃহৎ জলাশয় খনন করতঃ নূতন একটী গ্রাম সংস্থাপন করিয়া নিজ বাসভবন প্রস্তুত করিয়াছেন এবং তাহার চতুষ্পার্শ্বে ব্রাহ্মণ ও স্বজাতি প্রভৃতি বহুসংখ্যক হিন্দু প্রজা বসাইয়াছেন। মৃত মাতামহের নাম চিরস্মরণীয় করিবার মানসে নূতন নির্ম্মিত গ্রামটীর নাম শ্রীদামনগর রাখিয়াছেন। গ্রামটি আপাততঃ আয়তনে ক্ষুদ্র হইলেও বেশ সৌন্দর্য্যশালী। ক্রমশঃ যেরূপ বসতির সংখ্যা বাড়িতেছে তাহাতে মনে হয় অল্পদিন মধ্যেই শ্রীদামনগর সাধারণ পল্লীগ্রাম অপেক্ষায় সর্ব্বাংশেই ভদ্রলোকের বসতির উপযোগী হইবে।

দান।—পাবনা জেলার অন্তর্গত রাউতারা নিবাসী স্বর্গীয় মহাত্মা শ্রীদাম চন্দ্র কুণ্ডু মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত বাবু যদুনাথ কুণ্ডু, প্রিয়নাথ কুণ্ডু

অম্বিকা নাথ কুণ্ডু ও উপেন্দ্রনাথ কুণ্ডু মহাশয়গণ পোতাজিয়া উচ্চ ইংরাজী স্কুলের বিল্ডিং নির্ম্মাণের সাহায্যার্থে এককালীন ৩০০৲ তিন শত টাকা দান করিয়াছেন। তাঁহাদের এরূপ দানে স্থানীয় স্কুলের যথেষ্ট উপকার সাধিত হইয়াছে। পরলোকগত শ্রীরামচন্দ্র কুণ্ডু মহাশয় বহুবিধ সদনুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন, আমরা আশা করি তাঁহার বংশধরগণ মৃত মহাত্মার সদনুষ্ঠানের অনুকরণে দেশের ও দশের উপকার করিতে থাকিবেন। শ্রীনবকুমার কুণ্ডু গ্রামশ্রীরামনগর, পোঃ পোতাজিয়া, পাবনা।

মেট্রিকুলেশন পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্র।

১। কলিকাতা ৫৩নং মৃজাপুর ষ্ট্রীট নিবাসী রায় শ্রীনাথ পাল বাহাদুরের পুত্র শ্রীমান সত্যেন্দ্রনাথ পাল ১ম বিভাগে।

২। কলিগাঁও—মালদহ নিবাসী শ্রীযুক্ত দেবকুমার রায় চৌধুরীর পুত্র শ্রীমান রমাভূষণ রায় চৌধুরী ১ম বিভাগে।

৩। ব্রাহ্মণপাড়া—হাওড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত উত্তমচন্দ্র চিনে মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান যতীন্দ্রনাথ চিনে ১ম বিভাগে।

৪। মামুদপুর—২৪পরগণা নিবাসী দ্বারিকানাথ পাল মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান রাখাল চন্দ্র পাল ১ম বিভাগে।

৫। শান্তিপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত গোবিন্দ চন্দ্র প্রামাণিক মহাশয়ের ৪র্থ পুত্রশ্রীমান আনন্দময় প্রামাণিক ১ম বিভাগে।

৬। শান্তিপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত বিপিন বিহারী প্রামাণিক (নাজির) মহাশয়ের ৩য় পুত্র শ্রীমান রমেন্দ্র গোপাল প্রামাণিক ১ম বিভাগে।

৭। শান্তিপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত শরৎ চন্দ্র প্রামাণিক মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান মহিম রঞ্জন প্রামাণিক ১ম বিভাগে।

৮। শান্তিপুর নিবাসী শ্রীমান লক্ষ্মীকান্ত মণ্ডল ১ম বিভাগে।

৯। শান্তিপুর নিবাসী শ্রীমান অমূল্য চরণ কুণ্ডু ১ম বিভাগে।

১০। জামগ্রাম—হুগলি নিবাসী ৺সুরেন্দ্র নাথ নন্দী মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান পাঁচুগোপাল নন্দী ১ম বিভাগে।

১১। কলিকাতা সিমলা সুড়িপাড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত ফকির চাঁদ মল্লিক মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান স্নুটবিহারী মল্লিক ১ম বিভাগে।

১২। কলিকাতা জোড়াসাকো নিবাসী শ্রীযুক্ত বিজেন্দ্র নাথ মল্লিক মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান বনবিহারী মল্লিক ১ম বিভাগে।

১৩। সাগরকান্দী—পাবনা নিবাসী শ্রীযুক্ত বঙ্কুবিহারী কুণ্ডু মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান শশাঙ্ক বিহারী কুণ্ডু ১ম বিভাগে।

১৪। রাউভাড়া—পাবনা নিবাসী শ্রীযুক্ত বিহারী লাল কুণ্ডু মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান বিমলেন্দু ভূষণ কুণ্ডু ১ম বিভাগে।

১৫। যশোহরের অন্তর্গত মীনগ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন কুণ্ডু মহাশয়ের জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীমান নন্দলাল কুণ্ডু ১ম বিভাগে।

১৬। ছোট বৈনান—বর্দ্ধমান নিবাসী শ্রীযুক্ত ভগবান চন্দ্র নন্দীর পুত্র শ্রীমান অচ্যুদানন্দ নন্দী ২য় বিভাগে।

১৭। শান্তিপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত হরিচরণ ভবানী মহাশয়ের ৪র্থ পুত্র শ্রীমান প্রমোদ কুমার ভবানী ২য় বিভাগে।

১৮। পোতাজিয়া—পাবনা হাইস্কুলের পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্য নাথ কুণ্ডু মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান শচীন্দ্রনাথ কুণ্ডু ২য় বিভাগে।

১৯। দক্ষিণ বাঁটরা—হাওড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি কুণ্ডু মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান মাণিক চন্দ্র কুণ্ডু ২য় বিভাগে।

২০। বেহালা নিবাসী শ্রীমান উপেন্দ্র নাথ পাল ২য় বিভাগে।

ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্র।

১। কলিকাতা ২৯নং শোভাবাজার ষ্ট্রীট নিবাসী শ্রীযুক্ত ননিলাল শেঠ মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান জ্যোতিশ্চন্দ্র শেঠ প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে I. S. C. পরীক্ষায় সপ্তমস্থান অধিকার করিয়াছে।

২। কলিগাঁও—মালদহ নিবাসী শ্রীযুক্ত কালী কুমার রায় চৌধুরী মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান ব্রজেন্দ্র কুমার রায় চৌধুরী ১ম বিভাগে।

৩। সাঁতরাগাছি—হাওড়া নিবাসী ৺দামোদর কুণ্ডু মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান প্রভাস চন্দ্র কুণ্ডু ১ম বিভাগে।

৪। চাঁদহাট—ফরিদপুর নিবাসী ৺আদিত্য প্রসাদ কুণ্ডু মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান অক্ষয় কুমার কুণ্ডু ১ম বিভাগে।

৫। হরিপুর—দিনাজপুর নিবাসী অবসর প্রাপ্ত শ্রদ্ধেয় হেড মাষ্টার শ্রীযুক্ত বিপিন বিহারী কুণ্ডু মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান নিশিথ নাথ কুণ্ডু ১ম বিভাগে।

৬। জামগ্রাম—হুগলি নিবাসী ৺নীলকান্ত নন্দী মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান রাধা কান্ত নন্দী ১ম বিভাগে।

৭। রাউতাড়া—পাবনা নিবাসী শ্রীযুক্ত বিহারী লাল কুণ্ডু মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান বিমল চন্দ্র কুণ্ডু ১ম বিভাগে।

৮। ডাহুকা—বর্দ্ধমান নিবাসী বাবু গঙ্গা নারায়ণ দে মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান সুসন্তোষ কুমার দে ২য় বিভাগে।

৯। শান্তিপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ পাল মহাশয়ের ৩য় পুত্র শ্রীমান বিধুভূষণ পাল ২য় বিভাগে।

১০। শান্তিপুর নিবাসী শ্রীমান বিজয়কৃষ্ণ কুণ্ডু ২য় বিভাগে।

১১। কলিকাতাস্থ রায় রাধাচরণ পাল বাহাদুরের জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীমান গোপীনাথ পাল ২য় বিভাগে।

১২। জামগ্রাম - হুগলী নিবাসী ৺নীলকান্ত নন্দীর পুত্র শ্রীমান রাধাকান্ত নন্দী ২য় বিভাগে।

১৩। জয়নগর—২৪ পরগণা নিবাসী ৺সুবল চন্দ্র কুণ্ডু মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান রামসরণ কুণ্ডু ৩য় বিভাগে।

বি, এ এবং বি, এস, সি পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্র।

১। চন্দননগর নিবাসী ৺ভূষণ চন্দ্র নায়েক মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান অনীন্দ্রনাথ নায়েক বি, এস, সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে।

২। শান্তিপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত গোবিন্দ চন্দ্র প্রামানিক মহাশয়ের তৃতীয় পুত্র শ্রীমান প্রফুল্লময় প্রামানিক বি, এস, সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে।

৩। কদমতলা—হাওড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু ভুবন চন্দ্র খাঁ মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান বিভূতি ভূষণ খাঁ বি, এস, সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে।

৪। পোতাজিয়া পাবনা নিবাসী রামকৃষ্ণ কুণ্ডু বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

৫। জয়নগর—২৪ পরগণা নিবাসী ৺বিপ্রদাস কুণ্ডু মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান বামাচরণ কুণ্ডু বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে।

পাত্রীর প্রয়োজন।

১। রাজসাহী জেলার অন্তর্গত দিঘাপতিয়ায় একটী সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির ১টি পুত্র আছে, পিতার অবস্থা ভাল, পাত্রের বয়স অনুমান ২০।২২ বৎসর, পাত্রী বয়স্থা ও সুন্দরী হওয়া চাই।

গ্রাহকগণের বিশেষ দ্রষ্টব্য।

১। যে সকল তিলি-সন্তান ১৩২০ সালে ম্যাটরিকিউলেসন্ ইণ্টারমিডিয়েট, বি, এ; বি, এস, সি; এম, এ; এম, এস, সি, ওকালতি, ডাক্তারি, মোক্তারী, ওভারসিয়ারী, ইঞ্জিনিয়ারিং, মাইনর, ছাত্রবৃত্তি, কিম্বা অন্য যে কোনও পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবেন। তিনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাঁহার নাম, পিতার নাম ও ঠিকানা এবং কোন পরীক্ষায় কোন বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছেন তাহা লিখিয়া পাঠাইলে স্বজাতি মহোদয়গণকে স্বজাতির পরীক্ষার ফল জ্ঞাপনার্থ আমরা তাহা প্রকাশিত করিব।

২। আমাদের গ্রাহক কিম্বা তাঁহাদের আত্মীয়গণের মধ্যে প্রকাশযোগ্য কোন কার্য্য করিলে কিম্বা হইলে, যদি গ্রাহক মহোদয়গণ অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাহার আনুপূর্ব্বিক ঘটনা লিখিয়া আমাদিগকে জ্ঞাত করান তাহা হইলে বিশেষ বাধিত হইব।

৩। তিলিজাতির মধ্যে বিবাহোপযুক্ত পাত্র কিম্বা পাত্রী থাকিলে পাত্র-পাত্রীর অভিভাবকগণ পরিচয়োপযোগী নাম, ধাম, গোত্র, বয়স, পটী, কোন সম্প্রদায়ে বিবাহ দিতে ইচ্ছুক, কিরূপ পাত্র বা পাত্রীর প্রয়োজন ইত্যাদি বিষয় লিখিয়া নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইলে আমরা বিবাহের জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করিয়া থাকি বলা বাহুল্য যে বঙ্গদেশীয় সকল তিলি সম্প্রদায়ের বিবাহের জন্য আমরা সচেষ্ট রহিলাম।

৪। বর্ত্তমান ১৩২০ সাল হইতে চৈত্র মাস ব্যতীত অন্য কোন মাসের পত্রিকায় প্রাপ্তি-স্বীকার করা যাইবে না, চৈত্র মাসের পত্রিকায় প্রাপ্তি স্বীকার ও এককালীন দানের তালিকা ব্যতীত আর কিছু থাকিবে না।

বলা বাহুল্য যে সকল গ্রাহকগণের নিকট হইতে ১৩২০ সালের চাঁদা ১৩২০ সালের ফাল্গুন মাসের মধ্যে আদায় না হইবে প্রাপ্তি-স্বীকারে তাহাদিগের নাম উল্লেখ থাকিবে না। গ্রাহকগণ আশ্বিন মাসের মধ্যে তিলি-বান্ধবের বার্ষিক মূল্য ১৲ মনি অর্ডারযোগে না পাঠাইলে আমরা ভিঃ পিঃ দ্বারায় ব্যয় ৵০ মোট ১৵০ গ্রহণ করিব।

তিলি-বান্ধব কার্য্যালয়,
কদমতলা বাজার, হাওড়া।

কার্য্যাধ্যক্ষ
শ্রীবাহিরদাস পাল।

তিলিবান্ধব Regtd No. C. 548.

Printed and published by Bahir Das Pal at the Bejoy Press No. 214 Khooroot Road, Howrah. and from Tili Baudhab Karjaloya 1 Bantra Road, Kadamtala Bazar, Howrah.

Reg. No. C 548.

পঞ্চম বর্ষ] শ্রাবণ ১৩২০ সাল। [৪র্থ সংখ্যা

তিলি-বান্ধব।

মাসিক পত্র।

সূচীপত্র।

তিলি-বান্ধবের অগ্রিম বার্ষিক মূল্য সহরে ও মফস্বলে ১৲ এক টাকা মাত্র।

তিলি-বান্ধবের নিয়মাবলী।

১। তিলি-বান্ধবের অগ্রিম বার্ষিক মূল্য সহরে ও মফঃস্বলে ডাক মাশুল সহ এক টাকা, প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ৵০ দুই আনা।

২। তিলি-বান্ধবের বিজ্ঞাপন প্রকাশের হার প্রতি মাসে প্রতি পংক্তি ৵০ দুই আনা। অধিক দিনের জন্য ও বড় বড় বিজ্ঞাপনের হার স্বতন্ত্র, পত্র লিখিলে জানিতে পারিবেন।

৩। নির্দ্ধারিত মূল্য ব্যতীত যদি কেহ কৃপাপরবশ হইয়া এই পত্রিকার উন্নতিকল্পে এককালীন (অথবা অন্নপ্রাসন, বিবাহ, শ্রাদ্ধ দেবদেবীর পূজা পুষ্করিণী, ও বৃক্ষ প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি সমারোহ ব্যাপারে যিনি যাহা) কিছু দান করেন তাহাও সাদরে গৃহীত হইবে।

৪। বৈশাখ মাসে এই পত্রিকার নববর্ষ আরম্ভ এবং প্রতি মাসের সংক্রান্তির দিন তিলি-বান্ধব পত্র প্রকাশিত হয়, গ্রাহকগণ যথাসময়ে পত্রিকা পাইতে বিলম্ব হইলে, আমাদিগকে জানাইলে আমরা তাহার যথাযোগ্য প্রতি বিধান করিয়া থাকি। বৎসরের যে কোনও সময়ে গ্রাহক হউন না কেন তাঁহাকে সেই বৎসরের প্রথম সংখ্যা হইতে লইতে হইবে।

৫। তিলি জাতি সম্বন্ধীয় যে কোন;প্রবন্ধ প্রকাশযোগ্য বোধ হইলে সাদরে গৃহীত হইবে।

৬। লেখকগণের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন।

৭। কেহ কোন বিষয় জানিতে ইচ্ছা করিলে রিপ্লাই পোষ্ট কার্ড বা ৴১০ পয়সা ডাক টিকিট সহ পত্র লিখিবেন।

৮। টাকা কড়ি পত্র ও প্রবন্ধাদি নিম্নলিখিত ঠিকানায় কার্য্যাধ্যক্ষের নামে পাঠাইবেন।

তিলি বান্ধব কার্য্যালয়, কদমতলা বাজার, হাওড়া।

কার্য্যাধ্যক্ষ—
শ্রীবাহির দাস পাল

পুরাতন তিলি-বান্ধব। যে সকল ব্যক্তি ১৩১৬।১৩১৭।১৩১৮।১৩১৯ সালের তিলি-বান্ধব পত্রিকা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা প্রত্যেক সালের জন্য ১৲ এক টাকা পাঠাইলে তাহা পাইতে পারেন, কিন্তু ভিঃ পিঃ লইলে প্রতি সালের জন্য এক আনা হিসাবে চার্য্য অধিক করা হয়। কার্য্যাধ্যক্ষ তিলি-বান্ধব কার্য্যালয়, কদমতলা হাওড়া।

তিলি-বান্ধব।

মাসিক পত্র।

পঞ্চম বর্ষ। | শ্রাবণ ১৩২০ সাল। | ৪র্থ সংখ্যা।

আবাহন।

মুছাতে মোদের অশ্রু ধারাহত
জ্বালিতে মোদের উৎসাহ অনল,
আসিছেন মাতঃ, বরষা বিগত,
তাই শশধর অতি নিরমল।

(২)

মাতা আসিবেন এ ধরায়, হেরি
হাসিছে তারকা বিমল আভায়,
সুচারু বেশেতে প্রকৃতি সুন্দরী
নভোরূপ থালা জ্বালিতেছে তাই।

(৩)

জননী তাঁহার করুণা নয়নে
নাশিবে মোদের সকল আঁধার;
আবাহন তাঁর গাও মনঃ প্রাণে,
পাইবে মনের তথ্য সারোদ্ধার।

(৪)

যে পণ করেছ, শুন দিয়া মন
সাধিতে আপন সমাজ নীতি,
হও অগ্রসর ভুলোনা কখন,
জাতীয় উন্নতি সুখকর অতি।

(৫)

ডুবিওনা আর হতাশ সলিলে
আসিবেন শীঘ্র ভবেশ-গৃহিণী ;
বিতরিতে দয়া অবনী মণ্ডলে,
সঙ্গে লয়ে তাঁর যতেক সঙ্গিনী।

(৬)

জননী সমীপে মোদের কামনা
সফল বিনা ত হ'বে না বিফল ;
অর্পি মন প্রাণ করিলে সাধনা
ঘুচে যাবে যত মোহ অন্ধকার।

(৭)

জিনিয়া সমরে অজ্ঞান তিমিরে
অক্ষুণ্ণ রাখিয়া একতা বন্ধন,
হও অগ্রসর প্রফুল্ল অন্তরে,
সামাজিক ধর্ম্ম করিয়া স্মরণ।

(৮)

সর্ব্ব গুণান্বিত, রাজ মহামতি,
যে কার্য্যে উদ্যত হইবে সফল ;
মহাত্মা কাশিম বাজারাধিপতি
নিবাবে মোদের ক্ষুধার অনল।

(৯)

দুর্গতি নাশিনী দুরিত দলনী
কৃপা প্রকাশিয়ে রাখ গো সম্পদে,
এই ভিক্ষা মাগি চরণে তোমার,
অধম মাধমে রাখিও শ্রীপদে।

শ্রীমাধম চন্দ্র দে মণ্ডল, বংশবাটী (মুরশিদাবাদ)

মহাত্মা কৃষ্ণদাস পাল।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

কৃষ্ণদাসের সামাজিক জীবন যত মধুর ছিল পারিবারিক জীবন তত সুখের ছিল বলিয়া বোধ হয় না। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে অষ্টাদশ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে তাঁহার প্রথম বিবাহ হয় এবং সেই স্ত্রীর গর্ভে তাঁহার এক পুত্র ও এক কন্যা জন্মে। কিছুদিন পরে ঐ স্ত্রীর মৃত্যু হওয়ায় ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে তিনি পুনরায় দার পরিগ্রহ করেন। এই দ্বিতীয়া পত্নীর গর্ভে তাঁহার এক পুত্র সন্তান জন্ম গ্রহণ করিয়া অতি শৈশব কালেই কালগ্রাসে পতিত হয়। কৃষ্ণদাস যেরূপ কোমল প্রাণ ও সহৃদয় প্রকৃতির লোক ছিলেন তাহাতে এই সকল সাংসারিক দুর্ঘটনা সহ্য করা তাঁহার পক্ষে বড়ই কঠিন। প্রিয়তমা পত্নীর ও প্রাণ প্রতিম পুত্রের অকাল মৃত্যুতে তাঁহার প্রাণ কিরূপ আকুল হইয়াছিল এবং তিনি সংসার সুখে কিরূপ বীতশ্রদ্ধ হইয়াছিলেন তাহা সার রপার লেথ ব্রিজকে তিনি যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহাতেই সম্যক বুঝিতে পারা যায়। তিনি লিখিয়াছিলেন "God has smitten me sorely, and I must try to be resigned; but can feel no further interest in life, and shall not live long"

কৃষ্ণদাস অত্যন্ত পিতৃমাতৃ বৎসল ছিলেন এবং পিতামাতাকে দেবতা জ্ঞানে ভক্তি ও পূজা করিতেন। দেবতার আদেশে দেবসেবক যেরূপ আত্মনিগ্রহ করিতে পারেন, পিতামাতার আদেশে তিনিও তাহা করিতেন। জনক জননীকে সুখী করা তাঁহার জীবনের এক প্রধান লক্ষ্য ছিল। নিজের নানাবিধ সুখের চিন্তাকে তিনি পিতামাতার তৃপ্তি বিধানের জন্য অক্লেশে বলি দিতে পারিতেন। পরিবারবর্গ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া তিনি এক দিনের জন্যও অন্যত্র থাকিতে পারিতেন না। কার্য্যানুরোধে বা নিজের স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য যদি তাঁহাকে কলিকাতা ত্যাগ করিয়া যাইতে হইত তাহা হইলে প্রতিদিন তাঁহাকে পত্র লিখিবার জন্য তিনি বাটীতে উপদেশ দিয়া যাইতেন। একবার তাঁহাকে কলিকাতার অনতিদূরে কোন এক স্থানে যাইয়া কিছুদিন থাকিতে হইয়াছিল। তাঁহার উপদেশ মত তাঁহার পুত্র প্রত্যহ তাঁহাকে পত্র লিখিতেন। একদিন কোন পত্র না

আসায় তিনি এতদূর উৎকণ্ঠিত চিত্ত হইয়াছিলেন যে সেই দিনই তিনি সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন। আত্মীয় স্বজনের প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসার ইহা অপেক্ষা উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আর কি হইতে পারে? কথিত আছে যে তিনি এক সময়ে ইংলণ্ড যাইবার মনস্থ করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার জননী দেবী তাহাতে অমত করায় তিনি সে সঙ্কল্প পরিত্যাগ করেন। মাতৃভক্ত কৃষ্ণদাস মাতৃ আজ্ঞা কখনও অবহেলা করিতে পারিতেন না। কৃষ্ণদাসের মৃত্যুতে টাউনহলে যে শোক সভা আহুত হইয়াছিল তাহাতে ডাক্তার মহেন্দ্র লাল সরকার বলিয়াছিলেন "The reverence of Kristodas for his parents was unbounded. They were to him his earthly gods. While labouring under his own mortal sickness, he was solicitous of their comforts to a degree and displayed for their trifling ailments an anxiety that in the whole course of my experience I have not seen another man to do."

ধর্ম্মমতে কৃষ্ণদাস পবিত্র হিন্দু ছিলেন। হিন্দুভাব ও হিন্দু সংস্কার রক্ষার বিষয়ে তিনি অন্য কোন আস্থাবান হিন্দু অপেক্ষা ন্যূন ছিলেন না। তিনি আহারে ব্যবহারে চিরদিন সম্পূর্ণ হিন্দুভাব রক্ষা করিয়া চলিয়াছিলেন: ভ্রমেও কখনও অখাদ্য বা অপেয় গ্রহণ করেন নাই। সৌভাগ্য ও সম্মানের আতিশয্যে তাঁহার জাতীয় ভাবের ও হিন্দুর আচারের লক্ষণ সকলের বিলোপ সাধন হয় নাই। কিন্তু ইহা আমাদের স্মরণ রাখা উচিৎ যে তিনি ইংরাজী শিক্ষিত হিন্দু ছিলেন; সুতরাং তিনি যে সংস্কারের পক্ষপাতী ছিলেন ইহা বোধ হয় না বলিলেও চলে। অপ্রাপ্তবয়স্কা বালবিধবার পুনর্ব্বিবাহ তিনি ধর্ম্ম ও ন্যায় সঙ্গত বলিয়া বিবেচনা করিতেন, এবং কলিকাতার কোন ভদ্র পরিবারে ঐরূপ একটি বিধবা বিবাহ তিনি সম্পূর্ণরূপে অনুমোদন করিয়াছিলেন। তাঁহার ধর্ম্মমত কিরূপ ছিল তাহা তাঁহার অনেক ইংরেজ বন্ধু মিঃ জেমস রুটলেজ একখানি পত্রে অতি সুন্দররূপে ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি বলেন "He met the missionaries on a principle as simple as that on which he met the Government. He claimed for them the utmost freedom. He demanded from them that they should use no undue influence. Grant him these conditions,

and the devoted Jesuit and the devoted Presbyterian were alike his friends. Deny him these conditions, and he had for the man who bought converts the most resolute, the most unflinching and the most redoubtable opposition.........He was a Hindu of Hindus. To say that he worshipped images would be absurd.........I am writing of a beautiful human soul, high above meanness of any kind, incapable of evasion, scornful of subterfuge, capable of any self-sacrifice, reckless of any consequences to himself when he stood for the right."

বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব বিষয়ক আইন সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টকে পরামর্শ দিবার জন্য বাঙ্গলার জমীদারবর্গ যখন কৃষ্ণদাসকে বড় লাটের আইন সভার সদস্য মনোনীত করেন তাহার পূর্ব্ব হইতেই কৃষ্ণদাসের স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইয়া আসিতেছিল। নানা প্রকার শারীরিক ক্লান্তি ও মানসিক শ্রমের কার্য্যে দীর্ঘ কালের জন্য ব্যাপৃত থাকায় তিনি দুরারোগ্য বহুমূত্র রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। সময়ে সময়ে তাঁহার পীড়া এরূপ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইত যে তাঁহাকে শয্যার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইত। এবম্বিধ ভগ্ন স্বাস্থ্য লইয়াও তিনি এক দিনের জন্যও কর্ম্ম হইতে বিরত হন নাই। কর্ম্মের জন্যই তিনি জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং কর্ম্মের জন্যই তিনি আপন অমূল্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। পরিশেষে যখন তাঁহার পীড়া উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, যখন শরীর যন্ত্র সকল ক্রমশঃ শিথিলতা প্রাপ্ত হইতে লাগিল তখন তিনি একবারে শয্যাশায়ী হইলেন এবং বাঙ্গালার দুর্দ্দিন ভারতের দুর্দ্দিন—১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের ২৪শে জুলাই বৃহস্পতিবার বেলা সাড়ে এগারটার সময় ভারতমাতার ক্রোড় শূন্য করিয়া সমগ্র ভারতবাসীকে অকূল শোক সমুদ্রে ভাসাইয়া—বিধাতার বরপুত্র কৃষ্ণদাস পাল অনন্ত দিব্যধামে চলিয়া গেলেন। বৃদ্ধ পিতামাতা, আত্মীয় স্বজন, পুত্র কলত্র, শোকে ম্রিয়মাণ হইয়া মৃত্যুশয্যার চতুঃপার্শ্বে দণ্ডায়মান—অসহায় দুঃখীজন অবলম্বন শূন্য ছিন্ন তরুর ন্যায় ভূপৃষ্ঠে পতিত—কিন্তু "অমর ধামের পথে স্বর্গীয় আলো জ্বলিল, দেবতারা অমরাত্মার সম্ভাষণার্থে অগ্রসর হইলেন, দেবকণ্ঠে জয়গীত-মঙ্গলধ্বনি- আনন্দকোলাহল উত্থিত হইল।" তাঁহার মৃত্যুতে কি হিন্দু

কি মুসলমান কি ইংরাজ কি বাঙ্গালী, কি পারসী কি মান্দ্রাজী, সকলেরই হৃদয়ে এক মহাশূন্যতার সূচনা হইয়াছিল। কলিকাতার অসংখ্য নর নারী ভাগীরথী তটে শ্মশান ক্রোড়ে শায়িত তাঁহার শবদেহ দেখিবার জন্য নিমতলার ঘাটে সমুপস্থিত হইয়াছিল। ধনী দরিদ্র, বালক বৃদ্ধ, ইতর ভদ্র, স্ত্রী পুরুষ সকলেই শোকাকুলিত হৃদয়ে অশ্রুপূর্ণ লোচনে চারিদিক অন্ধকার দেখিয়াছিল। সমগ্র ভারতবর্ষ বিষাদে পূর্ণ হইয়াছিল।

কৃষ্ণদাসের মৃত্যুতে সমগ্র ভারতের জনমণ্ডলী কিরূপ শোকার্ত্ত হইয়াছিল তাহা সেই সময়ের সংবাদ পত্র সকল পাঠ করিলে বেশ বুঝিতে পারা যায়। কলিকাতার ইংলিসম্যান, ষ্টেটস্‌ম্যান, ডেলিনিউজ, বেঙ্গলী, অমৃত বাজার পত্রিকা, ইণ্ডিয়ান নেশন, রিজ ও রায়ত, ইণ্ডিয়ান এম্পায়ার, ক্রিশ্চিয়ান হেরাল্ড, নেটিভ ওপিনিয়ন, সুবোধ পত্রিকা, এলাহাদের পাইওনিয়ার, বোম্বাইয়ের টাইম্‌স্ অব ইণ্ডিয়া, ইণ্ডিয়ান স্পেক্‌টেটার, ইন্দুপ্রকাশ, পুণার মারহাট্টা, মান্দ্রাজের হিন্দু, বাঁকিপুরের ইণ্ডিয়ান ক্রনিকল্‌, বেহারের বেহার হেরাল্ড, ভাগলপুরের ভাগলপুর নিউজ, সুরাটের গুজরাট মিত্র, আসামের আসাম নিউজ, এবং বিলাতের স্যাটারডে রিভিউ প্রভৃতি সংবাদ পত্র সকল বিষাদের চিহ্ন ধারণ করিয়া অশ্রুপাত করিতে করিতে এই শোক সংবাদ লোকের দ্বারে দ্বারে উপস্থিত করিয়াছিল। বিলাত হইতে লর্ড নর্থব্রুক, অষ্ট্রীয়া হইতে সার এসলি ইডেন, সিমলা পাহাড় হইতে সার ষ্টুয়ার্ট বেলী, সি, পি, ইলবার্ট, জে, গিবস্, এ মেকেঞ্জি, অক্‌স্ ফোর্ড হইতে ডব্লিউ মার্কবি, হ্যানোবার স্কোয়ার হইতে হেন্‌রী বেল, এবারডিন হইতে রবিনসন সুটার, বোম্বাই হইতে কে, টি, তেলাঙ্গ প্রভৃতি উচ্চপদস্থ রাজ কর্ম্মচারী এবং ভারতবর্ষের প্রায় সকল রাজন্যবর্গ শোকসূচক পত্রাদি লিখিয়াছিলেন।

কৃষ্ণদাসের লোকান্তর প্রাপ্তিতে শোক প্রকাশার্থে যে সকল সভা আহূত হইয়াছিল তন্মধ্যে কলিকাতা টাউনহলে বিরাট সভা বিশেষ ভাবে উল্লেখ যোগ্য। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের ১০ই জানুয়ারী তারিখে কলিকাতার সেরিফ মিঃ জি, ই, কিথ সাহেব এই সভা আহ্বান করেন। বাঙ্গলার তৎকালীন ছোটলাট সার রিভারস্ টমসন সভাপতির আসন গ্রহণ করেন, এবং হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি সার রিচার্ডগার্থ, কলিকাতা মিউনিসি-প্যালিটীর চেয়ারম্যান এইচ, এল, হ্যারিসন, সার ষ্টুয়ার্ট বেলী, দ্বারভাঙ্গার মহারাজা, প্রিন্স ফরোক সা, ডাক্তার মহেন্দ্র লাল সরকার, রাওসাহেব

মণ্ডলিক, ডাক্তার ডি, বি, স্মিথ এবং ডাক্তার স্যাণ্ডার্স এই সভায় কৃষ্ণদাসের গুণাবলীর কীর্ত্তন করিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন। তৎপরে মৃত মহাত্মার স্মৃতিচিহ্ন রক্ষার জন্য একটি প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতি ক্রমে গৃহীত হইয়া তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য "কৃষ্ণদাস মেমোরিয়াল ফণ্ড" নামে একটি ফণ্ড স্থাপিত হইয়াছিল। ভারতের চির সুহৃদ লর্ড রিপণ হইতে আরম্ভ করিয়া কি হিন্দু কি মুসলমান, কি ইংরেজ কি পার্শী, কি শিক্ষিত কি অশিক্ষিত সকলেই যথাসাধ্য এই ফণ্ডে অর্থ সাহায্য করিয়াছিলেন। অতি অল্পদিনের মধ্যেই প্রায় বিশ হাজার টাকা এই ফণ্ডে সংগৃহীত হয় এবং সেই অর্থে বিলাত হইতে কৃষ্ণদাসের একটি প্রস্তর মূর্ত্তি আনীত হয়। ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনারেল লর্ড এলাগন সেই মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করিয়া আপনাকে ধন্য ও গৌরবান্বিত মনে করিয়াছিলেন। পাঠক! সেই প্রশান্ত মূর্ত্তি, সেই উজ্জ্বল প্রতিভান্বিত চক্ষু, সেই বীরত্ব ব্যঞ্জক বিশাল অথচ কোমল হৃদয়, সেই দেব প্রকৃতি সুলভ উদার অন্তঃকরণ যদি দেখিতে চাও, তবে একবার কলিকাতা কলেজ স্কোয়ারে যাও, একবার সেই মূর্ত্তির পাদমূলে উপবেশন কর; নয়ন সার্থক হইবে, শরীর ও মন পবিত্র হইবে, স্বর্গাদপি গরীয়সী জন্মভূমিকে ভালবাসিতে শিখিবে।

উপসংহারে আমার বক্তব্য এই যে কৃষ্ণদাসের ন্যায় আদর্শ মনুষ্যের জীবন চরিত প্রণয়ন করা, তাঁহার ন্যায় গুণবান মহাজনের গুণাবলী উপযুক্তরূপে বর্ণনা করা, পরম সৌভাগ্যের বিষয় হইলেও, আমার ন্যায় ক্ষুদ্রবুদ্ধি ব্যক্তির পক্ষে সে সৌভাগ্যের আশা করা বাতুলতা মাত্র। "ক্ব সূর্য্যপ্রভবো বংশঃ ক্ব চাল্পবিষয়া মতিঃ।" কোথায় ভারতপূজ্য কৃষ্ণদাস, আর কোথায় আমি! তিনি গগনবিহারী উজ্জ্বল নক্ষত্র, আর আমি সামান্য খদ্যোৎ! তিনি অনন্ত অসীম পারাবার, আর আমি গোষ্পদস্থিত বারিবিন্দু! সুতরাং আমি তাঁহাকে কিরূপ আয়ত্ত করিব? কিরূপে তাঁহার গৌরব অনুভব করিতে পারিব? এরূপ স্থলে অনেকেই জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, তবে এরূপ দুরূহ কার্য্যে অগ্রসর হইবার আবশ্যক কি? এরূপ বিসদৃশ্য অবস্থায় বামন হইয়া চাঁদ ধরিবার প্রয়াস কেন? উত্তরে আমার একটি মাত্র কথা বলিবার আছে। ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন ব্যক্তির উপবনস্থিত সযত্নে বর্দ্ধিত সুশোভন সার ওয়াল্টার স্কট, মার্সাল নীল বা ভিক্টোরিয়া রোজের তিনি বহু সমাজের বিলাসিতার ক্রোড়ে লালিত পালিত হন নাই

সত্য; কিন্তু তাঁহার জীবনী এরূপ বিচিত্র ঘটনা পূর্ণ এবং সেই সকল ঘটনা এরূপ উপদেশপূর্ণ ও চিত্ত মুগ্ধকর যে তাহার আলোচনায় আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্র মানবের অশেষবিধ কল্যাণ সাধিত হইতে পারে। দুঃখের বিষয় বাঙ্গালা ভাষায় তাঁহার যে দুই একখানি জীবন চরিত রচিত হইয়া ছিল তাহা সাধারণ পাঠকবর্গের বিশেষতঃ তিলিবান্ধবের পাঠকবর্গের পক্ষে নিতান্ত দুষ্প্রাপ্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই অভাব দুরীকরণার্থ আমি তাঁহার সুপবিত্র জীবন কাহিনী তাঁহার ও আমাদের জাতীয় পত্রিকায় সংক্ষেপে বর্ণনা করিতে চেষ্টা করিয়াছি। এই জীবনী যদি কোন অংশে তিলিবান্ধবের পাঠকগণের আদরের জিনিস হয় তবে সে জন্য বিশেষরূপে প্রশংসার পাত্র উপযুক্ত পিতার উপযুক্ত পুত্র—অনারেবল রায় কৃষ্ণদাস পাল বাহাদুরের সুযোগ্য সন্তান—অনারেবল রায় রাধাচরণ পাল বাহাদুর। তিনি যেরূপ আগ্রহের সহিত তাঁহার স্বর্গীয় পিতৃদেবের জীবনী বিষয়ক উপকরণাদির দ্বারা আমাকে সাহায্য করিয়াছেন তাহাতে আমি তাঁহার নিকট অপরিশোধ্য ঋণ জালে জড়িত হইয়াছি। এমন কি তাঁহার সাহায্য না পাইলে আমার ন্যায় অযোগ্য ব্যক্তি এরূপ অনুষ্ঠানে অগ্রসর হইতে কখনই সাহসী হইত না। পরিশেষে পাঠকগণের নিকট আমার বিনীত নিবেদন এই যে তাঁহারা যেন আমায় ক্ষুদ্রতা ও সামর্থ্যহীনতা স্মরণ করিয়া মহাপুরুষের গুণ গরিমার উপযুক্ত সমাদর করেন।

শ্রীসুরেন্দ্র নাথ নন্দী B.L.

উকিল, জজ আদালত, বর্দ্ধমান।

সমবায় ব্যবসায়।

আমরা তিলি জাতি বাণিজ্য আমাদের প্রধান অবলম্বন। আমরা একটী প্রধান ব্যবসাদার জাতি বলিয়া আমাদের মনে একটু আত্মাভিমানও আছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই অভিমান থাকা সত্ত্বেও আমাদের কর্ম্মক্ষেত্রে আমরা প্রকৃত পক্ষে শীর্ষস্থান অধিকার করিতে পারিব নাই। যদি আমরা আমাদের জাতীয় স্বার্থকতা লাভ করিবার আকাঙ্খা অতি অল্প পরিমাণেও

হৃদয়ে পোষণ করি তাহা হইলে আমরা নিশ্চয়ই যথাকালে সর্ব্ব শীর্ষস্থান অধিকার করিব। ভারতবর্ষে ব্যবসাদার জাতির সংখ্যা কম নহে, তাহার মধ্যে প্রধান স্থান অধিকার করিতে পারা কম গৌরবের কথা নহে The temple of honour is always placed on an eminence এবং সেই সর্ব্ব বাঞ্ছিত স্থানে প্রবেশ লাভ করিতে হইলে অধ্যবসায়, উদ্যোগ, উচ্চ আকাঙ্ক্ষা, আত্মবিশ্বাস এবং ভগবানের প্রতি ভক্তি থাকা বিশেষ আবশ্যক। যাহাদের জীবনে কোন উদ্দেশ্য নাই, কোন লক্ষ্য নাই, তাহারা বিশেষ ভাবে কোনরূপ স্থায়ী উন্নতি লাভ করিতে সক্ষম হন নাই। আমরা ব্যবসাদার জাতি আমাদের প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিৎ বাণিজ্যক্ষেত্রে শীর্ষস্থান অধিকার করা। সুধু উদ্দেশ্য স্থির থাকিলেই চলিবে না যে পথে চলিলে নিশ্চয়ই কৃতকার্য্য লাভ করিতে পারিব সেই পথ জানা বিশেষ দরকার। কৃতকার্য্যের পথ আমরা দুই প্রকারে পাইতে পারি। প্রথম উপায় যে পর্য্যন্ত না আমরা সেই পথ পাই সে পর্য্যন্ত পথের অন্বেষণ করা এবং দ্বিতীয় উপায় যাঁহারা আমাদের পূর্ব্বে এবং পরে বানিজ্য ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া যে পথ অবলম্বন করিয়া উন্নতি লাভ করিয়াছেন তাঁহাদের প্রদর্শিত পথের পথিক হওয়া। আমরা বহুদিন হইতে পূর্ব্ব প্রচলিত মতে ব্যবসা করিয়া আসিতেছি, যে যার নিজের মূল ধনে নিজে ব্যবসায় চালাই-তেছি; কিন্তু এরূপ ভাবে চলিয়া আমরা ত বিশেষ উন্নতি লাভ করিতে পারিতেছি না। কি করিয়া পারিব! সংসারের সকলে যখন যেরূপভাবে চলিতেছে তখন ঠিক সেইরূপ ভাবে যে চলিতে না পারিবে সে নিশ্চয়ই পিছনে পড়িয়া থাকিবে এবং লোকে তাহাকে মূর্খ বলিয়া সম্বোধন করিবে। কামান, বন্দুক, ও ম্যাক্সিম্ গানের যুগে তীর ধনুক লইয়া যুদ্ধ করিতে যাইলে পরাভব অনিবার্য্য তদ্রূপ সমবায় ব্যবসায়ের যুগে ব্যক্তি গত ব্যবসা-য়ের পরাজয়ও অনিবার্য্য। সকলেই সমবায় ব্যবসায়ে নিযুক্ত এ সময়ে ব্যক্তি গত ব্যবসায় স্থান পাইবে না। সমবায় ব্যবসায়ীরা পণ্য দ্রব্যের মূল্য ইচ্ছামত চড়াইতে ও কমাইতে সমর্থ কিন্তু ব্যক্তি গত ব্যবসায়ী সেরূপ পারিবেন না। চাঁদা করিয়া টাকা তুলিয়া সমবায় ব্যবসায় চলে যদি লোকসান হয় বিশেষ কাহারও গায়ে লাগে না কিন্তু লাভ হইলে যথেষ্ট লাভ হইবে। এ ব্যবসায়ে কেহ একেবারে ফতুর হন না।

এই সমবায় নিয়মে ব্যবসা করিয়া ইংরাজ জাতি আজ এত উচ্চ।

হৃদয়ে উচ্চ আকাঙ্ক্ষা পোষণ করিয়া যখন ইংরাজগণ ভারতবর্ষে সমবায় ব্যবসায় উপলক্ষে প্রথম পদার্পণ করেন তখন কে মনে করিয়াছিল যে সেই সামান্য কয়েক জন ইংরাজ বণিক ভারতে নূতন যুগ আনয়ন করিবে, কে মনে করিয়াছিল যে তাহারই এই মৃত প্রায় ভারতবাসীগণের হৃদয়ে যৌবনের স্পন্দন পুনর্জ্জীবিত করিতে সক্ষম হইবে এবং কেহ স্বপ্নেও ভাবিতে পারে নাই যে সেই সামান্য কয়েক জন বণিক এরূপ বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপন করিবে যাহার তুলনা পুরাণেও দুর্ল্লভ। সামান্য বণিকগণ কর্ত্তৃক এরূপ অসম্ভব ব্যাপার সম্ভব কেন হইল? কেন আমাদের দেশের রাজন্যবর্গ রাজনীতি ক্ষেত্রে এই বণিকগণের নিকট পরাস্ত হইয়াছিলেন এবং কেনই বা ভারতবাসীগণ ইংরাজ রাজত্ব মুসলমান রাজত্ব অপেক্ষা সহস্রগুণে শ্রেয়ঃ মনে করিয়া বণিকগণের আশ্রয় লইয়াছিলেন তাহা ইতিহাসেও পাঠকগণ অবগত আছেন। যাঁহারা সমবায় ব্যবসায় কৃতকার্য্য লাভ করিয়াছেন তাঁহারা সমস্ত গুরুতর বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে সমর্থ হন। ইহাতে দশজনে একমত হইয়া কার্য্য করিতে পারা যায়, নিজের উপর বিশ্বাস হয়, সংসারে প্রতিষ্ঠা লাভ হয়। দশজনে মিলিয়া কোন ব্যবসায় চালাইতে না শিখিলে আমরা কোনরূপ স্থায়ী প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিব না। ব্যবসায় ক্ষেত্রে প্রকৃত উন্নতি লাভ করিতে হইলে আমাদিগকে সমবায় ব্যবসায় শিক্ষা করিতে হইবে ও বিদেশে বাহির হইতে হইবে। বঙ্গদেশের যে সকল জাতি কখনও ব্যবসা করিতেন না, ব্যবসার নাম শুনিলে যাঁহারা ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত করিতেন এখন তাঁহারা এই সমবায় নিয়মে ব্যবসায় চালাইয়া লাভবান হইতেছে আর আমরা ব্যবসাদার জাতি হইয়া Limited Company চালাইতে পারিব না, ইহা কি কখনও হইতে পারে! আমরাও সমবায় ব্যবসায়ে যোগদান করিব। সর্ব্ববিষয়ে বম্বের পার্শীদিগের অনুরণ করা আমাদের উচিৎ কারণ ব্যবসাদারগণের ভিতর বম্বের টাটা, মেটা, ওয়াচা, জিজিভাইগণই শীর্ষস্থানীয়। তাঁহারা অল্প সংখ্যক হইয়াও ব্যবসার দ্বারা কিরূপে ক্রোরপতি হইলেন তাহা আমাদের চিন্তা করিবার বিষয় সন্দেহ নাই। যদি আমরা ইংরাজ ও পার্শীগণের অনুকরণ করিতে পারি তাহা হইলে আমরাও যথা সময়ে বাণিজ্যে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিব সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

আমরা যাহাতে সত্বর বহু লিমিটেড কোম্পানি সৃষ্টি করিতে

পারি তৎপ্রতি আমাদের বিশেষ লক্ষ্য থাকা আবশ্যক। ইহাতে অনেক স্বজাতি প্রতিপালিত হইবে, আমাদের সাহস ও আত্ম বিশ্বাস বাড়িবে এবং ভারতবর্ষের বাণিজ্য ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে সক্ষম হইব। বিংশ শতাব্দীতে সমবায় ব্যবসাই শ্রেষ্ঠ ব্যবসায়, এবং বাণিজ্যে বিশেষভাবে উন্নতি লাভ করিতে হইলে ভারত ছাড়িয়া বিদেশে গমন করিতেও আমরা কুণ্ঠিত হইব না। আজকাল বিদেশে না যাইলে সর্ব্ববিষয়ে দক্ষতা লাভ করা সব সময়ে সম্ভবপর হয় না। প্রথমে জাপানে যাওয়াই উচিৎ, আমাদের স্বজাতীয়ের মধ্যে শান্তিপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত প্রভাস চন্দ্র প্রামাণিক মহাশয় জাপানে গিয়াছিলেন। প্রভাস বাবু বঙ্গদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করার পর Modern Review পত্রিকায় তাঁহার সম্বন্ধে সবিশেষ বাহির হইয়াছিল কিন্তু তিনি বান্ধবের পাঠকবর্গের জন্য এই প্রসঙ্গে প্রভাস বাবুর বিষয় কিছু লিখিবার প্রলোভন ত্যাগ করিতে পারিলাম না।

প্রভাস বাবু শান্তিপুর নিবাসী স্বর্গীয় বিপিন বিহারী প্রামাণিক মহাশয়ের পঞ্চম পুত্র। বিপিন বাবু একজন খ্যাতনামা ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। প্রভাস বাবুদের বংশ খুব প্রাচীন ও বুনিয়াদী। প্রভাস বাবুর মাতুল বংশও খুব প্রাচীন বংশ তাঁহার মাতামহ স্বর্গীয় [illegible]মোহন প্রামাণিক মহাশয়ের ন্যায় বহু ভাষাবিৎ পণ্ডিত ও সাধক তখনকার কালে খুব কমই ছিল। তিনি গ্রীক, ল্যাটীন প্রভৃতি ভাষায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। সংস্কৃত ভাষায় কৌকিলদূত প্রভৃতি বহু সদ্গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। সে সময়ে শান্তিপুরের ন্যায় স্থানে কোন ব্রাহ্মণও সংস্কৃত বিদ্যায় তাঁহার সমকক্ষতা লাভ করিতে পারেন নাই। প্রভাস বাবুর মাতুল স্বর্গীয় যশোদানন্দন প্রামাণিক মহাশয়ও খুব পণ্ডিত লোক ছিলেন তিনি এম, এ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন এবং হাইকোর্টের একজন খ্যাতনামা উকিল ছিলেন। প্রভাস বাবুর বাল্যকাল হইতেই ব্যবসা বাণিজ্যের প্রতি খুব আস্থা সেই জন্য তিনি যখন Entrance Classএ পড়েন সেই সময়ে জাপান যাত্রা করেন। তিনি জাপানে তিন বৎসর কাল বাস করিয়া ছাতা তৈয়ারী, ইলেকট্রো-প্লেটিং, লেস, রিবন্ প্রভৃতি প্রস্তুত করা শিক্ষা করিয়াছেন। যে সকল ফ্যাক্টরীতে তিনি কাজ শিখিয়াছেন সেখানকার কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ প্রভাস বাবুকে বিশেষ ভাল বাসিতেন ও তাঁহাকে,

ভাল সার্টিফিকেট দিয়াছেন। তাঁহার আমেরিকা যাওয়ার ইচ্ছা ছিল কিন্তু পিতার মৃত্যু সংবাদ পাইয়া আমেরিকা যাইবার সংকল্প ত্যাগ করিয়া দেশে ফিরিয়া আসেন। দেশে ফিরিয়া তিনি নিজে ফ্যাক্টরী খুলিবার চেষ্টা করেন তাহাতে সুবিধা না হওয়ায় দিঘাপতিয়ার রাজা বাহাদুরের সমীপস্থ হন। রাজা প্রমদা নাথের ন্যায় সহৃদয় ও স্বজাতি বৎসল রাজা বঙ্গদেশে খুবই বিরল। স্বজাতীয়গণের উন্নতির জন্য তিনি সর্ব্বদা ব্যস্ত, তিনি বহু তিলি সন্তানকে নিজের ষ্টেটে চাকরী দিয়া প্রতিপালন করিতেছেন এবং অনেক ছাত্রকে পড়ার জন্য অর্থ সাহায্য করিতেছেন। জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা তিনি রাজা বাহাদুরকে দীর্ঘজীবি করুন। রাজা বাহাদুর প্রভাস বাবুকে যথেষ্ট অনুগ্রহ করিয়াছিলেন। তিনি নিজে প্রভাস বাবুর জন্য মহারাজা কাশিমবাজারকে লেখেন এবং পরে কাশিমবাজার ও দীঘাপতিয়ার উদ্যোগে প্রভাস বাবুর জন্য তিলি সমিতির মিটিং আহুত হয়। দুঃখের বিষয় ফ্যাক্টরী স্থাপনের বিরুদ্ধে ভোট কিছু বেশী হওয়ায় প্রভাস বাবুর আশা ফলবতী হইল না। তাঁহার factory Scheme তিলি সমিতি গ্রহণ করিলেন না বলিয়া প্রভাস বাবু দুঃখিত হন নাই কারণ তিনি দেখিলেন সমবায় ব্যবসায় তিলিগণের মধ্যে একটী নূতন ব্যাপার এবং সেই জন্যই সকলে ইহার উৎকর্ষতা উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। আর বাস্তবিকই একটা নূতন ব্যাপারে সকলেই প্রথমে একমত হইতেও পারেন না। মহারাজা কাশিম-বাজার, দীঘাপতিয়ার রাজা বাহাদুর ও কতিপয় শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি যাঁহারা প্রভাস বাবুর পোষকতা করিয়াছিলেন তিনি তাঁহাদিগের নিকট চির কৃতজ্ঞ। প্রভাস বাবুর বিশ্বাস যে অল্প দিন মধ্যেই সমবায় ব্যবসায়ের উৎকর্ষতা বিষয়ে সকলেই উপলব্ধি করিবেন।

যদি আমরা বঙ্গে ব্যবসাদার শ্রেণীগণের মধ্যে আমাদের যে শীর্ষস্থান তাহা অক্ষুন্ন রাখিতে চাই, যদি আমাদের দেশের মধ্যে সর্ব্ব বিষয়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করিবার আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে পোষণ করি, যদি আমরাও পার্শীদের মত বাণিজ্য জগতে বিজয় পতাকা উড্ডিন করিতে সমর্থ হই তাহা একমাত্র সমবায় ব্যবসায় দ্বারায় প্যারিব অন্য কোন উপায় দ্বারা আমরা জাতিগত উন্নতি লাভ করিতে পারি না। ব্যক্তিগত উন্নতি লাভ করিতে পারি। দুই একজন বড় হইলে কোন লাভ হয় না জাতির সকলে উঠিতে না পারিলে স্থায়ী মঙ্গল হয় না। সমবায় ব্যবসায় অচিরাৎ আমাদের উন্নতির প্রধান সহায় হইবে সন্দেহ নাই। S. N. Roy.

স্বজাতির আর সাড়া শব্দ নাই কেন?

কোন একটী কার্য্য যখন নূতন হজুগ উঠে, তখন দিন কতক খুব ধুমধাম হয়, আসর সরগরম রাখে, নানা বিষয়ের আলোচনা হয়। কিন্তু কখন হজুগ কমিয়া যায়, তখন আর ধুমধাম আর থাকে না—শেষে সাড়া শব্দটী পর্য্যন্ত থাকে না। আমাদের স্বজাতির সম্মিলনীর অবস্থা ঠিক তাহাই হইয়াছে—দিন কতক খুব ধুম ধাম হইল, চাঁদা আদায় চলিল, আদম সুমারির ফারম বাহির হইল কিন্তু ফলে যে কি হইল তাহা সাধারণে জানিতে পারিলেন না। শুনিতে পাই স্থানে স্থানে ভিন্ন ভিন্ন সমাজে মাসিক ও বাৎসরিক অধিবেশন হয় এবং নানা বিষয়ের আলোচনা হইয়া থাকে, কিন্তু সে আলোচনার দ্বারায় যে স্বজাতির কি উন্নতি হইতেছে তাহা সাধারণে জানিতে না পারিলে লোকের যে কি করিয়া উৎসাহ বাড়বে, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। প্রত্যেক সমাজের আলোচনার বিষয় এবং কতদুর উন্নতি হইতেছে তাহা সাধারণের গোচর না হইলে কি করিয়া যে আমাদের সমাজের উন্নতি হইবে—তাহা কি একবার কেহ ভাবিয়া দেখেন?

আমার বিবেচনায় "তিলিবান্ধব" পত্রিকায় সে সকল বিষয় আলোচনা হইলে খুব ভাল হয়, কারণ তিলিবান্ধবের যেরূপ গ্রাহক হইয়াছে তাহাতে অধিকাংশ স্বজাতির নজরে পড়ে, এমতাবস্থায় আমি প্রত্যেক গ্রামবাসী সম্পাদক মহাশয়দিগের অনুরোধ করিতেছি যে তাঁহারা তাহাদের সম্প্রদায়ের কার্য্য বিবরণী তিলিবান্ধবে পাঠাইয়া দিলে ভাল হয়। আমাদের একমাত্র আদরের জিনিস তিলিবান্ধব আজ কাল সকলে আদরের সহিত পাঠ করিয়া থাকেন। অনেক গোলদারী ও মুদিখানা দোকানে উহা যত্নের সহিত পঠিত হইয়া থাকে। যতই বিভিন্ন সমাজের সংবাদ লোকে জানিবে, ততই তাহাদের উৎসাহ বাড়িবে। এক সমাজে যে যে বিষয় আলোচনা হইয়া থাকে, অন্য সমাজ হয়ত তাহারা সে বিষয় আদৌ লক্ষ্য রাখেন না। বিষয়টী ভাল হইলে পরস্পরে ভাল বিষয়টির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া কার্য্য করিলে ক্রমেই উন্নতি হইতে থাকিবে। এ সকল বিষয়ে যদি সমাজের নেতাদের লক্ষ্য না থাকে, তাহা হইলে কি করিয়া সামাজিক উন্নতি হইবে? কেবল গলাবাজী দ্বারায় কাজ হইবে না বা তেলা মাথায় তেল দিলে চলিবে

না, যদি আন্তরিক টানে কাজ করি তো হয়, তাহা হইলে ধীরে ধীরে কাজ করিতে হইবে; মধ্যে মধ্যে হুজুগ করিয়া কোন ফল হইবে না।

"তিলিবান্ধবের" পাল মহাশয় একা, তাঁহার সহিত পাঁচ জনকে যোগ দিতে হইবে নহিলে যেরূপ ধীরে ধীরে কাগজখানি চলিতেছে, তাহাতে লোকের আগ্রহ হইবে না। যাহাতে নিয়মিতরূপে কাগজখানি বাহির হয়, সে বিষয় বিশেষ চেষ্টা করিতে হইবে—কেননা ঠিক সময়ে কাগজ বাহির হইলে লোকের সে দিক লক্ষ্য থাকিবে যদি মাসের ১লা তারিখে কাগজ বাহির হয়, তাহা হইলে অনেক পাঠক "হা" করিয়া ১লা তারিখের আশা পথ চাহিয়া থাকিবে। প্রত্যেক মাসে যদি নূতন নূতন স্থানের কথা বাহির হয়, তাহা হইলে অনেক পাঠক উহা আগ্রহের সহিত পাঠ করিতে এবং আরও যাহাতে ঐ বিষয়ে আলোচনা হয় তাহার জন্য চেষ্টা করিবে। তাহার পর কাগজখানির কলেবর বৃদ্ধি হইলে লোকের একটু দরদ হইবে নহিলে একখানা চোতা কাগজ মনে করিয়া অগ্রাহ্য করিবে।

উপস্থিত তিলি বান্ধব কাগজ যে আকারে বাহির হইতেছে, তাহাপেক্ষা বড় আকারে বাহির করিতে হইলে অর্থের প্রয়োজন, তাহা বুঝি! কিন্তু পাঁচজনের যদি চেষ্টা থাকে, তাহা হইলে সামান্য অর্থের জন্য আটকাইবে না। স্বজাতি গ্রাহক, পৃষ্ঠপোষক ও অনুগ্রাহকদিগের উৎসাহ থাকিলে বাৎসরিক মূল্য কিছু বৃদ্ধি করিয়া দিলে বোধ হয় ক্ষতি হইবে না বা কেহ আপত্তিও করিবে না। তাহার পর যদি স্বজাতির ব্যবসায়ীরা কিছু কিছু বিজ্ঞাপন দেন, তাহা হইলেও কিছু আয় হইতে পারে। তাই বলি হুজুগে না মাতিয়া আমরা যদি ধীরে ধীরে স্বজাতির উন্নতির দিকে চেষ্টা করি তাহা হইলে নিশ্চয়ই কৃতকার্য্য হইব। যেরূপ সময় পড়িয়াছে, তাহাতে আমাদের স্বজাতির মধ্যে পরস্পর আহার ব্যবহার ও ব্যবসা বাণিজ্যের আদান প্রদান না হইলে আমাদের বড়ই কষ্টে পড়িতে হইবে এবং বোধ হয় দশ বৎসরের মধ্যে ঘোর দারিদ্র্য দুঃখ উপস্থিত হইবে। অতএব সময় থাকিতে তাহার প্রতিকার প্রত্যেক স্বজাতির কর্ত্তব্য।

শ্রীসন্তোষ নাথ শেঠ, সাং লক্ষ্মীসরাই।

একটী প্রার্থনা।

বর্ত্তমান সময়ে সমস্ত মানবই কোন না কোন উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছেন, কেহ আত্মোন্নতি প্রয়াসে নানাবিধ আধ্যাত্মিক ভাবের গবেষণা করিতেছেন, কেহ পরার্থে আত্মত্যাগ মানসে স্বীয় জীবন তুচ্ছ করিয়া পরের জন্য জীবন সমর্পন করিতেছেন, কেহ দেশের ও দশের উন্নতির জন্য নানারূপ শিক্ষা সংস্কার করিতেছেন আবার কেহ স্বজাতির উন্নতিকল্পে বদ্ধপরিকর হইতেছেন। সকলেই মহান্ উদ্দেশ্যের প্রতি অগ্রসর হইয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই। এ সময় যাঁহারা নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া আছেন তাঁহারা প্রাগুক্ত কর্ম্মপরায়ণ মানবদিগকে সাহায্য করিলে তাঁহারা অধিকতর কৃতকার্য্য হইতে পারেন।

নিম্নে একটী বিশেষ স্থানের তিলি সমাজ সম্বন্ধে দুই একটী কথা লিখিতে ইচ্ছা করি, আশা করি তজ্জন্য পাঠকবর্গের নিকট ক্ষমা প্রাপ্ত হইব।

ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত পাছবাড়ী মুজাটা প্রভৃতি গ্রামনিবাসী তিলি সমাজের কথা অনেকেই অবগত আছেন। এ স্থানের স্বজাতীয় মহোদয়গণ প্রায় সর্ব্বপ্রকারেই উন্নত। স্থানটীও ধনধান্যভরা। এরূপ স্থানে এ জাতির উন্নতি স্বভাবসিদ্ধ। অন্যান্য স্থানের স্বজাতীয় মহোদয়গণের ন্যায় এ স্থানেও শিক্ষিতের সংখ্যা তত অধিক নহে; তবে বর্ত্তমান যুবক ও বালকমণ্ডলীর উপর শিক্ষার উন্নতি অনেকটা নির্ভর করিতেছে। এইরূপ উন্নত স্থানে বর্ত্তমান সময়েও কতকগুলি বিষয়ের জন্য দুঃখ প্রকাশ না করিয়া থাকা যায় না। এই সমাজে প্রায় ৬।৭ বৎসর যাবৎ একটী সামাজিক বিষয় লইয়া মহা গণ্ডগোল হইতেছে। তাহা কিছুতেই নিষ্পত্তি হইতেছে না, এবং ক্রমশঃ জটিল হইতে জটিলতর হইতেছে এবং সকলেই ক্ষুদ্র স্বার্থ সিদ্ধির মানসে আপন আপন আত্মীয় স্বজন লইয়া পৃথক পৃথক দলবদ্ধ হইয়া আছেন। এই দল সমূহের নায়কগণ একে অন্যের প্রতি শত্রুতা করিতেও ত্রুটী করিতেছেন না। সাধারণ সামাজিক ভাব সাংসারিক মনোমালিন্যে দাঁড়াইয়াছে। এই সকল বাস্তবিকই নিতান্ত হীনচেতার পরিচায়ক। এই আত্মকলহে এ স্থানের স্বজাতীয় মহোদয়গণের মান সম্ভ্রমের যে কথঞ্চিৎ হ্রাস হইতেছে, তাহা তাঁহারা এখনও বুঝিতেছেন না। তাঁহারা এখনও

যেন একটা পরদার আড়ালে অবস্থান করিতেছেন, জগতে কি হইতেছে কিছুই লক্ষ্য করিতেছেন না, কেবল ক্ষুদ্র স্বার্থে মজিয়া আছেন। যাঁহারা এ স্থানে শিক্ষিত অথবা যাঁহারা বিদেশ ভ্রমণাদি করিয়া দশটা দেখিয়া শুনিয়া অনেকটা শিক্ষা করিয়াছেন অন্ততঃ তাঁহাদের এই সকল বিষয়ে দৃষ্টি রাখা উচিত। এ স্থানে এ পর্য্যন্ত লোকের মন হইতে জড়তা দূরীভূত হয় নাই এবং বর্ত্তমান সময়ের নব্যভাবও প্রবেশ করে নাই। নতুবা এত ধনশালী স্বজাতিসমন্বিত এ স্থানের এ দুর্দ্দশা কেন? আশা করি স্থানীয় মহোদয়গণ সামাজিক ক্ষুদ্রতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রশস্তভাবে স্থানীয় ও জাতীয় উন্নতির দিকে ধাবিত হইবেন। তাঁহাদের লক্ষ্য থাকিলে স্থানীয় শিক্ষা প্রভৃতির অভাবনিচয় সহজেই দূর হইতে পারে। এ স্থানে বিদ্যাশিক্ষার ভাল কোন বন্দোবস্ত নাই, সকলকেই যে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী হইয়া চাকুরী করিতে হইবে আমি এমন কথা বলি না তবে সকলেই বর্ত্তমান সময়ানুযায়ী যথাসম্ভব লেখাপড়া এবং সংবাদ পত্রাদি পাঠ করিয়া সাংসারিক কার্য্য সমূহের সঙ্গে সঙ্গেই বর্ত্তমান সময়ের নব্যভাবগুলি আয়ত্ব করিতে পারেন ইহাই আমাদের প্রয়োজন। কেহ কেহ এমনও আছেন যে ভদ্রতার অনুরোধে পত্রিকাদি আনয়ন করিতেছেন কিন্তু পত্রিকার সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ খুব কমই হয়। তাঁহারা পত্রিকা ও পুস্তকাদি পাঠ করা কর্ত্তব্যের বহির্ভূত কর্ম্ম বলিয়া মনে করেন অথবা সাংসারিক কার্য্যে এত লিপ্ত থাকেন যে ঐ সকল পড়ার সময়ই করিয়া লইতে পারেন না। এ সকল আরও অধিক দুঃখের বিষয়। মানব জন্ম কার্য্য করিবার জন্য এবং কতকগুলি কার্য্য ও সময়ের সমষ্টিই মানব জন্ম তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু সর্ব্বদা যে এক অর্থ চিন্তাতেই থাকিতে হইবে ইহা ভগবানের ইচ্ছা নহে। আত্মার প্রবৃত্তিও নহে। অতএব এই সকল সাংসারিক কার্য্যের সঙ্গে বাহিরের ও ঈশ্বরের বিষয় চিন্তা করাও আমাদের কর্ত্তব্যের এক অঙ্গ।

জগৎ পরিবর্ত্তনশীল। আনুসঙ্গিক বিষয়ের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক কার্য্যেরই মাঝে মাঝে পরিবর্ত্তন হওয়া আবশ্যক। যখন মানুষ সর্ব্বদা অসৎ পথে চলিতে আরম্ভ করে তখন জগতের পুরাতন নিয়মের অনেকটা পরিবর্ত্তন হইয়া ধর্ম্মবিপ্লব উপস্থিত হয়; যখন মানুষ প্রাচ্য নিয়ম রক্ষা করিতে অসমর্থ হয় অথবা উক্ত নিয়ম সময়োপযোগী না হয় তখনই তাহার পরিবর্ত্তন হয়। আজ আমাদের তাই অনেকটা পরিবর্ত্তিত হওয়া

উচিত, যেহেতু পূর্ব্বে আমাদের সামাজিক যে সকল নিয়ম পদ্ধতি ছিল তাহার সমস্ত প্রতিপালিত হওয়া বর্ত্তমান সময়োপযোগী নহে অথবা সেই সকল প্রাচ্য নিয়ম রক্ষা করা সর্ব্বতোভাবে সম্ভবে না। অতএব সমাজে যে সকল কুসংস্কার অথবা ক্ষুদ্রতা আছে তাহা শীঘ্রই পরিত্যাগ পূর্ব্বক নব ভাব সকল ইহার সঙ্গেও মিশ্রিত করিয়া লওয়া উচিত।

আত্মকলহ মিটাইয়া এখানে যাহাতে বিদ্যা শিক্ষার সুবিধার জন্য উচ্চ বিদ্যালয় প্রভৃতি হইতে পারে, সকলে মিলিয়া সেইরূপ চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। এ স্থানে যাঁহারা শ্রেষ্ঠ ধনশালী, তাঁহারা প্রত্যেকে ইচ্ছা করিলে একটী উচ্চ বিদ্যালয় স্থাপন পূর্ব্বক যশস্বী হইতে পারেন। অতএব এ স্থানের স্বজাতীয় মহোদয়গণের নিকট সবিনয় প্রার্থনা পরস্পর দ্বেষ বিদ্বেষ ভুলিয়া সকলকে একত্র করুন ও যাহাতে দেশের ও জাতির উন্নতি হয় তাহার চেষ্টা করুন। সকলে মিলিয়া বঙ্গবাসী তিলি জাতির মধ্যে যাহাতে সৌহার্দ্দ বর্দ্ধিত হয় তাহা করিতে অগ্রসর হউন।

শ্রীহেমচন্দ্র পাল,

পাঁচবাড়ী গ্রাম, পোঃ গুণের বাড়ী, মৈমনসিংহ।

প্রতিবাদ।

শ্রীযুক্ত "তিলি-বান্ধব" পত্রিকার সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

মহাশয়, বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার "তিলি-বান্ধব" পত্রিকায় হেমেন্দ্রনাথ পাল চৌধুরীর "বিক্রমপুরের পালবংশ" প্রবন্ধ পাঠ করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। লৌহজঙ্গে "পাল চৌধুরী" পরিবার আমাদের বিশেষ পরিচিত, ইহাদের মধ্যে "পাল চৌধুরী" উপাধিধারী হেমেন্দ্রনাথ বলিয়া কেহ আছে বলিয়া জানি না। হেমেন্দ্র নাথ ভুঞা বলিয়া একজন আছেন, বোধ হয় তিনিই হটাৎ "পাল চৌধুরী" হইয়া বসিয়াছেন। লৌহজঙ্গের বর্ত্তমান গৌরব স্থল এখন বাবু উপেন্দ্র মোহন পাল চৌধুরী ও তাঁহার ভ্রাতৃত্রয়। ইহারাই এখন ধনে, মানে, যশে,, জ্ঞানে সর্ব্বপ্রকারে "লৌহজঙ্গের পাল চৌধুরী" বংশের নাম রক্ষা করিতেছেন। তিলি জাতির উন্নতির মূল বিদ্যা শিক্ষা, সেই বিদ্যাশিক্ষার জন্য উপেন্দ্র বাবু ও তাঁহার ভ্রাতৃগণ বহুকাল

যাবৎ বহু সহস্র টাকা ব্যয় করিয়া একটী এনট্রেন্স স্কুল পরিচালণা করিতেছেন। অধুনা প্রায় ২০ হাজার টাকা ব্যয়ে স্কুলের জন্য একটী মনোহর স্কুল গৃহ ও পুষ্করিণী খনন করিয়া স্বজাতি ও ভিন্ন জাতির বহু লোকের কৃতজ্ঞভাজন হইয়াছেন। "পাল চৌধুরী" মহাশয় বাবু চন্দ্র বিনোদ পাল চৌধুরীকে "বর্ত্তমান সময়ে গৌহজঙ্গের জমিদার প্রধান" বলিয়া লিখিয়াছেন দেখিয়া হাস্য সংবরণ করিতে পারিলাম না। যিনি বহু লক্ষ টাকা ঋণী হইয়া বিষয় বিক্রয় করিতে আরম্ভ করিয়াছেন—তিনি হইলেন "সর্ব্বশ্রেষ্ঠ"। ধন্য "পাল চৌধুরী" মহাশয়। চন্দ্র বিনোদ বাবু জাহাজের কারবার কবে করিয়াছেন. লেখক মহাশয় বলিবেন কি ? জাহাজগুলি কোন কোন বন্দরে যাতায়াত করিত ? লেখক মহাশয় বোধ হয় চন্দ্র বিনোদ বাবুর কোন প্রকারে দায়গ্রস্ত কি কর্ম্মচারী হইবেন, নচেৎ এরূপ অলীক কথা লিখিয়া পত্রিকায় ক্ষরা বড়ই অসঙ্গত। এই বিষয় অধিক লিখিয়া আপনার পত্রিকাকে কলঙ্কিত করিতে ইচ্ছা করি না। জনৈক স্বজাতি।

প্রতিবাদ।

হুগলি জেলার পাঁচপরগনা চলিত দ্বাদশ তিলিজাতির সামাজিক নিয়ম পত্র সম্বন্ধে মতামত ও প্রতিবাদ।—

মাননীয় তিলিবান্ধব সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

মহাশয়, পাঁচপরগনা চলিত দ্বাদশ তিলিজাতির দশ আনি পরগণার অধীন উত্তর বাঁটরা নিবাসী ৺ পাঁচকড়ি টাট মহাশয়ের আদ্য শ্রাদ্ধোপলক্ষে উক্ত সম্প্রদায়ের সমস্ত কুটুম্বগণের সম্মতিতে স্থিরীকৃত নিয়মগুলি সম্যক বুঝিতে না পারায় আমি আপনার পত্রিকার সাহায্যে উক্ত অধিবেশনের সম্পাদক শ্রীযুৎ অক্ষয়কুমার পাল মহাশয়কে নিম্নলিখিত প্রশ্ন করিলাম। আশা করি তিনি আমার ভ্রম দূর করিবেন। উক্ত নিয়ম পত্রের ভাষা অতি দুর্ব্বোধ ও হিয়ালীপূর্ণ। সাধারণের গোচরার্থে সাধারণ প্রদত্ত অর্থে এই নিয়ম পত্র ছাপান হইয়াছে। কিন্তু ইহা সর্ব্বসাধারণকে বিলি করা হয় নাই। শতকরা ৯৯ জন এই নিয়ম পত্র পান নাই। সাধারণের অর্থ এইরূপে অপব্যয় করিবার দায়ী কে ? সৌভাগ্য ক্রমে একখানি আমার হস্তগত হইয়াছিল। উক্ত নিয়ম পত্র সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করিলাম।

"আমাদের সমাজের প্রধান অধিবেশন স্থানের অর্থ কি?"

"খুড়ীগাছি গ্রামের গৃহাদি"—খুঁড়ীগাছি গ্রামস্থ সমগ্র গৃহাদি না কি ?

"জাতীয় রীতি নীতি সম্বন্ধে আলোচিত হইবে এখানে জাতীয় রীতি নীতি সম্বন্ধে কি আলোচিত হইবে ?

বিবাহাদি কার্য্যে ও অন্যান্য ক্রিয়াদি এবং শুভ কার্য্যানুষ্ঠানে এখানে বিবাহাদি কার্য্যে ও অন্যান্য ক্রিয়াদিকে এক শ্রেণীর কার্য্য (যাহা বিজ্ঞ সম্পাদকের মতে শুভ কার্য্য নহে) এবং শুভ কার্য্যানুষ্ঠানকে অন্য শ্রেণীভুক্ত করা হইয়াছে। বিবাহাদি কার্য্য যে শুভ কার্য্য নহে তাহা এই প্রথম শিক্ষা করিলাম। যাহা হউক বিবাহাদি কার্য্য বলিলে বিবাহ সংক্রান্ত স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র কার্য্যানুষ্ঠানকে বুঝায়। কিন্তু আপনারা প্রতি বিবাহে ১/০ আদায় করা হইবে স্থির করিয়াছেন। তবে বিবাহাদি কার্য্য বলিবার উদ্দেশ্য কি ? যদি আমাদের উপযুক্ত কর্ত্তৃপক্ষগণ "বিবাহাদি কার্য্যের" অর্থ বিবাহ সংক্রান্ত স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র কার্য্যানুষ্ঠান বুঝিয়া পাকা দেখা, গায়ে হলুদ, আইবুড়োভাত, বিবাহ, বৌভাত এবং মেয়ে আনা ও মেয়ে লওয়া কুটুম্বিতায় পৃথক পৃথক ভাবে ১/০ করিয়া আদায় করেন তাহা হইলে কি সম্পাদক মহাশয় এরূপ আদায়ের দায়ী হইবেন। সম্প্রতি কোন পল্লী গ্রামের কোন উপযুক্ত কর্ত্তৃপক্ষ মহাশয় এক ব্যক্তির নিকট হইতে কার্ত্তিক পূজার বাবদে ১/০ আদায় করিয়াছেন। কি কি বাবদে কি পরিমাণে টাকা আদায় করা হইবে তাহার স্পষ্ট উল্লেখ নিয়মপত্রে থাকিলেও উক্ত কর্ত্তৃপক্ষ মহাশয় কার্ত্তিক পূজার দরুণ ১/০ আদায় করিয়াছেন, বলা বাহুল্য ৺কার্ত্তিক পূজার দরুণ টাকা আদায় করিবার নিয়ম নাই। আমাদের কর্ত্তৃপক্ষগণ টাকা আদায় করিবার সময় বড়ই উপযুক্ত, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। আবশ্যক হইলে আমি উক্ত কর্ত্তৃপক্ষ মহাশয়ের এবং উৎপীড়িত ব্যক্তির নাম ধাম প্রকাশ করিতে পারি। বিবাহাদি কার্য্যে বলিয়া আপনি বড়ই গোলযোগ করিয়াছেন। আর একটা কথা বরপক্ষ ও কন্যাপক্ষ উভয়ে মিলিয়া ১/০ দিবেন না স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভাবে ১/০ করিয়া দিবেন। দেখিলাম আপনারা শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র দে বি, এ, বি এল মহাশয়কে সহকারী সম্পাদক নির্ব্বাচন করিয়াছেন কিন্তু তাহার নিকট হইতে নিয়ম পত্রের ভাষার ভ্রম সংশোধন করিয়া লইলে কি আপনাদের গৌরব সম্মান বজায় থাকিত না।

"যাতায়াতের খরচা"—তিলকাঞ্চনের হিসাবে না ষোড়শোপচারে দেওয়া হইবে।

এক ব্যক্তি বাটী হইতে ট্রাম বা ঘোড়ার গাড়ী করিয়া রেল ষ্টেশনে উপস্থিত হইলেন, তাহার পর রেলগাড়ি করিয়া খুঁড়িগাছি যাইতে হইলে তাহার যে ষ্টেশনে নাবিবার সুবিধা সেই ষ্টেশনে নাবিয়া গোযান বা অন্য কোন যানারোহণে খুঁড়িগাছির উৎসবক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। এখন ঐ ব্যক্তি খুঁড়িগাছি যাইবার সমস্ত খরচা বুঝিয়া পাইবেন না শুধু রেলভাড়া পাইবেন?

"উৎসব হইবে"—কিরূপ উৎসব হইবে?

"টাকা আদায় করিতে না পারিলে নিমন্ত্রণ বন্ধ করিবেন।" যদি কোন ব্যক্তি কোনও কারণে টাকা আদায় না দেন তাহা হইলে আদায়কারী মোকামী মহাশয় উক্ত অবাধ্য ব্যক্তির নিমন্ত্রণ বন্ধ করিবেন। যদি এই কারণে কোন ব্যক্তির নিমন্ত্রণ বন্ধ করিবার প্রয়োজন হয় তাহা হইলে তিনি (আদায়কী মোকামী মহাশয়) তাঁহার নবনিয়োজিত সহকারী ও গ্রামের সাধারণের সহিত পরামর্শ করিয়া করিলেই ভাল হয়। দেখিতেছি আপনারা সকল প্রকার অপরাধেরই একই প্রকার দণ্ডের ব্যবস্থা করিয়াছেন। এরূপ লঘু অপরাধে এ গুরুতর দণ্ডের ব্যবস্থা করা কি ভাল হইয়াছে? নিমন্ত্রণ বন্ধ ত সামাজিক দণ্ডের চরম দণ্ড।

"টাকা খরচ করিবার আবশ্যক হইলে, সভাপতি, সহকারী সভাপতি ও সম্পাদকের সহি চাই। সভাপতি আবার সহকারী সভাপতি কেন? সহকারী সম্পাদকই বা কি অপরাধ করিলেন—তবে কি সভাপতি উপযুক্ত নন, সুতরাং সহকারী সভাপতিরও সহি চাই। পূর্ব্ব প্রথা বজায় ও সভাপতির গোষ্ঠীর সম্মান বজায় রাখিবার জন্য তাঁহাকে কি সভাপতি নির্ব্বাচন করা হইয়াছে।

"আমাদের জাতীয় উন্নতির চেষ্টা বা সামাজিক আন্দোলনের সুবিধা বড়ই অল্প।" ঠিক কথাই ত আমাদের জাতীয় উন্নতির চেষ্টা ও সামাজিক আন্দোলনের সুবিধা বড়ই অল্প। উন্নতির চেষ্টা বড় অল্প বটে, কিন্তু আন্দোলনের সুবিধা যে অল্প কেন তাহা ত বুঝিতে পারিলাম না। চেষ্টা না থাকিলে কি সুবিধা হয়? আপনাদের উন্নতির চেষ্টাও হ'য়েছে, অমনি আন্দোলনের সুবিধা জনক ব্যবস্থা করিয়াছেন। যথা "তিলি সম্মিলনীর সভার প্রতিষ্ঠা।"

"তিলি সম্মিলনী সভা"—সম্মিলনীর অর্থ কি, সভারই বা অর্থ কি?

প্রতি মাসের শেষ রবিবারে কদমতলায় মধুসূদন পাল চৌধুরীর উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে সম্মিলনীর অধিবেশনের কথা ছিল। কিন্তু অদ্যাবধি একবারও উহার অধিবেশন হয় নাই। আমাদের কর্তৃপক্ষগণ এইরূপে তাহাদের কথার মর্য্যাদা বজায় করেন। কিন্তু টাকা আদায়ের বেলা তাঁহাদের কর্তব্য জ্ঞান টনটনে।

"বংশলোপ হইয়া উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ অভাবে"—অর্থাৎ বংশলোপ না হইলে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অভাব হয় না। মোড়ল যদি মোড়ল বংশের হন তাহা হইলে তিনি উপযুক্ত মোড়ল হন। বংশটাই যেন তাঁহার উপযুক্ততার একমাত্র সার্টিফিকেট। যাঁহার পূর্ব্বপুরুষ মোড়ল ছিলেন না তাহারা হাজার গুণবান হইলেও কিছুতেই উপযুক্ত মোড়ল হইতে পারেন না।

যদি বংশলোপ হইয়া উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অভাবে স্থানে স্থানে বড়ই বিশৃঙ্খল ঘটে (কিরূপ বিশৃঙ্খল ঘটে খুলিয়া বলিলে বাধিত হইব।) তাহা হইলে পূর্ব্বপ্রথা বজায় ও কোন মহাত্মার গোষ্ঠীর সম্মান বজায় রাখিবার জন্য সহকারী নির্ব্বাচন করিলেন। বংশলোপ হইল ত গোষ্ঠী পাইলেন কোথায়। "সেই ভাই থাচ্ছ থাকলে কোথা পেতে।" এ অপূর্ব্ব হিয়ালীর অর্থ কি? নবনিয়োজিত সহকারীবর্গ নিঃস্বার্থভাবে কার্য্য করিবেন। আর বংশানুক্রমে নিয়োজিত উপযুক্ত কার্তাগণ কি নিঃস্বার্থভাবে কার্য্য করিলে সমাজ রসাতলে যাইত?

"মণ্ডল প্রথা বহু পরম্পরাগত।" এবং ঐ প্রথা বংশানুক্রমিক চলিয়া আসিতেছে। এই দুই বাক্যের কি এক অর্থ নহে? উপরোক্ত কোন কার্য্যে (বিবাহ শ্রাদ্ধাদিতে) লৌকিকতা প্রথা রহিত করিয়াছেন। প্রতিমা দর্শনী কি লৌকিকতার মধ্যে গণ্য করা হইবে?

তরফ শিবপুর পরগণার মধ্যে যে কয়েকটি ব্যক্তি জয়নগর ও অন্যান্য সমাজে বিবাহ করিয়াছিলেন, তাহারা এক্ষণে তরফ শিবপুর সমাজের বিচারাধীন রহিলেন। এখনও কেন দণ্ডের ব্যবস্থা করা হয় নাই। আগে বিচারে অপরাধ সপ্রমান হউক তারপর ত দণ্ডের ব্যবস্থা। পুনরায় যাহারা ঐরূপ কার্য্য করিবেন তাহারা সমাজচ্যুত হইবেন। এবারে আর বিচার টিচার নাই এবারে গুরুপাকরীভাবে সমাজচ্যুতরূপ দণ্ডভোগ করিতে হইবে। দশমসংখ্যক নিয়মের কি এইরূপ অর্থ বুঝিতে হইবে?

সামাজিক আদেশ অমান্য করিয়া যাহারা কন্যা বিক্রয় করিয়াছেন

তাহাদিগকে পূর্ব্বনিয়মানুসারে দণ্ড দিয়া আপনারা কর্ত্তব্য পালন করিয়াছেন। আজকাল ব্রাহ্মণ কায়স্থের কুদৃষ্টান্তে ছেলে বেচা আমাদের সমাজে চলিতেছে। ছেলে বেচা রহিত করিবার আদেশ দিয়া আপনারা সমাজের কল্যাণ সাধন করিবেন। এখনও আমাদের সমাজের কুটুম্বগণ আমাদের কর্ত্তৃপক্ষগণের আদেশ অবহেলা করিতে সাহস করেন নাই, আপনারা যদি এই প্রথার বিরুদ্ধে একটা আদেশ দেন তাহা হইলে সফল কাম হইতে পারিবেন।

পাঁচপরগণা চলিত দ্বাদশ তিলিজাতির দু আনি পরগণার অধীন রহিমপুর নিবাসী শ্রীহরিমোহন দে, হাঃ সাং ১২নং শিবতলা গলি, বাজে শিবপুর, হাওড়া।

বিবিধ-প্রসঙ্গ।

প্রীতি সম্মিলনী। ২৫শে শ্রাবণ রবিবার শোভাবাজারের পরলোকগত রাজা বিনয় কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের বাটী "তিলিজাতি সম্মিলনী"র এক সভা হইয়াছিল। সেই সভায় সুসঙ্গের মহারাজা শ্রীযুক্ত কুমুদ কান্ত সিংহ বর্দ্ধমানের বন্যার কথা তুলিয়া বলেন যে, বন্য পীড়িত অধিবাসীদের সাহায্যের জন্য অতি শীঘ্র বিশেষ ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। তখনই একটা কমিটি গঠিত হয়। কাশিমবাজারের মহারাজা শ্রীযুক্ত মণীন্দ্র চন্দ্র নন্দী বাহাদুর সেই কমিটির প্রেসিডেন্ট, রায় শ্রীযুক্ত রাধাচরণ পাল বাহাদুর সেক্রেটারি, টেজারার রায় শ্রীযুক্ত সীতানাথ রায় বাহাদুর। মহারাজ শ্রীযুক্ত কুমুদ চন্দ্র সিংহ, রাজা শ্রীযুক্ত হৃষিকেশ লাহা, রায় শ্রীযুক্ত জানকীনাথ রায়বাহাদুর, রাজা শ্রীযুক্ত কিশোরী লাল গোস্বামী, রাজা শ্রীযুক্ত প্যারিমোহন মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত ভুপেন্দ্রনাথ বসু, রায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী. শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্র কিশোর চৌধুরী, শ্রীযুক্ত মতিলাল ঘোষ শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নাথ বন্দোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত সারদাপ্রসাদ মিত্র প্রভৃতি বহু সম্ভ্রান্ত শিক্ষিত ধনাঢ্য ব্যক্তি এই কমিটির সদস্য হইয়াছেন। কমিটি গঠিত হইলে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণ কুমার মিত্র বলেন—"বর্দ্ধমানের অধিবাসীদিগের সাহায্যের জন্য বলেন্টিয়ার প্রয়োজন হইবে কি না, [illegible] জিজ্ঞাসা করিয়া

জানি ম্যাজিষ্ট্রেটকে টেলিগ্রাম করিয়াছলাম উত্তরে জানাই য়াছেন,—যত শীঘ্র ভলেন্টিয়ার পাঠাইতে পারা যায়, ততই ভাল। কুড়িজন যুবক এখনি বর্দ্ধমান যাইবার জন্য প্রস্তুত আছে। কিন্তু ইহাতে অনেক টাকার প্রয়োজন। তখনই চাঁদার ফর্দ্দ তৈয়ারি হয়। কাশিমবাজারের মহারাজ ৫০০৲ পাঁচশত টাকা, ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী ১০০৲ একশত, রায় শ্রীযুক্ত জানকীনাথ রায় বাহাদুর ১০০৲ এক শত, রায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী ১০০৲ একশত, রায় শ্রীযুক্ত সীতানাথ রায় বাহাদুর ১০০৲ একশত, সুসঙ্গের মহারাজ ১০০৲ একশত, রায় শ্রীযুক্ত রাধাচরণ পাল বাহাদুর ১০০৲ একশত, ডাক্তার শ্রীযুক্ত এস্; কে মল্লিক ৫০৲ পঞ্চাশ এবং তিলিজাতি সম্মিলনী ৫০৲ পঞ্চাশ টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হন। ইহা ছাড়া খুচরাও কিছু উঠিয়াছিল, সর্ব্ব সমেত প্রায় ২৫০০৲ আড়াই হাজার টাকা স্বাক্ষরিত হয়। ইহার মধ্যে সভাস্থলে শতাধিক টাকা সংগৃহীত হইয়াছিল। তিলিজাতীয় সভাক্ষেত্রে এরূপ একটী মহৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান হওয়ায় তিলিজাতি মাত্রেই গৌরবান্বিত হইবেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

মহারাজার দান। বর্দ্ধমানের বন্যা পীড়িত বিপন্ন ব্যক্তিগণের সাহায্যের জন্য বহু সদাশয় ব্যক্তি বিশেষ মনোযোগী হইয়াছেন কাশিমবাজারের মহারাজ মণীন্দ্র চন্দ্র নন্দী বাহাদুর অর্থ সংগ্রহের ব্যবস্থা করিতেছেন। তিনি স্বয়ং ৫০০৲ পাঁচশত টাকা দান করিয়াছেন। মহারাজ বাহাদুর রঙ্গপুর টাউনহল এবং থিয়েটার হল নির্ম্মাণের জন্য ২০০০৲ দুই সহস্র টাকা এবং রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষদে ৫০০ পাঁচশত টাকা দান করিয়াছেন।

দান। বীরভূম জল প্লাবনে দুস্থ ব্যক্তিগণের সাহায্যের জন্য বড়বাজার রাণীগঞ্জ নিবাসী শ্রীযুক্ত এককড়ি নন্দী মহাশয় ৫৲ পাঁচ টাকা দান করিয়াছেন।

বন্যায় দান। দামোদর নদের প্রবল বন্যায় জেলা হুগলি সবডিভিসন জাহানাবাদ থানা খানাকুলের অন্তর্গত খানাকুল উদয়পুর, চক্রধরপুর, জগৎপুর, তেঁতুলিয়া, রাজহাটী, বাগনান, রঞ্জিতবাটী, কেটেদল, উদিতপুর প্রভৃতি গ্রাম সমূহ একেবারে ভাসিয়া গিয়াছিল সেই সকল গ্রামের অন্নহীন, বস্ত্রহীন, আশ্রয়হীন বিপন্ন দুস্থ পরিবারবর্গের সাহায্যের জন্য হাওড়া জেলার রামকৃষ্ণপুরের প্রসিদ্ধ চাউল ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত বাবু [illegible]

শ্রীযুক্ত বাবু দয়ালচন্দ্র খাঁ, শ্রীযুক্ত বাবু যদুনাথ মাহিন্দার মহোদয়গণ চাউল, ডাউল, আলু, লবণ, লঙ্কা, সাগু, বার্লি বিলাতী দুগ্ধ, মিছরি, বস্ত্র প্রভৃতি বহু আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি লইয়া তাহাদিগের জীবন রক্ষা করিয়াছেন। আমরা উক্ত দানশীল স্বজাতীয় ব্যক্তিগণের এইরূপ পরদুঃখকাতরতা দেখিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি। যিনি নিরাশ্রয়ের আশ্রয় দাতা, ক্ষুধার্ত্তের অন্নদাতা, বিপন্নের রক্ষাকর্ত্তা সর্ব্বশক্তিমান ভগবানই তাঁহাদের সহায় হউন।

WANTED.—A beautiful bride of age 11-12. for a boy of 20-22 years of old of the Tili Caste. The bridegroom reads in the Matriculation class of the Calcutta University in the Jangipur High English School. They are two brothers, of-them bridegroom is a younger and is a friend of mine Any thing should be known to the following—

P. C. Mittra. Vill. Bangshabaty P. O. Jajigram, Murshidabad.

দান। স্বর্গীয় কবিবর দ্বিজেন্দ্র লাল রায়ের স্মৃতি রক্ষার জন্য রায় শ্রীযুক্ত রাধাচরণ পাল বাহাদুর ১০৲ দশ টাকা এবং মহারাজা মণীন্দ্র চন্দ্র নন্দী বাহাদুর ২০০৲ দুই শত টাকা দ্বিজেন্দ্র স্মৃতি ভাণ্ডারে দান করিয়াছেন।

পাত্রের প্রয়োজন।

১। শান্তিরপুর গ্রামে, একটী সুন্দরী পাত্রী আছে পাত্রীর বয়স ১০ বৎসর। পাত্র অবস্থাপন্ন ও শিক্ষিত হওয়া চাই।

২। কলিকাতায় ২টী সুন্দরী পাত্রী আছেবয়স ৯।১০ বৎসর পাত্র অবস্থাপন্ন ও শিক্ষিত হওয়া চাই।

পাত্র ও পাত্রীর সন্ধান জানিতে হইলে তিলি বান্ধব অফিস পোঃ কদমতলা, হাওড়া শ্রীযুক্ত রাহির দাস পাল মহাশয়ের নিকট রিপ্লাই কার্ড বা দুই পয়সা ডাক টিকিট সহ পত্র লিখুন।

গ্রাহকগণের বিশেষ দ্রষ্টব্য।

১। যে সকল তিলি-সন্তান ১৩২০ সালে ম্যাটরিকিউলেসন্, ইণ্টারমিডিয়েট, বি, এ; বি, এস, সি; এম, এ; এম, এস, সি, ওকালতি, ডাক্তারি, মোক্তারী, ওভারসিয়ারী, ইঞ্জিনিয়ারিং, মাইনর, ছাত্রবৃত্তি, কিম্বা অন্য যে কোনও পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবেন। তিনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাঁহার নাম, পিতার নাম ও ঠিকানা এবং কোন পরীক্ষায় কোন বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছেন তাহা লিখিয়া পাঠাইলে স্বজাতি মহোদয়গণকে স্বজাতির পরীক্ষার ফল জ্ঞাপনার্থ আমরা তাহা প্রকাশিত করিব।

২। আমাদের গ্রাহক কিম্বা তাঁহাদের আত্মীয়গণের মধ্যে প্রকাশযোগ্য কোন কার্য্য করিলে কিম্বা হইলে, যদি গ্রাহক মহোদয়গণ অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাহার আনুপূর্ব্বিক ঘটনা লিখিয়া আমাদিগকে জ্ঞাত করান তাহা হইলে বিশেষ বাধিত হইব।

৩। তিলিজাতির মধ্যে বিবাহোপযুক্ত পাত্র কিম্বা পাত্রী থাকিলে পাত্র-পাত্রীর অভিভাবকগণ পরিচয়োপযোগী নাম, ধাম, গোত্র, বয়স, পটী, কোন সম্প্রদায়ে বিবাহ দিতে ইচ্ছুক, কিরূপ পাত্র বা পাত্রীর প্রয়োজন ইত্যাদি বিষয় লিখিয়া নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইলে আমরা বিবাহের জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করিয়া থাকি বলা বাহুল্য যে বঙ্গদেশীয় সকল তিলি সম্প্রদায়ের বিবাহের জন্য আমরা সচেষ্ট রহিলাম।

৪। বর্ত্তমান ১৩২০ সাল হইতে চৈত্র মাস ব্যতীত অন্য কোন মাসের পত্রিকায় প্রাপ্তি-স্বীকার করা যাইবে না, চৈত্র মাসের পত্রিকায় প্রাপ্তি-স্বীকার ও এককালীন দানের তালিকা ব্যতীত আর কিছু থাকিবে না।

বলা বাহুল্য যে সকল গ্রাহকগণের নিকট হইতে ১৩২০ সালের চাঁদা ১৩২০ সালের ফাল্গুন মাসের মধ্যে আদায় না হইবে প্রাপ্তি-স্বীকারে তাহা-দিগের নাম উল্লেখ থাকিবে না। গ্রাহকগণ আশ্বিন মাসের মধ্যে তিলি-বান্ধবের বার্ষিক মূল্য ১৲ মনি অর্ডারযোগে না পাঠাইলে আমরা ভিঃ পিঃ খরচার ব্যয় ⁄০ মোট ১⁄০ গ্রহণ করিব।

তিলি-বান্ধব কার্য্যালয়,
কদমতলা বাজার, হাওড়া।

কার্য্যাধ্যক্ষ
শ্রীবাহিরদাস পাল।

Printed and published by Bahir Das Pal at the Bejoy Press No. 214 Khoorut Road, Howrah. and from Tili Bandhab Karialoya 1 Bantra Road. Kadamtala Bazar. Howrah.

[illegible]

[illegible]দের নিকট সর্ব্বপ্রকার দেশী ও বিলাতী ও স্বদেশী মিলের কাপড় [illegible] ফরেস ডাঙ্গা, সিমলা শান্তিপুর প্রভৃতি স্থানের নূতন নূতন [illegible]নের জরি ও সুতি পাড়ের ধোয়া কোরা ছোট বড় ধুতি সাড়ী একদরে [illegible] মূল্যে বিক্রয় হয়। পরীক্ষা একান্ত প্রার্থনীয়। অর্ডার পাঠাইবার [illegible] হাত পরিমাণ এবং ধুতি, সাড়ী কি পাছা তাহা স্পষ্ট করিয়া [illegible]বেন।

শ্রীকালী চরণ দে।

পাইকারী ও খুচরা বস্ত্র বিক্রেতা।

[illegible]নং অপার চিৎপুর রোড, জোড়াসাঁকো কলিকাতা।

মধুসূদন দে এণ্ড সন্স।

মধুসূদন দের গাভী মার্কা ডবল রিফাইন এরারুট।

রোগীর উৎকৃষ্ট খাদ্য।

মধুসূদন দের বিখ্যাত মেওয়া ও মসলার আড়ৎ।

এখানে সকল রকম মেওয়া, মসলা, অয়েলম্যান ষ্টোর, বাতি, কুইনাইন [illegible] ঔষধ, খাঁটি মধু, নানাপ্রকার সোডা, কবিরাজী ঔষধের গাছ-গাছড়া [illegible]লাপজল, গোলাপের নির্য্যাস প্রভৃতি সুগন্ধি দ্রব্য সুলভ মূল্যে পাইকারি [illegible] খুচরা বিক্রয় হয়। অর্ডার পাইবামাত্র ভিঃ পিঃ তে মাল পাঠান হয়। [illegible]না ২।১ বনফিল্ডস লেন, কলিকাতা প্রোপ্রাইটার—পি, সি, পাল।

উৎকৃষ্ট ব্রেজিল পাথরের চসমা।

রাত্রিকালে ক্ষুদ্র অক্ষর বিনা চসমায় কেমন দেখেন ও কত বয়স এবং [illegible]পূর্ব্বে চসমা ব্যবহার করিয়াছেন কিনা লিখিলে উপযুক্ত চসমা ভিঃ পিঃ [illegible] পাঠাইয়া থাকি। চক্ষে না লাগিলে এক মাসের মধ্যে বদলাইয়া [illegible] থাকি।

শ্রীহরিদাস শ্রীমানী।

১নং চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা।



"দাদের মলম"।

[illegible] যে কোন প্রকার দাদ চুলকাইয়া লাগাইলে [illegible]রূপে ৪৮ [illegible] মধ্যে আরোগ্য হইবে। জ্বালা যন্ত্রণা নাই, কোন [illegible] পদার্থ নাই। আরোগ্য না হইলে মূল্য ফেরত দিব। বিষাক্ত [illegible] বাহির করিতে পারিলে ১০৲ দশ টাকা পুরস্কার দিব। মূল্য সুলভ [illegible] কৌটা ।/০ আনা, ডজন ৩৷০ আনা, মাশুলাদি স্বতন্ত্র। তিন কৌটার [illegible]তে পাঠান হয় না।

ঠিকানা :—

শ্রীগোপাল দাস কুণ্ড।

[illegible]

Reg. No. C 548.

পঞ্চম বর্ষ] ভাদ্র ১৩২০ সাল। [৫ম সংখ্যা

তিলি-বান্ধব।

মাসিক পত্র।

সূচীপত্র।

তিলি-বান্ধবের অগ্রিম বার্ষিক মূল্য সহরে ও মফস্বলে ১্ এক টাকা মাত্র।

তিলি-বান্ধবের নিয়মাবলী।

১। তিলি-বান্ধবের অগ্রিম বার্ষিক মূল্য সহরে ও মফঃস্বলে ডাক মাশুল সহ এক টাকা, প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ৵০ দুই আনা।

২। তিলি-বান্ধবের বিজ্ঞাপন প্রকাশের হার প্রতি মাসে প্রতি পংক্তি ৵০ দুই আনা। অধিক দিনের জন্য ও বড় বড় বিজ্ঞাপনের হার স্বতন্ত্র, পত্র লিখিলে জানিতে পারিবেন।

৩। নির্দ্ধারিত মূল্য ব্যতীত যদি কেহ কৃপাপরবশ হইয়া এই পত্রিকার উন্নতিকল্পে এককালীন (অথবা অন্নপ্রাসন, বিবাহ, শ্রাদ্ধ, দেবদেবীর পূজা পুষ্করিণী, ও বৃক্ষ প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি সমারোহ ব্যাপারে যিনি যাহা কিছু দান করেন তাহাও সাদরে গৃহীত হইবে।

৪। বৈশাখ মাসে এই পত্রিকার নববর্ষ আরম্ভ এবং প্রতি মাসের সংক্রান্তির দিন তিলি-বান্ধব পত্র প্রকাশিত হয়, গ্রাহকগণ যথাসময়ে পত্রিকা পাইতে বিলম্ব হইলে, আমাদিগকে জানাইলে আমরা তাহার যথাযোগ্য প্রতি বিধান করিয়া থাকি। বৎসরের যে কোনও সময়ে গ্রাহক হউন না কেন তাঁহাকে সেই বৎসরের প্রথম সংখ্যা হইতে লইতে হইবে।

৫। তিলি জাতি সম্বন্ধীয় যে কোন প্রবন্ধ প্রকাশযোগ্য বোধ হইলে সাদরে গৃহীত হইবে।

৬। লেখকগণের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন।

৭। কেহ কোন বিষয় জানিতে ইচ্ছা করিলে রিপ্লাই পোষ্ট কার্ড বা ১০ পয়সা ডাক টিকিট সহ পত্র লিখিবেন।

৮। টাকা কড়ি পত্র ও প্রবন্ধাদি নিম্নলিখিত ঠিকানায় কার্য্যাধ্যক্ষের নামে পাঠাইবেন।

তিলি বান্ধব কার্য্যালয়,
কদমতলা বাজার, হাওড়া।

কার্য্যাধ্যক্ষ—
শ্রীবাহির দাস পাল

পুরাতন তিলি-বান্ধব। যে সকল ব্যক্তি ১৩১৬।১৩১৭।১৩১৮।১৩১৯ সালের তিলি-বান্ধব পত্রিকা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা প্রত্যেক সালের জন্য ১৲ এক টাকা পাঠাইলে তাহা পাইতে পারেন, কিন্তু ভিঃ পিঃ লইলে প্রতি সালের জন্য এক আনা হিসাবে চার্য্য অধিক করা হয়। কার্য্যাধ্যক্ষ তিলি-বান্ধব কার্য্যালয়, কদমতলাবাজার, হাওড়া।

তিলি-বান্ধব।

মাসিক পত্র।

পঞ্চম বর্ষ। | ভাদ্র ১৩২০ সাল। | ৫ম সংখ্যা।

আনন্দরাম কুণ্ডু ওরফে আন্দিরাম বাবু।

ন্যূনাধিক দেড়শত বৎসর অতিবাহিত হইল মহাত্মা আন্দিরাম বাবু এই ধরাধাম পরিত্যাগ করিয়া শান্তিময় স্বর্গরাজ্যে গমন করিয়াছেন কিন্তু তাঁহার সেই পুণ্যময় নাম ও কীর্ত্তি বহুলোকের মনে আজ পর্য্যন্তও জাগরূক রহিয়াছে। এই মহাত্মার জন্মস্থান পাবনা জেলার অন্তর্গত সাহাজাদপুর পোলিস ষ্টেসনের নিকট পোতাজিয়া গ্রাম। ইনি আমাদের স্বজাতি এবং আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের প্রতিবাসী ছিলেন বলিয়াই আমরা ইহার জীবনী সম্বন্ধে কতিপয় প্রধান প্রধান বিষয় অবগত আছি। ইহার আসল নাম "আনন্দরাম কুণ্ডু" কিন্তু বাল্যকাল হইতে ইহাকে সকলেই আন্দিরাম বলিয়া ডাকিত। ইনি সামান্য একজন 'মুদী" অর্থাৎ অতি ক্ষুদ্র দোকানদারের ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। অতি শৈশবকালেই তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়, কাজেই দরিদ্রাবস্থাতেই জীবনের প্রায় কুড়ি বৎসর কাল অতিবাহিত করিয়া নিজের অধ্যবসায় ও সত্ত্বের গুণে মধ্য ও শেষ জীবনে কোটিপতি হইয়া এবং অবস্থানুরূপ সৎকীর্ত্তি রাখিয়া পঞ্চসপ্ততি বৎসর বয়সে মর্ত্ত্যধাম পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। জাতীয় বাণিজ্য ব্যবসার দ্বারা যতই তাঁহার ধন বৃদ্ধি হইতে ছিল, তাঁহার বদান্যতা এবং সৎকীর্ত্তি ও তাহার সঙ্গে সঙ্গে ক্রমেই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল। তাহার জীবনের মোটামোটী উপদেশপূর্ণ

বিষয়গুলি সাধারণ্যে প্রকাশ করিতে পারিলে আমাদের স্বজাতীয় যুবকগণ বাণিজ্য ব্যবসায়ের প্রতি মনোযোগ ও আদর প্রদর্শন করিতে পারেন এইঅভিপ্রায়েই এই প্রবন্ধটী "তিলিবান্ধবে" প্রকাশ করিতে মানস করিয়াছি।

আন্দিরাম বাবুর পিতামহ বগুড়া জেলার অন্তর্গত কোন একটী পল্লীগ্রাম হইতে, কোন অজ্ঞাত কারণে সপরিবারে পোতাজিয়া গ্রামে আসিয়া বাস করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার পুত্র নিধিরাম কুণ্ডু পিতার মৃত্যুর পর এই গ্রামেই চাউল, ডাইল, ও লবণ ইত্যাদি খাদ্য সামগ্রীর একটী সামান্য মুদিখানা দোকান করিয়া পরিবারসহ জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছিলেন। কিছুদিন অন্তে এই স্থানেই আন্দিরামের জন্ম হয়। তৎকালে খাদ্য সামগ্রীর মূল্য এখনকার মত অধিক ছিল না। অতি অল্প উপার্জ্জন করিলেও নিধিরাম কুণ্ডু তদ্দ্বারা পরিবারসহ চারি পাঁচটী লোককে প্রতিপালন করিতে বিশেষ কোন কষ্টভোগ করেন নাই। আন্দিরামের বয়স যখন পাঁচ বৎসর সেই সময় নিধিরাম কুণ্ডুর একটী কন্যাও জন্মগ্রহণ করে। ঐ কন্যাটীর নাম রাখা হইয়াছিল "গঙ্গামনী"। এই বালিকার জন্ম হইবার দুই বৎসর পরেই নিধিরাম কুণ্ডু এই বালক আন্দিরাম ও কন্যা গঙ্গামনীকে অসহায় অবস্থায় রাখিয়া পরলোক গমন করেন। এমত অবস্থায় তাহার অনাথা বিধবা পত্নী ভবসুন্দরী এই বালক বালিকা লইয়া বড়ই বিপদে পতিত হইয়াছিলেন। তাঁহার স্বামী নিধিরাম কুণ্ডু মৃত্যুকালে কিছুই সঞ্চয় করিয়া রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। সামান্য মুদিখানা দোকানদারিতে যাহা কিছু উপার্জ্জন করিতেন তাহা সংসারের আবশ্যকীয় খরচেই ব্যয় হইয়া যাইত; কাজেই ভবিষ্যতের জন্য কিছুই সংস্থান করিয়া যাইতে পারেন নাই। তাঁহার মৃত্যুর পর দোকানে যে যৎসামান্য জিনিস পত্র ছিল তাহার মূল্য দ্বারা নিধিরামের ঊর্দ্ধ দৈহিক ক্রিয়া সামান্যভাবে সম্পাদন করাতেই ব্যয় হইয়া গিয়াছিল। সুতরাং সংসারে এমন আর কিছুই অবশিষ্ট ছিল না, যদ্দ্বারা এই অনাথা বিধবা দুইটী নাবালক পুত্র কন্যা সহ কিছুদিন প্রতিপালিত হইতে পারেন। বিধবা ভবসুন্দরী এইরূপে নিরাশ্রয় অবস্থায় দণ্ডায়মান হইয়া অশ্রুজলে বক্ষ ভাষাইয়া চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় সেই অনাথের বন্ধু সর্ব্ব শক্তিমান পরম দয়ালু পরমেশ্বর তাহার সহায় হইয়া আশ্রয় প্রদানের জন্য দণ্ডায়মান হইলেন।

আন্দিরামের একজন দূর সম্পর্কীয় মাতুল তৎকালে এই পোতাজিয়া গ্রামেই বাস করিত। তাহার নাম দীননাথ কুণ্ডু। বালক আন্দিরাম পিতৃহীন হইলে তাহার জননী ভবসুন্দরী তাহার উক্ত ভ্রাতা দীননাথ কুণ্ডুকে ডাকিয়া তাহার নিজের এই দৈন্য দশার বিষয় সমস্ত প্রকাশ করিয়া নাবালকদ্বয়ের প্রতিপালনের উপায় জিজ্ঞাসা করিল। দীননাথ কুণ্ডু নিজেও একজন সামান্য দোকানদার ব্যতীত অর্থশালী লোক ছিল না। অধিকের মধ্যে তাহার নিজের একখানি ছোট নৌকা ছিল তাহাতেই দোকানের পণ্য দ্রব্য উঠাইয়া চতুর্দ্দিকে নিকটবর্ত্তী হাটে হাটে লইয়া যাইত এবং সেই সকল পণ্য দ্রব্য বিক্রয় করিয়া তথা হইতে অন্যান্য জিনিস পত্র আনিয়া অন্যান্য গ্রামে বিক্রয় করিত। এইরূপ ব্যবসায়ে এক স্থানে বসিয়া সাধারণ দোকানদারি করা অপেক্ষা কিছু বেশী লাভবান হওয়া যাইত। এইরূপ করাতে দীননাথ কুণ্ডু নিজের অবস্থা কথঞ্চিৎ স্বচ্ছল করিয়া তুলিয়াছিল। বিশেষতঃ তাহার হৃদয়ও কিছু উন্নত ভাবেরই ছিল। বর্ত্তমান সময়ের অধিকাংশ অবস্থাপন্ন লোকেরাই যেমন স্বার্থপর এবং নিজের শ্যালক ও তস্য শ্যালক পুত্র কন্যাদির সাহায্যাদি ব্যতীত অন্য কোন আত্মীয়গণের, এমন কি নিজের সহোদর ভাই ভগিনীরও সাহায্য করিতে বিমুখ দেখা যায়, তখনকার সময়ে সরল স্বভাব ও ধর্ম্মভীরু লোকদিগকে প্রায় সেরূপ দেখা যাইত না। অনাথা ভবসুন্দরী যদিও দীননাথ কুণ্ডুর দূর সম্পর্কীয় ভগিনী তত্রাচ তাহার এই দুরবস্থাতে দীননাথের হৃদয় দ্রবীভূত হইয়াছিল। তাহার ভগ্নীর কিছু সামান্য অলঙ্কার ছিল, সে তাহা বিক্রী করিল এবং যে দুই চারি টাকা পাওয়া গেল. তাহা নিজের দোকানদারি কাজের মধ্যে খাটাইতে মনস্থ করিল। ইহাতে যে সামান্য কিছু লাভ হইতে পারে তাহা এবং তদতিরিক্ত আর কিছু দ্বারা ভবসুন্দরীকে মাসে মাসে দুই এক টাকা প্রদান করিয়া তাহার নাবালিকা কন্যাসহ ভরণ পোষণের কতক পরিমাণ সাহায্য হইতে পারিবে বলিয়া তাহাকে আশ্বাস প্রদান করিল। অধিকন্তু নিধিরামের বাড়ীতে কয়েকটী আম্র ও কাঠালের গাছ ছিল এবং বাড়ীর সংলগ্ন জমিতে শাক শবজি রোপণ করিলে তাহার ফল ও তরিতরকারি দ্বারা নিজের সংসারের খরচ বাদে যাহা কিছু উদ্বর্ত্ত থাকিবে, তাহা ক্রমে ক্রমে বিক্রী করিয়া অন্যান্য খরচের সাহায্য হইতে পারিবে এ সকল বিষয়েরও উপদেশ প্রদান করিল।

অষ্টমবর্ষ বয়স্ক বালক আন্দিরামকে বহুকাল হইতেই তৎকালিক বাঙ্গালা লেখাপড়া শিক্ষার দিকে মনোযোগী দেখিয়া দীননাথ তাহাকে নিজের বাড়ীতেই রাখিয়া ভরণ পোষণ করিতে লাগিলেন এবং গ্রামের সাধারণ পাঠশালার গুরুমহাশয়ের দ্বারা লেখাপড়া শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন। আন্দিরাম ক্রমে ক্রমে পাঠশালার শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে মাতুল দীননাথের দোকানের খরিদ বিক্রীরও যথাসাধ্য সহায়তা করিতেছিলেন। আন্দিরাম এরূপ বুদ্ধিমান ও মেধাবী ছিলেন যে তাঁহার বার বৎসর বয়সের সময় তিনি মহাজনী সকল প্রকার হিসাব নিকাশ, চিঠি পত্র লিখা সমাধা করিয়া শুভঙ্করের কঠিন কঠিন অঙ্ক ও আরিজা (সূত্র সমূহ) মুখে মুখে শিক্ষা করিয়াছিলেন। যে কোন প্রকারের হিসাব বা জিনিস পত্রের ওজন ও ক্ষুদ্রতম অংশ ও মূল্যই হউক না কেন তাহাও মুখে মুখেই শুদ্ধরূপে বলিয়াদিতে পারিতেন। আন্তরিক চেষ্টা ও উন্নতির ইচ্ছা মনে মনে জাগরূক থাকিলে যে অসাধ্য সাধন করিতে পারা যায় তাহা আন্দিরাম প্রভৃতি অধ্যবসায়শালী মহাত্মাগণের জীবন বৃত্তান্ত পাঠ করিলেই জানা যাইতে পারে। অদৃষ্ট এবং পুরুষকার পরস্পর সংযোগ থাকিলেও পুরুষকারের সাহায্য ব্যতিত কোন মহৎ কার্য্য ও উন্নতিই সাধিত হইতে পারে না। যাহা হউক আন্দিরাম এইভাবে দীননাথের সংসারে প্রতিপালিত হইয়া নিজেও যেমন শিক্ষা লাভ করিতে লাগিলেন তেমনি দীননাথের ব্যবসা বানিজ্যেও বিশেষরূপে সহায়তা করিতেছিলেন। তিনি বাল্যকাল হইতেই এরূপ মেধাবী ছিলেন যে তৎকালের পাঠ্য পুস্তক শিশুবোধের মধ্যস্থ "চাণক্যের শ্লোক" "গঙ্গা বন্দনা" ইত্যাদি সমস্ত বিষয়গুলি আগাগোড়া মুখস্থ করিয়াছিলেন। আন্দিরামের এইরূপ শক্তি এবং তাহার সরল ও নম্র ভাব দেখিয়া দীননাথও তাহার প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন। এই সময় একদিন আন্দিরাম তাহার মাতুল দীননাথকে বলিলেন "মামা আমি এখন বড় হইয়াছি আমিও আপনার সঙ্গে নৌকায় হাটে হাটে গিয়া দোকানদারি কার্য্য শিক্ষা করিতে ইচ্ছা করি। ইহাতে আপনার কার্য্যেরও সাহায্য করা হইবে এবং আমি নিজেও হাতে কলমে কাজ করিতে করিতে বাণিজ্য ব্যবসায়ে জ্ঞানলাভ করিতে পারিব। আপনি একা লোক, বয়সও অধিক হইয়াছে। আপনি একা এতদিন পরিশ্রম করিতে করিতে শরীর ক্রমেই দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে। যদি আপনি অনুমতি করেন তাহা হইলে

আমি আপনার কার্য্যে সহায়তা করিতে প্রস্তুত আছি। দীননাথ আন্দিরামের এই কথা শুনিয়া সন্তোষ লাভ করিলেন। ইহাতে তাঁহার পরিশ্রমেরও লাঘব হইবে এবং বালক আন্দিরামও বাণিজ্য ব্যবসা ও দোকানদারি শিক্ষা করিলে নিজের সংসার নিজেই চালাইয়া অনাথা মাতা ও বালিকা ভগিনীকে প্রতিপালনের ভার নিজেই গ্রহণ করিতে পারিবে। দীননাথের পুত্র-সন্তানাদি ছিলনা। কয়েক বৎসর কাল আন্দিরাম তাহার সংসারে থাকিয়া শিক্ষা লাভ করায় এবং সদ্ব্যবহারের সহিত মাতুল ও মাতুলানীর সাংসারিক ও দোকানের কার্য্যে যথাসাধ্য সাহায্য করায় তাহারা উভয়েই আন্দিরামকে পুত্র নির্ব্বিশেষে স্নেহ করিত। দীননাথের বয়স এই সময় প্রায় ৬০ সাইট বৎসর হইয়াছিল এবং শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন তাহার দোকানের কার্য্যও সময় সময় বন্ধ রাখিতে হইত। দীননাথের যে দুইটী কন্যা ছিল তাহাদিগকেও কিছুদিন পূর্ব্বে পাত্রস্থ করা হইয়াছিল।

আন্দিরামের উপরোক্ত প্রস্তাবে দীননাথ সন্তুষ্ট চিত্তে তাহার অনুমোদন করিয়া তাহাকে সঙ্গে লইয়া নূতন উৎসাহে কার্য্য করিতে আরম্ভ করিলেন। প্রতি হাটেই তাহাকে সঙ্গে লইয়া খরিদ বিক্রী আরম্ভ করিলেন ক্রমে তাহার কার্য্য তৎপরতা দেখিয়া তাহার হস্তেই কার্য্যভার অর্পণ করিতে মনস্থ করিলেন।

এইরূপে তিন চরি বৎসরকাল অতিবাহিত হইলে দীননাথের ব্যবসায়ে ক্রমে উন্নতি হইতে লাগিল। মূলধন ক্রমে বৃদ্ধি হইতে দেখিয়া ও আন্দিরামের কার্য্য কুশলতায় সন্তুষ্ট হইয়া দীননাথ নিজে আর বেশী কিছু করিতেন না। আন্দিরামই মহা উৎসাহের সহিত ব্যবসা চালাইতে লাগিলেন। তাহার মাতাকেও এখন আর তত কষ্ট স্বীকার করিয়া সংসার চালাইতে হইত না। আন্দিরাম তাহার মাতুলের অনুমতি অনুসারেই মাতাকে কিছু বেশী পরিমাণে সাহায্য করিতে লাগিলেন। এই সময় দীননাথ দেখিলেন যে তাহার পত্নী ব্যতীত সংসারে আর কাহাকেও প্রতিপালন করিতে হইতেছে না এবং আন্দিরামই যখন তাহার দোকানের কাজ সুচারুরূপে চালাইতেছে তখন সমস্ত কার্য্যের ভার আন্দিরামের হস্তেই সমর্পণ করিয়া তিনি সমস্ত কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিলেন। এবং এখন হইতে কেবল হরিনাম জপ করেন এবং ত্রিসন্ধ্যা স্নান করিয়া গ্রামের মধ্যে যে সকল বাড়ীতে দেব দেবীর অর্চ্চনা হইত সেই সকল

বাড়ীতে গিয়া বিগ্রহ দর্শনাদি কার্য্যে দিন কাটাইতে লাগিলেন। তাহার হৃদয়ে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে আন্দিরাম তাহাকে শেষ অবস্থায় কখনই ভরণ পোষণ করিতে বিমুখ হইবে না। বলা বাহুল্য যে আন্দিরামও প্রাণপণ চেষ্টায় সংসারের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধ মাতুল ও মাতুলানীকে যথোচিৎ শ্রদ্ধাভক্তির সহিত প্রতিপালন করিতেছিলেন। তাঁহার অসময়ের বন্ধু ও আশ্রয়দাতা দীননাথের প্রতি তাহার অচলা ভক্তি এবং তাহার সুখ সচ্ছন্দতার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দীননাথের শেষ জীবন পর্য্যন্ত দৃষ্ট হইয়াছিল।

আন্দিরাম যখন অষ্টাদশ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছিলেন, তখন তাহার ব্যবসা বাণিজ্যের বেশ উন্নত অবস্থা ধারণ করিয়াছে। মাতুল দীননাথের সময় হইতে কেবলমাত্র একখানা নৌকাতে মাল বোঝাই করিয়া হাটে হাটে যাতায়াত আরম্ভ করেন; এখন মূলধন বৃদ্ধি হওয়ায় নিজে তিনখানা নৌকা খরিদ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে দূর দেশে মাল পাঠাইতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সকল স্থানে চালানি মাল বিক্রয় করিয়া তথাকার উৎপন্ন শস্যাদি ক্রয় করতঃ নিজ গ্রামের চতুর্দ্দিকের হাটে হাটে বিক্রী করিতে লাগিলেন। নিজে যত দূর সাধ্য কাজ চালাইয়া অবশিষ্ট কার্য্যের ভার দুই তিন জন বিশ্বাসী কর্ম্মচারীর হস্তে অর্পণ করেন। তাহাদের কার্য্যের উপর নিজে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখাতে এবং প্রতিবারেই পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব নিকাশ করাতে কোন কার্য্যেই কেহ তাঁহাকে ফাঁকি দিয়া ক্ষতিগ্রস্ত করিতে পারে নাই। যদি মূল মহাজনের ব্যবসা বুদ্ধি থাকে এবং সে হিসাব নিকাশে পটু হয় তাহা হইলে কর্ম্মচারীগণ দ্বারা প্রতারিত হইতে হয় না এবং সহজে তাহার কোন অনিষ্ট হইতে পারে না। আজ কাল অনেক ধনী মহাজনের বংশধরগণ নিজে ব্যবসা বাণিজ্যের কোন শিক্ষা লাভ করেন না এবং মহাজনী কাজের যে প্রকার হিসাব নিকাশ করিতে হয় তাহাও জানেন না। তাঁহারা কেবল কর্ম্মচারীগণের উপর কার্য্যের ভার অর্পণ করিয়া আমোদ আহ্লাদ ও লম্বা লম্বা গল্প করিয়াই দিন কাটাইয়া থাকেন। কার্য্যের ভিতরে প্রবেশ না করায় এবং হাতে কলমে কাজ না করায় অধিকাংশ কাজেই প্রতারিত হইয়া থাকেন। কথায় বলে "কাজে মজুর ভোগে ঠাকুর।" [illegible]

যখন দান্ত দাড়াইবে তখন তাহা ঠাকুরের ন্যায় ভোগ করিবে। এই রীতি আজকাল কেবল উন্নতশীল মাড়োয়ারী ও ইংরেজ ব্যবসায়ীগণের মধ্যেই দেখা যায়। তাহারা নিজ হস্তে পরিশ্রমের কার্য্য করিতেও আলস্য বা লজ্জা বোধ করে না, আবার কার্য্য শেষ করিয়া অবকাশ সময় বেশভূষা করিয়া সভা সমিতি ও ভদ্র লোকের সহিত একত্র হইয়া আমোদ করিতে ও ব্যবসায়ের নূতন নূতন পন্থা অবলম্বনের চেষ্টা করিতেও ক্রটী করে না। এইরূপে কারবারের উন্নতি করতঃ উপযুক্ত ব্যয় করিতেও কুণ্ঠিত হয় না। আমাদের তিলি জাতির মধ্যে এইরূপ ভাব পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহাজনগণ অবলম্বন করিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহারা এত উন্নতি করিয়া গিয়াছেন। এখন তাঁহাদের অনেক বংশধর বাবু সাজিয়া উঠায় তাহাদের কারবার ক্রমে হীনাবস্থায় পতিত হইতেছে এবং অনেক সর্ব্বস্বান্ত হইয়া দরিদ্রা-বস্থায় পতিত হইয়া অন্যের চাকরী করিয়া কথঞ্চিত জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছেন।

এই সময় আন্দিরামের অবস্থার ও তাহার সদগুণের বিষয় পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম সমূহে ব্যাপ্ত হওয়ায়, অনেক লোকে তাঁহার হস্তে নিজ নিজ কন্যা দান করিতে অভিমত প্রকাশ করিতে দেখা যাইতে লাগিল। তাহার কনিষ্ঠা গঙ্গামণির বিবাহ জন্যও অনেক মধ্যবিত্ত ও ধনী মহাজন আপন আপন পুত্র অথবা ভ্রাতা প্রভৃতি আত্মীয় যুবকগণ সহ আন্দিরামের বাড়িতে যাতায়াত করিতে আরম্ভ করিল। ভগিনী গঙ্গামণির বিবাহের উপযুক্ত বয়স দেখিয়া আন্দিরাম প্রথমে তাহারই বিবাহ ব্যাপার সম্পন্ন করিতে মনস্থ করিয়া নিকটস্থ একটী মধ্যবিত্ত মহাজনের উদ্যমশীল পুত্রের সহিত গঙ্গামণির বিবাহ দিয়াছিলেন। এই বিবাহে ভগ্নীকে উপযুক্ত যৌতুক অলঙ্কারাদি দ্বারা ভূষিত করিয়া তাহার অবস্থানুসারে ব্যয় বাহুল্য করিতেও কোন অংশে ক্রটী করেন নাই। ইহার দুই বৎসর পর নিজ গ্রামের চারি ক্রোশ দূরে শান্তিয়া নামক গ্রামের যুধিষ্ঠির কুণ্ডু নামক একজন মহাজনের পরমা সুন্দরী কন্যা রাধামণির সহিত আন্দিরামের শুভ বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছিল। শুনা গিয়াছে রাধামণি প্রকৃতই সুন্দরীই ছিলেন। তাহার শরীরের গঠন, আয়ত লোচনের জ্যোতি, মুখের লাবণ্য এবং দীর্ঘ ঘন কৃষ্ণ কেশ রাশিতে তাহাকে এতই সুন্দরী বোধ হইত যে বিবাহের পর চারি পাঁচ দিন পর্য্যন্ত গ্রামের অপর সাধারণ বয়স্ক লোকেই এই নববধূকে দেখায় জন্য আসিত

রামের গৃহ লোকে লোকারণ্য ছিল। আন্দিরামের মাতা এই পুত্রবধূ লাভ করিয়া আনন্দসাগরে নিমগ্না হইলে এবং মধুর সরল ও কোমল স্বভাবে মুগ্ধ হইয়া অতি যত্নের সহিত তাহাকে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। রাধামণি যে কেবল সুন্দরীই ছিলেন তাহা নহে। কিছুকাল পরে দেখা গেল যে তিনি অতি দয়াবতী এবং সাংসারিক কাজ কর্ম্মে সুনিপুণা। বয়োবৃদ্ধি সহকারে তাহার গৃহকার্য্যে এত মনোযোগ ও পরিশ্রম দৃষ্ট হইল যে চারি পাঁচ বৎসরের পর আন্দিরামের মাতাকে স্বহস্তে আর কোন কাজ কর্ম্মই করিতে হইত না। রন্ধনাদি হইতে গৃহের প্রায় সমস্ত কার্য্যই রাধামণি স্বহস্তে সম্পন্ন করিতেন। শাশুড়ী কেবল সাধারণ ভাবে সংসারের কার্য্যের পর্য্যবেক্ষণ করিয়া হরিনামের মালা জপ করিয়াই দিবা রাত্র অতিবাহিত করিতেন। আন্দিরামের মাতা এই লক্ষ্মীরূপা পুত্রবধূকে লাভ করিয়া তাহার পূর্ব্ব কষ্ট সমূহ একেবারে ভুলিয়া গেলেন এবং ঈশ্বরকে সর্ব্বদা স্মরণ রাখিয়া বড়ই আনন্দ অনুভব করিতেছিলেন।

আন্দিরামের সংসারে আর কোন লোক না থাকায় তাহার বৃদ্ধ মাতুল দীননাথ ও মাতুলানীকে নিজের বাড়িতে আনয়ন করিয়া, মাতা ও সহধর্ম্মিণীকে তাহাদের সেবা শুশ্রূষায় নিযুক্ত করিয়াছিলেন। যাহাতে তাহাদের কোনরূপ অসুবিধা ও কষ্ট না হয় সর্ব্বদা তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিতেন। বিবাহের চারি পাঁচ বৎসর অতীত হইতে না হইতেই আন্দিরাম তাহার মাল চালানী কার্য্যে বিশেষভাবে লাভবান হইলে তিনি একটী বড় ধনী মহাজনের মধ্যে গণ্য হইলেন। চতুর্দ্দিকের যে সকল মহাজনগণের সহিত তাহার কারবার চলিতেছিল তাঁহারা আন্দিরামের ব্যবহারে এতই তুষ্ট ছিলেন এবং তাহাকে এতই বিশ্বাস করিতেন যে তাহার একজন সামান্য কর্ম্মচারি তাহাদের নিকট মাল খরিদ বিক্রী উপলক্ষে গেলেই তাহারা বিশ্বাস করিয়া হাজার হাজার টাকার মাল ছাড়িয়া দিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। এই সময় তাহার মূলধন প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকায় দাঁড়াইয়াছে। এই সময় তাহার মাতুল দীননাথের মৃত্যু হয় এবং তাহার দশ দিন অতীত হইতে না হইতেই তাহার মাতুলানীও স্বামী শোকে অভিভূতা হইয়া [illegible] পতিতা হইয়াছিল। মাতুল ও মাতুলানীর মৃত্যুর পর আন্দিরাম তাহাদের শ্রাদ্ধাদি সমস্ত কার্য্য সমারোহের সহিতই সম্পাদন করাইয়াছিলেন। দীননাথের বিবাহিতা কন্যা দুইটীকেও সময় সময় [illegible]

বাড়ীতে আনাইতেন এবং তাহাদিগকেও অর্থের দ্বারা সাহায্য করিতে এবং তাহাদের আত্মীয়দের ব্যবসা বাণিজ্যের বিশেষভাবে উন্নতি করিয়া দিতেও আন্দিরাম কখন ত্রুটি করেন নাই। উপকারকের প্রতি কিরূপে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে হয় আন্দিরাম তাহা উপযুক্ত প্রকারেই দেখাইয়া গিয়াছেন। ইহাতে তাহার নিজের ব্যবসার কোন ক্ষতি না হইয়া উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই প্রাপ্ত হইয়াছিল।

আন্দিরাম বাবু বাল্যকালে দরিদ্রাবস্থার মধ্য দিয়া স্বীয় বাহুবলে ও বুদ্ধির প্রাখর্য্যে এতাদৃশ উন্নতি লাভ করায় তাহার দরিদ্র ও অসহায় আত্মীয়বর্গের প্রতি তাহার একটী স্বাভাবিক সহানুভূতি জন্মিয়া ছিল। তাহার যে সকল দূর সম্পর্কীয় বন্ধু বান্ধবকে অর্থাভাবে কষ্ট পাইতে দেখিতেন তাহাদের কোন কোন ব্যক্তিকে স্বীয় কারবারের মধ্যে কর্মচারী-রূপে এবং কোন কোন লোককে সাধারণ অংশীদাররূপে গ্রহণ করিয়া তাহাদের চলিবার উপায় করিয়া দিতেন। যাহাদের নিজের সামান্য দোকান কি মহাজনী কারবার ছিল তাহাদিগকে কখন অর্থদ্বারা কখন বা পণ্যদ্রব্য দ্বারা সাহায্য করতঃ তাহাদের ব্যবসায়ের উন্নতি করিয়া দিতে ত্রুটী করেন নাই। অনাথা বিধবাদিগের ভরণ পোষণ জন্য অনেককে নিজ সংসারে স্থান দান করিয়া ছিলেন। তিনি বড়ই উদার স্বভাবের লোক ছিলেন। স্বজাতি লোক ব্যতীত গ্রামের অন্য কোন জাতীয় লোকেরও কষ্ট দর্শন করিলে তাহার হৃদয় দ্রবীভূত হইত এবং যে প্রকারেই হউক তাহার কষ্ট নিবারণের যথাসাধ্য উপায় করিতে বিমুখ হন নাই। এই সকল কারণে নিজ গ্রামের মধ্যে এবং নিকটবর্ত্তী বহু গ্রামের মধ্যে তাহার সহৃদয়তা ও বদান্যতার কথা পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। চতুর্দ্দিকের সকল লোকেই তাহাকে ভক্তি শ্রদ্ধা করিতে লাগিল। যে কোন ব্যক্তি বিপদগ্রস্ত হইয়া তাহার সাহায্য প্রার্থনা করিলে তাহারা বিমুখ হইয়া যাইত না, ইহাতে সকলেই তখন হইতে তাহাকে "আন্দিরাম বাবু" বলিয়া ডাকিতে আরম্ভ করিল। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি তৎকালে "বাবু" উপাধি আজকালকার মত এত সস্তা ছিল না। এখন যেমন জমিদার, হাকিম, উকিলের বাবু হইতে কেরাণী ও কর্মচারী হইতে আরম্ভ করিয়া, দোকানদার এবং চৌকিদার, খানসামা প্রভৃতিকেও বাবু উপাধিতে ভূষিত করা হইয়া থাকে তৎকালে সেরূপ ছিল না। জমিদার ও বিখ্যাত

রাজ কর্মচারী এবং বিশেষ ধনী ব্যক্তি ব্যতিত অন্য কাহাকেও "বাবু" বলিয়া সম্বোধন করিতে দেখা যায় নাই। আমাদের তিলি জাতির মধ্যে তৎকালে যে সকল ধনী মহাজন ছিলেন তাহাদিগকেও সকলে "বাবু" উপাধি দেওয়া হইত না। আন্দিরামের তৎকালে ধন গৌরব যতই হউক না কেন তাহার বদান্যতা ও সহৃদয়তার জন্যই চারিদিকের লোক তাহাকে "আন্দিরাম বাবু" আখ্যা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া প্রদান করিয়াছিল। এই সময় "আন্দিরাম বাবুর" কারবারের মূলধন লক্ষ টাকার উপরে দাঁড়াইয়াছিল।

আন্দিরাম বাবুর বাণিজ্য ব্যবসা ক্রমে বিস্তৃতি লাভ করায় এবং মূলধন লক্ষ টাকার উপরে উঠায় তিনি তাহার কার্য্য ক্ষেত্র কেবল মাত্র নিজ গ্রাম ও তাহার অল্প দূরবর্ত্তী হাট ও বন্দরে আবদ্ধ না রাখিয়া বাণিজ্য দ্রব্য সমূহ নৌকাযোগে দিনাজপুর, রংপুর ও কুচবেহার প্রভৃতি স্থানে পাঠাইতে আরম্ভ করেন এবং ঐ সকল জেলাগত পণ্য দ্রব্য আনয়ন করিয়া ময়মনসিংহ, ফরিদপুর ও বরিসাল প্রভৃতি স্থানে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। তামাক লবণ, ধান্য, চাউল, সুপারি, মরিচ, ইত্যাদি যে কোন প্রকারের মালের ব্যবসা সুবিধাজনক মনে করিতেন তাহাই তাঁহার পণ্য দ্রব্য মধ্যে প্রবেশ লাভ করিত। উত্তর অঞ্চলে ফরিদপুর ও ময়মনসিংহ প্রভৃতি স্থানে কারবারের বিশেষ সুবিধা বোধ হওয়ায় ঐ সকল স্থানে স্থায়ীভাবে বাসা প্রস্তুত করিয়া বহুতর গোমস্তা ও লোকজন নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাহার সকল কার্য্যেই নিজের বেতনভোগী কর্ম্মচারী ব্যতিত অন্যান্য অনেক লোক তাহারই অর্থ দ্বারা কারবার করিয়া তাহার কাজের সহায়তা করিত এবং তাহাতে নিজেদেরও জীবীকা নির্ব্বাহের উপায় করিয়াছিল। এই সকল লোককে তাহার অধীনস্থ পাইকার বলা হইত। ইহা ব্যতিত তাহার বাসায় যে কোন ব্যক্তিই উপস্থিত হউক না কেন সকলেই আশ্রয় ও যত্নের সহিত আহার প্রাপ্ত হইত; এমন কি কেহ কোন কার্য্য উপলক্ষে দশ কুড়ি দিন কি দুই এক মাস অবস্থান করিলেও তাহার কোনরূপ অসুবিধা হইত না। লক্ষীর কৃপায় তাঁহার কারবার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হওয়ায় তিনি বহুলক্ষ টাকার অধিপতি হইয়া উঠিলেন।

আন্দিরাম বাবুর নিজ বাড়ীতে চৌকোঠা বিলান অট্টালিকা ও বাড়ীর ভিতর ও বহির আঙ্গিনা সংলগ্ন পুষ্করিণী এবং তৎসংলগ্ন অতিথিশালা নির্ম্মিত হইয়া বাড়ীর শোভা বর্দ্ধন করিয়াছিল। তাহার কারবারের হাওলাত বাকীতে

এত বড় বড় ঘর ছিল যে একটী বাসাকেই একটী পরিগ্রাম বলিয়া মনে হইত। কর্মচারী ও অন্যান্য লোকের উৎসাহে তাঁহার প্রায় সমস্ত বাসাতেই দুর্গোৎসব হইত। এ দিকে নিজ বাড়ীতেও প্রতি বৎসর দুর্গাপূজা দোল যাত্রা ও রাস ইত্যাদি সমস্ত উৎসব মহা ধুমধামের সহিত সম্পন্ন হইত। শুনা যায় যে তাঁহার গুরুদেবের বাড়ীতে যে রাধামাধব বিগ্রহ ছিল তাঁহাকে প্রতি বৎসর দোল যাত্রার সময় নিজ বাড়ীতে আনয়ন করতঃ এক মাস পর্য্যন্ত নিজ বাড়ীতেই রাখিতেন এবং সেই কাল পর্য্যন্ত প্রতিদিন মহোৎসব উপলক্ষে গ্রামের ও চতুর্দ্দিকস্থিত সমস্ত গ্রামের সমস্ত লোককে পরিতোষ পূর্ব্বক ভোজন করাইতেন। গুরুদেবকে বিদায় কালে তাঁহার চরণ দ্বয় টাকা দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিতেন। গুরুদেবের বাড়ীতে এক বৎসর কাল যে পরিমাণ ধান্য, চাউল, ডাউল ইত্যাদি প্রধান প্রধান খাদ্য দ্রব্যের প্রয়োজন মনে করিতেন, তাহা সমস্তই নৌকা বোঝাই করিয়া তাহার বাড়ীতে প্রেরণ করিতেন। ব্রত প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি উপলক্ষে দীন দরিদ্র লোককে ভোজন করানই তাঁহার একটী প্রধান কার্য্য দেখা গিয়াছে।

আন্দিরাম বাবুর প্রথম বয়সে কোন সন্তানাদি হয় নাই। তাহার বয়স যখন চল্লিশ বৎসর তখন তাঁহার একটী পুত্র এবং তাহার তিন চারি বৎসর পর একটী কন্যা জন্মিয়াছিল। তাহাদের জন্ম হইতে বিবাহ পর্য্যন্ত যত প্রকার ক্রিয়া কলাপ যে ভাবে সম্পন্ন করিতে হয় তাহা অতি সমারোহের সহিতই সম্পন্ন করিয়াছিলেন। অন্ন প্রাশন হইতে বিবাহাদি পর্য্যন্ত যে সকল ক্রিয়া আমাদের তিলি জাতীয় মহাজনগণের মধ্যে পূর্ব্বে সম্পন্ন হইত তাহা বোধ হয় আমাদের স্বজাতি অনেকেই অবগত আছেন। অন্যান্য জাতির ধনীর মধ্যে এই সকল ব্যাপারে যে ভাবে ব্যয় বাহুল্যের সহিত হইয়া থাকে, তিলি ধনীগণ স্বাভাবিক ধর্ম্ম ভীরুতা প্রযুক্ত ঐ সকল ব্যাপারে দরিদ্র লোককে ও ব্রাহ্মণ সকলকে বিদায় করিতে তদপেক্ষা অধিক দানশীল বলিয়াই আমি বুঝিতে পারিয়াছি। অন্যান্য জাতির মধ্যেও অনেক দানশীল ব্যক্তি ছিলেন সত্য কিন্তু সংখ্যার অনুপাতে যেরূপ বুঝিয়াছি আমি তাহাই উল্লেখ করিলাম। আন্দিরাম বাবুর এই সকল দানের কার্য্য বিস্তারিত ভাবে বর্ণন করা আমার অভিপ্রায় নহে। কারণ তাঁহার অবস্থানুরূপ ব্যয় করাতে বিশেষ কোন গৌরব বা শিক্ষার বিষয় কিছুই নাই। তবে তিনি

যে ব্যক্তি সামান্য গরিব অবস্থা হইতে নিজের বুদ্ধি ও অধ্যবসায় দ্বারা এতদূর ধনবান হইয়া সেই স্বোপার্জ্জিত অর্থ অকাতরে ব্যয় করিয়া গরিব ও সাধারণ লোকের উপকার করিতে পারিয়াছিলেন তাহাই আমাদের স্বজাতির মধ্যে প্রকাশ করাই আমার প্রধান উদ্দেশ্য। কারণ ইহা দ্বারা সহস্র লোকের মধ্যে যদি একজনও আন্দিরামের বাণিজ্য ব্যবসায়ের ও চরিত্রের কথঞ্চিৎ অনুকরণ করিতে পারেন. তাহা হইলেও আমাদের জাতির মধ্যে কিছু না কিছু উপকার সাধিত হইতে পারে। তাহার সৎকার্য্যের বিষয় পৃথক পৃথক ভাবে উল্লেখ না করিয়া আমি এই মাত্র বলিতে চাই যে আন্দিরাম বাবুর ধন সম্পত্তির ও মান সম্ভ্রমের কথা চারিদিকে যতই পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল ততই স্থানীয় ও দূর দেশীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ তাহার বাড়ীতে আগমন করতঃ উপযুক্ত সাহায্য প্রাপ্ত হইতেন। পরে তাহাদিগের আগমন বার্ষিক কার্য্যে পরিণত হয়। দীন দরিদ্র ব্যক্তিগণ যে কোন অভাবের জন্য তাহার শরণাপন্ন হইত সেই ভাবেই সে উপকার প্রাপ্ত হইত। আন্দিরামের মাতা ও সহধর্ম্মিণীও এরূপ দয়াশীলা ছিলেন যে এমন দিন ছিল না যে দিন কোন না কোন দরিদ্রা স্ত্রীলোক তাহার অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া অভাব জানাইলে আহার্য্য বস্তু, বস্ত্র কিম্বা নগদ কিছু কিছু সাহায্য প্রাপ্ত না হইয়াছে।

অশীতি বৎসর বয়সে আন্দিরাম বাবুর মাতা পরলোক গমন করেন। তাহাতে তিনি দানসাগর শ্রাদ্ধ করার আয়োজন করিয়া বহুদূরস্থিত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছিলেন। সেই সকল পণ্ডিতের পরামর্শ অনুসারে দানসাগর শ্রাদ্ধে যে যে নিয়ম এবং সামগ্রীর প্রয়োজন তৎসমুদয়ই যথা নিয়মে সম্পন্ন করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতিত চারিদিকের গরিব দুঃখী লোক যে কত আসিয়াছিল তাহার সংখ্যা করা কঠিন। তবে এই মাত্র বলিলেই যথেষ্ট যে যত লোকই আসিয়াছিল তাহাদের কেহই স্বচ্ছন্দ আহার ও দান প্রাপ্ত হইতে বঞ্চিত হয় নাই। এই শ্রাদ্ধ সম্বন্ধে আমাদের গ্রামে ও নিকটবর্ত্তী স্থানে এখনও একটী প্রবাদ আছে যে যৎকালে আন্দিরাম বাবু শ্রাদ্ধ বাসরে বসিয়া শ্রাদ্ধ করিবেন, তখন বেলা প্রায় আড়াই প্রহরের সময় একজন নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণ পিপাসা প্রযুক্ত চিনির সরবৎ পান করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু তৎকালে যে পরিমাণ সরবৎ প্রস্তুত হইয়াছিল তাহা ফুরাইয়া যাওয়ায় ভাণ্ডারের কার্য্যকারক ঐ ব্রাহ্মণকে কিঞ্চিৎ বিলম্ব করিতে বলিয়া সরবৎ প্রস্তুত করার জন্য ভাণ্ডার খানার লোকদিগের প্রতি আদেশ প্রদান

করিল। ব্রাহ্মণের কিন্তু এই সামান্য বিলম্বও অসহ্য হইয়া উঠিল। তিনি যেন দুর্ব্বাসা ঋষির প্রপৌত্র। অতি সামান্য অপরাধও তাহার নিকট অমার্জ্জনীয়। তিনি অগ্নিশর্ম্মা রূপ ধারণ করিয়া ক্রোধ সহকারে চিৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন "এই দান সাগর শ্রাদ্ধ শ্রাদ্ধের মধ্যেই গণ্য নহে। ইহাতে যখন সামান্য একটু সরবতেরই বন্দোবস্ত নাই তখন অন্যান্য দ্রব্যের যে কি অবস্থা হইয়াছে তাহা ভগবানই জানেন"। এই কথায় ও চিৎকারে হুলস্থুল পড়িয়া গেল এবং এই কথা আন্দিরাম বাবুর কর্ণেও প্রবেশ লাভ করিল। তখন তিনি ঐ ব্রাহ্মণের পায় ধরিয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিতে এবং তৎকালে তাহার গোলাঘরে যে দুই শত মণ গাজিপুরী চিনি বিক্রয় জন্য আলাহিদা ছিল তাহার সমস্তই বাড়ী সংলগ্ন পুষ্করিণীর জলে ঢালিয়া দিয়া সরবৎ প্রস্তুত করিয়া দিতে আদেশ প্রদান করিলেন। তাহার আদেশে প্রকৃত পক্ষেই এইরূপ করা হইয়াছিল এবং তাহাতে পুষ্করিণীর বাধা ঘাটের সম্মুখস্থ সমস্ত জল সরবতে পরিণত হইয়াছিল। উদ্দেশ্য এই যে যাহার যত ইচ্ছা অকাতরে সরবত পান করিতে পারে। ইহাতে সরবত পান করার কার্য্য যত হউক বা না হউক ইহার দুই তিন দিন পরে ঐ পুষ্করিণীর জলে বহুবিধ কীটের সৃষ্টি হইয়া পুষ্করিণীর জল কিছুদিনের জন্য পানের অযোগ্য হইয়াছিল।

আন্দিরাম বাবু আমাদের এ অঞ্চলের তিলি সমাজের মধ্যে বিবাহ ব্যাপ্যারের একটী প্রধান অসুবিধা দূর করিয়া গিয়াছেন। বিষয়টী এই যে, পূর্ব্বে আমাদের স্বজাতির মধ্যে নিম্ন শ্রেণীর এক সম্প্রদায় তিলি ছিল তাহাদিগকে কাঁধুয়া বলিত। এই শ্রেণীর লোক প্রায় সকল বড় বড় গ্রামের মধ্যেই দুই এক ঘর বাস করিত। যখন আমাদের স্বজাতির মধ্যে কাহার কন্যার বিবাহ হইত তখন বিবাহ সময় এই কাঁধুয়াদিগের এক বা দুই জন কন্যাকে উঠাইয়া অথবা অবস্থা বিশেষে কন্যাকে কাঁধে করিয়া পাত্রের চতুর্দ্দিকে সাত পাক ঘুরাইয়া দিত। ইহারা ব্যতিত অন্য কাহার দ্বারা এ কার্য্য সম্পন্ন হইত না। ইহাদের হস্তে এই কার্য্যের ভার থাকায় ইহারা কন্যা পক্ষের নিকট অবস্থানুসারে চারি পাঁচ টাকা হইতে দশ পনর টাকা পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হইত। ইহাদের সংখ্যা অতি কম বিধায়ে দুই তিন গ্রামের কার্য্যও কখন কখন দুই এক জনের দ্বারাই সম্পন্ন করাইতে হইত। একদিন সন্ধ্যার সময় আন্দিরাম বাবু পায়খানা হইতে বাহির হইয়া বাটীর

নিকটস্থ রাস্তার ধারে হস্ত পদ প্রক্ষালন করিতেছিলেন, এমন সময়ে কিছু অন্ধকারে দুই জন লোককে ঐ রাস্তায় কথাবার্ত্তা কহিতে কহিতে যাইতে দেখিলেন। উহাদের মধ্যে একজন পুরুষ অগ্রে অগ্রে যাইতেছে এবং এক জন স্ত্রীলোক তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতেছে। তাহাদের উভয়ের মধ্যে যে যে কথাবার্ত্তা হইতেছিল তাহার মর্ম্ম স্থূলভাবে আন্দিরাম বাবুর কর্ণে এইরূপ প্রবেশ করিয়াছিল।

স্ত্রীলোকটী কাতর স্বরে বলিতেছে "চারি টাকার বেশী আমার দিবার শক্তি নাই তুমি দয়া করিয়া ইহাতেই আমার কন্যাদায় হইতে উদ্ধার করিয়া যাও।" ইহাতে পুরুষটী কিছু বিরক্তির সহিত বলিল "আমি সাত টাকার কম কিছুতেই পারিব না"। স্ত্রীলোকটী পুনরায় বলিল "বাপু আমি অতি গরিব সাত টাকা দেওয়া আমার সাধ্য নাই। যদি তুমি নিতান্তই রাজী না হও তবে না হয় পাঁচ টাকা দিব তাহার বেশী আমি দিতে পারিতেছি না তুমি আমার এই উপকার করিয়া আমার কন্যার বিবাহটী সারিয়া দেও"। পুরুষটী বলিল "তুমি বিরক্ত করিও না। যদি তুমি সাত টাকা দিতে না পার তবে অন্য চেষ্টা কর। আমি সাত টাকার কম পারিব না"। স্ত্রীলোকটী অবশেষে পুরুষটীর হাত ধরিয়া অনুনয় বিনয় করাতেও সে তাহা গ্রাহ্য না করিয়া হাত ছাড়াইয়া চলিয়া যাইতে লাগিল। স্ত্রীলোকটী তখন নিরুপায় হইয়া ভগবানের নাম করিতে করিতে বিষণ্ণ মনে ফিরিয়া আসিল। স্ত্রীলোকটী ঐ রাস্তা দিয়া ফিরিয়া যাওয়া কালে আন্দিরাম বাবু ইহার প্রকৃত অবস্থা অবগত হওয়ার মানসে আপনার ভৃত্য দ্বারা স্ত্রীলোকটীকে নিজের বাড়ীর মধ্যে ডাকাইয়া আনিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসায় জানিতে পারিলেন যে সে আমাদের গ্রামেরই একজন স্বজাতীয়া গরিব বিধবা। তিন চারি দিন অন্তেই তাহার কন্যার বিবাহ হইবে। ঐ কন্যাটীকে পাত্রস্থ করায় সময় তাহাকে কাধুয়ার দ্বারা সাত পাক ঘুরাইয়া দেওয়ার জন্য ঐ কাঁধুয়াকে এত অনুনয় বিনয় করাতেও সে সম্মত হইতেছে না। তাহার অবস্থাও এরূপ নহে যে সে সহজে সাত টাকা ব্যয় করিয়া ইহার দ্বারা কার্য্য করাইয়া লইতে পারে।

এই সকল কথা শুনিয়া এবং ঐ স্ত্রীলোকটীর অবস্থা বুঝিয়া আন্দিরাম বাবুর হৃদয়ে করুণার সঞ্চার হইল। তিনি এই কাঁধুয়া প্রথার অপকারিতা অনুভব করিয়া স্ত্রীলোকটীকে আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক বলিলেন "মা তুমি

এখন ঘরে যাও। বিবাহের জন্য অন্যান্য যে সকল আয়োজন করা কর্ত্তব্য তাহা ঠিক করিতে থাক। বিবাহ কালে কন্যাকে সাত পাক ঘুরাইয়া দেওয়ার ভার আমার উপর থাকিল। তাহাতে কোন চিন্তা করিও না। আমিই উহার বন্দোবস্ত করিব।" স্ত্রীলোকটী আন্দিরাম বাবুকে মনে মনে আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে নিজ গৃহাভিমুখে চলিয়া গেল।

এই ঘটনার পরদিন আন্দিরাম বাবু নিজ গ্রামের এবং নিকটবর্ত্তী অন্যান্য গ্রামের প্রধান প্রধান স্বজাতিবৃন্দকে রীতিমত আহ্বান করিয়া নিজ বাড়ীতে একটী সভা করিলেন এবং তাহাদের সকলকে পূর্ব্ব দিনের ঘটনার সমস্ত বৃত্তান্ত জানাইয়া বিবাহে কাঁধুয়া প্রথার অপকারিতা সভার সকলকে বুঝাইয়া দিলেন। তাহার পর তিনি প্রস্তাব করিলেন যে এই বিবাহের সময় আর কাঁধুয়াকে ডাকা হইবে না। কন্যাকে ঘুরাইয়া দেওয়ার কার্য্য কন্যার আত্মীয় স্বজনের দ্বারা সম্পন্ন হইবে। আন্দিরাম বাবুর এই প্রস্তাবে সভার সকল লোকই সম্মতি প্রদান করিলেন, এবং ঐ সময় হইতে সকল বিবাহে এই নিয়মানুসারে কার্য্য করার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন। তাহার পর এই সংবাদ অত্র ও নিকটবর্ত্তী জেলার মধ্যে সমস্ত তিলি সমাজেই ক্রমে প্রচারিত হওয়ায় তাহারাও এই নিয়মের বশীভূত হইয়া কার্য্য চালাইতে আরম্ভ করেন। বলা বাহুল্য যে এই উপস্থিত বিবাহ রাত্রে আন্দিরাম বাবু নিজে বিবাহ স্থলে উপস্থিত থাকিয়া এই নিয়মানুসারে কন্যাকে পাত্রস্থ করাইয়াছিলেন। এই সময় হইতেই আমাদের এদেশে কাঁধুয়াদিগের দ্বারা বিবাহের এই কার্য্য নির্ব্বাহ করার প্রথা লোপ পাইয়াছে। এই কাঁধুয়া শ্রেণীর তিলির সংখ্যা অতি অল্পই ছিল এবং তাহাদের অবস্থাও হীন ছিল। কাজেই তাহারা উচ্চতর সমাজ মধ্যে বিবাহ করিতে কি কন্যা দান করিতে পারিত না। তাহারা ক্রমে ক্রমে স্থানান্তরে প্রস্থান করিয়া দোকানদারী ও অন্যান্য মহাজনদিগের অধীনে ব্যবসা বাণিজ্যের কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে লাগিল। অনেকদিন পরে দেখা গিয়াছিল যে কাঁধুয়া শ্রেণীর তিলি লোপ পাইয়াছে। যাহারা জীবিত ছিল, তাহারাও দূরস্থিত তিলি সমাজে অলক্ষিত ভাবে মিলিত হইয়া গিয়াছে।

আন্দিরাম বাবু দরিদ্রের ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়া স্বীয় চেষ্টা ও অধ্যবসায়ে যে প্রকারে এতদূর উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন তাহা তাঁহার উপরোক্ত

সংক্ষিপ্ত জীবনীতেই প্রকাশ পাইতেছে। তিনি ক্রমে কোটী পতির আসনে উন্নীত হইয়া স্বোপর্জ্জিত অর্থ যথাসাধ্য সৎকার্য্যে ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। তিনি পঁচাত্তর বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন। তাহার পুত্র বলাইচাঁদ কুণ্ডু পিতার জীবিতাবস্থায় বাড়ীতেই সুখে প্রতি-পালিত হইতে থাকায় বাণিজ্য ব্যবসায়ের দিকে ততদূর মনোযোগ করেন নাই। পিতার মৃত্যুর পর তাহার শ্রাদ্ধাদি কার্য্য সমারোহের সহিতই সম্পন্ন করিয়াছিলেন বটে কিন্তু তাহার ব্যবসা বুদ্ধি ততদূর উন্নত না হওয়ায় পিতৃ পরিত্যক্ত বাণিজ্য কার্য্য ভিন্ন ভিন্ন দোকানের কর্ম্মচারীগণের হস্তেই সমর্পণ করিয়া নিজে নিশ্চিন্ত মনে বাড়ীতেই আমোদ প্রমোদে দিন কাটাইতে ছিলেন। কর্ম্মচারীগণের কার্য্যের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি না রাখিতে পারিলে তাহারা যে ভাবে স্বার্থ সিদ্ধি করিতে থাকে এবং মহাজনের সর্ব্বনাশ করিতে প্রবৃত্ত হয় তাহা বোধ হয় অনেকেই অবগত আছেন। বলাইচাঁদ কুণ্ডুর বুদ্ধির দোষে তাহার শেষ জীবনেও সেইরূপ সর্ব্বনাশেরই সূচনা আরম্ভ হয় এবং তাহার মৃত্যুকালে তাহাকে নানাবিধ অসুবিধা ভোগ করি-য়াই ইহধাম পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল। তাহার পিতার সময়ে যে ১০।১৫টী দোকানে কারবার স্থাপিত হইয়াছিল, বলাইচাঁদের শেষ জীবনে তাহার প্রায় সমস্তই নষ্ট হইয়া কারবার বন্ধ হইয়া যায়। বলাইচাঁদের মৃত্যুর পর যে দুইটী স্থানে কারবার অতি সামান্য ভাবে ছিল তাহাও লোপ পাওয়ায় আনন্দিরাম বাবুর শেষ বংশধর যাহারা ছিলেন তাহাদিগকে অন্যের চাকরি আশ্রয় করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে দেখা গিয়াছে। অবশেষে এই মহাত্মার বংশে যে দুই একজন ছিল তাহারা যে কোথায় গিয়াছে তাহার নির্ণয় করা যায় না। আনন্দিরাম বাবুর সেই প্রকাণ্ড বাড়ী ক্রমে ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়া ভূমিসাৎ হইয়া গিয়াছে, এখন তাহার চিহ্ন পাওয়াও কঠিন। তবে ঐ বাড়ী যে স্থানে ছিল ঐ স্থান খনন করিলে ভূপ্রোথিত ভগ্ন প্রাচীর ও ইষ্টকের চিহ্ন অদ্যাপিও দৃষ্টি গোচর হইয়া থাকে।

"বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী" এই মহা বাক্য যে অতীব সত্য তাহা আর বুঝাইবার প্রয়োজন নাই। যে বাণিজ্যের দ্বারা ইয়োরোপের সমস্ত রাজ্য এবং এসিয়াতে চীন জাপান প্রভৃতি দেশ লক্ষ্মীর আবাস ক্ষেত্ররূপে শোভা বিস্তার করিতেছে, আমাদের তিলিজাতিও এক কালে সেই বাণিজ্যের দ্বারাই প্রভূত ধনবান হইয়াছিলেন। আজকাল কিন্তু আমাদের জাতির

মধ্যে বাণিজ্যের তত দূর উন্নতি দেখা যাইতেছে না। ইহারা উচ্চশিক্ষার দিকে কিছু কিছু অগ্রসর হইতেছেন বটে কিন্তু ঐ শিক্ষা বাণিজ্য কার্য্যে পরিচালিত করিতে দেখা যায় না। বাণিজ্যের উন্নতি করিতে না পারিলে অর্থাৎ দেশের প্রকৃত উন্নতির আশা করা বাতুলতা মাত্র।

শ্রীবনমালী কুণ্ডু, Retd. Inspbr. of ı office পোঃ তারিন্দা পাড়ুলা।

সংযোগ ও বিভাগ।

ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র পরমাণুর সম্মিলনেই প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলকণার মিলনেই বহুদেশ ব্যাপিনী সুদূর বাহিনী তরঙ্গিনীর ভীষণ তরঙ্গ ভঙ্গী। আবার সেই বিশাল পদার্থের বিভাগেই বিশ্বের বৈচিত্র্য বিধান ও সৃষ্টিরক্ষা সাধন করিতেছে। এক পরমাণু সমষ্টিই চেতন, অচেতন, উদ্ভিদ, কঠিন, তরল ও বায়বীয় নানা আকারে নানা গুণে নানা শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া নানা কার্য্য সম্পাদন করিতেছে। প্রাণিগণ আবার মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গাদি বিবিধভাগে বিভাজিত হইয়াছে। মানব পুনরায় দেশ ভেদে ইণ্ডিয়ান, বাঙ্গালী, উড়িয়া, কাবুলী, ইংরেজ, ফরাশী প্রভৃতি বহু শাখায় বিভক্ত; তাহাদের মধ্যে পুনঃ হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টান ইত্যাদি ভাগ; ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ইত্যাদি হিন্দুর বহু অংশ। মানবের এই সকল অংশ সমষ্টি লইয়াই বিশাল মানবজাতি। এই সকল বিভাগ ও মিলনের অবশ্যই কারণ আছে। ভিন্ন ভিন্ন জাতির পৃথক পৃথক ভাগে কার্য্যের উন্নতি লক্ষ্য সাধ্য ও পুনরায় তাহার সম্মিলনে জগতের মহোন্নতি; এইরূপেই বিশ্বের লীলা খেলা চলিতেছে, উন্নতি অবনতি ঘটিতেছে। সুশৃঙ্খলে ভাগ ও মিলনেই উন্নতি। বিশৃঙ্খলায় বিভাগ ও সংমিলনেই অবনতি। সকল লীলার নেতা সর্ব্বনিয়ন্তা ঈশ্বরের উদ্দেশ্য কি তিনিই জানেন। তাহা মানব বোধের অগোচর। আমরা তাঁহার মন্ত্রে মুগ্ধ হইয়া ক্রিয়া সাধন করিয়া যাইতেছি মাত্র। আমাদের ক্ষুদ্র জ্ঞান, কোন কাজ মন্দ বলিয়া পরিত্যাগ করিতেছি। কোনটা ভাল জ্ঞানে গ্রহণ করিতেছি। ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে আবার মতদ্বৈধ। একজনের কাছে যেটা ভাল অন্যের নিকট সেটা মন্দ। একের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বিচারে তাহা পরিত্যাজ্য, পরস্পরের

অভ্যন্তরে নানা মতভেদ। এই নিমিত্তই অনেকে মিলিয়া যুক্তি ও তর্কের সাহায্যে যাহা মীমাংসিত হয়, তাহা অনেকাংশে অভ্রান্ত। এই জন্যই আমরা সভা সমিতিতে কর্ত্তব্য বিষয়ের চর্চ্চা ও সংবাদপত্রে সমালোচনা, করিয়া উন্নতিকর বিধির উদ্ভাবন ও দৃঢ়ভাবে তদনুসরণে অভিলাষী।

শাস্ত্রকর্ত্তাগণ দেশকাল পাত্র বিবেচনায় স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র শাস্ত্রবিধি প্রণয়ন পূর্ব্বক সকলেই এক ধর্ম্ম পথের পথিক করিতে প্রয়াসী। রাজা বৃহৎ সম্রাজ্যকে দেশ প্রদেশ, বিভাগ, জেলা, মহকুমা, থানা প্রভৃতি নানা ভাগে বিভক্ত করিয়া সহজে ভিন্ন ভিন্ন দেশবাসীকে সুশাসিত, সুরক্ষিত ও সমুন্নত করিয়া তৎসমুদায়ের সমবায়ে বৃহৎ সম্রাজ্যের প্রজাপুঞ্জকে শ্রীবৃদ্ধির উচ্চ শিখরে সমুন্নত করিতে নিরত। হিন্দুসমাজ পরিচালকগণ সামাজিক সর্ব্ববিধ উন্নতিকল্পে শক্তি বিবেচনায় সমাজস্থ মানবমণ্ডলীকে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র প্রভৃতি নানা জাতিতে বিভক্ত করিয়া গুনানুসারে ব্রাহ্মণের প্রতি ধর্ম্ম রক্ষার ভার দিয়া তাঁহাদিগকে সর্ব্বমান্য গুরুপুরোহিতাদি পদে নিয়োজিত করিয়াছেন। ক্ষত্রিয়ের প্রতি রাজ্যরক্ষার ভারার্পণ করিয়াছেন। বৈশ্যের উপরে কৃষি ও বাণিজ্যের ভার দিয়াছেন। শূদ্রকে পূর্ব্বোক্ত বর্ণত্রয়ের পরিচর্য্যার ভার দিয়াছেন। বস্ত্রাদি বয়নের জন্য তন্তুবায়, কাষ্ঠদ্রব্য প্রস্তুতের জন্য সূত্রধার, স্বর্ণ ও লৌহাদিধাতুজ দ্রব্য গঠনের হেতু কর্ম্মকার এবং মৃণ্ময় জিনিষ তৈয়ারির সুবিধার জন্য কুম্ভকার প্রভৃতি বিবিধ শ্রেণী বিভাগ হইয়াছে। এবং সকলের সংমিলনে সমস্ত মানব সমাজের কার্য্য সৌকার্য্য বিধান করিতেছে। আমরাও মানব জাতির একটী ক্ষুদ্রাংশ, তিলি জাতিকে স্বতন্ত্রভাবে সমুন্নত করিয়া সমগ্র মানব জাতির শ্রীবৃদ্ধি সাধনের সহায়তা করিতে সমুৎসুক। আশা করি আমাদের সহৃদয় স্বজাতিবর্গ এই সাধারণ সংবাদপত্রখানির প্রতি একটুকু কৃপাকটাক্ষপাতে কিঞ্চিৎ সময় ব্যয় করিয়া ইহাতে লিখিত প্রবন্ধগুলি পাঠে ও দোষগুণ বিচার পূর্ব্বক কর্ত্তব্যাবধারণ ও তদনুসারে কার্য্য করিয়া স্বজাতির হিতসাধন করিবেন। সামান্য পত্রিকার সামান্য লেখকগণের কথার গুরুত্ব বা মূল্য নাই বলিয়া উপেক্ষা করিবেন না। জ্ঞানিগণ সামান্য পদার্থ হইতেও মহৎ জিনিষের আবিষ্কার করিতে সক্ষম। জ্ঞানী জ্ঞানবলে বিস্বাদ আলকাতরা হইতেও সুস্বাদ শর্করা বাহির করিয়া লইয়া থাকেন। মধুর অভাবে গুড় দ্বারা কার্য্য করিবার অবস্থা আছে। প্রবল ইচ্ছা ও চেষ্টা থাকিলে গুড় হইতে চিনি মিছরি

প্রভৃতি প্রবর্ত্তন করা যায়। ধনীগণ সময় নাই বলিয়া, দীনগণ সাধ্য নাই বলিয়া, স্বজাতিগণকে বুঝাইতে চেষ্টা ও স্বজাতির প্রতি কর্ত্তব্য সাধনে তাচ্ছল্য প্রকাশ করিবেন না। করিলে বোধ হয় ঈশ্বরের উদ্দেশ্য সাধনে বাধা দেওয়া হইবে। গুণী জ্ঞানীগণ বহু চিন্তা বহু গবেষণা, বহু চেষ্টা, বহু কষ্ট স্বীকার করিয়া দুর্গম ভয়াবহ অরণ্যময় পর্ব্বত হইতে বহুমূল্য মণিমাণিক্যাদি বাছিয়া লয়েন। বহুল হিংস্রজন্তু সমাকুল উত্তালতরঙ্গময় ভীষণ বারিধিগর্ভ হইতেও মূল্যবান মুক্তা প্রবাল আদি ছাঁকিয়া লইয়া পৃথিবীর সমৃদ্ধি ও শ্রীবৃদ্ধি করিতেছেন। আমাদের সদাশয় স্বজাতি মহাশয়দিগের কি কিঞ্চিৎ শ্রমস্বীকার করিয়া প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি বাছিয়া ও পরীক্ষা করিয়া লইয়া চিন্তা ও গবেষনা বলে উন্নতিকর উপায় উদ্ভাবন পূর্ব্বক সমাজের হিতসাধন করা উচিত নহে? স্বজাতির আর্ত্তনাদে কর্ণপাত করিয়া ভালমন্দ তাহাদিগকে বুঝাইয়া প্রবোধ দান ও যথাসাধ্য তাহাদের অভাব দূর করিবার চেষ্টা করা কি মনুষ্যত্বের পরিচয় নহে। অভিজ্ঞ ও সুদক্ষ চিকিৎসক রোগীর নানা উক্তির মধ্য হইতে আবশ্যকীয় কথাগুলি গ্রহণ করিয়া রোগ নির্ণয় ও উপযুক্ত ঔষধ প্রয়োগে রোগ নিবারণ করিয়া থাকেন। আমাদের বিবেচনায় আমাদের এই রোগগ্রস্ত দুর্ব্বল সমাজের নানা উক্তির মধ্য হইতে সার ও প্রয়োজনীয় বাক্যগুলি বাছিয়া লইয়া পীড়ার ধারণ ও উপযুক্ত ঔষধ প্রয়োগে সত্বর তাহা নিবারণ ও উন্নতি বিধান করা একান্ত কর্ত্তব্য। দীর্ঘকাল রোগ ভোগে নানা উপসর্গ জড়িত হইয়া পড়িলে রোগ নিবারণ করা কঠিন হইয়া উঠিবে।

অভাব বারিধিবক্ষে নিপতিত তিলিজাতি ধসমকে সভা, সংবাদপত্ররূপে যে দুই একখানি ভেলক সন্দর্শনে কথঞ্চিৎ আশান্বিত, তাহাও আবার নিরুৎসাহ পবনে মগ্নোন্মুখ। এ সময়ে সজ্জন ও সক্ষম স্বজাতিবৃন্দের, সমুদ্রে পতিত স্বজাতি সম্মুখে সাহসোৎসাহে সঞ্চালিত সুশিক্ষা তরণী সমুপস্থিত করিয়া তাঁহাদের উদ্ধার সাধনের উপায় বিধান করা একান্তই কর্ত্তব্য।

আমরা সর্ব্বনিয়ন্তা বিধাতার নিকটে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করিতেছি, তিনি আমাদের স্বজাতিগণের মতিগতি স্বজাতির হিতসাধনের দিকে আকৃষ্ট করুন। স্বজাতি সমূহ পরস্পর স্নেহ, প্রীতি, ভক্তিভাবে সম্মিলিত হইয়া যথাসাধ্য পরস্পরের হিত সাধনে রত হউন। শ্রীত্রৈলোক্যনাথ কুণ্ডু।

মাউকারা, পোতাজিলা, পাবনা।

বিবিধ-প্রসঙ্গ।

আমার নিবেদন। তিলি-বান্ধবের সহৃদয় পৃষ্ঠপোষক, গ্রাহক, অনু-গ্রাহক, পাঠক, পাঠিকা ও স্বজাতি মহোদয়গণের নিকট আমার নিবেদন এই—মহোদয়গণ আমি গত জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ তিন মাস বিষম বসন্ত রোগে আক্রান্ত হইয়া শয্যাগত ছিলাম জীবনের আশা ছিল না তবে তিলি-বান্ধবের হিতাকাঙ্ক্ষী স্বজাতি বৎসল গ্রাহকগণের আশীর্ব্বাদে ও ভগবানের অনুগ্রহে এযাত্রা পুনর্জ্জীবন লাভ করিয়াছি। শয্যাগত থাকায় তিন মাস কাল তিলি-বান্ধব আফিস বন্ধ ছিল, তজ্জন্য গ্রাহকদিগকে নিয়মিতভাবে পত্রিকা পাঠাইতে পারি নাই। এই অনিয়মিতভাবে পত্রিকা প্রকাশের জন্য তিলি-বান্ধবের সদাশয় মহোদয়গণ নিজগুণে আমার ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন। একান্ত অনুগত—শ্রীবাহিরদাস পাল, তিলি-বান্ধব সম্পাদক।

রাধাচরণের প্রশ্ন। চাঁদনি হাঁসপাতালটি তুলিয়া দেওয়াতে চাঁদনী চক ও তৎসন্নিহিত লোকের বিশেষ অসুবিধা হইয়াছে। চাঁদনীর সন্নিহিত পল্লীগুলিতে অনেকগুলি ছাপাখানা. কলকারখানা প্রভৃতি আছে ঐ সকল কারখানায় কাজ করিতে করিতে কেহ সহসা কোনরূপ আঘাত পাইলে বা কোন প্রকারে জখম হইবে তৎক্ষণাৎ উক্ত হাসপাতালে গিয়া চিকিৎসকের সাহায্য গ্রহণ করিতে পারিত। হাসপাতালটি উঠিয়া যাওয়াতে এই শ্রেণীর লোকদিগের এবং স্থানীয় দরিদ্র অধিবাসীদিগের কষ্টের একশেষ হইয়াছে। আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম শ্রীযুক্ত রাধাচরণ পাল মহাশয় এ বিষয়ে কর্ত্তৃ-পক্ষকে কয়েকটী প্রশ্ন করিবার সংকল্প করিয়াছেন। রাধাচরণ বাবু উদ্যোগী পুরুষ, লোক হিতকর কার্য্যে তাঁহার অনুরাগের পরিচয় আমরা অনেকবার পাইয়াছি। আশাকরি তাঁহার চেষ্টায় সুফল ফলিবে। বৈদ্যকবিভাগের দ্বারায় হাসপাতালটির পুনঃ পরিচালন যদি সম্পূর্ণ সম্ভবপর না হয় তাহা হইলে বৈদ্যকবিভাগ ও কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটী উভয়ের অর্থে যাহাতে হাসপাতালটি আবার চলে, রাধাচরণ বাবু তৎপক্ষে চেষ্টা করিবেন কি?

টাউনহলে বিরাট সভা। বর্দ্ধমান বিভাগের বন্যা প্লাবিত গ্রাম সমূহের বিপন্ন অধিবাসীগণের সাহায্যার্থ বিগত ২২শে আগষ্ট শুক্রবার অপরাহ্নকালে কলিকাতার টাউনহলে বঙ্গের লর্ড কারমাইকেল বাহাদুরের নেতৃত্বে এক

বিরাট সভার অধিবেশন হইয়াছিল, সভাতে হিন্দু, মুসলমান, পার্শি, জৈন, খৃষ্টান প্রভৃতি সকল ধর্ম্মাবলম্বী ও বাঙ্গালী, বিহারী, মারোয়াড়ী, ইংরাজ প্রভৃতি নানা শ্রেণীর জনগণের সমাগম হইয়াছিল। উক্ত সভায় কাসিমবাজারের মাননীয় মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর নিম্নলিখিত প্রস্তাবটী সভায় উপস্থিত করেন।

বন্যায় বিপন্ন ব্যক্তিগণের বিপদমোচনের জন্য স্থানীয় সরকারী কর্ম্মচারীবর্গ, জমিদারগণ, মারোয়াড়ী সম্প্রদায়, পরহিতব্রত স্বেচ্ছাসেবক মণ্ডলী এবং বিবিধ সভা সমিতি যেরূপ অদ্ভুত কার্য্য করিয়াছেন, এই সভা তাহা সম্যক হৃদয়ঙ্গম করিয়া তাঁহাদের যথোচিত প্রশংসা করিতেছেন। বাগ্মীপ্রবর শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই প্রস্তাবের সমর্থন করেন। উক্ত সভায় মাননীয় ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের দ্বারায় নিম্নলিখিত প্রস্তাবটী উপস্থাপিত হয়ঃ—

বন্যাপ্লাবিত দেশের বিপন্নগণের বিপদুদ্ধারের জন্য কলিকাতায় যে সভা সমিতি স্থাপিত হইয়াছে, সেইগুলিকে একটী কেন্দ্রসভার অধীন রাখা হউক, ঐ কেন্দ্র সভায় সকল শ্রেণীর প্রতিনিধিই সদস্য হইবেন। এইরূপ ব্যবস্থা করিলে জেলায় সাহায্য ভাণ্ডারগুলি সেই কেন্দ্র সভা হইতে যথোপযুক্ত সাহায্য পাইতে পারিবেন। মাননীয় রায় সীতানাথ রায় বাহাদুর এই প্রস্তাবের সমর্থন করেন। তৎপরে সার রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রস্তাব করেন যে বিপন্ন ব্যক্তিবর্গের সাহায্যার্থ অর্থ সংগ্রহ করিবার জন্য জনসাধারণের নিকট আবেদন করা হউক এবং মাননীয় প্রধান বিচারপতি মহাশয়ের নেতৃত্বে একটী কার্য্যকারী সমিতি গঠিত হউক। সেই সমিতিতে কাসিমবাজারের মহারাজ মণীন্দ্র চন্দ্র নন্দী বাহাদুর, রায় সীতানাথ রায় বাহাদুর প্রভৃতি ব্যক্তিগণ সদস্য হইবেন। উক্ত সভায় বন্যাপীড়িত ব্যক্তিগণের সাহায্যের জন্য কাসিমবাজারের মহারাজ শ্রীযুক্ত মণীন্দ্র চন্দ্র নন্দী বাহাদুর ১০০০৲ হাজার টাকা এবং অনারেবল রায় সীতানাথ রায় বাহাদুর, রায় জানকী নাথ রায় বাহাদুর উভয়ে মিলিয়া ১০০০৲ হাজার টাকা দান করিয়াছেন।

ম্যাজিষ্ট্রেটের চিঠি। মেদিনীপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ব্রাডলিবার্ট সেন্ট্রাল কমিটির সেক্রেটারি রায় শ্রীযুক্ত রাধাচরণ পাল বাহাদুরকে লিখিয়াছেন,— “আপনি এই জেলার অধিবাসীদের সাহায্যকল্পে যে সাহায্য করিয়াছেন,

তাহার জন্য আমি ধন্যবাদ জানাইতেছি। আপনার প্রেরিত রিলিফ দল কোথায় যাইলে বেশী কাজ হইবে, তাহাদিগকে তাহা বলিয়া দিবার জন্য আমি কাঁথির মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটকে চিঠি লিখিতেছি। আপনার প্রেরিত দ্বিতীয় দল আরামবাগ, গেঁওখালি দিয়া কিম্বা রেলপথে কোন পথে আসিতেছে আপনি তাহা লেখেন নাই। যদি অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাহা জানাইতে পারেন, আমি অত্যন্ত আনন্দিত হইব। আমার মনে হয় কাঁথি মহকুমার জলপ্লাবন সম্বন্ধে লোকের একটা কথা বুঝিতে ভুল হইয়াছে। বর্দ্ধমানের মত অকস্মাৎ বাঁধ ভাঙ্গার ফলে এখানে জলপ্লাবন হয় নাই, অতিবৃষ্টিতে খাল বিল পরিপূর্ণ হইয়াছিল, ফলে ক্রমে ক্রমে জল বৃদ্ধি হয়। অবশ্য ইহাতেও অনেক ঘর বাড়ী ভাসিয়াছে, ভাঙ্গিয়াছে, তবে লোকের জিনিসপত্র নষ্ট হইয়াছে অল্প। সুতরাং এখানে কাপড়, বস্ত্র প্রভৃতি প্রয়োজন হইবে না। আমি ইতিমধ্যে পাঁচজন সব এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন নিযুক্ত করিয়াছি, আপনার অভিমত হইলে, আপনার ঔষধ তাঁহাদিগকে বিতরণের জন্য দিতে পারি।"

মহারাজার দান। আসানসোল সবডিভিজনের বন্যাবিপন্ন জনগণের সাহায্যার্থ কাশিমবাজারের সহৃদয় ও বদান্য মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর আর্ত্তের ক্লেশ নিবারনার্থ ৫০০৲ পাঁচ শত টাকা প্রেরণ করিয়াছেন।

বিপন্নের সাহায্য। দামোদরের প্রবল বন্যায় আরামবাগ সাবডিভিজনের অধীন মুথাডাঙ্গা গ্রামের প্রজাগণের যে কিরূপ সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছে তাহা লিখিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়। বন্যাপীড়িত মধ্যবিত্ত ব্যক্তিগণ অর্থাভাবে নিপতিত স্ব স্ব গৃহের কিঞ্চিন্মাত্রও সংস্কার করিতে না পারিয়া নিজ নিজ শিশু সন্তানগণ সহ নিরাশ্রয় অবস্থায় বহু কষ্টে কালাতিপাত করিতেছে। জন মজুরের দর উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতেছে। উক্ত মুথাডাঙ্গা গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু শরৎচন্দ্র পাল মহাশয় কলিকাতা বড় বাজার কাঁসারি পটীস্থ মহাজন বর্গের সাহায্যে প্রায় ১৫০০৲ দেড় হাজার টাকা সংগ্রহ করিয়া কয়েকজন স্বেচ্ছাসেবকের সাহায্যে দিবারাত্র পরিশ্রম করিয়া আশনপুর, সায়েরপাড়া, সাচক, কেশবপুর, মলয়পুর, তেলোতেবো, নারাণপুর, বলুগ্রী, কেলেদোনা, হাটবসন্তপুর, ইছাপুর প্রভৃতি গ্রাম সমূহের বন্যাপীড়িত লোক সমূহকে প্রচুর পরিমানে চাউল, ডাউল, কাপড় ইত্যাদি বিশেষ আবশ্যকীয় দ্রব্য সকল প্রদান করিয়া তাহাদের জীবন রক্ষা করিতেছেন।

এল, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্র। জেলা ২৪ পরগণার অন্তর্গত হাটগঞ্জ

গ্রাম নিবাসী ৺রামদয়াল নন্দী মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান বরদাপ্রসাদ নন্দী এ বৎসর এম এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

শোকসংবাদ। ১৫ই ভাদ্র তারিখে জেলা হুগলীর অন্তর্গত খানাকুলের অধীন উদয়পুর গ্রাম নিবাসী হাওড়া রামকৃষ্ণপুর চড়ার বিখ্যাত চাউল ব্যবসায়ী রামচন্দ্র খাঁ মহাশয় ১টী পুত্র ও পত্নী রাখিয়া ৪৪ বৎসর বয়সে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। ভগবান খাঁ মহাশয়ের বিধবা পত্নী এবং পিতৃহীন পুত্রের শোকাপনোদন করুণ ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

পোষ্যপুত্র। আমাদের স্বজাতির মধ্যে কাহারও পোষ্যপুত্রের প্রয়োজন হইলে শ্রীযুক্ত বাহির দাস পাল, তিলি-বান্ধব অফিস, হাওড়া। এই ঠিকানায় পত্র লিখুন। শিশুটী সুলক্ষণক্রান্ত, বয়স ২৷৹ বৎসর।

বদান্যতা। ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত পাংসা গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু শ্যামলাল কুণ্ডু মহাশয় তাহার নিজগ্রামের উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের জন্য ১০০০৲ টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন।

পাত্রের প্রয়োজন।

১। নদীয়া জেলার অন্তর্গত আলমডাঙ্গা গ্রামে একটী পাত্রী আছে পাত্রী উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ বয়স ১১ বৎসর। পাত্র শিক্ষিত ও সৎকুলোদ্ভব হওয়া চাই।

২। মালদহ জেলার অন্তর্গত কলিগাঁও গ্রামে একটী পাত্রী আছে পাত্রী শ্যামবর্ণ অঙ্গ সৌষ্ঠব ভাব। পাত্র শিক্ষিত এবং মধ্যবিত্ত হইলে চলিবে।

৩। মৈমনসিংহ জেলার অন্তর্গত বেদবাড়ী গ্রামে একটী ১১ বৎসরের সুন্দরী পাত্রী আছে। পাত্র শিক্ষিত কিম্বা অবস্থাপন্ন হওয়া চাই।

৪। ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত আড়ুদিয়া গ্রামে একটী সুন্দরী পাত্রী আছে পাত্রীর পিতা নাই, মাতা আছেন বয়স ১১ বৎসর। পাত্র শিক্ষিত ও সুন্দর হওয়া চাই।

৫। শান্তিপুরে একটী সুন্দরী পাত্রী আছে বয়স ১০ বৎসর। পাত্র শিক্ষিত ও অবস্থাপন্ন হওয়া চাই।

৬। রাণাঘাটে একটি পাত্রী আছে। পাত্রীর পিতা গৃহ জামতা রাখিয়া পড়াইতে চান, পাত্র পিতৃ মাতৃহীন অসহায় হইলেও চলিবে, কিন্তু বুদ্ধিমান ও কিছু শিক্ষিত হওয়া চাই।

৭। বর্দ্ধমান কালনায় একটী সম্ভ্রান্ত এবং উচ্চপদস্থ ব্যক্তির একটী কন্যা আছে বয়স ১১ বৎসর পাত্রী শিক্ষিতা। পাত্র শিক্ষিত ও অবস্থাপন্ন হওয়া চাই।

৮। মালদহ জেলার বাগচড়া গ্রামে একটী সুন্দরী পাত্রী আছে। পাত্রীর বয়স ১০ বৎসর, পিতার অবস্থা ভাল। পাত্র শিক্ষিত ও অবস্থাপন্ন হওয়া চাই।

পাত্রীর প্রয়োজন।

১। কলিকাতা ভবানীপুরে একটী পাত্র আছে। পাত্র দ্বিতীয় পক্ষ বয়স ৩৫।৩৬ বৎসর পুত্র সন্তান নাই পাত্রের ঔষধ বিক্রয় ও সোডাওয়াটার বিক্রয়ের কারবার আছে। পাত্রী বয়স্থা হওয়া চাই।

২। কলিকাতায় একটী পাত্র intermidiate পড়িতেছে পাত্র বিক্রমপুর সমাজের। বাড়ী ঢাকা জেলায়। পাত্রী অবস্থাপন্ন ঘরের হওয়া চাই।

৩। আমার তৃতীয় পুত্র শ্রীমান হেমেন্দ্রলাল পাল ম্যাটরিকিউলেসন পরীক্ষায় ১ম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া এই বৎসর ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষা দিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে। বালকটী সুন্দর, বয়স ১৯ বৎসর। তাহার জন্য একটী পাত্রী আবশ্যক। পূর্ব্ববঙ্গ কিম্বা পশ্চিমবঙ্গে বিবাহ দিতে প্রস্তুত। পাত্রী বড় সুন্দরী ও কিঞ্চিৎ শিক্ষিতা হওয়া চাই। দান সামগ্রীর বিশেষ প্রয়োজন নাই তৎপরিবর্ত্তে পড়ার খরচ পাত্রীপক্ষকে দিতে হইবে। পাত্রীর ফটোগ্রাফ সহ আমার নিকট চিটি লিখিলে অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় জানিতে পারিবেন। আমার নিবাস ঢাকা জিলাস্থ বিক্রমপুর পরগণার অন্তর্গত রায়পুর গ্রামে আমি ২৫ বৎসর যাবৎ ধুবড়ী গভর্ণমেণ্ট স্কুলে শিক্ষকতা করিতেছি। আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র ধুবড়ী ফরেষ্ট অফিসের একজন কেরাণী।

মধ্যমপুত্র ধুবড়ীতে এডুকেশন ক্লার্ক। অবস্থা সম্বন্ধে পাত্রী পক্ষ চিঠি লিখিলে সবিশেষ জানাইব। ব্যবসা আছে চিঠি লিখিতে হইলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় লিখিতে হইবে। শ্রীভগবান চন্দ্র পাল।

এসিষ্টাণ্ট মাষ্টার, গভর্ণমেণ্ট এইচ স্কুল ধুবড়ি।

পাত্র ও পাত্রীর সন্ধান জানিতে হইলে তিলি বান্ধব সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাহিরু দাস পাল, (তিলি বান্ধব অফিস, কদমতলা বাজার, হাওড়া) মহাশয়ের নিকট রিপ্লাই কার্ড বা দুই পয়সার ডাক টিকিটসহ পত্র লিখুন।

গ্রাহকগণের বিশেষ দ্রষ্টব্য।

১। যে সকল তিলি-সন্তান ১৩২০ সালে ম্যাটরিকিউলেসন্, ইণ্টারমিডিয়েট, বি, এ; বি, এস, সি; এম, এ; এম, এস, সি, ওকালতি, ডাক্তারি, মোক্তারী, ওভারসিয়ারী, ইঞ্জিনিয়ারিং, মাইনর, ছাত্রবৃত্তি, কিম্বা অন্য যে কোনও পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবেন। তিনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাঁহার নাম, পিতার নাম ও ঠিকানা এবং কোন পরীক্ষায় কোন বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছেন তাহা লিখিয়া পাঠাইলে স্বজাতি মহোদয়গণকে স্বজাতির পরীক্ষার ফল জ্ঞাপনার্থ আমরা তাহা প্রকাশিত করিব।

২। আমাদের গ্রাহক কিম্বা তাঁহাদের আত্মীয়গণের মধ্যে প্রকাশযোগ্য কোন কার্য্য করিলে কিম্বা হইলে, যদি গ্রাহক মহোদয়গণ অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাহার আনুপূর্ব্বিক ঘটনা লিখিয়া আমাদিগকে জ্ঞাত করান তাহা হইলে বিশেষ বাধিত হইব।

৩। তিলিজাতির মধ্যে বিবাহোপযুক্ত পাত্র কিম্বা পাত্রী থাকিলে পাত্র-পাত্রীর অভিভাবকগণ পরিচয়োপযোগী নাম, ধাম, গোত্র, বয়স, পটী, কোন সম্প্রদায়ে বিবাহ দিতে ইচ্ছুক, কিরূপ পাত্র বা পাত্রীর প্রয়োজন ইত্যাদি বিষয় লিখিয়া নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইলে আমরা বিবাহের জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করিয়া থাকি বলা বাহুল্য যে বঙ্গদেশীয় সকল তিলি সম্প্রদায়ের বিবাহের জন্য আমরা সচেষ্ট রহিলাম।

৪। বর্ত্তমান ১৩২০ সাল হইতে চৈত্র মাস ব্যতীত অন্য কোন মাসের পত্রিকায় প্রাপ্তি-স্বীকার করা যাইবে না, চৈত্র মাসের পত্রিকায় প্রাপ্তি স্বীকার ও এককালীন দানের তালিকা ব্যতীত আর কিছু থাকিবে না।

বলা বাহুল্য যে সকল গ্রাহকগণের নিকট হইতে ১৩২০ সালের টাকা ১৩২০ সালের ফাল্গুন মাসের মধ্যে আদায় না হইবে প্রাপ্তি-স্বীকারে তাহাদিগের নাম উল্লেখ থাকিবে না। গ্রাহকগণ আশ্বিন মাসের মধ্যে তিলি-বান্ধবের বার্ষিক মূল্য ১৲ মনি অর্ডারযোগে না পাঠাইলে আমরা ভিঃ পিঃ খরচার ব্যয় ৵০ মোট ১৵০ গ্রহণ করিব।

তিলি-বান্ধব কার্য্যালয়, কদমতলা বাজার, হাওড়া। — কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীবাহিরদাস পাল।

Printed and published by Bahir Das Pal at the Bejoy Press No. 214 Khoorut Road, Howrah, and from Tili Bandhab Karjaloya 1 Bantra Road, Kadamtala Bazar, Howrah.

Reg. No. C 548.

পঞ্চম বর্ষ] আশ্বিন ১৩২০ সাল। [৭ম সংখ্যা।

তিলি-বান্ধব।

মাসিক পত্র।

সূচীপত্র।

তিলি-বান্ধবের অগ্রিম বার্ষিক মূল্য সহরে ও মফস্বলে ১৲ এক টাকা মাত্র।

তিলি-বান্ধবের নিয়মাবলী।

১। তিলি-বান্ধবের অগ্রিম বার্ষিক মূল্য সহরে ও মফঃস্বলে ডাক মাশুল সহ এক টাকা, প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ৵০ দুই আনা।

২। তিলি-বান্ধবের বিজ্ঞাপন প্রকাশের হার প্রতি মাসে প্রতি পংক্তি ৵০ দুই আনা। অধিক দিনের জন্য ও বড় বড় বিজ্ঞাপনের হার স্বতন্ত্র, পত্র লিখিলে জানিতে পারিবেন।

৩। নির্দ্ধারিত মূল্য ব্যতীত যদি কেহ কৃপাপরবশ হইয়া এই পত্রিকার উন্নতিকল্পে এককালীন (অথবা অন্নপ্রাসন, বিবাহ, শ্রাদ্ধ, দেবদেবীর পূজা পুষ্করিণী, ও বৃক্ষ প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি সমারোহ ব্যাপারে যিনি যাহা) কিছু দান করেন তাহাও সাদরে গৃহীত হইবে।

৪। বৈশাখ মাসে এই পত্রিকার নববর্ষ আরম্ভ এবং প্রতি মাসের সংক্রান্তির দিন তিলি-বান্ধব পত্র প্রকাশিত হয়, গ্রাহকগণ যথাসময়ে পত্রিকা পাইতে বিলম্ব হইলে, আমাদিগকে জানাইলে আমরা তাহার যথাযোগ্য প্রতি বিধান করিয়া থাকি। বৎসরের যে কোনও সময়ে গ্রাহক হউন না কেন তাঁহাকে সেই বৎসরের প্রথম সংখ্যা হইতে লইতে হইবে।

৫। তিলি জাতি সম্বন্ধীয় যে কোন প্রবন্ধ প্রকাশযোগ্য বোধ হইলে সাদরে গৃহীত হইবে।

৬। লেখকগণের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন।

৭। কেহ কোন বিষয় জানিতে ইচ্ছা করিলে রিপ্লাই পোষ্ট কার্ড বা ১০ পয়সা ডাক টিকিট সহ পত্র লিখিবেন।

৮। টাকা কড়ি পত্র ও প্রবন্ধাদি নিম্নলিখিত ঠিকানায় কার্য্যাধ্যক্ষের নামে পাঠাইবেন।

তিলি বান্ধব কার্য্যালয়, কদমতলা বাজার, হাওড়া।

কার্য্যাধ্যক্ষ— শ্রীবাহির দাস পাল

পুরাতন তিলি-বান্ধব। যে সকল ব্যক্তি ১৩১৬।১৩১৭।১৩১৮।১৩১৯ সালের তিলি-বান্ধব পত্রিকা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা প্রত্যেক সালের জন্য ১৲ এক টাকা পাঠাইলে তাহা পাইতে পারেন, কিন্তু ভিঃ পিঃ লইলে প্রতি সালের জন্য এক আনা হিসাবে চার্য্য অধিক করা হয়। কার্য্যাধ্যক্ষ তিলি বান্ধব কার্য্যালয়, কদমতলা বাজার, হাওড়া।

তিলি-বান্ধব।

মাসিক পত্র।

পঞ্চম বর্ষ। } আশ্বিন ১৩২০ সাল। { ৬ষ্ঠ সংখ্যা।

আগমনী।

উঠ, জাগ, তিলিকুল, নবীন জীবন লয়ে,
নবীন জীবন স্রোত যাক্ ধমনীতে বয়ে।
মায়ের পূজার লাগি প্রাণপণ কর সবে,
মায়ের চরণ দুটি হৃদয়ে ধরিতে হবে।
মায়ের চরণ রেণু লহ পাতি নত শিরে,
ভুলে যাও দুঃখ, তাপ, শোক, জ্বালা, আঁখি নীরে।
ঝরঝর ঝরঝর যথা যাচ মা'র রাঙা পদ,
পদ ধরে যেচ যেন ফোটে হৃদি কোকনদ
তিলির প্রাণের আশা যেচ যেন পূর্ণ হয়,
জাতির যা হীনভাব তা যেন মা হয় ক্ষয়।
কপালে দিও মা দীপ্তি, তোমার চরণ রেখা,
হৃদয়ে দিও মা বল, তোমার ভক্তির লেখা।
ছিন্ন করে দিও মাগো অযোগ্যের অহঙ্কার,
পরায়ে দিও মা তুমি যোগ্যতার অলঙ্কার।
নীচ যা তা ভেঙে দিও, শূন্য করে স্বার্থরাশি,
উচ্চ যা তা দিও গড়ে মহাত্যাগে পরকাশি।

জাতি ত নহে মা মাত্র নাস্তিকের ক্ষুদ্র দল—
জাগিও মা জাতীয়ত্ব ভেঙ্গে এই মস্ত ছল।
যারা ভাবে জাতীয়তা লুকান পুঁথির পাতে,
তাদের তুলনা মাগো বৃহৎ বিপুল জাতে।
জাতীয়ত্ব সৃষ্টি হয়,—বিদ্যা, ধর্ম্ম, আর ত্যাগে,
শিখাও তিলিরে মাগো অর্জ্জিতে এ গুলি আগে ;
শিখাও তাদেরে মাগো কত সুধা আছে জ্ঞানে,
কত যে গরল আছে অহঙ্কারে, অভিমানে।
আসিছ জননী যবে সোনার বাঙলা দেশে,
এস মা প্রসন্ন মুখে, এস মা মঙ্গল বেশে।
জ্ঞানদা! শিখাও তুমি অবোধ এ তিলিকুলে,
ধর্ম্ম, বিদ্যা, অর্থ-সেবা করিতে যেন না ভুলে।

শ্রী———————————সম্পাদক।

তিলিজাতি সম্মিলনী কর্তৃক প্রীতি সম্মিলনী।

বিগত ২৫শে শ্রাবণ ১০ই আগষ্ট রবিবার অপরাহ্নে স্বর্গীয় রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের গ্রে ষ্ট্রীটস্থ বাগভবনে কাশিমবাজারাধিপতি মাননীয় মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর, ভাগ্যকুলের মাননীয় রায় সীতানাথ রায় বাহাদুর, কলিকাতার মাননীয় রায় রাধা চরণ পাল বাহাদুর ও চট্টগ্রামের মাননীয় বাবু উপেন্দ্রলাল রায় মহোদয়গণ ভারতীয় ও বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্ব্বাচিত হওয়ায় তাঁহাদিগের সম্বর্দ্ধনার্থ তিলি-জাতি সম্মিলনী কর্তৃক একটী প্রীতি সম্মিলনী হইয়াছিল। তদুপলক্ষে বহুতর গণ্যমান্য লোকের সমাগম হয় ; সভাস্থলে প্রায় ১০০০ এক সহস্র লোক উপস্থিত হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে বিশিষ্ট ভদ্র মহোদয়গণের নাম নিম্নে দেওয়া গেল। সুসঙ্গের মহারাজা, রাজা কিশোরী মোহন গোস্বামী, মাননীয় রাজা হৃষীকেশ লাহা, মাননীয় বিচারপতি হরিনাথ রায়, বি চক্রবর্ত্তী, সুরেন্দ্রনাথ রায়, নবাব সুজাতালী, বাবু ভূপেন্দ্রনাথ বসু, লালমোহন দাস, সারদাচরণ

মিত্র, মতিলাল ঘোষ, দ্বারকানাথ চক্রবর্ত্তী, অম্বিকাচরণ লাহা, রমেন্দ্রনাথ ঠাকুর, চারু চন্দ্র মল্লিক, যতীশচন্দ্র পাল চৌধুরী, রায় যতীন্দ্র নাথ চৌধুরী, ইণ্ডিয়ান ডেলিনিউসের সম্পাদক মিঃ গ্রেহাম, আর ডি মেটা, রেজ্জকফি, জে সি গুপ্ত, জে চৌধুরী, গুরু প্রসন্ন রায় চৌধুরী, বি এল চৌধুরী, মহারাজ কুমার শৈলেন্দ্র কৃষ্ণ দেব, কুমার প্রফুল্ল কৃষ্ণ দেব, কুমার প্রমথকৃষ্ণ দেব, কুমার প্রসন্ন কৃষ্ণ দেব, কুমার শ্যামাকুমার ঠাকুর, নরেন্দ্রনাথ লাহা, প্রমথনাথ রায়, হিরালাল বগলা, রায় বাহাদুর জানকী নাথ রায়, শ্রীনাথ পাল, রায় যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষাল, যোগেশচন্দ্র মিত্র, যদুনাথ মজুমদার, বিশ্বম্ভর রায়, চুনীলাল বসু, সুরেন্দ্রনাথ মিত্র, হরিচরণ রায় চৌধুরী, মতিলাল হালদার, রাজেন্দ্র নাথ শাস্ত্রী, বৈকুণ্ঠনাথ বসু, রাজেন্দ্রনাথ বসু, মহা মহোপাধ্যায় ডাক্তার সতীশ চন্দ্র বিদ্যাভূষণ ও কালী প্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, পণ্ডিত হরদেব শাস্ত্রী ও ঈশ্বরচন্দ্র ন্যায়রত্ন, বাবু রাখালদাস চট্টোপাধ্যায়, নিবারণ চন্দ্র বটক, অমৃনাথ চট্টোপাধ্যায়, নফর চন্দ্র পাল চৌধুরী, গোপালদাস রায় চৌধুরী, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, পার্ব্বতি চরণ মুখোপাধ্যায়, মুরলী ধর, নন্দলাল, যশোদা লাল, তড়িৎ ভূষণ, অপূর্ব্ব কুষ্ট, সুরেন্দ্র নাথ, যদুনাথ, রণেন্দ্র নাথ রায়, রমানাথ রায় চৌধুরী, কুমুদ প্রকাশ, নলিন প্রকাশ, শশী প্রকাশ বিদ্যুৎ প্রকাশ গাঙ্গুলী, নরেন্দ্রনাথ, বরেন্দ্রনাথ মিত্র, রাজেন্দ্রনাথ রায়, গোকুলচন্দ্র বড়াল, কৃষ্ণকুমার মিত্র, বিহারী লাল সরকার, পৃথ্বিশচন্দ্র রায়, শশীভূষণ মুখোপাধ্যায়, পীযুষকান্তি ঘোষ, তারাপ্রসন্ন মিত্র, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, দুর্গাদাস লাহিড়ী, এটর্নি রাজচন্দ্র চন্দ্র, শশীশেখর বন্দোপাধ্যায়, কৃষ্ণলাল বড়াল, নারাণ প্রসাদ শীল, রাধিকালাল মুখোপাধ্যায়, গোকুলচাঁদ মণ্ডল, ননীলাল রায়, উকিল বসন্ত কুমার বসু, যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বৈদ্যনাথ দত্ত, বঙ্কিষ্ট সেন, বিপিন চন্দ্র মল্লিক, গোপীকৃষ্ণ কুণ্ডু, চণ্ডীচরণ সেন ডাক্তার বি এন রায়, চন্দ্রশেখর কালী, এস কে মল্লিক, জে এন ঘোষ, এস কে বসু, ডি এন মিত্র, এন এন মুখার্জ্জী, হরিধন দত্ত, বিপিন বিহারী ঘোষ, যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ, কবিরাজ শ্যামাদাস বিদ্যাভূষণ, যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ, হেমচন্দ্র সেন, গণনাথ সেন, বাবু প্রমথ নাথ বন্দোপাধ্যায়, সচীন্দ্রনাথ বসু, বোমকেশ মুস্তফী, বাহিরদাস পাল, চন্দ্রনাথ কুণ্ডু, প্রহ্লাদ চন্দ্র পাল, বলাই চাঁদ মল্লিক, যতীশ চন্দ্র প্রামাণিক, ভূজেন্দ্র নাথ মল্লিক, হরেন্দ্রনাথ দে চৌধুরী, নৃত্য লাল সরকার, ললিতমোহন

বন্দোপাধ্যায়, গোষ্ট বিহারি দে, রামলাল মল্লিক, ব্রজহরি দে চৌধুরী, ললিতমোহন পাল, উমাচরণ শেঠ, অক্ষয় কুমার পাল, রাখাল চন্দ্র মল্লিক, উপেন্দ্রনাথ মল্লিক, শরৎ চন্দ্র শেঠ, সুরেন্দ্রনাথ দে, মতিলাল দে, শ্যামচাঁদ দে চৌধুরী, সুরেন্দ্রনাথ সেন, রাধিকালাল রায় চৌধুরী। আর আর অনেক ভদ্র মহোদয়গণ সভাস্থলে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

একটী সুললিত আবাহন সঙ্গীত দ্বারায় সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। মাননীয় মহোদয়গণের সম্বর্দ্ধনাসূচক টেলীগ্রাম ও পত্রাদি সম্পাদক বাবু সতীশচন্দ্র পাল চৌধুরী বঙ্গদেশের বহুস্থান হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সভার কার্য্য আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে বর্দ্ধমান অঞ্চলে দামোদর নদীর অস্বাভাবিক গতিতে দেশ সমস্ত জলে প্লাবিত হওয়ায় বহুতর লোক ও পশু পক্ষীর বিশেষ প্রাণের আশঙ্কা ও কষ্ট হওয়ায় সত্ত্বরসত্ত সাহায্যার্থে একটী কমিটী সভ্যমণ্ডলী হইতে নির্ব্বাচিত হইয়াছিল ও ঐ কমিটীর সভাপতি কাশিমবাজারের মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর ও সম্পাদক রায় রাধাচরণ পাল বাহাদুর, কোষাধ্যক্ষ রায় সীতানাথ রায় বাহাদুর নিযুক্ত হয়েন ও বিশিষ্ট গণ্যমান্য লোক লইয়া একটী কার্য্য করী সমিতি গঠিত হয় ও তজ্জন্য প্রায় ২৫০৫৲ টাকা চাঁদা স্বাক্ষরিত হইয়াছিল ও সামান্য টাকা চাঁদা নগদ আদায় হইয়াছিল এবং সত্বরে ঐ টাকা তথায় প্রেরণ করিবার বন্দোবস্ত করা হয়।

ঐ কার্য্যের পর পণ্ডিত হরদেব শাস্ত্রী সুললিত সংস্কৃত আশীর্ব্বাদ সূচক শ্লোক পাঠ করেন ও তৎপরে পণ্ডিত হরদেব শাস্ত্রী ও ঈশ্বরচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয়দ্বয় মাননীয় মহোদয়গণকে মালা দ্বারায় ও মঙ্গল সূচক দ্রব্য প্রদান করিয়া আশীর্ব্বাদ করেন তৎপরে তাঁহাদিগের গুণ কীর্ত্তন সূচক পত্র তিলি সম্প্রদায় হইতে সভাস্থলে পাঠ করা হয়।

বিখ্যাত পেয়ারা সাহেবের গীত ও নানাবিধ যন্ত্র সঙ্গীতে ও গোপালচন্দ্র সিংহ রায় কর্ত্তৃক রহস্য সূচক বক্তৃতা দ্বারায় ও উপযুক্ত জলযোগ দ্বারায় সমবেত ভদ্র মণ্ডলীকে আপ্যায়িত করা হয়। সম্মিলনীর সম্পাদক বাবু সতীশচন্দ্র পাল চৌধুরী সম্মিলনীর পক্ষ হইতে সমাবেত ভদ্র মণ্ডলীদিগকে ধন্যবাদ দ্বারায় আপ্যায়িত করিয়াছিলেন। শ্রীসতীশচন্দ্র পাল চৌধুরী,

তিলি-জাতি সম্মিলনীর সম্পাদক।

পূর্ব্ববঙ্গ পাল সমাজের সংক্ষিপ্ত আংশিক বিবরণ

(চতুর্থ বর্ষ ভাদ্র সংখ্যায় প্রকাশিতের পর)

২০। শ্রীযুৎ বিশ্বেশ্বর পাল—ইনি মধ্য বাঙ্গালা পর্য্যন্ত পড়িয়া নিজ বাণিজ্য ও মহাজনী কারবার এবং সংসার ধর্ম্মে প্রবেশ করিয়াছেন। ইনি বেশ তেজস্বী, চৌকস ও বুদ্ধিমান লোক। সপ্ত ভ্রাতার মধ্যে ইনি আমাদের দ্বিতীয় ভ্রাতা। বয়স প্রায় ৩৬।৩৭ বৎসর হইবে। বাড়ী ক্ষীরমণ্ডপুর। বীরেন্দ্র কিশোর নামে তাহার চারি বৎসর বয়স্ক একটী ছেলে আছে।

২১। শ্রীযুৎ যোগেশচন্দ্র পাল—ইনি একজন শিক্ষিত তেজস্বী ও সুচতুর লোক। ইনি এণ্ট্রেন্স পর্য্যন্ত পড়িয়া কুমিল্লা টেক্‌নিকেল ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল হইতে সাব-ওভারসিয়ারী পাশ করিয়া ময়মনসিংহ ফরিদপুর কুমিল্লা প্রভৃতি স্থানে কতক্দিন কাজ করিয়াছিলেন। সম্প্রতি দু এক মাস হইল চাকরি উপলক্ষে তিনি রেঙ্গুন গিয়াছেন। তিনি আমাদের তৃতীয় ভ্রাতা। বাড়ী ক্ষীরমণ্ডপুর।

২২। শ্রীযুৎ সনাতন পাল—ইনি অতি সচ্চরিত্র, তীক্ষ্ণবুদ্ধি সাধু ও সরল প্রকৃতির লোক। ইনি একজন সরল প্রেমিক, সদা গৌর-প্রেমে উন্মত্ত এবং সর্ব্বদা ভগবৎ-নাম-রসে মত্ত। প্রাতঃস্মরণীয় ত্রিশের "দাদা ও মার" নিকট, ব্রাহ্মণ বাড়ীয়ার দীননাথ বাবুর নিকট ও ইসলামপুরের হরি সভায় (ময়মনসিংহ) এই প্রেমিক ভক্তের নাম সুপরিচিত। ইনি এণ্ট্রেন্স পর্য্যন্ত পড়িয়া কয়েকটী মাইনর স্কুলে মাষ্টারী করেন ও পরে ঢাকা সহরে টাইপরাইটিং বুককিপিং পাশ করিয়া বৎসর কয়েক হইল রেঙ্গুনে ৪০৲ চল্লিশ টাকা বেতনে কোন এক প্রসিদ্ধ বড় কোম্পানীর কেরাণী পদে নিযুক্ত আছেন। তাঁহার জীবনী সম্বন্ধে পত্রান্তরে আরও কয়েকটী কথা লিখিবার রহিল। তাঁহার ধর্ম্ম ভয় ও ভগবৎ প্রেমিকতা দেখিয়া নিশ্চয়ই বুঝা যায় যে ইহাকে কালে একদিন আমরা মহাপুরুষ শ্রেণীতে দেখিতে পাইব। ইনি আমাদের খুল্লতাত ভ্রাতা। বাড়ী ক্ষীরমণ্ডপুর। বয়স প্রায় ৩৮ বৎসর হইবে।

২৩। শ্রীকাশীশ্বর পাল (আমার কথা)—আমি আমার কথা লিখিতে মনে যেন কেমন সঙ্কোচ লাগিতেছে। তবে লিখিতে আরম্ভ করিয়াছি বলিয়া নিয়ম রক্ষার্থে কিছু লিখিতে হইবে। আমার ধৃষ্টতা আশা করি সকলেই ক্ষমা করিবেন। আমি ব্রাহ্মণ বাড়ীয়া বঙ্গ বিদ্যালয়ে ১৮৯৯ খৃঃ অঃ ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় বৃত্তিলাভ করিয়া তথাকার উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে ১৯০৬ সালে এণ্ট্রেন্স পাশ করিয়া ঢাকা জগন্নাথ কলেজে এফ এ পর্য্যন্ত পড়িয়াছি। এফ এ পড়িবার সময় আমার পরমারাধ্যা স্নেহময়ী জননীর অকস্মাৎ মৃত্যুতে নিতান্ত মর্ম্মাহত হইয়াছিলাম ও অন্যান্য নানা কারণে পরীক্ষা ভাল দিতে পারি নাই। এবং পর বৎসরই ইউনিভারসিটির নিয়ম পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়; সুতরাং এ সব নানা কারণেই আমি আর উচ্চশিক্ষায় অগ্রসর হইতে পারি নাই। যাহা হউক অদৃষ্টে যাহা নাই তাহা আর ভাবিয়া চিন্তিয়া লাভ নাই। আমরা সাত ভাই। আমাদের লেখাপড়ার উন্নতির জন্য আমাদের মাননীয় সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর পাল নিজে জীবনে অসহ্য কষ্ট সহ্য করিয়া বহু অর্থ ব্যয়ে প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছেন। তাহার নিকট আমরা আজীবন কৃতজ্ঞ ও ঋণী। সন্তান যেমন জীবনে মাতৃ ঋণ শোধ করিতে পারে না, আমরাও তেমন দাদার ঋণ শোধিতে পারিব না। আমি পরে ১৯০৯ সালে সাংসারিক অভাব বশতঃ চাকরী করিতে ইচ্ছা করিয়া ঢাকা পোঃ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট আফিসে কেরানী পদে কয়েক মাস কাজ করিয়াছিলাম। ইহাতে দেখিলাম দিবা রাত্র চব্বিশ ঘণ্টা গাধার খাটুনি খাটিতে হয়, ব্যক্তি গত স্বাধীনতা কিছুই থাকে না। জীবনটা মাটি হইয়া যাইবার যোগাড়। সুতরাং আমি ইহা ছাড়িতে বাধ্য হইলাম। পরে প্রায় দেড় বৎসর যাবৎ মাইনর স্কুলে হেড মাষ্টারী করিলাম, মোক্তারী বহিগুলি কিনিয়াও সঙ্গে সঙ্গে পড়িলাম। তৎপর আজ প্রায় এক বৎসর যাবৎ ঢাকা জেলার অন্তঃপাতী রায়পুরা রাজকিশোর রাধামোহন ইনষ্টিটিউসনে শিক্ষকতা করিতেছি। এই উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় আমাদের পালবংশীয় ধনাঢ্য আত্মীয় ৺ রাজকিশোর পাল চৌধুরী ও শ্রীযুৎ রাজকুমার পাল চৌধুরী জমিদারদ্বয় কর্ত্তৃক ১৯০৩ খৃঃ অঃ স্থাপিত হইয়াছে। স্কুলটীর অবস্থা বেশ ভাল। সব খরচা বাদে প্রতি মাসে প্রায় ৮০।৯০ টাকা বাঁচিয়া থাকে। আমি এখানকার কয়েক জন আত্মীয় ও পরিচিত লোকের অনুরোধে এই স্কুলে কাজ করিতে বাধ্য ও স্বীকৃত

হইয়াছি। মোক্তারী পরীক্ষাটী এইবার দিয়াছি কিন্তু এফ এ পরীক্ষাটী আবার প্রাইভেট পড়িয়া দিতে বাসনা হইতেছে, জগদীশ্বর এ হতভাগার বাসনা পূর্ণ করিবেন কিনা জানি না। ইং ১৮৮১ সালে, বাং ১২৮৮ সালে ৮ই পৌষ বৃহস্পতিবার আমার জন্ম হয়। ১৯০৯ সালে (১৩১৬ বাং ২১শে আষাঢ়) তালসহর নিবাসী শ্রীযুক্ত গগন চন্দ্র পালের জ্যেষ্ঠা কন্যার সহিত আমার পরিণয়ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। আমার পিতা শ্রীযুৎ যুগল কিশোর পাল এখন বার্দ্ধক্য অবস্থায় অনুমান ৭৫ পঁচাত্তর বৎসর বয়সে উপনীত হইয়াছেন। আমরা সমস্ত ভাই মিলিয়া একত্র সম্মিলিত পরিবারে আছি। তাহাদের মধ্যে আমি চতুর্থ স্থানীয়। কিন্তু আমাদের এই সুখের সংসারে একটী বজ্রাঘাত পড়িয়াছে। আমার অব্যবহিত কনিষ্ঠ ভ্রাতা ৺ হলধর গত জ্যৈষ্ঠ মাসের ১৩ই তারিখ (১৩১৯ বাং) আমাদিগকে গভীর শোক সাগরে পতিত করিয়া ইহধাম পরিত্যাগ করিয়া চির জীবনের জন্য ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে কিন্তু জগদীশ্বর আমাদিগের হৃদয়ে কি জন্য এরূপ নিদারুণ শেল বিদ্ধ করিয়া দিলেন তাহা একমাত্র তিনিই জানেন। তাহার জীবনী-কথা বিস্তৃতরূপে তাহার জীবনীতেই লিখিত হইল। আমাদের বাড়ী ক্ষায়মন্তপুর গ্রামে অবস্থিত।

২৪। স্বর্গীয় হলধর পাল—তাহার কথা এখন লিখিতে পাঠক-গণ! বলিতে কি বুক যেন বিদীর্ণ হইয়া যায়............

সে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া নর্ম্মাল স্কুলের শেষ পরীক্ষা পাশ করিয়া ময়মনসিংহ সাপমারী মধ্য ইংরাজী স্কুলের হেড পণ্ডিতের পদে ২০৲ টাকা বেতনে নিযুক্ত ছিল। গত জ্যৈষ্ঠ মাসের ১৯শে তারিখ ঢাকা জেলার অন্তঃপাতী মামুদাবাদ নিবাসী শ্রীযুক্ত রাম সুন্দর পালের একটী পরমা সুন্দরী কন্যার সহিত তাহার বিবাহ স্থিরীকৃত করিয়া ৮ই জ্যৈষ্ঠ আমরা হলধরকে স্কুল বন্ধ দিয়া বাড়ী আসিতে চিঠি লিখি। কিন্তু সে পূর্ব্বেই একবার চিঠি দিয়াছিল যে তাহাদের স্কুল ৫ই জ্যৈষ্ঠ বন্ধ হইতে পারে, বন্ধ হইলে তাহার পরদিনই সে বাড়ী রওয়ানা হইবে। কিন্তু ১১ই তারিখ, ১২ই তারিখ গেল! এমন কি ১৩ই তারিখ পর্য্যন্ত যাইতেছে!! তবুও ভাই বাড়ী আসিতেছে না! একি! বাড়ীর সমস্ত লোক নিতান্ত উদ্বিগ্ন হইয়া গেল!!!! একটী চিঠিও আসিতেছে

সমস্ত ভাইই, বাবা, কাকা ও পরিবারের অন্যান্য সব বাহির বাড়ীতে বৈঠকখানায় বসিয়া নিতান্ত অস্থিরতার সহিত ঐ ১৩ই জ্যৈষ্ঠ রবিবার সন্ধ্যার পর রাত্রি ৮ আট ঘটিকার সময় হলধর কোথায় রহিয়াছে" এ কথার আলোচনা ও নানা তর্ক বিতর্ক করিয়াছিলাম!! পরে কোনরূপ স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত না হইয়া নিতান্ত উদ্বেগ পূর্ণ হৃদয়ে আমরা রাত্রিটা কীর্ত্তন করিলাম। তারপর দিনও এরূপ ভাবে গেল, এবং ইহার পর দিন মঙ্গলবার সকালে আমরা টেলিগ্রাম পাই—"Seriously ill come sharp" এবং তাহার নাম দস্তখত সম্বলিত (হাতের লেখা অন্যের) একখানা কার্ডও পাই! হায়! মায়ার কি কুহকিনী শক্তি! তখনও মনে অতি খারাপ ভাব কিছুতেই স্থান পায় নাই! আশা হইতেছিল, মনে হইতেছিল "আচ্ছা, ভয়ঙ্কর জ্বর হইয়াছে তাহাতে কি হইবে, কয়েক দিন পরেই জ্বর সারিয়া যাইবে। ঐ কার্ড খানার মধ্যে আমাদের বড় দাদাকে তথায় যাইবার জন্য লিখিয়াছিল। (হায়! ভাইরে, বড় দাদাকে দেখা তোমার সাধ ছিল! কিন্তু ভাই, এ জীবনে আর দেখা হইল না!! ভাইরে, যদি এ পারে ও পারে কোন সংযোগ থাকে তবে তুমি ইচ্ছা করিলে দেখা করিতে পার!! কিন্তু আমরা সনাতন দাদাকে (খুড়তুত ভাই) তথায় (সেই টেলিগ্রাম পাইয়াই) পাঠাইয়া দেই। ভাল ডাক্তারের অনুমতি অনুসারে কুইনাইন খাওয়াইয়া ও জ্বর সারাইয়া পাল্কা করিয়া রেলগাড়ীতে উঠাইয়া আনিলে অতি সহজেই শীঘ্র বাড়ী আসিতে পারিবে, এই কথা তাঁহাকে বলিয়া দেওয়া হইল। কিন্তু সনাতন দাদা বুধবার দিন রাত্রে তথায় গিয়া জানিলেন যে উক্ত ১৩ই জ্যৈষ্ঠ রবিবার রাত্রি ৮ আট ঘটিকার সময় ভাই আমাদের চির জীবনের জন্য ইহধাম ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে!! ....তখন তিনি শোকাচ্ছন্ন অবস্থায় বৃহস্পতিবারও একবার তাহার সম্বন্ধীয় কয়েকটী কাজ সম্পন্ন করিয়া শনিবার রওয়ানা হইয়া রবিবার (২১শে জ্যৈষ্ঠ) প্রাতে আভাউরা ষ্টেশন হইতে নৌকা করিয়া আমাদের গ্রাম হইতে প্রায় দেড় মাইল দূরবর্ত্তী মন্নদাগঞ্জ বাজারে আসিয়া নৌকায় বসিয়া কাঁদিতে থাকেন। তখন আমাদের সম্পর্কীয় একজন খুড়া মহাশয় শ্রীযুৎ মনিরাম পাল এই দুঃসহ শোক সংবাদটী অতি প্রাতঃকালে আমাদের খুড়তুত ভগ্নী শ্রীমতী স্বর্ণমতীর কাছে জ্ঞাপন করিলে হঠাৎ স্বর্ণ ভয়ঙ্কর চীৎকার দিয়া মাটিতে পড়িয়া যায়............পূর্ব্ব রাত্রে বিবাহ আয়োজনে

আত্মীয় কুটুম্বে ভরা বাড়ী খাওয়া দাওয়া দেরিতে হইয়াছিল বলিয়া লোক জন সকলেই প্রাতে দেরিতে উঠিতে ছিল ....কিন্তু কি কুক্ষণে রাত্রি প্রভাত হইল! ঐ নিদারুণ শোচনীয় চীৎকার ধ্বনি একেবারে আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলকেই জাগাইয়া কাঁদাইয়া তুলিল। ভীষণ ক্রন্দনের রোল সমস্ত বাড়ী খানা ও ক্রমে গ্রাম খানা ছাইয়া ফেলিল! আকাশ বিদীর্ণ হইয়া গেল...... ..। বক্ষোগণ আর লিখিতে লেখনী সরে না!! হায়—এমন কথা প্রত্যক্ষভাবে কখনও অনুভব করি নাই! শুনিয়াছি মহাভারতে "দুর্য্যোধনের হর্ষে বিষাদ কথা" এবং শুনিয়াছি রামায়ণে "কোথায় রাম রাজা হইবেন আর তাহা না হইয়া রাম চৌদ্দ বৎসরের জন্য বনে গেলেন।" এবং শুনিয়াছি উপকথা বিবাহ রাত্রিতে—মরা। এরূপ ঘটনা উপকথাতেই সম্ভবপর। কিন্তু ভগবান এরূপ ঘটনা প্রত্যক্ষভাবে আমাদের উপরই সাধিত করিলেন! বলিতে কি শ্রীমান একজন বিচক্ষণ ও ধীশক্তি সম্পন্ন লোক ছিল। স্কুলের বেতন ব্যতীত প্রাইভেট টিউসনেও সে ১২।১৩ টাকা পাইত! কয়েকটী কোম্পানীর এজেন্টের কাজেও বেশ টাকা পাইত! এবং ডাক্তারী চিকিৎসায় নিজে নিজে ডাক্তারী পুস্তক পড়িয়া ও ঢাকায় থাকিতে কয়েক জন ডাক্তারের কাছে ভাল শিক্ষা ও প্রাকৃটিস করিয়া সবিশেষ ব্যুৎপত্তিলাভ করিয়াছিল। ময়মনসিংহ অঞ্চলে ইহাতে বেশ পসারও করিয়াছিল সেখানে ও বাড়ীতে অনেকগুলি কঠিন রোগীকে সম্পূর্ণ রোগ মুক্ত করিয়াছিল! তাহাতে বেশ টাকাও পাইত। প্রাইভেট ভাবে পড়িয়া ইংরাজী লিখিবার পড়িবার ও বুঝিবার বেশ জ্ঞান তাহার জন্মিয়াছিল আর আমাদের সর্ব্ব কনিষ্ঠ ভাই শ্রীমান হরিশের তিন বৎসর ঢাকায় থাকিয়া ডাক্তারী পড়ার সম্পূর্ণ খরচ সেই মাসে মাসে চালাইয়াছে। পরে শ্রীমান হরিশ ডাক্তারী শেষ পরীক্ষা পাশ করিয়া আসিলে পর সেই সর্ব্ব প্রযত্নে ১৫০।২০০ টাকা এক সঙ্গে ব্যয় করিয়া তাহার ডিস্পেন্সারি অতি উন্নতভাবে সজ্জিত করিয়া দেয়। আর মনুষ্য পশু পক্ষাদি সর্ব্বপ্রকার জীবের ও বৃক্ষলতাদি ও সর্ব্বপ্রকার দ্রব্যাদির অবিকল চিত্র অঙ্কিত করিতে এবং সাংসারিক সর্ব্বপ্রকার কাজ কর্ম্মেই অতি নিপুন ছিল! ঐশ্বরিক চিন্তায় অনেক সময়ই বিভোর থাকিত। সর্ব্বদা সন্ধ্যার সময় হরি সংকীর্ত্তনাদি করিতে অতিশয় ভালবাসিত। সে ময়মনসিংহ জেলার সেরপুর টাউনের নিকটবর্ত্তী ঝাউররা গ্রাম নিবাসী ধনাঢ্য শ্রীযুৎ গোবিন্দ চন্দ্র চন্দ মহাশয়ের

বাটীতে থাকিত। প্রায় চারি বৎসর যাবৎ সেখানে থাকে। ঐ বাড়ীর কর্ত্তার স্ত্রীকে 'মা' বলিয়া সে ভাবিত! আর তিনিও (চন্দ মহাশয়) তাহাকে ঠিক ছেলের মত ব্যবহার করিত! সেই পরিবারের সমস্ত লোকেই তাহার অকস্মাৎ মৃত্যুতে সাতিশয় ব্যাকুল হইতে দেখিয়াছি। তাহার জীবনী কথার আরও অনেক বিষয় বারান্তরে বলিবার রহিল। সে আমাদের ভাইদের মধ্যে পঞ্চম স্থানীয় ছিল। কিন্তু কি আশ্চর্য্যজনক ঘটনা! যেদিন ভাই আমাদের বিদেশে পড়িয়া রাত্রি ৮ ঘটিকার (রবিবার) সময় জন্মের তরে আমাদিগকে একেবারে ছাড়িয়া চলিয়া যায়! সেই দিন রাত্রি ঐ ৮ ঘটিকার সময়ই আমরা বাড়ীর সকলে উন্মত্ত প্রায় অস্থির হইয়া তাহার চিন্তা করিয়া ছিলাম এবং সে এখন কোথায় আছে সে চিন্তার মীমাংসা করিতে বিব্রত হইয়াছিলাম। বাবা, কাকা, বড় দাদা, মেজো দাদা সমস্তই মিলিয়া নানা আলোচনা তর্ক বিতর্ক করিলাম, কিন্তু তাহাকে যেন জগতের কোন স্থানে তল্লাস করিয়া পাওয়া গেল না!! সে যেন আর এ জগতে নাই! ভাইয়ের মৃত্যু সংবাদ পাইবার পর মায়া পাশ ও আশা পাশ সব কাটিয়া গেল! তখন যেন হিসাব করিয়া দেখিলাম, ঐ সমস্ত ভাব যথার্থই জলন্ত ভাবে হৃদয়ে জাগিতেছে!! আর ভাইএর যেন বিবাহ ঐ দিন রাত্র ৮ ঘটিকার সময় (মৃত্যু দিন) আমাদের সকলের সমক্ষে আসিয়া বিদায় লইয়া গেছে ....। হায়! ভাই আমাদের অসাক্ষাতে পলাইয়া ছাড়িয়া যায় নাই! সে যে আমাদের সকলের কাছে চির জীবনের জন্য বিদায় লইয়া গেছে! তবে আমরা যে হতভাগা...........আমরা তখন তাহার সেই চির বিদায়টুকু বুঝিতে পারি নাই!!! আচ্ছা যাও ভাই! তুমি ঐ অমিয় ধামে চলিয়াছ! ভাই, তুমি যেমন খাটিভাবে আসিয়াছ, আবার ঠিক সেই খাটিভাবেই চলিয়াছ!! তোমার জীবনে, তোমার চরিত্রে মানবীয় কলঙ্ক রেখার একটী মাত্রও দাগ লাগে নাই.........কি সরল পবিত্রতা!! তোমার পবিত্র জীবনটুকু মানবের শিক্ষা স্থান হইবে!! ১৮৭৯ বাঙ্গালা ১৫ই অগ্রহায়ণ শুক্রবার তাহার জন্ম হয়। বাড়ী শ্যামতপুর।

২৫। শ্রীমান জলধর পাল—সে ব্রাহ্মণবাড়ীয়া বিদ্যালয়ে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা উৎকৃষ্টরূপে পাশ করিয়া এন্‌ট্রেন্স স্কুলের চতুর্থ শ্রেণী পর্য্যন্ত পড়িয়াছে। তৎপর সংস্কৃত ব্যাকরণ ও সাহিত্য এবং আয়ুর্ব্বেদ (নিদানাদি) ৩।৪ বৎসর যাবৎ কুমিল্লা, ঢাকা, ও ময়মনসিংহে উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট টোলের

অধ্যাপক ও প্রসিদ্ধ কবিরাজ মহাশয়দের নিকট অধ্যয়ন করিয়াছে। সম্প্রতি ময়মনসিংহ জেলার ইসলামপুরে অধ্যয়ন করিতেছে। আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা ভালরূপে দিবার জন্য কিছুদিন পরে আবার তাহাকে আমরা কলিকাতায় পাঠাইতে মনস্থ করিয়াছি। শ্রীমান বেশ তেজস্বী, বুদ্ধিমান, ভ্রাতৃবৎসল, সহৃদয়, সচ্চরিত্র, ভগবৎ প্রেমিক ও সদা গৌরনামরসে মত্ত। সে আমাদের ষষ্ঠ ভ্রাতা। এখন বয়স প্রায় ২৩।২৪ বৎসর হইবে। বাড়ী ন্যায়মতপুর।

২৬। শ্রীমান হরিশ্চন্দ্র পাল—সে আমাদের সপ্তম অর্থাৎ সর্ব্ব কনিষ্ঠ ভ্রাতা। সে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা ভালরূপে পাশ করিয়া এন্‌ট্রেন্স স্কুলের চতুর্থ শ্রেণী পর্য্যন্ত পড়িয়াছে। পরে সে ঢাকা হানিম্যান মেডিক্যাল স্কুলে হোমিও-প্যাথিক ডাক্তারী তিন বৎসর পড়িয়া শেষ পরীক্ষা বিশেষ কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া স্কুলে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে ও অতি প্রশংসার সহিত একটি উৎকৃষ্ট রৌপ্যপদক প্রাপ্ত হইয়াছে। আর প্রত্যেক বার্ষিক পরীক্ষা-তেই সে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া ভাল ভাল পুরস্কার লাভ করিয়াছে। এখন সে বাড়ীতে ২০০।২৫০ টাকা ব্যয় করিয়া নানাবিধ সরঞ্জাম সহ এক টী অতি মনোরম ডিস্পেন্সারি খুলিয়া চিকিৎসা ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছে। পশারও মন্দ নহে, বেশ চলিয়াছে। শ্রীমানের কতকগুলি সুন্দর গুণ আছে। সে ছোট বেলা হইতেই চিত্র বিদ্যা ও মাটীর পুত্তলিকা প্রভৃতির কারিকুরী বিদ্যায় সবিশেষ মনোযোগী। সে ঢাকা থাকিতে ডাক্তারী পড়িবার সময়েই মাঝে মাঝে ঢাকা আর্টহলে যাইয়া চিত্র বিদ্যা কিছু কিছু শিখিত। সুতরাং সে এ বিষয়ে বেশ একটু পরিপক্কও হইয়াছে, সে বেশ সুন্দর সুন্দর সিনও আঁকিতে পারে। তাহার চরিত্রে আরও অন্যান্য সদ্‌গুণ আছে। সে শ্রমশীল, কষ্ট সহিষ্ণু এবং সাংসারিক শৃঙ্খলাপরায়ণ। তাহার বয়স এখন প্রায় ২০।২১ বৎসর হইবে। বাড়ী ন্যায়মতপুর।

২৭। শ্রীমান নিকুঞ্জ বিহারী পাল—সে এবার এন্‌ট্রেন্স পরীক্ষা দিবে। তাহার পিতার নাম শ্রীযুৎ পিতাম্বর পাল এবং তাহার পিতামহ ৺ রামগতি পাল একজন বিচক্ষণ সামাজিক লোক ছিলেন। বয়স এখন ২৪।২৫ বৎসর হইবে। অবস্থা বেশ ভাল। বাড়ী ন্যায়মতপুর।

২৮। শ্রীমান অধরচন্দ্র পাল—সেও এবার এন্‌ট্রেন্স পরীক্ষা দিবে। তাহার পিতার নাম শ্রীযুত নৈদার চাঁদ পাল। বয়স ২২।২৩ বৎসর হইবে। বাড়ী ন্যায়মতপুর।

২৯। ৺ মহিমচন্দ্র পাল (১)—ইনিও মধ্য বাঙ্গালা পরীক্ষা পাশ করিয়া ১২।১৩ বৎসর যাবৎ ব্যবসা বাণিজ্যে উন্নতি লাভ করিয়া ৩০।৩১ বৎসর বয়সে কালের দারুণ কবলে পতিত হইয়াছেন। তাহার পিতার নাম শ্রীযুৎ শরচ্চন্দ্র পাল। বাড়ী ন্যায়মতপুর। তাহার কনিষ্ঠ শিক্ষিত ভ্রাতা শ্রীমান বিপিন চন্দ্র পাল তাহার সাংসারিক কার্য্য চালাইতেছে।

৩০। শ্রীযুৎ সুবল চন্দ্র পাল—ইনি একজন শিক্ষিত নানা বিষয়ে বিজ্ঞ বহুদর্শী প্রাচীন লোক। ইনি আমাদের পিতৃদেব মহাশয়ের কনিষ্ঠ সহোদর। ইনি কোনরূপ পরীক্ষা পাশ না করিলেও সর্ব্বদা রামায়ণ, মহাভারত পুরাণাদি ও শাস্ত্রাদি, আয়ুর্ব্বেদ ও তন্ত্রাদি অধ্যয়ন করিয়া এবং নানা বিজ্ঞ লোকের নিকট শিক্ষা লাভ করিয়া এতদুর পরিপক্ক হইয়াছিলেন যে সকলেই তাহাকে উপাধিধারী পণ্ডিতের মত সম্মান না করিয়া থাকিতে পারেন না। গোকর্ণ গ্রামবাসী তাহার ভগ্নিপতি, সমাজের ধ্বজা স্বরূপ ও সমাজের প্রাতঃস্মরনীয় স্বর্গীয় ভগীরথ পাল মহাশয়ও একজন অতিশয় জ্ঞানী, বিজ্ঞ, বহুদর্শী পণ্ডিত লোক ছিলেন; তাহার কাছেও তিনি শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া বহু জ্ঞান লাভ করিয়াছে তিনি উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট শ্লোক ও পৌরাণিক গল্পাদি এরূপ ললিত মধুর ভাবে বর্ণনা করিতে পারেন যে শ্রোতৃবর্গ তাহাতে সাতিশয় মুগ্ধ না হইয়া থাকিতে পারেন না। তিনি কতকগুলি কঠিন কঠিন রোগের অব্যর্থ মহৌষধ জানেন যে তাহার ফল দেখিয়া বহু প্রসিদ্ধ ডাক্তার, কবিরাজ ও বড় বড় লোক একবারে স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছেন। তিনি সঙ্গীত বাদ্যেও সবিশেষ পটু, তিনি একজন ভগবদ্ভক্তও বটেন; বৃদ্ধাবস্থায় এখন প্রায় সর্ব্বদাই জপ মালা হাতে লইয়া ভগবানের নাম জপ করিয়া থাকেন। তাঁহার একমাত্র পুত্রের নাম শ্রীযুৎ সনাতন পাল (যাহার জীবনীকথা পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে) তাঁহার আরও তিনটী কন্যা আছে। প্রথম কন্যার নাম শ্রীমতী স্বর্ণময়ী, দ্বিতীয়া শ্রীমতী কুসুম কামিনী, তৃতীয়া শ্রীমতী কুলকামিনী, তাঁহার বয়স এখন প্রায় ৬৭।৬৮ বৎসর হইবে। বাড়ী ন্যায়মতপুর।

৩১। শ্রীযুৎ যুগল কিশোর পাল—ইনি আমাদের পিতৃদেব। তাঁহার পিতার নাম ৺ রবি দাস পাল। বাড়ী ন্যায়মতপুর। ইনি একজন শিক্ষিত ধার্ম্মিক অমায়িক লোক। তাঁহার জ্ঞান গম্ভীর উপদেশ ও কথাবার্ত্তাদি শ্রবণ করিয়া সকলেই শান্তি ও পরমানন্দ লাভ করিয়া থাকেন। তিনি রামায়ণ, মহাভারতাদি নানা শাস্ত্র পুরাণাদিতে সবিশেষ অভিজ্ঞ। তাঁহার এখন বয়স

প্রায় ১৫।১৬ বৎসর হইবে। তিনি এতদূর দয়াবান ও পরোপকারী যে কোন লোকের কোনরূপ কষ্ট দেখিলে তাঁহার হৃদয় যেন গলিয়া যায়, এবং যথাসাধ্য তাহার কষ্টটুকু দূর না করিয়া থাকিতে পারেন না। তাঁহার হৃদয় এতদূর কোমল ও মধুর যে কেহ কোন অভাবে পড়িয়া কোন জিনিষ চাহিলে, ঐ জিনিষটা আমাদের বাড়ীতে থাকিলে তিনি ইহা তাহাকে না দিয়া থাকিতে পারেন না। পরের অভাবটুকু তিনি যেন অন্তরের সহিত নিজের অভাবের চেয়েও অধিক অনুভব করেন। প্রত্যেক ধর্ম্মশাস্ত্রে যে সমস্ত সার সাধারণ উপদেশ পাওয়া যায়, সে সমস্ত প্রায়ই তাহার জীবনে কার্য্যে পরিণত দেখিতে পাওয়া যায়! সত্যবাদিতাও ন্যায়পরতা প্রভৃতি গুণ গুলি তাহার জীবনের বিশেষ সদ্‌গুণ। আর অতিথি সৎকার তাহার জীবনের আর একটী বিশেষত্ব। কোন অনাহারী অতিথি যে কোন সময়েই আমাদের বাড়ীতে আসুক না কেন, তাহার সেবাও সুবন্দোবস্ত না করিয়া তিনি থাকিতে পারেন না। তাঁহার সরল স্বভাব ও মধুর ব্যবহারে পরিতৃপ্ত হইয়া চারিদিকে সকলেই তাঁহার সুনাম সুযশ করিয়া থাকেন। আর আমরাও ইহা শুনিয়াও সময় সময় প্রত্যক্ষ করিয়া পরমানন্দ লাভ করিয়া থাকি। জীবিত অবস্থায়ই এরূপ সুনাম অতি কম লোকের ভাগ্যেই ঘটিয়া থাকে! ভগবান তাঁহাকে সুস্থ শরীরে আরও দীর্ঘজীবি করিয়া রাখুন তাঁহার নিকট এই আমাদের প্রার্থনা। সকলেই এক বাক্যে প্রত্যক্ষে ও পরোক্ষে বলিয়া থাকে যে তাহার জীবন খানা আগাগোড়া সম্পূর্ণ পবিত্র ভাবে চলিয়াছে। এরূপ সুন্দর জীবন অতি কম লোকেই লাভ করিয়া থাকে!! তাঁহার সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ পুত্রের একাদশ বর্ষীয়া একটী মেয়ে আছে তাহার নাম শ্রীমতী হেমলতা। ইনি ষোড়ষ বর্ষীয় বালক রাজৈরগঞ্জ নিবাসী শ্রীযুৎ নবীন চন্দ্র পালের জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীমান বিপিন চন্দ্রের সহিত শ্রীমতী হেমলতার বিবাহ দিয়াছেন। বহু অর্থ ব্যয় করিয়া অতি জাক জমকের সহিত এ বিবাহোৎসব সম্পন্ন করিয়াছেন। মেয়ে জামতার দান সামগ্রী সংখ্যায়ও উৎকৃষ্টতায় এখানকার সমাজে অত্যুচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছে। যাহা হউক তিনি পুত্রাদির বিবাহোৎসবাপেক্ষা এ বিবাহোৎসব অধিকতর আনন্দের সহিত সম্পন্ন করিয়াছেন। এই বিবাহোৎসব গত ১৩১৭ বাঙ্গালা ৫ই ফাল্গুন সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। কিন্তু বিধির কি বিচিত্র গতি! তাহার প্রায় দেড় বৎসর পরেই তাঁহার পঞ্চম পুত্র ৮ হলধর বিদেশে তাহার কার্য্যস্থলে মাত্র তিন

দিনের প্রবল দাহ জ্বরে নিরূপে ইহ সংসার হইতে চির বিদায় গ্র ণ করিয়াছে তাহা তাহার জীবনী কথার মধ্যেই পাঠকগণ জানিতে পারিবেন!! আর এ সম্বন্ধে বেশী কিছু উল্লেখ করিলেই মন অবসন্ন হইয়া পড়ে। লিখনী চলে না। তিনি তজ্জন্য শোকাভিভূত হইয়াছেন। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেছি যেন বৃথা মায়া জনিত শোক হইতে তাঁহাকে তিনি শান্তিদান করেন।

৩২। শ্রীযুৎ পিতাম্বর পাল (১)—ইনিও একজন শিক্ষিত, তেজস্বী ও গুণবান লোক। তিনি নানা শাস্ত্র এবং পুরাণাদিতে সবিশেষ অভিজ্ঞ। সামাজিক তেজবীর্য্য ও সম্মানাদি কিরূপে বজায় থাকে ও উন্নত হয় সে বিষয়ে তিনি সবিশেষ যত্নবান। তিনি সামাজিক বা সাংসারিক অন্যান্য কার্য্য সম্বন্ধে বেশ উৎসাহ দাতা এবং সবিশেষ পরিপক্ক। তিনি আমাদের পিসতুত ভাই। বয়স প্রায় ৫০।৫১ বৎসর হইবে। বাড়ী ন্যায়মতপুর তাহার পিতার নাম ভৈরব চন্দ্র পাল।

৩৩। শ্রীযুৎ পিতাম্বর পাল (২)—ইনি একজন শিক্ষিত অবস্থাপন্ন লোক। সমাজ সংস্কার ও এতদুন্নতি সম্বন্ধে আলোচনায় সবিশেষ মনোযোগী। বাড়ী ন্যায়মতপুর। তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান নিকুঞ্জ বিহারী এন্‌ট্রেন্স পর্য্যন্ত পড়িয়া কয়েক দিন হইল কোন প্রসিদ্ধ পাটের আফিসের কেরানী পদে নিযুক্ত হইয়াছে। তাহার বয়স এখন প্রায় ৪৮।৪৯ বৎসর হইবে। তাহার পিতার নাম ৺ রামগতি পাল।

৩৪। শ্রীযুৎ নৈদার চাঁদ পাল (১)—ইনি একজন শিক্ষিত সচ্চরিত্র ন্যায়পরায়ণ লোক। তাহার অবস্থা বেশ ভাল। তাহার বড় ছেলে শ্রীমান অধর চন্দ্র এবার এণ্ট্রেন্স পরীক্ষা দিবে। বাড়ী ন্যায়মতপুর। তাহার বাড়ীর ছেলেরা আমাদেরই উৎসাহ প্ররোচনায় ও তাহার মনোযোগে আজ কাল বেশ শিক্ষা পাইতেছে। তাহার বয়স প্রায় ৪৫।৪৬ বৎসর হইবে। তাহার পিতার নাম ৺ রামলোচন পাল (১)।

৩৫। শ্রীযুৎ নৈদার চাঁদ পাল (২)—ইনি একজন শিক্ষিত লোক। ছাত্রবৃত্তি পর্য্যন্ত পড়িয়া নিজ ব্যবসা ও মহাজনী কারবারে প্রবেশ করিয়াছেন। তিনি জীবনে নানাবিধ মামলা মোকর্দ্দমা করিয়া সবিশেষ পটুতা লাভ করিয়াছেন। তিনি নিজ কারবারেরও বেশ উন্নত করিয়াছেন। তিনি আমাদের জ্ঞাতি সম্পর্কীয় ভাই। বয়স প্রায় ৩৫।৩৬ বৎসর হইবে। তাহার পিতার নাম শ্রীযুৎ ভগীরথ পাল।

৩৬। শ্রীযুৎ বনমালী পাল—ইনি একজন শিক্ষিত পরম কৃষ্ণভক্ত এবং রামায়ণ, মহাভারত ও নানাবিধ পুরাণাদি বিষয়ে সবিশেষ অভিজ্ঞ তিনি অতি সুললিত তানে পুরাণাদি ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করিতে পারেন। তাহার বাড়ীতে প্রতি বৎসর শ্রাবণ মাস ব্যাপিয়া অতি মধুর তানে পদ্মপুরাণ পঠিত হয়। এই ধর্ম্ম গ্রন্থ তিনিই মধুর ভাবে পাঠ করিয়া থাকেন। গ্রামের সমস্ত লোকই এই পদ্ম পুরাণ পাঠে যোগদান করিয়া বেশ আনন্দানুভব করিয়া থাকেন। এই শ্রাবণ মাসে নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহের আবাল বৃদ্ধ বনিতা সমস্তই এই পুরাণ পাঠ ও সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া সুখী হইয়া থাকে। তাহার পিতার নাম ৺ বাঁশীরাম পাল। তাহার বয়স ৪৮।৪৯ বৎসর হইবে। তিনি আমাদের খুল্লতাত সম্পর্কীয়। বাড়ী স্থায়মতপুর।

৩৭। শ্রীযুৎ ভরত চন্দ্র পাল—ইনি নিঃ প্রাঃ পর্য্যন্ত পড়িয়া নিজ বাণিজ্য ও মহাজনী কারবারে প্রবেশ করিয়া বেশ উন্নতি করিয়াছেন। তিনি একজন চতুর বুদ্ধিমান লোক। বয়স ৩৫।৩৬ বৎসর হইবে। পিতার নাম ৺ বাঁসীরাম পাল।

৩৮। শ্রীমান রাজচন্দ্র পাল—ইনি একজন শিক্ষিত লোক, ছাত্রবৃত্তি পর্য্যন্ত পড়িয়াছেন। তাহার পিতার নাম ৺ তিলকচন্দ্র পাল। তাহার পিতৃব্যেরা ৫।৬ ভাই ছিলেন। তাহাদের পিতার জীবিত অবস্থায় তাহাদের অবস্থা খুব ভাল ছিল। তাহাদের নাম যশও ছিল এখন তাহারা পৃথক হইয়া পড়িয়াছে বলিয়া অবস্থা কিছু খারাপ হইয়াছে। তাহার বয়স ৫২।৫৩ বৎসর হইবে। বাড়ী স্থায়মতপুর। ইনি আমাদের ভ্রাতৃজ সম্পর্কীয়।

৩৯। শ্রীমান পূর্ণচন্দ্র পাল (শ্রীবৈকুণ্ঠ চন্দ্র পাল) ইনি ছাত্রবৃত্তি পর্য্যন্ত পড়িয়াছেন। ইনি বেশ শিক্ষিত চতুর ও বুদ্ধিমান লোক, গ্রামিক ও সামাজিক নানাবিধ অত্যাবশ্যকীয় কার্য্যে বেশ উৎসাহী হইয়া অগ্রসর হইয়া কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকেন। এরূপ উৎসাহী লোক গ্রামে থাকিলে গ্রামের অনেক উপকার সংশোধিত হইয়া থাকে। বয়স প্রায় ৩৭।৩৮ বৎসর হইবে। পিতার নাম তিলকচন্দ্র পাল। বাড়ী স্থায়মতপুর।

৪০। শ্রীযুৎ গগণচন্দ্র পাল (১)—ইনি একজন শিক্ষিত লোক। তাহার নগদ সম্পত্তি বেশ আছে। বাড়ী স্থায়মতপুর। বয়স প্রায় ৪৬।৪৭ বৎসর হইবে।

৪১। শ্রীমান গগণচন্দ্র পাল (২)—ইনি একজন শিক্ষিত পরম কৃষ্ণভক্ত ও ভাবুক তিনি অতি মধুর ভাবে হরি সংকীর্ত্তন করিতে পারেন। পূর্ব্বে তাহাদের অবস্থা খুব ভাল ছিল। বর্ত্তমান অবস্থা ভাল নয়, কালের পরিবর্ত্তনে সবই সম্ভব হইতে পারে। ইনি ছাত্রবৃত্তি পর্য্যন্ত পড়িয়াছিলেন। তিনি নানাবিধ বৈষ্ণব গ্রন্থাদি অধ্যয়ন করিয়া জ্ঞানলাভ করিয়াছেন। তাহার বয়স প্রায় ৪০।৪১ বৎসর হইবে। বাড়ী শ্যামমতপুর। তাহার পিতার নাম ৺ রাম লোচন পাল (২)।

৪২। শ্রীমান মহেশচন্দ্র পাল—একজন শিক্ষিত কৃষ্ণভক্ত ও ভাবুক। ইনি ছাত্রবৃত্তি পর্য্যন্ত পড়িয়াছেন, নানাবিধ বৈষ্ণব গ্রন্থাদি পাঠ করিয়া জ্ঞানলাভ করিয়াছেন। ইনি আধ্যাত্মিক ভাবপূর্ণ-বাউল সঙ্গীত গুলি অতি মধুরভাবে গাইতে পারেন। ইনি আমারও সনাতন দাদার প্রথম জীবনের সঙ্গীদিগের মধ্যে অন্যতম। বয়স ৩৫।৩৬ বৎসর হইবে। তাহার পিতার নাম শ্রীযুৎ গোলক চন্দ্র পাল। বাড়ী শ্যামমতপুর।

৪৩। শ্রীযুৎ শরচ্চন্দ্র পাল—ইনি একজন শিক্ষিত সুচতুর বুদ্ধিমান লোক। মধ্য বাঙ্গালা পর্য্যন্ত পড়িয়াছেন। ইনি নিকটবর্ত্তী ময়দাগঞ্জ বাজারের কারবারে বেশ উন্নতি লাভ করিয়াছেন। বয়স প্রায় ৩৪।৩৫ বৎসর হইবে। তাহার পিতার নাম ৺ ভৈরব চন্দ্র পাল। বাড়ী শ্যামমতপুর।

৪৪। শ্রীযুত মহিম চন্দ্র পাল (২)—ইনি একজন শিক্ষিত সবিশেষ নম্র ও কৃষ্ণভক্ত লোক। মধ্য বাঙ্গালা পর্য্যন্ত পড়িয়াছেন। বাড়ী শ্যামমতপুর। বয়স ৩৬।৩৭ বৎসর হইবে! তাহার পিতার নাম ৺ কুতিরাম পাল।

৪৫। শ্রীযুৎ কালীচরণ পাল (কালাচাঁদ পাল)- ইনি একজন শিক্ষিত কৃষ্ণভক্ত ভাবুক লোক। প্রায়ই হরিনাম কীর্ত্তনে মগ্ন থাকেন। তিনি মধ্য বাঙ্গালা পর্য্যন্ত পড়িয়াছেন। তিনি বাউল সঙ্গীত অতি মধুরভাবে করিতে পারেন এবং বেহালা বাদ্যাদিও বেশ জানেন। বয়স ৩৪।৩৫ বৎসর হইবে। বাড়ী শ্যামমতপুর। পিতার নাম ৺ কুতিরাম পাল।

৪৬। শ্রীমান শশীমোহন পাল—একজন বেশ শিক্ষিত মধুর প্রকৃতির লোক। তিনিও মধ্য বাঙ্গালা পর্য্যন্ত পড়িয়াছেন। বাউল গান, হরি-সংকীর্ত্তন পদগান, নামগান ও কবিগান প্রভৃতি নানাবিধ সঙ্গীতে সবিশেষ পরিপক্ক। এ সমস্ত সঙ্গীতের বাদ্যাদিতে ও তিনি সবিশেষ পরিপক্ক। ইনি তবলা, মৃদঙ্গ প্রভৃতি বাদ্যে সবিশেষ দক্ষতা লাভ করিয়াছেন। তাহার

বাদ্য মুহূর্ত্তমাত্র শ্রবণ করিলে লোক মুগ্ধ না হইয়া থাকিতে পারে না। বয়স ৩০।৩১ বৎসর হইবে। বাড়ী মুনগ্রাম।

৪৭। শ্রীযুক্ত ভগীরথ পাল—ইনি একজন শিক্ষিত সবিশেষ নম্র প্রকৃতির লোক এবং বেশ বুদ্ধিমান ব্যবসায়ী। তিনি মধ্য বাঙ্গালা পর্য্যন্ত পড়িয়াছেন। ব্রাহ্মণ বাড়ীয়া সহরে তাহার একটী কারবার আছে, তাহাতে বেশ একটু উন্নতি করিয়াছেন। বয়স ৪১।৪২ বৎসর হইবে। বাড়ী মুনগ্রাম।

৪৮। শ্রীমান মোহিনী কুমার পাল—একজন শিক্ষিত লোক। মধ্য বাঙ্গালা পর্য্যন্ত পড়িয়াছে। বেশ ব্যবসায় মহাজনী কারবার করিতেছে। বয়স ৩৫।৩৬ বৎসর হইবে। পিতার নাম ৺জগমোহন পাল। বাড়ী মুনগ্রাম।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—কয়েকজন লোক হইতে আমরা জানিতে পারিলাম (অবশ্য তাহারা সবিশেষ বিজ্ঞ দুরদর্শী নহেন) যে তাহারা বলিতেছেন ঐ সমস্ত উল্লিখিত লোকগুলির মধ্যে অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নামোল্লেখ করিয়া কি লাভ হইল। আমরা কি লাভে কি উদ্দেশ্যে প্রত্যেক জেলার শিক্ষিত লোকদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ সহ নামোল্লেখ করিয়া পত্রিকায় প্রকাশ করিতেছি,—স্থিরচিত্ত দুরদর্শী ও সমাজ হিতৈষী লোক মাত্রেই তাহা অবশ্য বুঝিতে পারিয়াছেন। যে কয়েক জন লোক হইতে আমরা উক্ত মন্তব্য জানিতে পারিলাম, তাহারা আমাদের সামাজিক ও জাতীয় উন্নতির জন্য কলিকাতা তিলি সম্মিলনীর (পাল জাতীয় সম্মিলনীর) প্রকৃত উদ্দেশ্য চিন্তা করিয়া আলোচনা করিয়া দেখিলে বাস্তবিকই লজ্জিত হইবেন, সন্দেহ নাই। ছাত্রবৃত্তি মাইনর পর্য্যন্তও যাহারা পড়িয়াছে (তাহাদের নামও আমাদের জাতীয় পত্রিকায় উঠানের নিয়ম করা হইয়াছে) অন্ততঃ এরূপ শিক্ষিত লোকের সংখ্যা ধরিয়াও আমরা অনেক অনুসন্ধান করিয়া দেখিলাম ত্রিপুরা জেলার প্রায় ৩০।৩১টী মৌজার মধ্যে আমাদের জ্ঞান ও বিশ্বাস মাত্র ৮০।৯০ জন লোকের নাম পাইতে পারি। তথাপি ত্রিপুরা জেলাই শিক্ষা সম্বন্ধে ঢাকা জেলার পরেই স্থান পাইবে, কোন চিন্তা নাই। ভারতের প্রত্যেক জেলার এরূপ বিবরণ বাহির হইলেই সকলেরই চক্ষু কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন হইবে। অনেক দিন হইল একবার কোন খবরের কাগজে জানিতে পারিয়াছিলাম যে ভারতের সাহা জাতির মধ্যে শতকরা ৬০ ষাইট জন মূর্খ এবং পাল জাতির (তিলি জাতির) মধ্যে শতকরা ৭০

সত্তর জন মূর্খ। সত্য মিথ্যা ঠিক জানি না, বড়মিথ্যা না হইবারও কথা কারণ আমাদের জাতির ভিতর সরস্বতী দেবীর আরাধনা কম হইয়া থাকে! বড়ই পরিতাপের বিষয়! অন্যান্য জাতির (ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ) তুলনায় অন্ততঃ এই (শিক্ষা) বিষয়ে আমরা বড়াই করিতে কিছুতেই পারি না, কিন্তু আর অন্যান্য বিষয়ে যথেষ্ট পারি। সুতরাং শিক্ষা বিষয়ে আমাদের বড়াই করিবার কিছুই নাই। ছাত্রবৃত্তি, মাইনর, এন্‌ট্রেন্স ক্লাস পর্য্যন্ত পড়িয়াছে এমন সব শিক্ষিত লোককে যদি আমরা বাদ দেই, তবে আমরা জাতীয় উন্নতির জন্য কি লইয়া কার্য্যক্ষেত্রে ব্রতী হইব। আমরা কয়টা বি এ, এম এ, তল্লাস করিয়া পাইব? ত্রিপুরা, ঢাকা, শ্রীহট্ট এমন কি সমগ্র পূর্ব্ব বঙ্গে, এমন কি সমগ্র ভারতবর্ষীয় তিলি-জাতিতেই বা (পাল জাতিতেই বা) কয়টা বি এ, এম এ, মিলিবে? একবার ভাবিয়া আলোচনা করিয়া দেখুন দেখি, ব্যাপারটা কি!! স্বল্প কয়েক জন বি এ, এম এ, বড় বড় সরকারী চাকুরিয়ার নামোল্লেখ করিয়া বাহাদুরী করিবার জন্য আমরা এ প্রবন্ধের অবতারনা করি নাই। যদি আমরা উক্ত শিক্ষিত লোকদিগকে নগণ্য বলিয়া বাদ দেই তবে ভাবিয়া দেখুন দেখি, আমরা অবশেষে সংখ্যায় কত দুর্ব্বল নগণ্য হইয়া পড়ি! আমা-দের উদ্দেশ্য রহিল (গত কলিকাতা তিলি সম্মিলনীর কথা ভাবিয়া দেখুন) যে জাতীয় উন্নতির জন্য আমাদের প্রত্যেক জেলাতে এক একটী শাখা সমিতি সংগঠন ও পরিচালন করিয়া কলিকাতা তিলি সম্মিলনীর সহিত সংযোগ রাখিতে হইবে। প্রত্যেক জেলা সমিতিতে শিক্ষিত অশিক্ষিত (অল্প শিক্ষিত), তালুকদার, জমিদার, গণ্যমান্য সমস্ত লোকই থাকিবেন। আর যতই শিক্ষিত লোক নির্ব্বাচন করিয়া প্রত্যেক জেলা সমিতির ক্রমোন্নতির জন্য তাহাদিগকে উৎসাহিত করিয়া কাজে লাগাইতে পারি ততই জাতীয় মঙ্গলের সম্ভাবনা। প্রত্যেক জেলার নির্ব্বাচিত লোকজন হইতে পুনঃ নির্ব্বাচিত ব্যক্তিগণ প্রত্যেক জেলা সমিতির কার্য্য নির্ব্বাহক মেম্বর স্বরূপ পরিগণিত হইবেন। হে ভ্রাতৃগণ আপনারা ঈর্ষা, ঘৃণা পরিত্যাগ করিয়া জগদীশ্বরের মঙ্গলময় বিধানে জাতীয় কাজে লাগিয়া যাউন। এ সম্বন্ধে আর অধিক বলা বাহুল্য।

সম্পাদক মহাশয়ের নিকট একটী বিশেষ বক্তব্য আমরা পুনঃ আজও বলিতেছি যে তিনি যেন এই প্রবন্ধের মত ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রত্যেক

জেলা হইতে লেখক (Correspondent) নিযুক্ত করতঃ যথা সম্ভব বিবরণ সংগ্রহ করিয়া সত্বর পত্রিকাস্থ করেন। আর অন্য পক্ষে আমারাও প্রত্যেক জেলা বাসী স্বজাতীয় তিলি-বান্ধব-পাঠককেই উক্ত প্রবন্ধের মত নিজ নিজ জেলার স্বজাতি সমাজ বিবরণ সত্বর আমাদের এই পত্রিকাস্থ করিতে অনুরোধ করিতেছি। এরূপ প্রত্যেক জেলার সংক্ষিপ্ত স্বজাতি বিবরণ পত্রিকাস্থ হইয়া গেলে সমগ্র ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত পাল সমাজের (তিলি সমাজের) শিক্ষা, দীক্ষা, সামাজিক রীতি, নীতি, ব্যবহার উন্নতি অবনতি সম্বন্ধে সমস্তই পরস্পর আলোচিত ও পরিচিত হইবে, পরস্পর ঘনিষ্টতার ও বিবাহাদি সম্বন্ধে মিলিত হইবার বিশেষ সুবিধা হইবে সন্দেহ নাই, এবং ভারতের সমগ্র পাল জাতি সম্বন্ধে সহজেই সকলের হৃদয়ে একটা পরিষ্কার ধারণা (Idea) হইবে। এ প্রবন্ধে মাত্র ত্রিপুরা জেলার "বাইশ মৌজা" এবং ঢাকা জেলার দক্ষিণ পূর্ব্বাংশে অবস্থিত "এগার মৌজা" পাল সমাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইবে। আমি প্রবন্ধের অনেক স্থানেই তিলিজাতিকে "পাল জাতি" বলিয়া, তিলি বংশকে "পালবংশ" বলিয়া, তিলি সমাজকে পাল সমাজ এক অর্থে ব্যবহার এবং এক অর্থে গণ্য করিয়াছি, কেন করিয়াছি তাহার বিস্তৃত বিবরণ ও সমালোচনা আমার "তিলিজাতি না পালজাতি" নামীয় অন্যতম প্রবন্ধে সবিশেষ জ্ঞাতব্য।

শ্রীকাশীশ্বর পাল, ন্যায়মতপুর, ত্রিপুরা।

ত্রুটী স্বীকার। চতুর্থ বর্ষের ভাদ্র সংখ্যার শ্রীযুক্ত বাবু কাশীশ্বর পাল মহাশয়ের লিখিত "পূর্ব্ব বঙ্গের পাল সমাজের সংক্ষিপ্ত আংশিক বিবরণ" নামক প্রবন্ধে ১০৫ পৃষ্ঠায় শ্রীযুক্ত অভয়চরণ পাল মহাশয়ের অংশ টুকুর শেষ ভাগে "তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীভগবান চন্দ্র পাল" এই সংবাদটুকু ছাপা হয় নাই। এবং উক্ত পৃষ্ঠায় শ্রীযুক্ত হরিমোহন পালের বিবরণে "তাঁহার পিতা শ্রীযুক্ত হরিমোহন পাল" ভুলক্রমে ছাপা হইয়াছে তাহার স্থলে দীন নাথ পাল হইবে। এই মুদ্রাঙ্কন দোষ আশা করি লেখক মহাশয় নিজগুণে ক্ষমা করিবেন। শ্রী——————সম্পাদক।

ভ্রমণ বৃত্তান্ত।

আমরা রাইগঞ্জ রেলওয়ে ষ্টেশন বালিয়া রওনা হইলাম। আকাশ বেশ পরিষ্কৃত; যাত্রীগণ সহ চূড়ামনের বাঙলায় আশ্রয় লওয়া হইল। জলযোগ অন্তে শুইয়া পড়িলাম। বাঙলাটী বেশ পরিষ্কৃত পরিচ্ছন্ন হইলেও মশার দৌরাত্ম্য এড়াইতে পারিয়া ছিলাম না; সুতরাং সুনিদ্রা ঘটিল না। কষ্টে শ্রেষ্টে এপাশ ওপাশ করিয়া রাত কাটান হইল।

গত রাত্রিতে বৃষ্টি হওয়ায় রাস্তা ঘাট কর্দ্দমিত হইয়াছিল। প্রাতঃকাল ৭টার সময়ে আমরা রিজার্ভড ট্রেণে রাইগঞ্জ হইতে মনিহারি ঘাট বালিয়া রওনা হইলাম। বেলা ১১টার সময়ে আমাদের ষ্টীমার সাহেবগঞ্জ অভিমুখে ছুটিল। "গঙ্গাবারি মনোহারি" বর্ষার জল প্লাবনে পঙ্কিল হইলেও স্বাভাবিকী পতিত পাবনী শক্তির সম্পূর্ণ বিদ্যমানতা অনুভব করিয়া মনোমধ্যে এক প্রকার অনির্ব্বচনীয় আনন্দ প্রবাহ প্রবাহিত হইতেছিল। সময়াভাব নিবন্ধন পাপীর ভাগ্যে গঙ্গার পবিত্র সলিলে অবগাহন ঘটিল না। জাহাজে তত ভিড় ছিল না; বোধ হয়, বি, এন, ডবলিউ রেল লাইনের বিস্তৃতিফল। অবিলম্বে আমাদের জাহাজ সক্‌রিগলি ঘাটে লাগিল। আমরা সকলে জাহাজ হইতে অবতরণ করিলাম। সক্‌রিগলি ঘাট হইতে এলাহাবাদ পর্য্যন্ত আমাদের জন্য তৃতীয় শ্রেণীর ৪টী কামরা রিজার্ভড করা হইয়াছিল। এলাহাবাদ পর্য্যন্ত কোন ষ্টেশনে নামিতে হইবে না শুনিয়া মনে যেরূপ কিঞ্চিৎ স্ফুর্ত্তির উদয় হইয়াছিল, তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে পায়খানা না থাকা সংবাদে তৃতীয় শ্রেণীর আরোহী জীবনে সেইরূপ ধিক্কার দিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। বিনা স্নান আহার অবস্থায় পূর্ব্বাহ্ন ১২টার সময়ে আমাদের গাড়ি সাহেবগঞ্জ পরিত্যাগ করিয়া এলাহাবাদ অভিমুখে ধাবিত হইল। মধ্যে মধ্যে অল্প অল্প বৃষ্টি ও সঙ্গে সঙ্গে ঠাণ্ডা বাতাস থাকায় দিনটী বেশ প্রীতিকর বলিয়া বোধ হইয়াছিল। এবং ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর হইতে হইয়াছিল না। কহলগাঁ রেলওয়ে ষ্টেশনের দুই ধারে ভুট্টার চাস ভালই দেখা গিয়াছিল। অপরাহ্ন ২টার সময়ে গাড়িতেই কিছু আদা লবণ যোগে ছোলা গলাধঃকরণ করিয়া রাত্রির অনশনব্রত উদ্‌যাপন করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। ৪টার সময়ে আমাদের গাড়ি জামালপুর পঁহুছিল। জামালপুর একটী সুন্দর ক্ষুদ্র

সহর; খড়্গাপুর পাহাড়ের পাদমূলে অবস্থিত। এখানকার লৌহকারখানাটী অতীব বৃহৎ এবং বিচিত্র। কারখানাটীর সর্ব্বপ্রকার শ্রমজীবি এবং কারিকরের সংখ্যা প্রায় ১০৭৩০, তন্মধ্যে ইউরোপীয় ২৩০ জন এবং দেশীয় ১০৫০০ জন এখানে গাড়ি ৩০ মিনিট অপেক্ষা করিয়াছিল, তাড়াতাড়ি ফলমূল দিয়া উদরাগ্নির কথঞ্চিত তৃপ্তি সাধন করা হইল। ক্রমশঃ—

শ্রীবিপিন বিহারী কুণ্ডু, হরিপুর।

বিবিধ-প্রসঙ্গ।

মহারাজের মোটর-চালক। কাশিমবাজারের মহারাজ শ্রীযুক্ত মণীন্দ্র চন্দ্র নন্দী বাহাদুরের মোটরের সহিত কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটীর ময়লা-ফেলা টেণের ঠেকাঠুকি হইয়াছিল, এই ঠেকাঠুকির ফলে মোটর গাড়ী খানা ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল এবং মহারাজ বাহাদুর দৈবক্রমে বাঁচিয়া গিয়াছিলেন। মোটরচালক ভোলানাথ সিং ট্রেণ কাছে আসিয়ছিল দেখিয়াও সময় মত মোটর থামাইতে পারে নাই, ইহাতেই এই দুর্ঘটনা ঘটে। তাই তাহার বিরুদ্ধে নালিশ হইয়াছিল। কলিকাতার দ্বিতীয় প্রেসিডেন্সি-ম্যাজিষ্ট্রেট কিঙ্গ সাহেবের এজলাসে এই নালিশের বিচার হইয়া গিয়াছে। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বলিয়াছেন,—"ভোলানাথের কাজের দোষেই এই বিভ্রাট ঘটিয়াছিল, সন্দেহ নাই; তবে, সে ইচ্ছা করিয়া এ কাজ করে নাই, বিপদ্ আসন্ন দেখিয়াই তাহার তখন বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পাইয়াছিল, তাহার মাথা ঠিক ছিল না।" ট্রেণেরও ভালরকম ব্রেক নাই, ইহাও এই বিভ্রাটের অন্যতম কারণ, এ কথাও মাজিষ্ট্রেট বলিয়াছেন। তিনি ভোলানাথকে অব্যাহতি দিয়াছেন; কিন্তু বলিয়া দিয়াছেন,—তাহাকে আর মোটর চালাইতে দেওয়া হইবে না।

রাধা-চরণ পাল।—কলিকাতা মিউনিসিপালিটি ৬নং ওয়ার্ডের জমির এবং বাড়ীর মূল্য নির্দ্ধারণ অতিরিক্ত মাত্রায় করিতেছেন। গত শনিবার কুমার শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রকুমার মল্লিক এবং রায় শ্রীযুক্ত রাধাচরণ পাল বাহাদুর প্রভৃতি চেয়ারম্যান গুড সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া এই সকল কথা জানাইয়াছিলেন। গুড সাহেব শিষ্টভাবে সকল কথা শুনিয়া, তদন্তের আশা দিয়াছেন।

মহারাজার দান।—বর্দ্ধমান আসানসোল মহকুমার অনেক গ্রামই দামোদরের বন্যায় ভাসিয়াছে। রাণীগঞ্জ প্রভৃতি তিনটী থানার অধীন বন্যাবিপন্ন গ্রামবাসিগণের সাহায্যের জন্য গবরমেণ্ট ছয় হাজার টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। ইহা ছাড়া মহকুমা-মাজিষ্ট্রেট এঙ্গলি সাহেবও এদেশীয় এবং ইউরোপীয় অনেকের নিকট হইতেই চাঁদায় তিন হাজার তিন শত টাকা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছেন। কাশীমবাজারের মহারাজ বাহাদুরও পাঁচ শত টাকা পাঠাইয়াছেন।

বন্যায় সাহায্য।—বন্যাবিপন্ন অধিবাসিগণের সাহায্যের জন্য যে সেনট্রাল অরগানাইজেশন" হইয়াছে, অনারেবল মহারাজ শ্রীযুক্ত মণীন্দ্র চন্দ্র নন্দী তাহার প্রেসিডেণ্ট। অনারেবল রায় শ্রীযুক্ত রাধাচরণ পাল বাহাদুর তাহার সেক্রেটারী এবং অনারেবল রায় শ্রীযুক্ত সীতানাথ রায় বাহাদুর তাহার ট্রেজারার হইয়াছেন। গত ৮ই সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত এই 'অরগানাইজেশন' ২০৬০২৸৵১৫ বিশ হাজার ছয় শত দুই টাকা চৌদ্দ আনা তিন পয়সা চাঁদায় সংগ্রহ করিয়া বন্যপীড়িত ব্যক্তিগণের সাহায্যার্থ পাঠাইয়াছেন।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্মিলনী। গত ২৯ ভাদ্র (ইং ১১ই সেপ্টেম্বর) রবিবার অপরাহ্ন ৬ ঘটিকার সময় সারকুলার রোডস্থিত কাশিমরাজাধিপতি মহারাজের ভবনে ৫ম মাসিক অধিবেশন হইয়াছিল। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত জানকীনাথ ভাগবত ভূষণ মহাশয় "সাধুসঙ্গ" সম্বন্ধে একটী সুদীর্ঘ সারগর্ভ বক্তৃতা করিয়াছিলেন। তৎপরে শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ গোস্বামী মহাশয় একটী মধুর গান করিয়াছিলেন। পরে রায় রসময় মিত্র বাহাদুর মহাশয় তাঁহার সুমধুর সঙ্কীর্ত্তনে সভাস্থ সকলকে আনন্দসাগরে ভাসাইয়াছিলেন। সর্ব্বশেষে রাত্রি ৯।০ টার সময় হরিলুট হইয়া সভাভঙ্গ হয়। উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলীকে শ্রীশ্রীভক্তবল গ্রন্থের ২য় খণ্ড বিতরিত হইয়াছিল।

রায় বাহাদুরের প্রশ্ন।—পূর্ব্ববঙ্গে কি উপায়ানুষ্ঠিত হইলে ডাকাতির সংখ্যা হ্রাস পাইতে পারে, অনারেবল রায় শ্রীযুক্ত সীতানাথ রায় বাহাদুর তৎসম্বন্ধে গবরমেণ্টকে এক পত্র লিখিয়াছেন। ইহাতে ইনি যুক্তি প্রমাণ দেখাইয়া বলিয়াছেন, অস্ত্র আইনের কড়াকড়ি কিছু কমাইয়া দুইজন সরকারী উপাধিধারীর এবং দুইজন অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেটের সুপারিসে বাছা লোককে বন্দুকের লাইসেন্স দেওয়া অর্থাৎ বন্দুক ব্যবহার করিতে দেওয়া কর্ত্তব্য। বন্দুক ব্যবহার করিতে না পাওয়ায় কুফল স্বরূপ ইনি দৃষ্টান্ত দিয়া বলিতে-

ছেন,—"ময়মনসিংহ-টাঙ্গাইল মহকুমার গোকুলানন্দ সাহা এক সম্পন্ন লোক বন্দুকের লাইসেন্স পাইবার জন্য দরখাস্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু লাইসেন্স পাইলেন না; কয়েকদিন মাত্র পরেই ইঁহার বাড়ীতে ডাকাত পড়িল; বিস্তর টাকা লুণ্ঠিত হইল। গোকুলানন্দ যদি বন্দুকের লাইসেন্স পাইতেন, তাহা হইলে হয়ত দস্যুদল তাঁহার বাড়ীতে এতটা অত্যাচার—এতটা উৎপাত করিতে পারিত না।" এ সম্বন্ধে আমরাও কঠোরতা হ্রাসের জন্য বহুবারই অনুরোধ করিয়াছি। রায় বাহাদুর আরও একটা কথা বলিয়াছিলেন। সে কথাটা এই,—গ্রাম্য পঞ্চায়েৎ প্রেসিডেণ্টগণের অধীনে জনকয়েক করিয়া সশস্ত্র পুলীশ রাখা উচিত আর প্রেসিডেণ্টদিগকে বন্দুক ব্যবহার করিতে দেওয়া উচিত।" পরামর্শ সঙ্গত বটে—তবে যে স্থলে পঞ্চায়ত প্রেসিডেণ্টগণ ধর্ম্মবুদ্ধিসম্পন্ন, ভদ্র এবং সুশিক্ষিত,—সেই স্থানেই এইরূপ ব্যবস্থা করা চলিতে পারে। তদন্যথা, এই ব্যবস্থায় বহুবিধ কুফল ফলিবারই পূর্ণ সম্ভাবনা।

পি, সি, পাল।—৺পূজা আসিতেছে। বলাই বাহুল্য, ধনী নির্দ্ধন, বিদ্বান, মূর্খ, সম্ভ্রান্ত, অসম্ভ্রান্ত, উচ্চপদস্থ, নিম্নপদস্থ, আবাল বৃদ্ধ-বনিতা সকলেরই নব বসন-ভূষণের প্রয়োজন, অন্ততঃ আশা-আকাঙ্ক্ষা। দুর্গোৎসবের এমনই মাহাত্ম্য যাকে যে জানে, যে না জানে, সবাই এই সময় আপনার অবস্থানুসারে পোষাক-পরিচ্ছদের প্রয়াসী হইয়া থাকেন। আমাদিগকে এই সময় অনেকেই প্রশ্ন করেন, কোন্ দোকানে ঠিক মূল্যে এবং ঠিক সময়ে না ঠকিয়া মনোমত পোষাক-পরিচ্ছদ পাওয়া যায়? এদিনে কলিকাতায় দোকানের অভাব কি? তবে কলিকাতার ৩৪৮ নং অপার চিৎপুর রোডে বিডন পার্কের উত্তর-পশ্চিম কোণে পি, সি পাল এণ্ড কোম্পানীর দোকান পুরাতন। বেনারসী সাড়ি পার্শি সাড়ি প্রভৃতি শোভনীয় বস্ত্র হইতে জামা জ্যাকেট, চোকা চাপকান পাগড়ী, টুপি সলমচুমকি কাজকরা সর্ব্ববিধ পোষাক-পরিচ্ছদ পর্য্যন্ত সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকে। আর কেহ মনোমত করিয়া তৈয়ার করিয়া লইতে চাহিলে, ঠিক সময়ে তৈয়ারি পাইয়া থাকেন। অথচ দর বাঁধা। এখানে ঠকিতে হয় না, আমাদের এইরূপ বিশ্বাস। তা না হইলে, পি, সি, পাল এণ্ড কোম্পানী কি এতকাল অটল পদে, দিন দিন ফলোয়া কারবারে নিত্য নূতনভাবে টিকিতে পারিত?

সৎকার্য্য। জেলা পাবনার অধীন পোতাজিয়া গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত

দাশরথি কুণ্ডু পেন্‌সন প্রাপ্ত পুলিস-সবইন্‌স্পেক্টর মহাশয় গত মাঘ মাসে তাঁহার বাড়ী হইতে একমাইল দক্ষিণ রাউতারার খেওয়া ঘাটের নিকট একটি বট এবং একটী পাকুর বৃক্ষ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। তদুপলক্ষে গ্রামের ব্রাহ্মণ কায়স্থ স্বজাতি এবং অন্যান্য বহুলোককে পরিতোষ পূর্ব্বক ভোজন করাইয়াছেন। চৈত্র বৈশাখ আদি গ্রীষ্ম প্রধান সময়ে এই বৃক্ষ দুইটীর ছায়াতে পথিকলোক বিশ্রাম করিয়া শান্তি অনুভব করিতে পারিবে। এই কার্য্যটী পথিক লোকের পক্ষে বিশেষ উপকার জনক হইয়াছে।

বি, এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। জেলা হাওড়ার অন্তর্গত বাঁ্যাটরা মধুসূদন পাল চৌধুরী হাইস্কুলের second master শ্রীযুক্ত বাবু উপেন্দ্র নাথ দে এ বৎসর B. A. শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। শুনিতে পাইতেছি তিনি হাওড়া কোর্টে উকালতি করিবেন।

২। মালদহ জেলার অন্তর্গত সাহাপুর গ্রামে একটি পাত্র আছে, পাত্রের বয়স ১৯।২০ বৎসর। দেখিতে সুশ্রী ও জমিদার সন্তান। আট দশ হাজার টাকার আয়ের সম্পত্তি আছে। পাত্রী বয়স্থা ও সুন্দরী হওয়া চাই।

৩। হাওড়া জেলার অন্তর্গত দক্ষিণ বাঁ্যাটরা গ্রামে একটি পাত্র আছে পাত্রের বয়স ১৯।২০ বৎসর ইণ্টার মিডিয়েট পরীক্ষায় ১ম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া মেডিকেল কলেজের প্রেলিমিনারী সায়েণ্টিফিক এম, বি পরীক্ষার প্রথম স্থান অধিকার করিয়া মাসিক ৮৲ টাকা বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়াছে। পাত্রী হাওড়া কিম্বা হুগলী জেলার পাঁচ পরগণা কিম্বা ৭২ পরগনাস্থ তিলি সম্প্রদায়ের অন্তর্গত কোন ধনবানের সুন্দরী কন্যা হওয়া চাই।

৪। জেলা হাওড়ার অন্তর্গত সাঁতরাগাছি গ্রামে একটী পাত্র আছে পাত্র বি, এ পড়িতেছে। বয়স ১৯ বৎসর। পাত্রী হাওড়া কিম্বা হুগলী জেলার পাঁচপরগণা কিম্বা ৭২ পরগণাস্থ তিলি সম্প্রদায়ের অন্তর্গত কোন ধনবানের সুন্দরী কন্যা হওয়া চাই।

৫। জেলা মুরশিদাবাদ পোষ্ট জাজি গ্রামের অধীন বংশ বাটী গ্রামে একটী পাত্র আছে পাত্র শ্যামবর্ণ হৈমন্তিক ধান্যের ৩২/০ বিঘা, রবি ফসলের ১০/০ বিঘা জমি আছে পাত্র Matriculation class এ পড়িতেছে, উচ্চ বংশ সম্ভূত।

৬। মেদিনীপুরে একটী পাত্র আছে, পাত্র একাদশ তিলি বয়স ২৫ বৎসর। ৩৫৲ টাকা বেতনে গবর্ণমেণ্ট অফিসে কাজ করেন বৃদ্ধা মাতা ভিন্ন সংসারে কেহই নাই।

গ্রাহকগণের বিশেষ দ্রষ্টব্য।

১। যে সকল তিলি-সন্তান ১৩২০ সালে ম্যাটরিকিউলেসন্, ইণ্টারমিডিয়েট, বি, এ; বি, এস, সি; এম, এ; এম, এস, সি, ওকালতি, ডাক্তারি, মোক্তারী, ওভারসিয়ারী, ইঞ্জিনিয়ারিং, মাইনর, ছাত্রবৃত্তি, কিম্বা অন্য যে কোনও পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবেন। তিনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাঁহার নাম, পিতার নাম ও ঠিকানা এবং কোন পরীক্ষায় কোন বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছেন তাহা লিখিয়া পাঠাইলে স্বজাতি মহোদয়গণকে স্বজাতির পরীক্ষার ফল জ্ঞাপনার্থ আমরা তাহা প্রকাশিত করিব।

২। আমাদের গ্রাহক কিম্বা তাঁহাদের আত্মীয়গণের মধ্যে প্রকাশযোগ্য কোন কার্য্য করিলে কিম্বা হইলে, যদি গ্রাহক মহোদয়গণ অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাহার আনুপূর্ব্বিক ঘটনা লিখিয়া আমাদিগকে জ্ঞাত করান তাহা হইলে বিশেষ বাধিত হইব।

৩। তিলিজাতির মধ্যে বিবাহোপযুক্ত পাত্র কিম্বা পাত্রী থাকিলে পাত্র-পাত্রীর অভিভাবকগণ পরিচয়োপযোগী নাম, ধাম, গোত্র, বয়স, পটী, কোন সম্প্রদায়ে বিবাহ দিতে ইচ্ছুক, কিরূপ পাত্র বা পাত্রীর প্রয়োজন ইত্যাদি বিষয় লিখিয়া নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইলে আমরা বিবাহের জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করিয়া থাকি বলা বাহুল্য যে বঙ্গদেশীয় সকল তিলি সম্প্রদায়ের বিবাহের জন্য আমরা সচেষ্ট রহিলাম।

৪। বর্ত্তমান ১৩২০ সাল হইতে চৈত্র মাস ব্যতীত অন্য কোন মাসের পত্রিকায় প্রাপ্তি-স্বীকার করা যাইবে না, চৈত্র মাসের পত্রিকায় প্রাপ্তি স্বীকার ও এককালীন দানের তালিকা ব্যতীত আর কিছু থাকিবে না।

বলা বাহুল্য যে সকল গ্রাহকগণের নিকট হইতে ১৩২০ সালের চাঁদা ১৩২০ সালের ফাল্গুন মাসের মধ্যে আদায় না হইবে প্রাপ্তি-স্বীকারে তাহাদিগের নাম উল্লেখ থাকিবে না। গ্রাহকগণ আশ্বিন মাসের মধ্যে তিলি-বান্ধবের বার্ষিক মূল্য ১৲ মনি অর্ডারযোগে না পাঠাইলে আমরা ভিঃ পিঃ দ্বারায় ব্যয় ৴০ মোট ১৴০ গ্রহণ করিব।

তিলি বান্ধব কার্য্যালয়,
মদনতলা বাজার, হাওড়া।

কার্য্যাধ্যক্ষ
শ্রীবাহিরদাস পাল।

তিলিবান্ধব Regtd No. C. 548.

Printed and published by Bahir Das Pal at the Bejoy Press No. 214 Khooroot Road, Howrah. and from Tili Bandhab Karjalaya 1 Banra Road, Kadamtala Bazar, Howrah.

Reg. No. C 548.

পঞ্চম বর্ষ] কার্ত্তিক ১৩২০ সাল। [৭ম সংখ্যা

তিলি-বান্ধব।

মাসিক পত্র।

সূচীপত্র।

তিলি-বান্ধবের অগ্রিম বার্ষিক মূল্য সহরে ও মফস্বলে ১৲এক টাকা মাত্র।

তিলি-বান্ধবের নিয়মাবলী।

১। তিলি-বান্ধবের অগ্রিম বার্ষিক মূল্য সহরে ও মফঃস্বলে ডাক মাশুল সহ এক টাকা, প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ৵০ দুই আনা।

২। তিলি-বান্ধবের বিজ্ঞাপন প্রকাশের হার প্রতি মাসে প্রতি পংক্তি ৵০ দুই আনা। অধিক দিনের জন্য ও বড় বড় বিজ্ঞাপনের হার স্বতন্ত্র, পত্র লিখিলে জানিতে পারিবেন।

৩। নির্দ্ধারিত মূল্য ব্যতীত যদি কেহ কৃপাপরবশ হইয়া এই পত্রিকার উন্নতিকল্পে এককালীন (অথবা অন্নপ্রাসন, বিবাহ, শ্রাদ্ধ, দেবদেবীর পূজা পুষ্করিণী, ও বৃক্ষ প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি সমারোহ ব্যাপারে যিনি যাহা) কিছু দান করেন তাহাও সাদরে গৃহীত হইবে।

৪। বৈশাখ মাসে এই পত্রিকার নববর্ষ আরম্ভ এবং প্রতি মাসের সংক্রান্তির দিন তিলি-বান্ধব পত্র প্রকাশিত হয়, গ্রাহকগণ যথাসময়ে পত্রিকা পাইতে বিলম্ব হইলে, আমাদিগকে জানাইলে আমরা তাহার যথাযোগ্য প্রতি বিধান করিয়া থাকি। বৎসরের যে কোনও সময়ে গ্রাহক হউন না কেন তাঁহাকে সেই বৎসরের প্রথম সংখ্যা হইতে লইতে হইবে।

৫। তিলি জাতি সম্বন্ধীয় যে কোন;প্রবন্ধ প্রকাশযোগ্য বোধ হইলে সাদরে গৃহীত হইবে।

৬। লেখকগণের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন।

৭। কেহ কোন বিষয় জানিতে ইচ্ছা করিলে রিপ্লাই পোষ্ট কার্ড বা ১০ পয়সা ডাক টিকিট সহ পত্র লিখিবেন।

৮। টাকা কড়ি পত্র ও প্রবন্ধাদি নিম্নলিখিত ঠিকানায় কার্য্যাধ্যক্ষের নামে পাঠাইবেন।

তিলি বান্ধব কার্য্যালয়, কদমতলা বাজার, হাওড়া।

কার্য্যাধ্যক্ষ—
শ্রীবাহির দাস পাল

পুরাতন তিলি-বান্ধব। যে সকল ব্যক্তি ১৩১৬।১৩১৭।১৩১৮।১৩১৯ সালের তিলি-বান্ধব পত্রিকা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা প্রত্যেক সালের জন্য ১৲ এক টাকা পাঠাইলে তাহা পাইতে পারেন, কিন্তু ভিঃ পিঃ লইলে প্রতি সালের জন্য এক আনা হিসাবে চার্য্য অধিক করা হয়। কার্য্যাধ্যক্ষ তিলি-বান্ধব কার্য্যালয়, কদমতলাবাজার, হাওড়া।

তিলি-বান্ধব।

মাসিক পত্র।

পঞ্চম বর্ষ। } কার্ত্তিক ১৩২০ সাল। { ৭ম সংখ্যা।

স্বপ্ন।

কয়েক বৎসর ব্যাপি, ক্রন্দনের ঘোর রোল
উঠিতেছে এই বঙ্গদেশে;
জাগাইতে বঙ্গতিলি বংশধরগণে।
সংসারের ঝঞ্ঝাবাতে হয়ে নিপীড়িত,
নিদ্রাদেবী ক্রোড়ে; পর্ণকুটীর মাঝারে
শান্তিতে আছিনু আমি।
নিশাশেষে নিদ্রাদেবী তেয়াগিয়া মোরে,
চলি গেলা আপন আলয়ে।
দুর্ব্বল মানব, রাখিতে নারিনু তাঁর।
কতক্ষণ তিতিলাম অশ্রুনীরে,
যেন মাতা পুত্রে আশ্বাশিয়া,
চলি গেলা আপন কর্ম্মেতে।
আহা! জুড়াইলা শ্রবণ বিবর শুনি সে মধুর ধ্বনি।
উম্মিলী নয়ন দেখিলাম অদ্ভুত স্বপন।
পর্ণ কুটীর মাঝে যেন্ নারায়ণ,
পরিচয় হেতু; রাজ-ঋষি বেশে অবতীর্ণ।
বলিছেন কর সঞ্চালনে স্বজাতি

সন্তানগণ, উঠ বৎসগণে! এখনও
তোমা সবে নিদ্রায় মগন;
ধিক্ তোমা সবাকার! হের দেখ
উদিত গগণে রক্তিম বরণ সূর্য্যদেব।
সবাই উৎসুক এবে, লভিবারে
উচ্চ অধিকার এই বঙ্গভূমে।
শুন কর্ণপাতি পূর্ণ কোলাহল এবে,
এই বঙ্গমাঝে, জাতীয় উন্নতি হেতু।
এ হেন সময়ে উচিত হয় কি কভু
স্পন্দহীন থাকা? আর্য্যরক্তে
জনম মোদের, একই পিতার পুত্রমোরা।
নহি মোরা হীন সবে ভুবন মণ্ডলে।
উচ্চ নীচ নহে কভু বিধির বিধান।
কর্ম্মক্ষেত্রে, রাজ ও ভিখারীবেশ
রঙ্গমঞ্চে অভিনয় মাত্র; নাহি কোন পার্থক্যতা।
কর্ম্মসূত্রে নীচ উচ্চ, উচ্চ হয় নীচ এ জগতে।
বৎসগণ! বিস্মৃতির অগাধ সলিলে
দাও বিসর্জ্জন; দ্বেষ, হিংসা, অভিমান,
আদি যত রিপুগণে।
ভ্রাতৃভাবে হও সবে বদ্ধ করিকর,
বিদ্যাবলে করি উপার্জ্জন জ্ঞানরাশি;
করহ সবে সমাজ গঠন।
বিদ্যাবলে নরগণ সবার প্রধান, বিদ্যাহীন নরে,
নাহি কোন বিভিন্নতা অন্যজীব সনে।
দেখ কত নর এই বিশ্বমাঝে, লভিয়ে উচ্চ অধিকার
শুভঙ্করী বিদ্যাবলে।
মহাত্মন্ কৃষ্ণদাস পাল, দিতেছে প্রমাণ তার
সোণার ভারতে।
দিলা উপদেশ নারায়ণ এইরূপ মোরে
অমনি আমি করিত্যাগ শয্যা সুখ,

উঠি সসম্ভ্রমে প্রণাম করিনু দেবে।
আশীষিয়া মোরে নারায়ণ, উঠিলেন
রথোপরি। চলি গেলা রথ নিজপুরে।

শ্রীঈশান চন্দ্র পাল।

মহারাণী স্বর্ণময়ীর অসাধারণ দানশীলতা।

(সাহিত্য মুকুল হইতে উদ্ধৃত।)

সন ১২৩৬ সালের অগ্রহায়ণ মাসে বর্দ্ধমান জেলার অন্তঃপাতী একটি দরিদ্রের কুটিরে একটি কন্যা জন্মে। পিতা মাতা সেই কন্যার নাম "সারদা সুন্দরী" রাখেন। কাসিমবাজারের রাজা কৃষ্ণনাথ, সন ১২৪৫ সালে সেই কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। বিবাহের পর রাজা সহধর্ম্মিনীর নাম "স্বর্ণময়ী" রাখিলেন। ইনি কালে "মহারাণী স্বর্ণময়ী ও দীন জননী" নামে বিখ্যাত হন।

স্বর্ণময়ীর স্বামী রাজা কৃষ্ণনাথ কোনও এক ফৌজদারী মোকর্দ্দমায় অবমানিত হইবার ভয়ে আত্মহত্যা করেন। তখন স্বর্ণময়ীর বয়স ষোল বৎসর মাত্র। এই অল্প বয়সে লক্ষ্মী ও সরস্বতী নাম্নী দুইটী কন্যা লইয়া রাণী স্বর্ণময়ী বিধবা হইলেন। অনতিবিলম্বেই স্বামী পরিত্যক্ত সমস্ত বিষয় সম্পত্তি, শত্রুদিগের চক্রান্তে হস্তান্তরিত হইবার উপক্রম হইয়া উঠিল। রাণীস্বর্ণময়ী একেবারে অকূল সাগরে পড়িলেন। রাজরাণীর পথের কাঙ্গালিনী হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা ঘটিল। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সহিত মোকর্দ্দমা করিয়া সম্পত্তি রক্ষা করা অতি দুরূহ ব্যাপার। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে হরচন্দ্র লাহিড়ী নামক এক বিচক্ষণ উকীল রাণীর পক্ষাবলম্বন করাতে তাঁহারই সাহায্যে, সুপ্রীম কোর্টের বিচারে জয়লাভ করিয়া, রাণী স্বর্ণময়ী স্বামীর বিষয়ের উত্তরাধিকারিণী হইলেন। এই সময় হইতে হরচন্দ্র লাহিড়ী রাণীর সমুদয় বিষয়ের তত্ত্বাবধান করিতে লাগিলেন। হরচন্দ্রের মৃত্যুর পর রাজীবলোচন রায় নামক একজন বিজ্ঞ, বহুদর্শী সুচতুর, কার্য্যকুশল ব্যক্তি রাণীর সর্ব্বাধ্যক্ষ-পদে আসীন হন। [illegible] উপযুক্ত পাত্রেই মন্ত্রিত্বভার

প্রদত্ত হইয়াছিল। রাজীব বাবুর অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা, বিচক্ষণতা ও সুমন্ত্রণায় অল্প দিনের মধ্যেই রাজকোষ বহুধনে পূর্ণ হইল এবং রাজবাটীর সকল বিভাগে সুশৃঙ্খলা সংস্থাপিত হইল।

আশৈশব স্বর্ণময়ীর হৃদয় দয়া ও মাধুর্য্যগুণের আধার ছিল। স্বভাব কোমল ও পরদুঃখ কাতর স্বর্ণময়ীর হৃদয় যেমন পরদুঃখ কাহিনী শ্রবণে বিগলিত হইত, রাজীব বাবু তদ্রূপ সহৃদয় ও গুণগ্রাহী ছিলেন। রাজীব বাবু লোকহিতকর যাবতীয় কার্য্যে রাণীকে উৎসাহিত করিয়া, দয়াময়ীর দয়ার উৎস উৎসারিত করিয়াছিলেন। রাণী দান-ধর্ম্মে মুক্তহস্ত হইলেন, তাঁহার অবারিত দ্বারে সাহায্য প্রার্থী হইয়া, সকলেই সফল মনোরথ হইতে লাগিল। অল্পদিনের মধ্যেই স্বর্ণময়ীর যশঃসৌরভ দেশ দেশান্তরে বিস্তৃত হইয়া পড়িল। কি স্বদেশে, কি বিদেশ দুর্ভিক্ষ পীড়িত দেশ মাত্রেই তাঁহার সাহায্যে অন্নকষ্ট হইতে রক্ষা পাইয়াছে। তিনি সর্ব্বত্র বিদ্যাশিক্ষার প্রচার ও রোগীদিগের রোগ নিবারণার্থ বহু ধন বিতরণ করিয়াছেন। দানাদি কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া, গবরমেণ্ট ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে "মহারাণী" উপাধি প্রদান করেন। তাহার পর ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্য মহারাণী যে প্রচুর ধনদান করেন, তাহাতে গভর্ণমেণ্ট অধিকতর সন্তুষ্ট ও প্রীত হইয়া ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে মহারাণীর উত্তরাধিকারীগণকে "মহারাজা" উপাধি ভূষণে ভূষিত করিতে অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। উত্তরোত্তর তাঁহার দানশীলতার বৃদ্ধি দর্শনে গবর্ণমেণ্ট অপরিসীম প্রীতিলাভ করিয়া ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে মহারাণীকে "ভারত মুকুট" এই উচ্চতম উপাধিদানে সম্মানিত করেন। এরূপ উচ্চ সম্মান বঙ্গমহিলার ভাগ্যে এই প্রথম। ভারত মুকুট মহারাণীর দান শুদ্ধ ভারতবর্ষে সীমাবদ্ধ ছিল না; সুদূর সমুদ্র পার পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। নিরন্তর ক্ষুধাতুরকে অন্নদান, পিপাসার্ত্তকে জলদান, গ্রন্থকর্ত্তাকে উৎসাহে দান, পিতৃদায়, মাতৃদায় ও কন্যাদায়গ্রস্তগণের দায় উদ্ধার, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের প্রতিপালন, অনাথা বিধবাদিগের ভরণপোষণ প্রভৃতি সর্ব্ববিধ সৎকার্য্যে তিনি পঞ্চাশদ্বর্ষকাল ব্যাপৃত ছিলেন। পরিশেষে বহরমপুর নিবাসীদিগকে বিশুদ্ধ পানীয় জল প্রদানের জন্য জলের কল স্থাপনার্থে সার্দ্ধ দুই লক্ষ মুদ্রা দান করিয়া গিয়াছেন। ভূতলে ঈদৃশী সর্ব্বগুণ সম্পন্না রমণী অতি দুর্লভ। সন ১৩০৪ সালের ১০ই ভাদ্র বুধবার মধ্যাহ্নকালে সপ্ততি বর্ষ বয়সে এই দীন জননী সংসারের মায়া পরিহার করিয়া দীনহীন

অনাথদিগকে শোক-সাগরে ভাসাইয়া, অমরধামে গমন করিয়াছেন।

এহেন দানশীলা পরদুঃখ কাতরা ভারত মুকুট মহারাণী স্বর্ণময়ী যেদেশে জন্মগহণ করিয়াছেন সেই দেশ পবিত্র, তিনি যে জাতিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন সেই জাতি ধন্য ; আমরা তাঁহার স্বজাতি সুতরাং আমরাও ধন্য।

মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী এক্ষণে রাণী স্বর্ণময়ীর স্থান অধিকার করিয়া তাঁহারই প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করিয়াছেন এবং সাধারণের হিতকর কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন।

শ্রীসূর্য্যকুমার অধিকারী বি, এ।

তিলি ও তৈলকার।

অনেক দিন হইল প্রকাশ্য সংবাদপত্রে তিলি ও তেলী জাতি লইয়া ক্রমশঃ আন্দোলন চলিতেছে, কিন্তু এযাবৎ ঐ বিষয়ের কোনও সুমীমাংসায়, কেহ অগ্রণী না হওয়ায়, অদ্য আমি ঐ বিষয়ের কতিপয় শাস্ত্রীয় প্রমাণ প্রদর্শন জন্য এই প্রবন্ধের অবতারনা করিতে অগ্রসর হইলাম।

তিলি জাতি আধুনিক নহে, এবং এক তিলি জাতি হইতে কলু ও তিলি দুই জাতির সৃষ্টি হইয়াছে, এইরূপ কল্পনা যাঁহারা করেন, তাঁহাদিগের অর্ব্বাচীনতা বা অজ্ঞতা ভিন্ন আর কি বলিব, তিলি জাতি তৈলকার নহে। আমরা ধর্ম্মশাস্ত্রের আলোচনায় যাহা দেখিতে পাই, তাহাতে তৈলিক ও তৈলকার এই দুইটী শব্দ এক পর্য্যায়ভুক্ত ও একার্থ বাচক নহে, তৈলিক হইতে তিলি ও তৈলকার হইতে তেলি শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। কলু এই তৈলকারের অর্থ বোধক বা জ্ঞাপক অপভ্রংশ শব্দ মাত্র, এই কলু শব্দ হইতেই খুলু শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। অথবা যদি তিলি, তেলি ও কলু এই তিনটী শব্দকে পৃথক ভাবে গ্রহণ করা হয় তবে স্পষ্টতঃই এই তিনটী শব্দের আকৃতি গত পার্থক্য অনুসারে জাতিগত পার্থক্যও পাওয়া যায়। তৈলিক, হইতে তিলি, তেলি ও কলু এই তিন শব্দের উৎপত্তি হয় নাই, ইহা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি। বঙ্গদেশের অন্য কোনও প্রদেশে খুলু আছে কি না জানি না। উত্তর বঙ্গে মুসলমান জাতীয় তৈলকার যাহারা আছে,

তাহাদিগকে খুলু বলে, এই খুলু হইতেই কলু, অথবা কলু হইতেই খুলু শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে কি না, তাহা বিচার করিয়া দেখিবার প্রয়োজন বোধ হইলে কোনও ঐতিহাসিক এ বিষয়ের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইবেন।

তিলি জাতি বহুদিন হইতেই, আচরনীয় সৎশূদ্র জাতীয় বলিয়া অভিহিত হইয়া আসিতেছেন। ইহা আধুনিক কোনও জাতি বিশেষের স্বকপোল কল্পিত জাতি নহে। সৎশূদ্রের যে সমুদায় লক্ষণ শাস্ত্রে দেখিতে পাই, তিলি জাতীয়গণ সেই লক্ষণের অন্তর্ভুক্ত। বর্ণশঙ্কর ষট্‌ত্রিংশৎ জাতি শূদ্র নামে বিখ্যাত, ইহা বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে দেখা যায়। "ষট্‌ ত্রিংশাৎ জায়তঃ শূদ্রা বৃয়ং ভূতাস্ত শঙ্করাঃ" এই জাতি সমূহের মধ্যে বিংশতি জাতি উত্তম, বারটী জাতি মধ্যম এবং আটটী জাতি অধম। উত্তম জাতীয়গণের কার্য্যাদিও শাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে। এই চল্লিশটী জাতির মধ্যে প্রথম কুড়িটী জাতি উত্তম, ইহাঁদের শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণগণই পৌরহিত্য করিবেন, ইহাও শাস্ত্রের অনুশাসন। এতভিন্ন আরও বহু শঙ্কর জাতি শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়। যাহারা এই সমস্ত শাস্ত্রীয় প্রমাণের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া নিজে ছিদ্র ঢাকিয়া, অন্যের ছিদ্রান্বেষণে নিযুক্ত হয়, তাহারা যে কিরূপ অধম প্রকৃতির লোক তাহা সুধী পাঠকগণই বিবেচনা করিবেন।

এযাবৎ এই তিলি জাতি লইয়া প্রকাশ্য সংবাদপত্রে, যে আন্দোলন চলিতেছে তাহাতে তিলি জাতীয় বহু সম্ভ্রান্ত, গণ্যমান্য ও ধনবান মহাত্মাগণকে, নির্ব্বাক থাকিতে দেখিয়া দুঃখিত হইয়াই আজ আমার ন্যায় একজন ক্ষুদ্রমতিকেও এ বিষয়ে লেখনী ধারণ করিতে হইত। যাহারা আবহমান কাল শূদ্র সংজ্ঞায় পরিগণিত তাহারাও আজ তিলি জাতিকে তেলি, কলু প্রভৃতি সমস্যায় বিভূষিত করিতে উদ্যত হইয়াছেন দেখিয়া বড়ই দুঃখিত হইলাম। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসুজ মহাশয় চিরপ্রসিদ্ধ তৈলিক (তিলি) জাতিকে তৈলকার, কলু, তেলি প্রভৃতি শব্দের নির্দ্দিষ্ট অর্থে নীচ, অস্পৃশ্য অনাচরণীয় জাতিমধ্যে অন্তর্ভুক্ত করিতে প্রয়াস পাইয়া কায়স্থসমাজে পূজা পাইতে পারেন। কিন্তু সমগ্র হিন্দু-সমাজের পূজাগ্রহণে সমর্থ হইবেন না ইহা নিশ্চিত জানিবেন। আমরা শূদ্রজাতি চিরকালই শূদ্র থাকিব। আমরা শাস্ত্রীয় মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিয়া কখনও ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য হইতে যাইব না। আমরা "যেনাস্য পিতরো যাতা যেন যাতাঃ পিতামহাঃ। তেন যায়াৎ সতাং মার্গং তেন গচ্ছন্ ন দুষ্যতি।" এই শাস্ত্রীয় মহামূল্য বচনের মর্য্যাদা

লঙ্ঘন করিয়া অধর্ম্মোপার্জ্জনে পরাঙ্মুখ বলিয়াই কি বঙ্গজ মহাশয় আমাদিগকে নিকৃষ্ট জাতির অন্তর্ভুক্ত করিতে চাহেন ?

এই প্রবন্ধে আমার আরও একটু বক্তব্য এই যে, বর্ত্তমানে তিলি জাতীয়গণের মধ্যে অনেক শিক্ষিত ধনবান ব্যক্তি আছেন, বর্ত্তমানে কাশীমবাজারের মহারাজ শ্রীল শ্রীযুক্ত মণীন্দ্র চন্দ্র নন্দী বাহাদুর এই তিলি জাতির মধ্যে "একশ্চন্দ্রস্তমোহন্তি" বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এতদ্ভিন্ন ভাগ্যকুলের রাজা শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ রায় বাহাদুর প্রভৃতি অনেক মহাত্মাই ধনেমানে, শিক্ষা-সদাচারে, হিন্দুগণের মধ্যে কোনও অংশে অনুন্নত নহেন। তাঁহারা যে প্রকাশ্য সংবাদপত্রে নিজ জাতি প্রতি এই অশাস্ত্রীয় কাল্পনিক লিখিত বিষয় গুলির প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপে উদাসীন ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়। কাশীমবাজারের মহারাজ বাহাদুরের সভা পণ্ডিত মহাশয়, সুধী সমাজে প্রাচীন স্মার্ত্ত বলিয়া বিখ্যাত, তিনি কায়স্থের উপনয়নের অগ্রণী হইয়া অশাস্ত্রীয় বিষয়ের বিচার করিতে রংপুর পর্য্যন্ত আগমন করিয়া কায়স্থদের মনস্তুষ্টি করিয়াছেন, কিন্তু তিনি যাঁহার অন্নে প্রতিপালিত, তাঁহার জাতির প্রতি যে বিজাতীয় ভাবে আক্রমণ হইতেছে, তাহা জানিলে বোধ হয় তিনি কখনও নির্ব্বাক্ থাকিতেন না। আশা করি কাশীমবাজারের মাননীয় মহারাজ বাহাদুর, তাঁহার সভাপণ্ডিত মহাশয়কে এই জাতীয় সমস্যার মীমাংসা কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া তিলিজাতির সম্মান ও গৌরব রক্ষায় যত্নবান্ হইবেন।

যাহা হউক আমি রায়কালী শ্রীশ্রীগোপীনাথ চতুষ্পাঠীর সুযোগ্য অধ্যাপক পরমার্চ্চনীয় শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র বিদ্যানিধি মহাশয়ের শ্রীচরণতলে উপবেশন করিয়া আমাদের জাতি সম্বন্ধে যে উপদেশ লাভ করিয়াছি, আজ আমার স্বজাতিগণের অবগতির জন্য তাহা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সন্নিবেশিত করিলাম। প্রয়োজন হইলে বারান্তরে এতৎসম্বন্ধে আরও শাস্ত্রীয় প্রমাণ পূজ্যপাদ অধ্যাপক মহাশয়ের নিকট হইতে সংগ্রহ করিতে পারিব বলিয়া আশা করি।

বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে তৈলিক জাতিকে সৎশূদ্র সংজ্ঞায় অভিহিত করিয়াছেন।

বৈশ্যাত্তু শূদ্র কন্যায়াং জাতৌ তাম্বুলি তৈলিকৌ ॥

বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণোত্তর খণ্ড ১৩শঃ অধ্যায়।

মনুসংহিতায় "বিবাহেষং বিধিঃ স্মৃতঃ" এই বচনের প্রতি দৃষ্টি করিলেই এই উক্তির যথার্থ্য উপলব্ধি হইবে। "উত্তমাঃ শঙ্করা এতে" ইহা দ্বারা

তিলি জাতি যে উৎকৃষ্ট জাতি, তাহা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইতেছে। অপর "চতুর্ভূর্য্য এর বর্ণেভ্যো জায়ন্তেতে কিলোত্তমা" এই প্রমাণ সত্ত্বেও তিলি জাতিকে তৈলকার নামে ব্যাখ্যাত করায় কি, লেখকের তিলি বিদ্বেষ প্রমাণিত হইতেছে না?

জাতিনির্ণায়ক লেখক মহাশয়ের শাস্ত্র দৃষ্টি থাকিলে বোধ হয়, অসংবক্তবাক্ হইতেন না।

ব্রাহ্মণে ভক্তি মত্যন্ত দেবতারাধনে মতিঃ।
অমাৎ সর্য্যং সুশীলত্ব মেতৎ সচ্ছূদ্রলক্ষণং॥

বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণোত্তরখণ্ডে ১৪শ অদ্ধায়ঃ।

তিলি জাতির দেবদ্বিজ ভক্তি সুশীলতা ও অমাৎসর্য্যগুণ আছে কি না? তাহার প্রমাণ কাশীমবাজারের মহারাজ বাহাদুর ও ভাগ্যকুলের কুণ্ডু জমীদারগণের আচার ব্যবহার দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন। এই জাতি নিরীহ সচ্চরিত্র ও ধর্ম্মভীরু বলিয়াই এই সমাজ বিপ্লবের হুজুগে মত্ত না হওয়ায় আজ জাতি বিশেষের চক্ষুঃশূল হইয়াছে কিনা তাহা বুঝিতে পারি না। তিলি জাতি গণ্য বৈশ্যবৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে। এই বৃত্তি ও তাহাদের শাস্ত্র কথিত বৃত্তি—

তৈলিকেস্থ করোদাজ্ঞাং গুবাক বিক্রয়ে খলু॥"

বৃহধর্ম্মপুরাণ ১৪শঃ অঃ।

বর্ত্তমান সময়ে ব্রাহ্মণ জাতির মধ্যে ব্রাহ্মণত্ব বিবর্জ্জিত কতিপয় ব্রাহ্মণকে ধনলোভে শাস্ত্র বিগর্হিত কার্য্য করিতে দেখা যায় বলিয়া, পুরাকালেও যে ব্রাহ্মণ জাতি এরূপ লোভী ছিলেন তাহা যেন কেহ মনে না করেন। অধিক দিনের কথা নয় পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বেও যেরূপ নির্লোভ, ধার্ম্মিক ও তেজস্বী ধীশক্তি সম্পন্ন বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ, রঘুনাথ শিরোমণিকে বঙ্গের কৌস্তভমণি স্বরূপে প্রাপ্ত হইয়া বঙ্গবাসী ধন্য হইয়াছিল, আজও তাঁহার ন্যায় তেজস্বী ব্রহ্মাণ, ব্রাহ্মণ সমাজ হইতে একেবারে অন্তর্হিত হয়েন নাই। যদি তিলি জাতি কলু বা তৈলকার জাতি হইত তবে তাহারা শাস্ত্রজ্ঞ, সুধী, তেজস্বী, ব্রাহ্মণগণের চরণ রেণু লাভে নিশ্চিতই বঞ্চিত থাকিত। তাহারা এই জাতির পৌরহিত্যে ও দান গ্রহণে নিশ্চিতই পরাঙ্মুখ হইতেন। শ্রোত্রিয়, জন্মনা ব্রাহ্মণোজ্ঞেয়ঃ সংস্কারৈর্দ্বিজ উচ্যতে। বিদ্যায়া যাতি বিপ্রত্বং, ত্রিভিঃ শ্রোত্রিয় লক্ষণম্॥

ব্রাহ্মণগণ আবহমানকাল হইতে এই জাতির পৌরহিত্য অর্থাৎ আচার্য্য গুরুরকার্য্য করিয়া আসিতেছেন।

উত্তমানাং হি জাতীনাং পুরোধাঃ শ্রোত্রিয়া বয়ং।
অন্যেষাঞ্চৈব জাতীনাং পুরোধাঃ পতিত দ্বিজঃ॥
তজ্জাতি তুল্যতাং যায়াদন্যথা করণাদ্ দ্বিজ ! ॥ ৭০ ॥

বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ ১৪শ অঃ।

এই শাস্ত্রীয় প্রমাণ বলেই তিলি জাতি শ্রোত্রিয়, অর্থাৎ বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ গণকে পুরোহিত স্বরূপে প্রাপ্ত হইতে কৃতার্থ হইয়াছিলেন ও হইতেছেন। যাহা হউক, অদ্য কলু তৈলকার, অথবা তিলি জাতি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বলিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

তৈলকার জাতি সম্বন্ধে বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণে লিখিত হইয়াছে বৈশ্যায়াং গোপতো জাতা বাভীর তৈলকারকৌ। বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণোত্তর খণ্ড ১৩শ অঃ। এই জাতি বিলোম জাত, অতএব অনাচরনীয়, মনুসংহিতায় এ বিষয়ের বিশেষ ব্যবস্থা পর্য্যালোচনীয়, পরন্তু ব্রহ্মবৈবর্ত্তে ও এই তৈলকার জাতির উৎপত্তির বিবরণ লিখিত হইয়াছে।

কুম্ভকারস্য বীর্য্যেন সদ্যঃ কোটক যোষিতি।
বভুব তৈলকাশ্চ কুটিলঃ পতিত ভুবি॥

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত ব্রহ্ম খণ্ড ১০ম অঃ।

এইক্ষণ সুধী পাঠক তিলি ও তেলি জাতির উৎপত্তি বিবরণ হৃদয়ঙ্গম করিয়া দেখিবেন। তিলি ও তেলি এক জাতি কি না ?

বারান্তরে, এই সমুদায় বিষয়ে বিশদ সমালোচনার চেষ্টা করিব।

রায় কালী চতুষ্পাঠীর সুযোগ্য অধ্যাপক মহাশয়, নিরপেক্ষভাবে যেরূপ শাস্ত্রালোচনায়, দক্ষতা প্রকাশে সমর্থ, আশাকরি আমি তাঁহার শ্রীচরনুগ্রহে, আমাদের এই জাতীয় সমস্যার বিশদ সমালোচায় সফল মনোরথ হইব। তাঁহার সহায়তা ভিন্ন আমি এই সমুদায় শাস্ত্রীয় প্রমাণ সংগ্রহে কখনও সক্ষম হইতাম না। পূজ্যপাদ পরমারাধ্য পণ্ডিত প্রবর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিপিন চন্দ্র বিদ্যানিধি মহাশয়ের শ্রীচরণে তিলি জাতি, এই মহোপকারের জন্য চির কৃতজ্ঞ থাকিবে।

শ্রীগোকুল চন্দ্র কুণ্ডু, রায়কালী, বগুড়া।

তিলি জাতির উন্নতি।

তিলি জাতির উন্নতি এই কথা মুখে বলিলে কিংবা সভাতে বক্তৃতা করিলে চলিবেনা তবে যে উপায় দ্বারা জাতীয় উন্নতি সংসাধিত হইতে পারে তদ্বিষয়ে যথোচিত চেষ্ট করা সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য' নিম্নলিখিত উপায়গুলি আমি ভাল বলিয়া বিবেচনা করি এবং তদ্বিষয়ে কিছু আলোচনা করিতে ইচ্ছা করি।

১। পরস্পর উভয় সমাজ বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া, জাতীয় একতা রক্ষা করা, অর্থাৎ একাদশ, দ্বাদশ কিংবা সহরস্থ পল্লীগ্রামস্থ তিলি জাতিগণ শ্রেণীভেদ বিচার না করিয়া উভয় দলের পুষ্টি সাধন করা।

২। বিদ্যা শিক্ষা দ্বারা আমাদের মূল উপায় ব্যবসা বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করা।

৩। এবং তিলি জাতি কোথায় কি ভাবে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছেন তাহার উপায় নির্দ্ধারণ করা একান্ত কর্ত্তব্য।

১ম উপায়ের আলোচনা—

প্রতি বর্ষের পৌষ মাহাতে কলিকাতার তিলি জাতি সম্মিলনীর বার্ষিক অধিবেসন হয়, কিন্তু তাহাতে ফল কি হয় বুঝিতে পারি নাই। প্রতি বৎসরেই আমি উক্ত সম্মিলনীতে উপস্থিত ছিলাম কিন্তু প্রথম বৎসর যে রূপ সমারোহে তিলি জাতি সম্মিলনীর বার্ষিক অধিবেসন হইয়ছিল অন্যান্য বৎসর তদপেক্ষা অনেক কম তিলি জাতি উক্ত সম্মিলনীতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাহার কারণ আর কিছুই নহে অনেক পল্লীগ্রামস্থ তিলি জাতি মহোদয়গণ সহরস্থ তিলি জাতি মহোদয়গণের সহিত কথা বার্ত্তা কহিতেই সাহস করেন না বা বলিতে চাহিলেও তাঁহারা বলিতে অনুমতি পান না। পল্লী গ্রামস্থ তিলি জাতিগণ বিবাহ দ্বারা উভয় সমাজের একতা চাহেন কিন্তু সভাতে যাইয়া তাহারা কোন রূপ উপায় না দেখিয়া ক্ষুন্নমনে নিজ নিজ বাসা বাটীতে প্রস্থান করেন। এক সময়ে উভয় সম্প্রদায়ই এক ছিল, কাল ক্রমে কেহ নির্ধন, কেহ ধনবান, কেহ বিদ্বান, কেহ মূর্খ হইয়া পড়িতেছে; এক্ষণে সহরস্থ তিলি জাতি মহোদয়গণ কি ধনে কি বিদ্যায় পল্লী গ্রামস্থ তিলি জাতিগণ অপেক্ষা সমধিক উন্নত, তাঁহারা একবারও পল্লী গ্রামস্থ তিলি জাতি

গণের ব্যবহার পর্য্যালোচনা করিয়া দেখেন না যে তাহারা কি দুর্দ্দশায় নিপতিত, পল্লী গ্রামে পণ বাহুল্যে (কণ্যাপণ) অনেক নির্দ্ধন পাত্র বিবাহ করিতে পারিতেছে না, প্রত্যেক বিবাহে ৭০০, ৮০০ টাকা খরচ করিয়া বিবাহ হওয়া সকলের সম্ভবপর হইয়া উঠে না, এই রূপে যে পল্লী গ্রাম সমূহ কিরূপ ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইতেছে তাহা বলা আমার পক্ষে দুরূহ, এক এক গ্রামে হয়ত ৩।৪ জন করিয়া আয়বুড় অবস্থায় কালযাপন করিয়া অকালে কালগ্রাসে পতিত হইতেছে, এই দুঃখের কি অবসান হইবে না। সমগ্র বিদ্বান, ধনবান তিলি জাতিগণ একবার এই দিকে দৃষ্টিপাত করুন জানিতে পারিবেন অদ্য আমরা কি দুঃখ সাগরে পতিত, বিশেষতঃ মেদিনীপুর জেলার অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। জেলার মধ্যে ধনবান, বিদ্বান শ্রীযুক্ত বাবু নবদ্বীপ চন্দ্র নন্দী রহিয়াছেন কিন্তু তিনি এবিষয়ে আদৌ লক্ষ্য করেন নাই, হয় তিলি জাতির কণ্যা পণ উঠাইয়া দেওয়া হউক কিংবা উভয় সমাজে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া সুখে কালাতিপাত করিবার উপায় করা হউক। আগামী বার্ষিক অধিবেশনে যাহাতে এবিষয়ের বিশেষ রূপ আলোচনা করা হয় তাহার চেষ্টা করা একান্ত কর্ত্তব্য।

২য় আলোচনা।—

এই বিষয়ের অনেক আলোচনা হইয়াছে সুতরাং দুই চারি কথা বলিয়া এ বিষয় শেষ করিতে হইবে।

প্রত্যেক তিলি জাতি অবস্থানুসারে চাঁদা দিয়া একটী তিলি জাতির যৌথ ধনাগার স্থাপন করুন। সেই চাঁদার আয় হইতে অশিক্ষিত বালক বৃন্দকে উপযুক্ত শিক্ষা দিবার উপায় করা হউক। অবশ্যই প্রত্যেক জেলার যিনি এই রূপ কার্য্যে ব্রতী হইবেন তিনিই ধন্য হইবেন।

৩য় আলোচনা—

সুমার দ্বারা প্রত্যেক তিলি জাতির অবস্থা আচার ব্যবহারের উপায় নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। সুমারের কথা মাঝে একবার শুনিয়া ছিলাম কিন্তু তাহা কেন হইল না তদ্বিষয়ে অনুসন্ধান করা একান্ত কর্ত্তব্য।

শ্রীললিত মাধব নন্দী,

চকপণা, পোঃ বাঁশদা পলাশী, মেদিনীপুর।

সার-সংগ্রহ (২)।

ধর্ম্মের জয়।

আমাদের সমাজে এখন ভাবুকতার অভাব হইয়াছে। যে ভাবুকতায় লোকে ভবিষ্যতের মহতী সিদ্ধি ধ্যান করিয়া বর্ত্তমানের ক্ষুদ্র স্বার্থ গুলি ত্যাগ করিতে পারে, সামান্য আরম্ভের মধ্যে অন্তর্নিহিত সমগ্রতা হৃদয়ঙ্গম করিয়া তাহাতেই সম্পূর্ণ জীবন উৎসর্গ করিতে উৎসাহিত হয়; যে ভাবুকতায় অনুপ্রাণনায় বিদ্যাবান্ ব্যক্তি নিজের গৌরব বৃদ্ধি ও প্রতিষ্ঠালাভ উপেক্ষা করিয়া সমাজের সকল স্তরে বিদ্যা প্রচারেই আনন্দ উপভোগ করিতে পারেন, স্বকীয় উচ্চতর শিক্ষার আকাঙ্ক্ষা খর্ব্ব করিয়া দশের জন্য শিক্ষা লাভের সুবিধা সৃষ্টি করিবার নিমিত্ত জীবন অতিবাহিত করিতে সমর্থ হন; যে ভাবুকতায় ধনবান্ স্বয়ং উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিয়া সমগ্র সমাজকে বিদ্যায়, ধনে, ধর্ম্মে উন্নীত করিবার জন্য সচেষ্ট হন, এবং ধন ভাণ্ডার উন্মুক্ত রাখিয়া জলদান, অন্নদান, ঔষধ দান ও বিদ্যা দানের ব্যবস্থা দ্বারা ঐশ্বর্য্যের সার্থকতা উপলব্ধি করিতে পারেন; যে ভাবুকতার প্রভাবে ভগবান যাহাকে যে শক্তি ও সামর্থ্যের অধিকারী করিয়া জগতে পাঠাইয়াছেন, তিনি সমাজ সেবায় এবং সকল প্রকার দারিদ্র্যমোচনে সেই শক্তির সম্পূর্ণ প্রয়োগকেই জীবনের এক মাত্র ধর্ম্ম মনে করেন;—সেইরূপ বৈরাগ্যপ্রসূতি ভাবুকতার বন্যা না আসিলে কোন দিন কোন সমাজে নূতন অবস্থার সংগঠন হয় না। যে ভাবুকতায় চিত্তের উন্মাদনা না হইয়া উৎপ্রেরণা হয়, যাহার ফলে শক্তি বিক্ষিপ্ত না হইয়া সংহত ও সংক্ষিপ্ত হয়, যাহার বশে সমাজ ও সংসারের উন্নতি বিধানের জন্য মানব স্থির সংযত ভাবে গৃহত্যাগ করিতে সমর্থ হন, আমাদের এখন সেই রূপ ভাবুকতাময় বৈরাগী ও সন্ন্যাসীর প্রয়োজন হইয়াছে।

যে হিসাবে আমরা এতদিন ভাল মন্দ বিচার করিতাম, আমরা এখন সে হিসাব ছাড়াইয়া উঠিয়াছি। আমরা উচ্চতর সোপানে পদার্পণ করিয়াছি। আমাদের দায়িত্ব বাড়িয়াছে—আমাদের কর্ম্মক্ষেত্র বড় সহজ ও সরল নয়। আমাদের আদর্শ পুরুষের হাবভাব, কাজকর্ম্ম, চিন্তা ও কথাবার্ত্তা মামুলি ধরণের হইবে না

তিনি জনসাধারণকে দেবতা জ্ঞানে পূজা করিবেন। তিনি সর্ব্বদা যে

কোন সদুপায়ে সকলকে সেবা করিবার জন্য প্রস্তুত থাকিবেন। উপযুক্ত সেবক হইবার জন্যই তাঁহার সকল শিক্ষা হইবে। তিনি হয়ত কোন এক শাস্ত্রে অনেক পাণ্ডিত্যলাভ করিয়াছেন, কিন্তু নগণ্য গ্রামের মধ্যে বাস করিয়া অনাথ, দরিদ্র ও রোগীর সেবা করিবার জন্য তাঁহার সকল উৎসাহ প্রদান করিতে তিনি কুণ্ঠিত হইবেন না। যেখানে দেশের মঙ্গল সেখানে তাঁহার নিজের প্রবৃত্তি বা সুযোগের কথা তাঁহার নিকট তুচ্ছ হইবে। সমাজের দশজনকে ভবিষ্যতে দণ্ডিত করিয়া তুলিবার জন্য তিনি নিজের সর্ব্ববিধ উন্নতির আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিবেন। ধনবান্ হইয়া জন্মিলে তাঁহার কর্ম্ম আরম্ভ হইবে—ধনের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করিয়া তাঁহাকে লোকে খুঁজিবে না—তিনি তাঁহার দান দিবার জন্য সকলকে খুঁজিয়া বেড়াইবেন। তিনি সকল বিষয়ে নিজকে ছোট করিবেন—পরকে বড় করিবার জন্য। অনুন্নত লোককে যাহা সম্ভব উন্নত করিয়া তুলিবার নিমিত্ত তাঁহার অধ্যবসায় প্রযুক্ত হইবে। এজন্য উপযুক্ত ক্ষেত্র ও সুযোগ সৃষ্টিই তাঁহার জীবনের ধর্ম্ম বিবেচনা করিবেন।

তাঁহাদের আহ্বানেই সমাজ সাড়া দিবে। তাঁহাদের স্পর্শেই সাহিত্য জাগিবে, তাঁহাদের চেষ্টায়ই শিল্প ফলপ্রদ হইবে। তাঁহাদের জীবনেই ধর্ম্ম সজীবতা লাভ করিবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি পাইলেই বা ওকালতীতে পসার হইলেই বা বৈজ্ঞানিক গবেষণা দ্বারা জগতকে চমকিত করিতে পারিলেই জননায়ক হইবার যোগ্যতা জন্মিবে না। যাহার তাহার ডাকে লোকে আর উত্তর দিবে না। এখন আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ, ত্যাগের পরিচয়, সন্ন্যাসের সার্টিফিকেট না দেখাইতে পারিলে কর্ম্মক্ষেত্রে কেহ কিছু করিতে পারিবেন না। সমাজের কোন কাজে মেকী চালাইবার দিন আর নাই। (গৃহস্থ বৈশাখ)।

লোক-শিক্ষা। (Hindusthan Review).

ব্যক্তি লইয়াই সমষ্টি। একটি একটি করিয়া লোক জড় করিয়া সমাজের সৃষ্টি হয়। সমাজ গঠনের প্রত্যেক প্রাণীর সহায়তা প্রয়োজন। দেহকে সুস্থ রাখিতে হইলে প্রত্যেক অঙ্গটীর প্রতি দৃঢ় লক্ষ্য রাখিতে হয়। আঙুল এত টুকু ছাড়িয়া গেলে সারা দেহই সে বেদনার আভাস লাগে। সমাজেরও তেমনি একটী প্রাণী দুর্ব্বল, অক্ষম হইলে সমগ্র সমাজেরই ক্ষতি। বিরাট সমাজদেহটীও যে মশক দংশনে এতটুকু বিচলিত হয় নাই, এমন নহে।

সমাজকে সুস্থ রাখিতে হইলে শিক্ষার প্রয়োজন। এই শিক্ষা উচ্চ নীচ উভয় স্তরের পক্ষেই সমানভাবে প্রয়োজনীয়। সমাজের প্রত্যেক প্রাণী যদি জীবনের সার্থকতা, জীবনের মূল্য উপলব্ধি করিতে পারে, তবে ব্যক্তিগত সংযম অবলম্বন করিয়া একটী স্বাস্থ্য পরিপূর্ণ সতেজ সমাজদেহ গঠনে সক্ষম হয়। সুতরাং সমাজের নিম্নস্তরের প্রাণী যাহারা এমন সব লোককেও শিক্ষিত করা একান্ত কর্ত্তব্য।

শিক্ষায় হৃদয় বিকশিত হয়, মানবজীবনের দায়িত্ব উপলব্ধি হয়। শিক্ষার ফলেই মানব সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সাধনে সক্ষম হয়—প্রকৃত সুখের অধিকারী হয়। জীবনে বহু বিঘ্ন, বহু বাধার আঘাত সহিতে হয়। শিক্ষা সেই সকল বাধা বিঘ্ন অতিক্রমের সহজ পন্থা নির্দ্দেশ করিয়া দেয়।

শিক্ষা মানুষকে আত্মসম্মানে সচেতন করে, পরনির্ভরতার পাশ ছেদনে ইঙ্গিত করে— অলসতা যে দোষের, ইহা বুঝাইয়া তাহাকে কার্য্যক্ষম করিয়া তুলে। দেশে নিরক্ষর মূর্খের সংখ্যাই অধিক। তাহাদিগকে শিক্ষিত করিয়া না তুলিলে জীবনের মহাযজ্ঞ-সাধনে সমাজ কোথা হইতে নবশক্তি পাইবে। অথচ যে আমরা নিম্নস্তরের শিক্ষা-ব্যাপারে এখনো উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া যাই নাই, ইহা অল্প পরিতাপের বিষয় নহে।

("প্রবাসী"—বৈশাখ।)

শ্রীকৃষ্ণচরণ সরকার।

ভ্রমণ বৃত্তান্ত।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।

জগন্নাথপুর হইতেই প্রকৃতি যেন ভিন্ন ভাব ধারণ করিয়াছে বলিয়া প্রতীত হইতে লাগিল। আমাদের দেশের মত বড় বড় বট, পিপুল, আম, জাম, কাঁঠাল গাছ নয়ন গোচর হইল না। বাড়ী ঘর, পরণ পরিচ্ছদ ভিন্ন রূপ।

যথাসময়ে আমাদের গাড়ি বিউর ষ্টেশনে উপস্থিত হইল। এখানে গাড়ি ত্রিশ মিনিট অপেক্ষা করিয়াছিল, এই অবসরে মেয়েদিগকে গাড়ি

হইতে নাবাইয়া তাড়তাড়ি কিছু জলযোগ করান হইল। রাত্রি ১২টার সময়ে গাড়ি গয়াধামে পঁহুছিল, ষ্টেশনে যাত্রির খুব ভিড় দেখা গেল। আমরা গাড়ি হইতেই গদাধরের পাদ পদ্মে প্রণাম করিলাম। রাত্রিতে আমাদের নিদ্রায় কোনরূপ ব্যাঘাত হইল না। ১৯শে শ্রাবণ প্রাতঃকালে মোগল সরাই ষ্টেশনে উপস্থিত হওয়া গেল। ষ্টেশনটী অতি সুন্দর। এখান হইতে কাশীধামে রেলের এক শাখা গিয়াছে। আমাদের রিজার্ভ ক্যারেজ বড় লাইনের গাড়িতে জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল, ইহাতে আমাদিগকে কিঞ্চিৎ প্রণামি দিতে হইয়াছিল। মোগলসরাই ষ্টেশন হইতে রেলওয়ে লাইনের দুই ধারে ধান আখের ক্ষেত্র দেখা যাইতে লাগিল। আখের আবাদ বেশী বলিয়া বোধ হইয়াছিল। এদিকে বেশ বৃষ্টি হইতেছিল। সাময়িক ফসলের অবস্থা সন্তোষ-জনক। বাঙ্গলায় যে শামা ঘাস শস্য ক্ষেত্রের শত্রু বলিয়া নিড়াইয়া ফেলিয়া দেওয়া হয়, তাহাই এখানকার কৃষক-দের আদরের জিনিস। শ্যামল শামা শস্যের অবস্থা প্রীতিকর। মধ্যে মধ্যে তাল, খেজুর, নিম, বাঁশগাছ দেখা যাইতে লাগিল। বস্তিগুলি বিচ্ছিন্ন, সামান্য পর্ণ কুটিরের সমষ্টি মাত্র।

মাটগুলি যেমন বৃহৎ তেমনি পরিষ্কৃত। সুশীতল স্বাস্থ্যকর মৃদুমন্দ বায়ু প্রবাহ বড়ই তৃপ্তিকর বলিয়া বোধ হইতেছিল। ইহাতে আমাদের ম্যালে-রিয়া জিজ্ঞত শরীর মনে বেশ একটুকু স্ফুর্ত্তির সঞ্চার হইতে লাগিল। বড় বড় মাঠ গুলি ভাবী নানারূপ শস্য ক্ষেত্রের জন্য প্রস্তুত হইতেছিল। ১৯শে তারিখে প্রাতঃকাল হইতেই আকাশ বেশ মেঘাচ্ছন্ন। কয়ালাঘাট ষ্টেশন পরিত্যাগ করিয়া কিছু দূরে পাহাড়ের উপরে একটী বড় বাড়ী দেখা গেল। বাড়ীর গঠন প্রণালী দেখিয়া ইহা একটী দুর্গ বলিয়া অনুমিত হইয়াছিল। শেষে জানা গেল, চণ্ডাল গড় বা চুনার। স্থানটী ছোট ছোট পাহাড়ে সমা-কীর্ণ। ইহা কলিকাতা হইতে ২৩৯ মাইল দূরে অবস্থিত, ষ্টেশনটী ছোটখাট হইলেও প্রস্তর নির্ম্মিত, অদূরে গঙ্গা, গঙ্গার দক্ষিণ তীরে চুনার অবস্থিত।

১৭৬৫খৃঃ অব্দে ইংরেজ রাজ গড়টী আপন অধিকার ভুক্ত করিয়া লইয়া-ছেন। গবর্ণর-জেনারল ওয়ারেন হেষ্টিংশ ১৭৮১ খৃঃ অব্দে কাশীরাজ চেতসিংহ কে আক্রমণ করিতে গিয়া অকৃতকার্য্য হইয়া দুর্গের আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়া ছিলেন। স্থানটী অতিব স্বাস্থ্যকর এবং ইমারতের পাথরের কারবার জন্য বিখ্যাত।

বেলা ৭টার সময়ে আমরা মৃজাপুর ষ্টেশনে পঁহুছিলাম। ষ্টেশন হইতে অদূরে মাতা বিন্ধ্যবাসিনীর মন্দির। ষ্টেশনটী খুব বড়। এখানে লাক্ষার চাষ খুব বেশি। সহরটী বেশ পরিষ্কৃত পরিচ্ছন্ন স্বাস্থ্যকর। বিন্ধ্যবাসিনীর স্থূলকায় ভীম দর্শন পাণ্ডারা গঙ্গাস্নান, বিন্ধ্যবাসিনী দর্শন জন্য অত্যন্ত অনুরোধ করিতে লাগিলেন, ফলতঃ রিজার্ভ ক্যারেজ অকাট্য প্রতি বন্ধক হইয়া দাঁড়াইল, কাজেই মন্দিরের পতাকা দর্শন নমস্কার ব্যতিত কোন কাজ করা হইল না ষ্টেশনের বড় বড় পদ গুলি শ্বেতাঙ্গ পুরুষদের, এবং ছোট ছোট পদ গুলি বিহারী ভ্রাতাদের এক চেটীয়া বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। এখানে মহুয়া বৃক্ষ প্রচুর আদরে রক্ষিত। চাষের বলদ খুব বড় নহে। কয়েকটী শ্বেত রুগ্ন বরাহও দেখা গেল। বিস্তীর্ণ সুন্দর মাঠে মধ্যে মধ্যে ২।১ জন চাষী দেখা গেল! গো, মহিষ মাঠে বিচরণ করিতেছিল ফলতঃ তাহাদের সংখ্যা খুব বেশি। এ দেশেও স্ত্রী লোক্‌কেও জমি নিড়াইতে দেখা গেল। ক্রমশঃ

শ্রীবিপিন বিহারী কুণ্ডু,
হরিপুর, পোঃ জীবনপুর, দিনাজপুর।

ঘোষপুরের দে বংশ।

মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত গাগনাপুর পরগনায় ঘোষপুর গ্রামটী অতি প্রাচীন ও বিখ্যাত স্থান। প্রায় সমস্ত গ্রামের অর্দ্ধেকাংশ দে বংশের বাসস্থান এবং অবশিষ্টাংশে ৩।৪ ঘর তিলি ও কৈবর্ত্তেরা বাস করে। দে বংশীয় জমিদারেরা ধার্ম্মিক, বুদ্ধিমান, ন্যায়পরায়ন ও প্রজার হিতাকাঙ্খী। ইঁহাদের বহুল পরিমানে নিস্কর ও জমিদারী বর্ত্তমান আছে।

প্রাচীন বিবরণ। বহুদিন পূর্ব্বে আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের বানিজ্যই প্রধান অবলম্বন ছিল, স্থানে স্থানে প্রধান প্রধান দোকান ছিল, তদ্বারা উহারা ব্যবসা বানিজ্য করিতেন। ঐ সমস্ত দোকান হইতে যাহা আয় হইত, তাহার দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ ও মহাজনী তেজারতী ইত্যাদি কার্য্য করিতেন

এইরূপে ভগবৎ কৃপায় তাঁহাদের ক্রমোন্নতি হইতে লাগিল। তখন তাঁহারা ক্রমে ক্রমে ২।১ খানি করিয়া জলকর, নিষ্কর এবং তালুক পর্য্যন্ত ক্রয় করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহারা উদ্যমশীলতায়, অধ্যবসায় ও কার্য্যতৎপরতায় হীন ছিলেন না। বিশেষতঃ তৎকালে তাঁহাদের ভাগ্যলক্ষী প্রসন্ন হইয়াছিলেন, তাঁহাদের অদৃষ্ট গগণে সৌভাগ্য সূর্য্যের উদয় হইয়াছিল। সেই সময় "বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ" এই প্রাচীন শ্লোকটী সম্পূর্ণ প্রতিভাত হইয়াছিল। তাহার পর কিছু দিনের মধ্যে তাঁহারা প্রচুর পরিমানে ধন ধান্য সঞ্চয় করিয়া ফেলিলেন এবং বহুল পরিমাণে জমিদারী ক্রয় করিতে লাগিলেন। ঐ সময় হইতে বাণিজ্যপ্রিয় পূর্ব্ব পুরুষদের অবস্থা পূর্ব্বাপেক্ষা অনেকাংশে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে লাগিল। পরে তাঁহারা ধনে জনে পরিপূর্ণ প্রকাণ্ড জমিদাররূপে পরিগণিত হইলেন। জমিদারের সুশাসন ও সুবন্দোবস্তের গুণে সকল প্রজারাই অনুগত হইয়া থাকিত। তাঁহারা অত্যন্ত দয়ালু ছিলেন, এবং দুরবস্থাপন্ন উপায়হীন লোকদিগকে অকাতরে অর্থদান করিতেন। তাঁহাদের বদান্যতাগুণে যশ-গৌরব চারিদিকে প্রকাশ পাইতে লাগিল। যখন ভাগ্য লক্ষ্মী সুপ্রসন্ন থাকেন তখন প্রায় এইরূপে অর্থাগম হইয়া থাকে। তাই গ্রন্থকারেরা বলিয়া থাকেন—"আজগাম যদা লক্ষ্মী নারিকেল ফলাম্বুবৎ" যখন লক্ষ্মী আগমন করিয়া থাকেন তখন নারিকেলের মধ্যে জল সঞ্চয়ের ন্যায় আগমন করেন। ফলতঃ তাঁহারা সমদর্শী, ন্যায়বান, প্রজাহিতৈষী ও দয়ার সাগর ছিলেন, তাই তাঁহাদের জমিদারী তখন রামরাজ্য সদৃশ হইয়া উঠিয়াছিল। ঐ সময় হইতে তাঁহাদের সৌভাগ্য সূর্য্য ক্রমে মধ্য আকাশে আসিয়া উপস্থিত হইল, ইহাই তাঁহাদের সুখের শেষাবস্থা।

তাহার পর যাঁহারা কর্ত্তা হইলেন তাঁহাদের সময় হঠাৎ নিষ্কলঙ্ক শশধরে ভাসমান মেঘমালার ন্যায় দুঃখের কালিমা আসিয়া দেখা দিল। চিরদিন কাহারও একভাবে কাটে না। পূর্ব্বকালে যে সকল চন্দ্র ও সূর্য্য বংশ ছিল, তাহাদের ধ্বংসের কারণ কি? জ্ঞাতি বিরোধই ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য। পরন্ত পরমেশ্বর বৃহৎ বংশের ধ্বংসের নিমিত্ত এই বিষম ব্যাধি সৃষ্টি করিয়াছেন।

যাহাহউক ইহাও এই বংশের অবনতির প্রধান কারণ। এই হইতে ইহাদের সৌভাগ্যসূর্য্য ক্রমে পশ্চিম গগনে অস্তোন্মুখ হয়েন। ইহার পর জ্ঞাতি বিরোধাগ্নি দাউ দাউ করিয়া জলিয়া উঠিল! তখন স্থাবর অস্থাবর

যাহা কিছু সম্পত্তি ছিল তৎসমস্তই বিভাগ করিয়া লওয়া হইল। সেই সময় এই বংশটী প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত হয়। তখন ইহাঁদের মধ্যে যাঁহার ধন ও জনবল বেশী হইত, তিনি অন্যান্য সরিকের জমা জমি জোর করিয়া আত্মসাতের চেষ্টা করিতেন। ক্রমে লাটালাঠি, মারামারি পর্য্যন্ত চলিতে লাগিল, ফৌজদারী ও দৈনিক জমা খরচের ন্যায় হইয়া পড়িল। ফলে কেবল অর্থনাশই প্রচুর মাত্রায় হইয়াছিল। সুখের বিষয় জমিদারী রক্ষাই তাঁহাদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। কেহ কেহ ঋণ গ্রস্থ হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু বেশী কিছু ভূসম্পত্তি নষ্ট করেন নাই। প্রায় এই ভাবে কিছু দিন কাটিয়া যায়, ইহাই অবনতির শেষাবস্থা। তাই গ্রন্থকারেরা বলেন,—"নির্জ্জগাম যদালক্ষ্মীর্গজভুক্ত কপিত্থবৎ" লক্ষ্মী যখন গমন করেন, তখন হস্তী ভক্ষিত কতবেলের মত প্রস্থান করিয়া থাকেন।

বর্ত্তমান অবস্থা—বর্ত্তমান সময় প্রায় উন্নতি হইবার সম্ভাবনা। কারণ অনেকেই উচ্চ শিক্ষার পথে অগ্রসর হইয়াছেন, অনেকেই বা ব্যবসা বাণিজ্যর চেষ্টা করিতেছেন। আমাদের গ্রামের পাশ্বে একটী কাটাই খাল পূর্ব্ব পশ্চিমে বিস্তৃত রহিয়াছে, ইহাতে নৌকা সহযোগে দেশ বিদেশ জাত পন্য দ্রব্যসকল আমদানী ও রপ্তানী হইয়া থাকে, এই জন্য ইহার দ্বারা আমাদের মহৎ উপকার সাধিত হইতেছে। এখানে একটী মাইনর স্কুল অবস্থিত, স্কুলটী সম্পূর্ণ দে বাবুদের সাহায্যে চলিতেছে। গভরমেণ্টের বা অন্য সাহায্য লওয়া হয় নাই। ইহার দ্বারা সর্ব্বসাধারণের মহৎ উপকার সাধিত হইতেছে। এখান হইতে কিছু দূরে (গাউর) নামে একটী প্রসিদ্ধ ষ্টেশন। এখানে পোষ্ট আফিস, টেলিগ্রাফ আফিস অবস্থিত ইহাও দে বাবুদের চেষ্টায় হইয়া থাকে। হাওড়া হইতে বি, এন, আর রেলওয়ে এখানে আসিতে হয়।

আমরা তিলি জাতি, আমাদের গৌরব, আমাদের মান, আমাদের অহঙ্কার, আমাদের বিদ্যাশিক্ষা প্রভৃতি সকলই আমাদের হাতের দণ্ড স্বরূপ। এই সমস্ত দণ্ড হাতে থাকিতে আমাদের কিসের অভাব, কিসের চিন্তা? তথাপি সমস্ত তিলি জাতির মধ্যে যেন কি একটা মর্ম্মভেদী মহা অভাব লক্ষিত হইতেছে। অভাবটী কি? "একতা বন্ধন"। এই অভাব পূর্ণ করিতে হইলে প্রত্যেক মনুষ্যকেই উদ্যমশীল, অধ্যবসায়শীল ও কার্য্যতৎপর হওয়া আবশ্যক। মাননীয় কাশিমবাজারাধিপতি মহারাজা মণীন্দ্র চন্দ্র নন্দী বাহাদুরের একান্ত উদ্যমশীলতায়, কলিকাতায় জাতীয় সম্মিলনী সভ

প্রচলিত হওয়ায় সকল স্থানের বড় বড় লোকের এবং সর্ব্ব সাধারণের পরস্পর দেখা সাক্ষাৎ হওয়ার সুবিধা হইয়াছে।

তবুও একতার কোন চিহ্ন দেখা যাইতেছেনা কেন? এই তিলি জাতির মধ্যে অনেক গুলি ভিন্ন ভিন্ন সমাজ থাকার জন্য। যে জাতির মধ্যে এতদূর ভেদজ্ঞান থাকে, তাহাদের মধ্যে যে সহজে ও শীঘ্র একতা হইতে পারে এরূপ আশা করা যায় না। সুখের বিষয় তিলি-বান্ধব আমাদের বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমাজকে একটী বিস্তৃত সমাজে পরিণত করিবার চেষ্টায় আছেন। হিতাহিত বিবেচনা করিবার শক্তি আছে বলিয়া মনুষ্য পশু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। পশু-পক্ষীর মধ্যেও একতা দৃষ্ট হয়। তবে, আমি আমার সামান্য বুদ্ধির উপর নির্ভর করিয়া বলিতে পারি যে, একতা মনুষ্যের ইচ্ছাধীন। তাহা বলিয়া মনুষ্য ইচ্ছা করিলেই যদি সকল কার্য্য সম্পাদন করিতে পারিত, তবে এ জগতে কাহারও ইচ্ছা নিষ্ফল হইত না—সকলেই স্ব স্ব ইচ্ছা পূর্ণ করিয়া পরম সুখী হইতে পারিত। মনুষ্য মনে মনে ইচ্ছা গড়িতে থাকে, বিধাতা তাহা মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে ভাঙ্গিতে থাকেন। ইচ্ছার বিরুদ্ধে অনেক বাধা বিঘ্ন আসিয়া উপস্থিত হয়, অন্ততঃ অত্যন্ত কষ্ট পাইয়াও অনেক প্রকার প্রতিবন্ধকতায় পড়িয়া কার্য্যে পরিনত করিতে পারে। তবে এস ভাই বঙ্গ তিলিগণ, আমরা সকলে বদ্ধপরিকর হইয়া ভারতে তিলি সমাজকে অদ্বিতীয় স্থান অধিকার করাইব।

"সুখস্যানন্তরং দুঃখং দুঃখস্যানন্তরং সুখং।
চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে দুঃখানি চ সুখানি চ॥"

সুখের পর দুঃখ, দুঃখের পর সুখ উদয় হয়, ইহাই বিশ্বনিয়ন্তার আদেশ। এই আদেশানুযায়ী ক্রমাগত সংসার চক্র ঘুরিয়া আসিতেছে। ঘোষপুরের দে বাবুগণ এই চক্রে ঘুরিয়া ঘুরিয়া যেমন উন্নতির চরম সীমায় আরোহণ করিয়াছিলেন, অমনি ভগবানের আদেশানুসারে সংসার চক্রের পিচ্ছিলে তাঁহাদের পদস্খলিত হইল। তাঁহারা ধনে, জনে ও মানে সর্ব্ব বিষয়েই উচ্চ অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু হায়, সেদিন তাঁহাদের কোথায়? যাহা হউক এই বংশটী অতি পূর্ব্বকাল হইতে প্রধানতঃ তিনটী হিস্যায় বিভক্ত হইয়া আসিতেছে। প্রত্যেক হিস্যা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু গোষ্ঠীতে পরিপূর্ণ। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে—পরস্পরের বড় একটা সদ্ভাব নাই। এই কারণেই এই বংশের দিনে দিনে পতন হইতেছে। ভগবানের কৃপায় কবে এমন দিন

আসিয়া পড়িবে যে আমরা সকলে মিলিয়া ভাই ভাই এক ঠাঁই হইয়া ঘোষপুরের দে বংশধরগণ পূর্ব্বপুরুষদের যশ, গৌরব ও কীর্ত্তিকলাপ পূর্ব্বের ন্যায় সমুজ্জলিত করিতে সক্ষম হইব।

শ্রীবেনী মাধব দে, সাং ঘোষপুর,

পোঃ হাউড়, জেলা মেদিনীপুর।

মালদহ সাহিত্য সম্মিলন।

বিগত ৯ই ও ১০ই কার্ত্তিক "মালদহ সাহিত্য সম্মিলনের" প্রথম অধিবেশন, তিলি প্রধান গণ্ডগ্রাম 'কলিগ্রামে' বিশেষ সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। "ভারতবর্ষ" পত্রিকার সম্পাদক, বহু ভাষাবিদ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্য চরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ মহাশয় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়া ছিলেন। "মালদহ জাতীয় শিক্ষা সমিতির" অধ্যাপক, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিধু শেখর শাস্ত্রী মহাশয় অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির পদে বৃতী হইয়াছিলেন, কিন্তু অসুস্থতা নিবন্ধন সভায় উপস্থিত হইতে পারেন নাই। তাঁহার প্রতিনিধির স্বরূপ, কলিগ্রামের নেতৃ স্থানীয় শ্রীযুক্ত রাম চন্দ্র লাহিড়ী মহাশয় উপস্থিত সাহিত্যিক বর্গ ও জন মণ্ডলীকে অভ্যর্থনা করিয়া ছিলেন। আমাদের স্বজাতি, শিক্ষিত শ্রীযুক্ত প্রতাপ চন্দ্র রায় বাহাদুর সম্পাদক এবং পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গোপী মোহন রায় কাব্যতীর্থ মহাশয় সহকারী সম্পাদকের কার্য্য করিয়াছিলেন।

স্থানীয় "জাতীয় বিদ্যা মন্দিরের" সম্মুখে একটী বিস্তৃত ও সুসজ্জিত মণ্ডপে সভার কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছিল। জেলার সহর, বিভিন্ন পল্লী ও গণ্ডগ্রাম হইতে প্রায় দুই শত প্রতিনিধি উপস্থিত হইয়া ছিলেন। এবং দর্শকের সংখ্যাও প্রায় সহস্রাধিক। স্থানীয় ধনবান, বিদ্যোৎসাহী ও উৎসাহী বয়োবৃদ্ধ এবং যুবকবৃন্দের চেষ্টায় ও পরিশ্রমে সভার সমস্ত কার্য্যই অবিশৃঙ্খলায় সহিত সম্পন্ন হইয়াগিয়াছে। বিদ্যাভূষণ মহাশয় ও শাস্ত্রী মহাশয়ের অভিভাষণ অতি সুন্দর, হৃদয়গ্রাহী, সমালোপযোগী ও শিক্ষাপ্রদ হইয়াছিল

"সমাজে স্ত্রী, পুরুষ, ধনী, নির্দ্ধন নির্ব্বিশেষে সর্ব্বস্তরেই শিক্ষা বিস্তারের প্রয়োজন। এবং সমাজে যাহাতে, একটী মনুষ্যও শিক্ষার আলোকে বঞ্চিত না হয় ইহাই অভিভাষণের সার মর্ম্ম"। সময়ান্তরে বিস্তৃত আলোচনার ইচ্ছা রহিল।

সম্মিলনীর ব্যয় নির্ব্বাহার্থ স্বজাতীয় মহোদয়গণ নিম্নের লিখিত অর্থ সাহায্য করিয়াছেন—

শ্রীযুক্ত কৃষ্ণ চরণ সরকার ২০০৲ টাকা।
,,　রাম নিধি মজুমদার ১২৫৲ টাকা।
,,　জগবন্ধু সরকার　১০০৲
শ্রীযুক্তা গঙ্গামণি চৌধুরাণী ১০০৲
শ্রীযুক্ত মদন মোহন চৌধুরী ১০০৲ টাকা।
,,　রাম চন্দ্র লাহিড়ী ব্রাহ্মণ ৭৫৲ টাকা।
,,　হরি প্রসাদ রায় ও গোপী মোহন রায় ৭৫৲ টাকা।
,,　রাধা বল্লভ রায় চৌধুরী ৫০৲ টাকা।
,,　বিশ্বেশ্বর পুরকাইত ৪০৲
,,　কৃষ্ণ নিধি নন্দী (৪০৲ মধ্যে) ২০৲ টাকা।
শ্রীযুক্তা বিষ্ণু ময়ী দাসী ২৫৲ টাকা।
শ্রীযুক্ত রাধা চরণ কুণ্ডু　২৫৲
,,　ঘনশ্যাম চৌধুরী ২৫৲
,,　প্রতাপ চন্দ্র রায় ২০৲

উপরোক্ত স্বজাতি মহোদয়গণের সাহিত্য সেবায় নিস্বার্থ দান প্রশংসনীয় এবং আদর্শনীয়। এতদ্ব্যতীত শ্রীযুক্ত রমণী কান্ত পাল, শ্রীযুক্ত রাম গোপাল রায় ও শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ্র মণ্ডল মহোদয় গণের অক্লান্ত পরিশ্রমও বিশেষ প্রসংসনীয়।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

ম্যাটরিকিউলেসন পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্র। সিংহভূম জেলার অন্তর্গত লোহাবেড্যা গ্রাম নিবাসী ৺বেচারাম কাটারি মহাশয়ের কনিষ্ট পুত্র শ্রীমান

শ্যামপ্রসন্ন কাটারি এবৎসর ম্যাট্রিকিউলেসন পরীক্ষায় ১ম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

শুভ বিবাহ। গত ১২ই জ্যৈষ্ঠ ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত চাঁদহাট নিবাসী ৺আদিত্য চন্দ্র কুণ্ডু মহোদয়ের তৃতীয় পুত্র শ্রীমান অক্ষয় কুমার কুণ্ডুর সহিত বাওড়া—সেরপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু মনোহর কুণ্ডুর কনিষ্ঠ কন্যা শ্রীমতী পৌর্ণমাসী কুণ্ডুর শুভ বিবাহ মহা সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। ফরিদপুর জেলার সহিত সেরপুর সমাজের এই প্রথম প্রবন্ধ হইল।

নিরুদ্দেশ। আমার পুত্র শ্রীমান হরি দাস কুণ্ডু গত ৪ঠা আশ্বিন কোথায় নিরুদ্দেশ হইয়াছে। আমি প্রাচীন ব্যক্তি, অনেক অনুসন্ধান করিয়া তাহার কোন সংবাদ পাই নাই। তাহার বয়স ১৭।১৮ বৎসর। গঠণ দোহরা। যদি কেহ তাহার সন্ধান বলিয়া দিতে পারেন তাহা হইলে বিশেষ উপকৃত হইব!

শ্রীদ্বারিকা নাথ কুণ্ডু, ফুলতলা বাজার,
পোঃ ফুলতলা, খুলনা।

কম্পাউণ্ডারী পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্র। পাবনা জেলার অন্তর্গত "বাগবাটী" নিবাসী শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কুণ্ডু ডিব্রুগড় বেরী হোয়াইট মেডিকেল স্কুল হইতে কম্পাউণ্ডার শিপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে ইনি ধুবড়ীর অন্তর্গত মানিকারচক ডিসপেন সারিতে ৪ বৎসর প্রাকটিস করিয়াছেন।

হিন্দু বোর্ডিং। দিঘাপতিয়ার রাজকুমার বসন্ত কুমার রায় এম. এ, বি, এল মহাশয় ১৮০০০৲ টাকা ও রাজা প্রমদানাথ রায় বাহাদুর ১২০০০৲ টাকা দিয়া রাজসাহী কলেজে একটী হিন্দু বোর্ডি নির্ম্মানের ব্যবস্থা করিতেছিলেন। এই ব্যাপারে সম্প্রতি গবর্ণমেণ্টও ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা ব্যয় করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। মোটের উপর দেড় লক্ষ টাকা খরচ করিয়া একটী হিন্দু দ্বিতল বোর্ডিং নির্ম্মিত হইবে। এখানে তিন শত ছাত্র অনায়াসে থাকিতে পারিবে।

To
The Inspector General of Police.
Crime and Railways, Bengal, Calcutta.

Sir,

I beg most respectfully to bring to your kind notice that my nephew named Ashu Tosh Nundi has been missing for

about four months. No trace of him has been yet made. I received tow letters from him from Rameswaran District. I sent for him but no trace could be made. So I earnestly beg that your honour would be kind enough to refer this fact to the Inspector of Police, Madras I am ready to give a reward of Rs. 100 to give any man who would trace him out. Further I beg to say that your honour would kindly inform me when and where the mony should be deposited. I can produce his Photos if required. Further particulars about him are mentioned below.

(1) Complxion Black.

(2) Age 20—22.

(3) Height middle.

(4) Tatoo mark in the left hund A. T. N.

I have the honour to be

Sir

Yours most obedeant Servant.

(Sd.) Rama Nath Nundee.

33, Dharma Tollah Street, Calcutta.

25th October 1913

পাত্রী প্রয়োজন।

১। দিঘাপতিয়াতে একটী পাত্র আছে বয়স ২৪ বৎসর পাত্র ডাক্তারী করে। পিতার একমাত্র সন্তান, পিতাও ডাক্তার। সম্পত্তির আয় ১০০০০ টাকা, পাত্রী সুন্দরী ও বয়স্থা হওয়া চাই।

২। দিঘাপতিয়াতে একটী পাত্র আছে, পাত্র এবার বি, এ পরীক্ষা দিবে, বয়স ২২ বৎসর, সুস্থকায়, অবস্থাপন্ন, পাত্রী সুন্দরী ও বয়স্থা হওয়া চাই।

৩। দিঘাপতীয়ায় একটী পাত্র আছে, বয়স ২৩ বৎসর, এখন ব্যবসা করিতেছে। পাত্রী বয়স্থা হওয়া চাই।

৪। ঢাকা জেলায় চিকনিসায় গ্রামে একটী পাত্র আছে, পাত্র শ্যামবর্ণ, বয়স ১৯ বৎসর। সম্ভ্রান্ত বংশ। এম, এ পড়িতেছে, পাত্রী সুন্দরী ও অবস্থাপন্ন ঘরের কন্যা হওয়া চাই।

৫। ঢাকা জেলায় চিকনিসর গ্রামে একটী পাত্র আছে ইণ্টার মিডিয়েট পড়িতেছে, সম্ভ্রান্ত বংশ, অবস্থা ভাল, পাত্রী সুন্দরী ও অবস্থাপন্ন ঘরের হওয়া চাই।

৬। ফরিদপুর জেলায় মুলতলা গ্রামে একটী পাত্র আছে। পাত্রের গ্রাম চালের কারবার আছে, বয়স ২১ বৎসর। পাত্রী বয়স্থা হওয়া চাই।

৭। জেলা ফরিদপুরের অন্তর্গত খানখানপুর গ্রামে মধ্যবিত্ত অবস্থাপন্ন একটী পাত্র আছে। বয়স ২১ বৎসর, দেখিতে সুন্দর, শারিরীক গঠন ভাল। ধানের কারবার আছে, পাত্রী বয়স্থা হওয়া চাই।

৮। জেলা নদীয়া, অন্তর্গত আজুদিয়া গ্রামে একটী পাত্রী আছে, পাত্র মধ্যবিত্ত গৃহস্থ হইলে চলিতে পারে।

৯। মেদিনীপুর জেলায় হাউর ষ্টেশনের নিকট ঘোষপুর গ্রামে একটী পাত্র আছে, পাত্র জমিদার বংশীয় বয়স ২১।২২ বৎসর কলিকাতায় তাহাদের তিনখানি পাকা বাড়ী আছে, পাত্র তাহার কতক অংশীদার পাত্রী বয়স্থা হওয়া চাই।

পাত্রের প্রয়োজন।

১। জেলা নদীয়া গ্রাম শিবাগে একটী সুন্দরী পাত্রী আছে, বয়স ১২ বৎসর পাত্র শিক্ষিত কিম্বা অবস্থাপন্ন হওয়া চাই।

২। মেদিনীপুর জেলায় ঘোষপুর গ্রামে একটী সুন্দরী বয়স্থা পাত্রী আছে, পাত্র ধনশালী কিম্বা শিক্ষিত হওয়া চাই।

৩। নদীয়া জেলায় শিবনিবাস গ্রামে, একটী সুন্দরী পাত্রী আছে, বয়স ১২ বৎসর, পাত্র শিক্ষিত কিম্বা ধনবান হওয়া চাই।

পাত্র ও পাত্রীর সন্ধান জানিতে হইলে তিলি-বান্ধব অফিস কলিকাতা, রাজার হাওড়া শ্রীযুক্ত বাহিরদাস পাল মহাশয়ের নিকট রিপ্লাই কার্ড বা দুই পয়সার ডাক টিকিট সহ পত্র লিখুন।

গ্রাহকগণের বিশেষ দ্রষ্টব্য।

১। যে সকল তিলি-সন্তান ১৩২০ সালে ম্যাটরিকিউলেসন্, ইন্টারমিডিয়েট, বি, এ; বি, এস, সি; এম, এ; এম, এস, সি, ওকালতি, ডাক্তারি, মোক্তারী, ওভারসিয়ারী, ইঞ্জিনিয়ারিং, মাইনর, ছাত্রবৃত্তি, কিম্বা অন্য যে কোনও পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবেন। তিনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাঁহার নাম, পিতার নাম ও ঠিকানা এবং কোন পরীক্ষায় কোন বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছেন তাহা লিখিয়া পাঠাইলে স্বজাতি মহোদয়গণকে স্বজাতির পরীক্ষার ফল জ্ঞাপনার্থ আমরা তাহা প্রকাশিত করিব।

২। আমাদের গ্রাহক কিম্বা তাঁহাদের আত্মীয়গণের মধ্যে প্রকাশযোগ্য কোন কার্য্য করিলে কিম্বা হইলে, যদি গ্রাহক মহোদয়গণ অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাহার আনুপূর্ব্বিক ঘটনা লিখিয়া আমাদিগকে জ্ঞাত করান তাহা হইলে বিশেষ বাধিত হইব।

৩। তিলিজাতির মধ্যে বিবাহোপযুক্ত পাত্র কিম্বা পাত্রী থাকিলে পাত্র-পাত্রীর অভিভাবকগণ পরিচয়োপযোগী নাম, ধাম, গোত্র, বয়স, পটী, কোন সম্প্রদায়ে বিবাহ দিতে ইচ্ছুক, কিরূপ পাত্র বা পাত্রীর প্রয়োজন ইত্যাদি বিষয় লিখিয়া নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইলে আমরা বিবাহের জন্য সবিশেষ চেষ্টা করিয়া থাকি বলা বাহুল্য যে বঙ্গদেশীয় সকল তিলি সম্প্রদায়ের বিবাহের জন্য আমরা সচেষ্ট রহিলাম।

৪। বর্ত্তমান ১৩২০ সাল হইতে চৈত্র মাস ব্যতীত অন্য কোন মাসের পত্রিকায় প্রাপ্তি-স্বীকার করা যাইবে না, চৈত্র মাসের পত্রিকায় প্রাপ্তি স্বীকার ও এককালীন দানের তালিকা ব্যতীত আর কিছু থাকিবে না।

বলা বাহুল্য যে সকল গ্রাহকগণের নিকট হইতে ১৩২০ সালের চাঁদা ১৩২০ সালের ফাল্গুন মাসের মধ্যে আদায় না হইবে প্রাপ্তি-স্বীকারে তাঁহাদিগের নাম উল্লেখ থাকিবে না। গ্রাহকগণ আশ্বিন মাসের মধ্যে তিলি-বান্ধবের বার্ষিক মূল্য ১৲ মনি অর্ডারযোগে না পাঠাইলে আমরা ভিঃ পিঃ দ্বারায় ব্যয় /০ মোট ১/০ গ্রহণ করিব।

তিলি বান্ধব কার্য্যালয়,
কদমতলা বাজার, হাওড়া।

কার্য্যাধ্যক্ষ
শ্রীবাহিরদাস পাল।

Printed and published by Bahir Das Pal at the Bejoy Press No. 214 Khoorut Road, Howrah, and from Tili Bandhab Karjaloya 1 Bantra Road, Kadamtala Bazar, Howrah.

Reg. No. C 548.

পঞ্চম বর্ষ] অগ্রহায়ণ ১৩২০ সাল। [৮ম সংখ্যা

তিলি-বান্ধব।

মাসিক পত্র।

সূচীপত্র।

তিলি-বান্ধবের নিয়মাবলী।

১। তিলি-বান্ধবের অগ্রিম বার্ষিক মূল্য সহরে ও মফঃস্বলে ডাক মাশুল সহ এক টাকা, প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ✓০ দুই আনা।

২। তিলি-বান্ধবের বিজ্ঞাপন প্রকাশের হার প্রতি মাসে প্রতি পংক্তি ✓০ দুই আনা। অধিক দিনের জন্য ও বড় বড় বিজ্ঞাপনের হার স্বতন্ত্র, পত্র লিখিলে জানিতে পারিবেন।

৩। নির্দ্ধারিত মূল্য ব্যতীত যদি কেহ কৃপাপরবশ হইয়া এই পত্রিকার উন্নতিকল্পে এককালীন (অথবা অন্নপ্রাশন, বিবাহ, শ্রাদ্ধ, দেবদেবীর পূজা পুষ্করিণী, ও বৃক্ষ প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি সমারোহ ব্যাপারে যিনি যাহা) কিছু দান করেন তাহাও সাদরে গৃহীত হইবে।

৪। বৈশাখ মাসে এই পত্রিকার নববর্ষ আরম্ভ এবং প্রতি মাসের সংক্রান্তির দিন তিলি-বান্ধব পত্র প্রকাশিত হয়, গ্রাহকগণ যথাসময়ে পত্রিকা পাইতে বিলম্ব হইলে, আমাদিগকে জানাইলে আমরা তাহার যথাযোগ্য প্রতি বিধান করিয়া থাকি। বৎসরের যে কোনও সময়ে গ্রাহক হউন না কেন তাঁহাকে সেই বৎসরের প্রথম সংখ্যা হইতে লইতে হইবে।

৫। তিলি জাতি সম্বন্ধীয় যে কোন প্রবন্ধ প্রকাশযোগ্য বোধ হইলে সাদরে গৃহীত হইবে।

৬। লেখকগণের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন।

৭। কেহ কোন বিষয় জানিতে ইচ্ছা করিলে রিপ্লাই পোষ্ট কার্ড বা ৴১০ পয়সা ডাক টিকিট সহ পত্র লিখিবেন।

৮। টাকা কড়ি পত্র ও প্রবন্ধাদি নিম্নলিখিত ঠিকানায় কার্য্যাধ্যক্ষের নামে পাঠাইবেন।

তিলি বান্ধব কার্য্যালয়,
কদমতলা বাজার, হাওড়া।

কার্য্যাধ্যক্ষ—
শ্রীবাহির দাস পাল

পুরাতন তিলি-বান্ধব। যে সকল ব্যক্তি ১৩১৬।১৩১৭।১৩১৮।১৩১৯-সালের তিলি-বান্ধব পত্রিকা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা প্রত্যেক সালের জন্য ১৲ এক টাকা পাঠাইলে তাহা পাইতে পারেন, কিন্তু ভিঃ পিঃ লইলে প্রতি সালের জন্য এক আনা হিসাবে চার্য্য অধিক করা হয়। কার্য্যাধ্যক্ষ তিলি বান্ধব কার্য্যালয়, কদমতলাবাজার, হাওড়া।

তিলি-বান্ধব।

মাসিক পত্র।

পঞ্চম বর্ষ। } অগ্রহায়ণ ১৩২০ সাল। { ৮ম সংখ্যা।

তিলিজাতির বর্ত্তমান অবস্থা এবং ইহার সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির উপায়।

আজকাল যেদিকে দৃষ্টিপাত করি সেই দিকেই সকল জাতির লোকেই স্ব স্ব সমাজের উন্নতি সাধন মানসে এক মহা আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছেন। কোন কোন মহাত্মাগণ সকল জাতিকে একই স্থানে কেন্দ্রীভূত করিয়া প্রত্যেক জাতিকে উন্নতি পথে অগ্রসর করাইতে চেষ্টিত আছেন। শেষোক্ত উদ্দেশ্য অতিশয় মহত্তর বটে, তবে উহা যথোচিত চেষ্টা ও সময় সাপেক্ষ। কিন্তু প্রথমোক্ত উপায় যদ্যপি অপেক্ষাকৃত সহজ তথাপি কাল-স্রোতে নানাপ্রকারে রুচি পরিবর্ত্তন হওয়া সত্বেও বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত চিরপ্রচলিত সংস্কারাপন্ন বৃদ্ধের সহিত সমুদয়ের ঐক্যমত না হওয়ায় কেহই ইচ্ছামত উন্নতিরপথে অগ্রসর হইতে পারিতেছেন না। প্রত্যেক জাতির প্রধান প্রধান উৎসাহী লোক সময় সময় বিফল মনোরথ হইয়াও যদি অকপট হৃদয়ে নিঃস্বার্থভাবে সতত সচেষ্ট থাকেন তবে অনেকাংশে উন্নতির ভরসা আছে নতুবা যে তিমিরে সেই তিমিরে।

এখন আলোচ্য বিষয় আমাদের তিলি জাতির উন্নতির কথা। বলিতে যত সহজ কার্য্যে পরিণত করা তত সহজ নহে। বাক্‌পটুতায় অনেককে স্বরস্বতীর বরপুত্র বলিয়া ভ্রম হয় কিন্তু তাঁহাদের কার্য্য দেখিলে ঘোরতর ঘৃণার উদ্রেক হইয়া থাকে। মানুষ যদি সরল প্রকৃতির লোক না হন তবে তাঁহার কথায় কেহই বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেনা। তিনি ধনীই হউন, কি বিদ্বানই হউন যদি তিনি প্রতি কার্য্যে শঠতা, কপটতা ও স্বার্থপরতা দেখান তবে কে তাঁহাকে ভালবাসার চক্ষে নিরীক্ষণ করিবে? ময়মনসিংহ জিলার অন্তর্গত টাঙ্গাইল উপবিভাগে অনেক তিলি বাস করেন এবং তাঁহাদের মধ্যে অবস্থাপন্ন লোকও যথেষ্ট আছেন বটে কিন্তু কাহাকেও ত অপকট হৃদয়ে নিঃস্বার্থভাবে কোনও মহৎ কার্য্য করিতে দেখা যায় না। তাঁহারা জেদ করিয়া মামলা মোকদ্দমায় প্রচুর অর্থ নষ্ট করিতে কুণ্ঠিত হন না কিন্তু যদি কোনও সৎকার্য্য করিতে অনুরোধ করা হয় তবেই তাঁহার তহবীলে হাত পড়িল, অমনি তিনি বলিয়া উঠিলেন যে, প্রস্তাবিত কার্য্য তাঁহার মত মানুষের করা অসাধ্য।

ধনী হইলেই যে বৃহৎ ও মহৎ কার্য্য করিতে সক্ষম তাহা সম্পূর্ণ সত্য নহে। অন্তঃকরণ মহৎ হওয়ার আবশ্যক; নতুবা স্মরণাতীত কাল হইতে অজ্ঞানান্ধকারে সমাচ্ছন্ন থাকিয়া উন্নতির পথভ্রান্ত লোক যে সহজে স্বকীয় স্বভাব সংশোধন করতঃ স্ব স্ব উন্নতিমার্গে উত্থিত হইয়া জ্ঞানালোকে অজ্ঞানান্ধ লোকের চক্ষু উন্মূলিত করিতে পারিবেন এরূপ ভরসা হয় না। এ অঞ্চলে বড় রকমের ধনবান লোক অছেন বটে। স্বভাবোচিত অসরলতা আত্মশ্লাঘা, পরস্ত্রীকাতরতা ও সংকীর্ণহৃদয়তা বশতঃ তাঁহাকে কোনও সংকার্য্যে কখনও সুযশ লাভ করিতে দেখা যায় নাই। বিচক্ষণ লোকজনের সহিত পরামর্শ গ্রহণান্তর তাহাদের কর্ত্তৃত্বাধীনে পূর্ব্বাপর কার্য্য সম্পন্ন করিলে বোধহয় সমুদয় কার্য্যেই বিশেষ সুখ্যাতি লাভ হইত। যিনি যে কার্য্যই করেন না কেন তাহার ভালমন্দ বিচারের ভার অন্যের উপর ন্যস্ত রাখা উচিত। নিজে নিজেই সাক্ষাৎভাবে কিম্বা পরোক্ষভাবে নিজকার্য্যে প্রশংসা করা বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক নহে। নিজের বাহাদুরী দেখাইবার জন্য অপরের নিকট অতিরঞ্জিত না করিয়া নিঃস্বার্থভাবে কার্য্য করিলে লোকের নিকট নিন্দনীয় হইতে হয় না।

এ অঞ্চলে যে সমস্ত অবস্থাপন্ন লোক আছেন দুঃখের বিষয় এই যে

কাহারও সন্তান সন্ততি লেখাপড়ায় পণ্ডিত হইলেন না। অধিকাংশ যুবকই স্বরস্বতীর নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া ষণ্ডামি ও লোকনিন্দায় বেশ পারদর্শিতা দেখাইতেছে। নম্রতা ও ভদ্রতা কাহাকে বলে তাহা তাহারা বোধ হয় বিশেষ অবগত নহে।

নমন্তি ফলিনো বৃক্ষা নমন্তি গুণিনো জনাঃ।
শুষ্ককাষ্ঠবৎ মূর্খশ্চ ভিদ্যতে নতু নম্যতে॥
ফলবান বৃক্ষ যথা ফলভরে নত।
গুণবান বিনয়েতে হয় অবনত॥
শুষ্কতরু থাকে স্থির কভু না নড়িবে।
মূর্খলোক মাথা কভু হেট না করিবে॥

এ অঞ্চলে যুবকবৃন্দের চাল চলন দেখিয়া অন্তরে বড়ই দুঃখ হয়। তামাক সিগারেট ত দূরের কথা গাঁজা মদ এবং বেশ্যারও সময় সময় আমদানি হইয়া থাকে। এ সমুদায় দূর না হইলে সংসার উৎসন্ন যাইবে এবং চঞ্চলমতি ও অপরিণামদর্শী বালকেরা সংসর্গদোষে দূষিত হইয়া তাহাদের ভাবী জীবন চিরকালের জন্য জলাঞ্জলি দিবে।

আমাদের স্বজাতির মধ্যে স্থানে স্থানে কতক বালককে মেধাবী, বিনয়ী ও সচ্চরিত্র দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু তাহাদের অর্থাভাব বশতঃ অনেকদিন বিদ্যাধ্যয়ন করার সুযোগ ও সুবিধা হইয়া উঠে না। যাহারা সঙ্গতিপন্ন তাহারা হৃদয়ের সংকীর্ণতা বশতঃ নিঃস্বার্থভাবে কাহাকেও লেখাপড়া শিক্ষা দিবেন এমন বোধ হয় না। যে সমস্ত সঙ্গতিপন্ন লোক আছেন তাঁহারা ইচ্ছা করিলে এক একজনের অন্যূন তিন চারিটী বালককে বেশ লেখাপড়া অধ্যয়ন করাইতে সক্ষম কিন্তু এ অঞ্চলে সম্ভবপর নহে। কারণ নিঃসম্পর্কীয় লোকের লেখাপড়ায় ব্যয় বহনের কথা দূরে থাকুক তাঁহাদের আত্মীয় ব্যক্তিকেই উপকার করিতে প্রয়াস দেখিতে পাওয়া যায় না। কেবলমাত্র সোণাকাল নিবাসী স্বজাতিবৎসল ধর্ম্মপরায়ণ শ্রীযুক্ত বাবু হৃদয় নাথ পাল মহাশয়ই নিঃস্বার্থভাবে তাঁহার ভাগিনেয়ের বি, এ পর্য্যন্ত অধ্যয়নের ব্যয় বহন করিয়াছেন। তিনি বিদ্যাধ্যয়ন করার জন্য যত অর্থ ব্যয় করিয়াছেন তদর্দ্ধেক কিম্বা চতুর্থাংশ পরিমাণ যদি তাহার সমশ্রেণীর অথবা প্রায় তত্তুল্য ধনবান মহাশয়গণ শিক্ষাভিলাষী বুদ্ধিমান নিঃস্ব বালকগণের জন্য অর্থব্যয় করিতেন বোধহয় এ পর্য্যন্ত অনেক বালক অন্ততঃ ম্যাট্রিকুলেশন পাশ

করিতে পারিত। কিন্তু অর্থাভাবে বিদ্যাধ্যয়ন করিতে অক্ষম বিধায়ে শিক্ষিত বালকের সংখ্যা অতি অল্প।

এস্থানে বাল্য বিবাহ স্রোত অত্যন্ত তীব্রবেগে চলিতেছে। ইহাতে ভবিষ্যতে সমাজের যে কতদূর অবনতি হইবে তাহা ধারণাতীত। কোনও স্থানে বা পাত্রের বয়স পাত্রীর বয়সাপেক্ষা দুই এক বৎসরের অধিক হইবেনা এরূপ বিবাহও অক্লেশে হইতেছে, কি ভয়ঙ্কর ব্যাপার কি ঘোরতর অধঃপতন! এ সমস্ত কেবল অপরিণামদর্শিতার বিষময়ফল। যদি পাত্র ও পাত্রীর অভিভাবকেরা বিজ্ঞ হইতেন তবে এবম্প্রকার দুঃখভরা নিন্দনীয় কার্য্যে কখনই অগ্রসর হইতেন না। ফল এই হয় যে বিবাহ হইয়া গেলে বালক কিছুদিন লোকদেখান বিদ্যাধ্যয়ন করিয়া অবশেষে কুঞ্জে বসেন। যদ্যপি দুই একটী যুবককে বিবাহের পরও বিদ্যাধ্যয়নে রত দেখা যায় বটে তথাপি সঙ্গদোষে তাহারও অধঃপতন অনিবার্য্য। যখন পাত্রী বয়স্কা হইয়া উঠেন তখন বিবাহিত নবীন বালক ভার্য্যার অলঙ্কারাদি নানাপ্রকার বস্তু ভালবাসার খাতিরেই হউক অথবা যে কোনও কারণেই হউক যোগাইতে বাধ্য হওয়ায় বিদ্যাধ্যয়ন পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয়।

অধুনা নব্যসম্প্রদায়ের লোকেরাই সংসারের হর্ত্তাকর্ত্তা হইয়াছেন। উক্ত লোকেদের মধ্যে অধিকাংশই অর্ব্বাচীন অজাতশ্মশ্রু ও অনভিজ্ঞ। কাহার সহিত কি প্রকার ব্যবহার করা উচিত কোনস্থলে কিরূপ অবস্থায় কি ভাষা ব্যবহার করিতে হইবে—কি করিলে সমাজে নিন্দনীয় হইতে হয় না ইত্যাদি নানা বিষয়ে তাহারা সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। সংসার সাগরে নানাপ্রকার আপদ বিপদে ও সুখদুঃখের ঘাত প্রতিঘাতে অভিজ্ঞতা প্রাপ্ত বৃদ্ধের বচন অপরিণামদর্শী অর্ব্বাচীন যুবকের নিকট সম্মার্জ্জনীর আঘাত সদৃশ বোধ হয়, তাহারা তাঁহার বচন শুনিবামাত্র উত্তপ্ত কটাহে নিক্ষিপ্ত জলবৎ ছট্‌ফট্ করিয়া উঠে এবং অপ্রীতিকর কটুভাষায় তাঁহাকে দমন করিয়া নিজের আধিপত্য জাহির করিয়া থাকে। তাহাদের এবম্বিধ জাড্যদোষে লোকে অত্যন্ত মর্ম্মপীড়িত হন।

আমি অন্যজাতির কথা কিছুই বলিতেছি না, কেবল আমাদের জাতীয় যুবকবৃন্দের কথা লইয়াই এ প্রবন্ধের আলোচনা করিব। ছেলে ভালই হউক অথবা মন্দই হউক তাহার পিতামাতা তাহার গুণাগুণ বিচার না করিয়া বিবাহ উপলক্ষে যথেষ্ট যৌতুক আদায় করিয়া স্বীয় অবস্থা

হঠাৎ পরিবর্ত্তন করিয়া লইবেন এই দুরাশায় আহ্লাদে আটখানা হইয়া থাকেন। ছেলে হয় ত স্কুলে ক, খ কিম্বা এ, বি, সি, ডি বানান অথবা স্পেলিং শিখিতেছে অথবা তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়াছে, অমনি তাহার পিতা মাতা সুখস্বপ্নে ভাবিতে লাগিলেন যে তাহাদের এহেন পুত্ররত্নের শুভ পাণিগ্রহণ উপলক্ষে একচোট মারিয়া লইবেন এবং এতাদৃশ দুর্লোভী পিতামাতাই বিবাহ হইয়া গেলে বৃথা কথা লইয়া পুত্রবধুর উপর ক্রোধবহ্নি নিক্ষেপ করিয়া মনের রাগ নিবারণ করিয়া থাকেন। এ সমস্ত তাহাদের স্বভাবের পরিচায়ক বটে। ইহার ফল এই হয় যে অনভিজ্ঞ ও মূর্খ লোকেরা কুদৃষ্টান্তে উদ্দীপ্ত হইয়া সমস্ত লোককে ক্রমে ক্রমে কলুষিত করিয়া থাকে। সুতরাং যাহাতে এতাদৃশ লোক সমাজে খুব শাসিত হন প্রত্যেক ক্ষমতাশালী বিজ্ঞলোকের দৃষ্টি রাখা উচিত। আমি স্পর্দ্ধা করিয়া বলিতে পারি যে সমস্ত জনক জননী নিজেদের সন্তানদিগকে সুশিক্ষা প্রদান না করিয়া অথবা সুশিক্ষা প্রদানের সুযোগ না দিয়া মিছামিছি মূর্খ লোকের সহিত পরামর্শ করতঃ নিজদের জেদ বজায় রাখিবার জন্য অপরের সহিত বিবাদ বিসম্বাদে রত থাকেন। তাঁহারা যেন তাঁহাদের নিজের পদে কুঠারাঘাত করিতেছেন মনে রাখেন এবং তাঁহাদের সন্তানের ভাবী জীবন একেবারে জন্মের মত নষ্ট হওয়ার ফল এই হইবে যে তাহাদের ভবিষ্যত জীবন দুঃখ ক্লেশ ও অশান্তিতে অতিবাহিত হইবে।

সাধারণতঃ পঞ্চম বর্ষ হইতে পঞ্চবিংশতি বর্ষ পর্য্যন্ত চরিত্র গঠনের সময়। এই সময় মধ্যে জীবন স্রোতে কতপ্রকার বাধাবিঘ্ন, কতপ্রকার প্রলোভন আসিয়া পতিত হয়, সংসার কাননে বিপথগামী করিবার জন্য নয়নগোচরে আশামরিচিকার ন্যায় চিত্রবিচিত্র কতপ্রকার মায়ামৃগ বিচরণ করে তাহার ইয়ত্বা নাই। যদি যুবক ঐ সমস্ত বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিতে না পারিয়া প্রলোভনের কুহকজালে নিপতিত হয় তবে তাহার ভবিষ্যৎ জীবন ঘোর বিপদসঙ্কুল ও নিবিড় তমসাচ্ছন্ন যদি বাল্যকালেই বালক উদ্বাহ বন্ধনে আবদ্ধ না হইয়া অন্ততঃ অষ্টাদশ বৎসরের পর পাণি গ্রহণ করে তবে তরুণ বয়সে বিবাহিত বালকদের ন্যায় বয়স্কা ভার্য্যার আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহার্থে অথবা অল্পবয়সে সন্তানাদির জন্ম হওয়া বশতঃ অপত্যস্নেহে আকৃষ্ট হইয়া বিদ্যাভ্যাস পরিত্যাগ করিয়া সংসারের দিকে ধাবিত হইতে না। বাল্যবিবাহ অত্যন্ত তীব্রবেগে চলিতে থাকায় এখন দেখা যায়

যে যুবক ষোড়ষবর্ষ অতিক্রম করিতে না করিতেই সন্তানের পিতা হইয়া থাকেন। কি ঘোরতর অধঃপতন! যে জাতির মধ্যে এই প্রকার বংশ-বৃদ্ধির চেষ্টা সে জাতির উন্নতির আশা কোথায়?

সর্ব্বসাধারণের কি মত তাহা আমি জ্ঞাত নহি তবে আমার এই ধারণা যে বিংশতি বৎসরের পূর্ব্বে ছেলেদের বিবাহ দিলে নানা প্রকার অনিষ্ট হয় তন্মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি উল্লেখযোগ্য যথা (১) অল্পবয়সে সন্তান হয় এবং তজ্জন্য ছেলেদের জীবনের উন্নতির আশা থাকে না সুতরাং অবস্থাহীন যুবকগণ উদরান্নের জন্য যে কোনও প্রকার কার্য্য দ্বারা অর্থোপার্জ্জন করিতে চেষ্টিত হয়। ভালকার্য্য দ্বারা অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টা করিবার কোনও সুযোগ পায় না। (২) তরুণ বয়সে সন্তান হইলে অনেকস্থলে দেখিতে পাওয়া যায় যে সন্তান দুর্ব্বল, রোগগ্রস্ত ও অল্পায়ু হইয়া থাকে। (৩) ছেলেদের অকালবার্দ্ধক্য আসিয়া পড়ে। (৪) তাহাদের কুদৃষ্টান্তে অন্যান্য অবিবাহিত বালকেরও অধঃপতন অনিবার্য্য। (৫) ছেলেদের চরিত্র গঠনের বিঘ্ন হয়। (৬) চরিত্র হীনতা, বিদ্যাহীনতা ও দুর্ব্বুদ্ধিতা বশতঃ পরনিন্দায় ও অন্যান্য অসৎকার্য্যে সদাসর্ব্বদা রত থাকে। এই সমস্ত দোষ সমাজের উন্নতির গুরুতর আন্তরায় বটে। বাল্য বিবাহ যাহাতে সমাজ হইতে উঠিয়া যায় বিচক্ষণ বুদ্ধিমান লোকের সবিশেষ চেষ্টা করা উচিত। এখন সমাজ সংস্কার করিতে অনেকেই চেষ্টিত। এখন নিদ্রিত থাকিলে চলিবে না। তুমি ধনীই হও অথবা বিদ্বানই হও সময়োপযোগী সমাজ সংস্কার করিতে চেষ্টা না করিলে তুমি যে তিমিরে সেই তিমিরে। অবশ্যই ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে অর্থ না হইলে কোনও কার্য্যে সহজে সাফল্য লাভ হয় না। অর্থ কার্য্য সুসম্পন্ন করিতে সাহায্য করে মাত্র - কেবল অর্থে উন্নতি হওয়া অসম্ভব। যদি তোমার বিদ্যা বুদ্ধি, কি চরিত্রবল না থাকে কেবল অর্থে কি হইবে? তুমি যে গণ্ডীর মধ্যে আছ কেবল তথায় তোমার সম্মান অন্যত্র নহে কারণ,

> বিদ্বত্বং চ নৃপত্বং চ নৈবতুল্যং কদাচন।
> স্বদেশে পূজ্যতে রাজা বিদ্বান্ সর্ব্বত্র পূজ্যতে ॥
> বিদ্যা আর রাজপদ এই দুই বিষয়,
> কখনই এ জগতে তুল্যমূল্য নয়॥

কেবল আপন দেশে রাজা পূজা পায়,
বিদ্বান্ পূজিত হয় যথায় তথায়।

যদি তুমি চরিত্রবান লোক না হও তবে তোমার ধন দৌলতের গৌরব কি? বিদ্যা, বুদ্ধি ও চরিত্র—এই তিনটী পৃথক পৃথক বিষয় বটে। বিদ্যা হইলেই যে বুদ্ধিমান ও চরিত্রবান লোক হইবে এমত নহে। প্রথমটী অপর দুইটীর গঠনে সাহায্য করে মাত্র। বিদ্যা ব্যতীত লোকে বুদ্ধিমান, ও চরিত্রবান হইতে পারেন—যিনি চরিত্রবান তিনি নিশ্চিতই বুদ্ধিমান চরিত্রবান লোক সমাজের শিরোভূষণ। চরিত্রহীন ধনবান লোক কখনই সমাজে উচ্চাসন পাইতে পারেন না, কারণ সমাজে অনেক চরিত্রহীন নরপিশাচ আছে যাহারা দুর্ব্বলকে উৎপীড়ন করতঃ শোণিতসম তাহাদের উপার্জ্জিত অর্থ শোষণ করতঃ ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি করিয়া বৈভবসুখে আনন্দ উপভোগ করেন সে সমস্ত প্রাণী লোকের চক্ষে ঘৃণনীয়, তাহাদের কার্য্যের জন্য সমাজে নির্দ্দোষী লোকেরও অপযশ হইয়া থকে। আমি একথা বলিতেছিনা যে কেহই অর্থোপার্জ্জন করিবেন না; সৎপথে থাকিয়া স্বধর্ম্মবজায় রাখিয়া ধনোপার্জ্জন কর এবং সঙ্গে সঙ্গে বিদ্বান, বুদ্ধিমান ও সচ্চরিত্র হইতে চেষ্টা-কর। অপর জাতির মধ্যে ভদ্র লোকের সঙ্গে মিশামিশি করিতে চেষ্টাকর, দেখিবে কত সম্মান পাইবে এবং তজ্জন্য মনে কত সুখ অনুভব করিবে—সে সুখ তোমার অমানুসিক উৎপীড়নলব্ধ বৈভবাপেক্ষা কত অধিক তাহা বর্ণনাতীত।

সম্প্রতি বাণিজ্যে সমস্ত জাতি উন্নতি সোপানে আরোহণ করিয়াছে। যে পাশ্চাত্য জাতি বহুশতাব্দি পূর্ব্বে অসভ্যছিল সে জাতি আজি বাণিজ্য লব্ধধনে ও বিদ্যা, বুদ্ধিতে পৃথিবী মধ্যে অগ্রগণ্য হইয়াছে যে জাপানীরা ত্রিংশৎ বৎসর পূর্ব্বে নগণ্য জাতি বলিয়া পাশ্চাত্য জাতির নিকট অভিহিত হইত সে জাতি আজি তাহাদের শিল্প বাণিজ্য-লব্ধধনে পরিপুষ্টি লাভ করিয়া তাহাদের শিল্প নৈপুণ্যে, বিদ্যা বুদ্ধিতে, অধ্যবসায় ও অন্যান্য গুণে জগৎকে স্তম্ভিত করিয়াছে। যে দিকেই দৃষ্টি নিক্ষেপ করি সেই দিকেই দেখিতে পাই যে প্রত্যেক উন্নতিশীল জাতির উন্নতির প্রধান ভিত্তি বাণিজ্য, বিদ্যা, বুদ্ধি ও চরিত্রবল। সুতরাং জাতীয় উন্নতি করিতে হইলে এই সমস্ত গুণ থাকার দরকার। আমরা ব্যবসা বাণিজ্যে বংশ পরম্পরা ক্রমে জীবিকা

নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছি, আমরা চাকুরী করিয়া কখনই সংসার চালাই নাই। আমাদের বৈশ্যোচিত ধর্ম্ম কখনই পরিত্যাগ করা উচিত নহে। অন্যান্য জাতিরা আমাদের ধর্ম্ম অর্থাৎ ব্যবসা কাড়িয়া লইয়া বড়লোক হইতেছেন। আর আমরা আমাদের জাতিগত ব্যবসা ছাড়িয়া দিয়া বসিয়া থাকিব? কখনই নহে। আমাদের স্বজাতির মধ্যে যাহার যে দিকে মন খেলে তাহাকে সেই দিকে উৎসাহ ও সাহায্য প্রদান করিয়া শিক্ষা দেওয়া নিতান্ত দরকার। ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি পারদর্শিতা লাভ না করিলে সমাজের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির ভরসা নাই।

ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে যুবকদিগকে শিক্ষাদানের উপায় কি? প্রথমতঃ অর্থের দরকার। এক জন কি দুই জন লোকের অর্থ দ্বারা সর্ব্বজনীন শিক্ষা সম্ভবপর নহে। দশজনে মিলিয়া সাহায্য না করিলে সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির আশা নাই। কেহ বা অর্থ দ্বারা কেহ বা শরীর দ্বারায় কেহবা লেখনি সঞ্চালন দ্বারায় শিক্ষাপ্রদানের সহায়তা করিবেন। অবস্থানুসারে অল্পই হউক কিম্বা অধিকই হউক মাসিক বা বার্ষিক অথবা এককালীন সাহায্য প্রদান করিবেন। একটী জাতীয় ধনভাণ্ডর স্থাপনের দরকার। কলিকাতার তিলি সম্মিলনীতে প্রস্তাব হইয়া সর্ব্বসম্মতি ক্রমে ধনভাণ্ডার গঠিত হইয়াছে। যিনি যখন যাহা সাহায্য করেন তাহা উক্ত ধনভাণ্ডারে গচ্ছিত রাখিলে ক্রমে ক্রমে উক্ত ধনভাণ্ডার বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া জাতীয় হিত-কামনায় বিশেষ উন্নতি সাধন করিতে সক্ষম হইবে। ইচ্ছা থাকিলে চেষ্টা হয় এবং চেষ্টার অসাধ্য কার্য্য নাই। প্রতি বৎসর কোন না কোনও বাড়িতে দুর্গোৎসব, দোল, বিবাহ, অন্নপ্রাসন কিম্বা শ্রাদ্ধ ইত্যাদি ব্যাপার হইয়া থাকে। ঐ উপলক্ষে সেই সমস্ত বাটীতে অল্পাধিক অর্থ ব্যয় হইয়া থাকে। তখন কি কেহই জাতীয় ভাণ্ডারে সাহার্য্যার্থে কিছু অর্থ প্রেরণ করিতে পারেন না? বড়ই দুঃখের বিষয় বটে। ধনভাণ্ডারের অর্থ দ্বারা কতিপয় শিক্ষিত ও উৎসাহী যুবককে পরিব্রাজক স্বরূপে স্থানে স্থানে প্রেরণ পূর্ব্বক নিজেদের অবস্থা জ্ঞাপন করিয়া সমুদয়কে সৎকার্য্যে ও জাতীয় উন্নতি সাধনকল্পে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করিতে হইবে এবং নিঃস্ব বিদ্যোৎসাহী বালকদিগকে সাহায্য প্রদান করিয়া বিদ্যাধ্যয়নের সুযোগ করিয়া দিতে হইবে। ভিন্ন ভিন্ন লোকে বিভিন্ন বিভাগে পারদর্শিতা লাভ না করিতে পারিলে সমাজের সর্ব্বাঙ্গীন সৌন্দর্য্যের সম্ভাবনা কোথায়? কেবল এক

ব্যবসা লইয়া থাকিলে চলিবে না। তাহাতে দলাদলি ভিন্ন লাভ না হইবার সম্ভাবনা। তবে আমাদের বৈশ্যোচিত ব্যবসায় কিছুতেই পরিত্যাগ করা উচিত নহে। আমাদের জাতির মধ্যে মোটামুটি কৃষি, বাণিজ্য, গোরক্ষা ও কুসীদ—এই কয়েকটী ব্যবসায় দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু অধিকাংশ স্থানেই বাণিজ্য ও কুসিদ এই দুই ব্যবসায় অধিক দৃষ্ট হইয়া থাকে। আমা-দের বৈশ্যোচিত ব্যবসায়ের উৎকর্ষতা সম্পাদন পূর্ব্বক সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য ব্যবসায়েরও উন্নতি করিতে হইবে। কেহ বা শিক্ষা বিভাগে কেহ বা চিকিৎসা কার্য্যে, কেহ বা আইনজ্ঞ হইয়া, কেহ বা বাণিজ্য ব্যবসায়, কেহ বা কাব্য এবং নভেল লিখিয়া,কেহ বা পত্রিকাদির সম্পাদকের কার্য্যে, কেহ বা পরিব্রাজক স্বরূপে ধর্ম্মোপদেশে, ইত্যাদি নানাবিধ মহৎ কার্য্যে পারদর্শিতা দেখাইতে পারিলে সর্ব্বাঙ্গীন জাতীয় উন্নতির ভরসা হয়। আমাদের জাতির মুখপত্র "তিলি বান্ধব" পত্রিকা লেখকের অভাবে রীতিমত সময়ে বাহির হইতেছে না। আমাদের মধ্যে কি লেখক নাই? অনেক বিদ্বান্ লোক আছেন। লেখনি ধরিলে বোধহয় অনেকেই প্রবন্ধ লিখিতে পারেন। হঠাৎ কবি হওয়া যায় না কিম্বা হঠাৎ সুলেখক কিম্বা সুবক্তা হওয়া যায় না। আমাদের মধ্যে যাহারা বিদ্বান্ লোক আছেন তাঁহাদের নিকট সানুনয় নিবেদন এই যে তাঁহারা মাসে মাসে তিলি জাতি সম্বন্ধেই হউক অথবা আমাদের স্বজাতির মধ্যে স্বর্গীয় মহাত্মাদিগের জীবনী কিছু কিছু করিয়া "তিলি বান্ধবে" লিখিলে উক্ত পত্রিকা সময় মত মুদ্রিত হইতে পারিবে এবং মহাত্মাদিগের জীবনী পাঠেও অনেক উপদেশ পাওয়া যাইবে। যিনি প্রকাশ্যে কখনও লেখনি চালনা করেন নাই প্রথমতঃ তাঁহার কিঞ্চিৎ ভয় ও লজ্জা হইতে পারে। আমার বিবেচনায় প্রবন্ধাদি লিখিয়া উক্ত পত্রিকার কার্য্যালয়ে পাঠাইলে সুযোগ্য সম্পাদক মহাশয় আবশ্যক মত সংশোধন করতঃ মুদ্রিত করিলে কোনও ভয় ও লজ্জার কারণ থাকিবে না।

অল্পবয়সে বিবাহ হইলে যুবক সাংসারিক নানা আবর্ত্তনে জড়িত হইয়া বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয় এবং বৈষয়িক বুদ্ধি বিশেষভাবে পরি-পক্ক না হওয়ায় অধিকাংশ যুবকগণ তাহাদের নিজের অথবা অপরের কোনও কার্য্যে পারদর্শিতা দেখাইতে পারে না কিম্বা স্বাধীনভাবে সৎসাহসের সহিত কার্য্য করিতে সক্ষম হয় না। আমি একথা বলিতেছিনা যে প্রত্যেকেই বি, এ, এম্, এ, না পড়িয়া তাহাদের পিতা পিতামহ প্রভৃতি মহাত্মাগণের

অনুষ্ঠিত ব্যবসায় পরিচালিত করিতে অক্ষম হইবে। আমার মত এই যে যুবকগণ অন্ততঃ এরূপ ভাবে শিক্ষিত হওয়া চাই যে কোনও কার্য্যে প্রবেশ করিলে কার্য্য চালনের জন্য অন্যের মুখাপেক্ষী হইতে না হয়। সুতরাং অন্ততঃ ম্যাট্রিকুলেশন পাশ না হইলে শতকরা পাঁচ সাত জন যুবক ব্যতীত প্রায় সকলেই কার্য্য স্বাধীনভাবে সুচারুরূপে চালাইতে অনুপযুক্ত। ইহা অবশ্যই স্বীকার্য্য বিষয় যে প্রথমতঃ নূতন কার্য্যে কিছু কিছু শিক্ষার দরকার। বিদ্বান্ ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি দশ দিনে যে কার্য্য শিখিয়া লইতে পারিবে নিরক্ষর লোক সেই কার্য্য শিখিতে দশ মাস অতিবাহিত করিবে। ভিন্ন ভিন্ন সমাজের সহিত করণ কারণ হইলে দেখাদেখি লোকেরও চাল চলন পরিমার্জ্জিত ও শিক্ষায় সুযোগ হইবে এবং আচার ব্যবহার উত্তরোত্তর উৎকর্ষতা লাভ করিবে। বালিকাদিগকে সুশিক্ষা প্রদান করিলে ভিন্ন সমাজের বালকের সহিত বিবাহ দেওয়া সুযোগ হইবে। যে সংসারে জননী, স্ত্রী ও অন্যান্য স্বজনবর্গ সুশিক্ষিতা থাকেন সে সংসার স্বর্গতুল্য। তথায় বৃথা কথা লইয়া কোনও প্রকার ঝগড়া কলহের সম্ভাবনা থাকে না। যেখানেই কলহ দেখা যাইবে বিশেষ অনুসন্ধান করিলেই বুঝিতে পারা যায় যে তথায় সুশিক্ষার অভাব। লোকে শিক্ষিত হইলে তাহাদের ভাষাও পরিমার্জ্জিত হইবে এবং সাধু ভাষায় ভদ্রলোকের সহিত বাক্যালাপ করিয়া কি কোনও সভাসমিতিতে বক্তৃতা দ্বারায় অপরকে ও নিজকে সুখী করিতে পারিবে। অনেক সঙ্গতিপন্ন লোক দেখিতে পাওয়া যায় তাহাদের শিক্ষাভাবে আচার ব্যবহার, চাল চলন ও পোষাক পরিচ্ছদ অতি কদর্য্য এবং তাহারা সাধুভাষায় আলাপ করিতে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। তাহাদের ধুলিরাশি পরিপূর্ণ মূল্যবান মলিন বেশ ভূষণ দেখিয়া ঘৃণার ও দ্বেষের উদ্রেক হয়। বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে অর্থব্যয় করিয়া মূল্যবান পোষাক ও বস্ত্রাদি খরিদ করিয়া ব্যবহার করিতে পারেন কিন্তু উহা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিতে এত কুন্ঠিত ও উদাসীন কেন? বরং অল্পমূল্যের পরিস্কৃত পোষাক পরিচ্ছদ ধূলিরাশি পরিপূর্ণ মলিন মূল্যবাম বেশ অপেক্ষা অধিক আদরণীয়। ধনী হইলেই হয় না, ধনের সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যাবুদ্ধি ও পরিস্কৃত বেশভূষায় থাকা আবশ্যক, কারণ

বস্ত্রেণ বপুষা বাচা বিদ্যয়া বৈভবেন চ।
পঞ্চবকারযুক্তেন পৌরুষং লভতে নরঃ॥

সুবেশ সুবাক্য বিত্ত বিদ্যাকলেবরে।
এ পঞ্চ বিষয়ে খ্যাতি পাইবেক নরে॥

সম্প্রতি সাহাজাতীয় লোকদিগকে বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন দেখিতে পাওয়া যায়। ধনীই হউক কিম্বা গরীবই হউক কোনও স্থানে যাইতে হইলে তাহারা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ভাবে যাতায়াত করে। ইহাতে যে তাহাদের বেশী কিছু ব্যয়োবৃদ্ধি হয় তাহা নহে। জল, খৈল, ক্ষার, তৈল, আয়না, চিরুণী সমুদয় গৃহেই আছে। মূল্যবান সাবানের কথা উল্লেখ করিতেছি না, কিম্বা কুন্তলীন তৈলের কথা বলিলাম না, অথবা শাল এবং রেশমের চাদরের উল্লেখও করিতেছি না। সাধারণতঃ যে সমস্ত পোষাক পরিচ্ছদ সাধারণ লোকে ব্যবহার করে তাহা পরিস্কৃত করিতে হইলে গরীবের পক্ষে সাবান ভিন্ন কি ক্ষারে চলে না এবং শরীর পরিষ্কার করিতে হইলে কি সাবান ব্যতিরেকে খৈলক্ষারে চলে না। সুগন্ধি তৈল ব্যবহার না করিলে কি তিল কিম্বা সরিষা তৈল ব্যবহার করায় দোষ আছে? চিরুণী দ্বারা মাথা আঁচড়াইয়া কেশ পরিপাটী রাখিতে কি অতিরিক্ত ব্যয় হয়। এসব করিলে মানুষকে কেমন সুন্দর দেখায় এবং মনও প্রফুল্ল থাকে। এই সমস্ত সহজ উপায় থাকিতে অনেক অপদার্থ লোক অপরিস্কার ও অপরিচ্ছন্ন থাকে এবং মলিন পোষাক ব্যবহার করিতে ঘৃণা বোধ করে না। সমস্তই অভ্যাসের উপর নির্ভর করে।

ধর্ম্মকর্ম্মে অনেকের অজ্ঞানতা অথবা অন্ধ বিশ্বাস থাকায় সময় সময় সাধারণ কার্য্যে যথেষ্ট অর্থব্যয় হইয়া থাকে। অনেক সঙ্গতিপন্না সন্তানহীন বিধবা আছেন তাঁহারা অবলাসুলভ সরলতা প্রযুক্ত ধূর্ত্ত লোকের পরামর্শে একদা হরিবাসর অথবা তদ্রূপ কোনও একটী বৃহৎ ব্যাপার আরম্ভ করিয়া অত্যন্ত ব্যয় করতঃ সমস্ত অর্থ নিঃশেষ করিয়া ফেলেন। আমি একথা বলিতেছি না যে হরিবাসর করিলে ধর্ম্ম হয় না। আমার উদ্দেশ্য এই যে তিনি যদি চিতাব্যাঘ্র সদৃশ গোপী মৃত্তিকা চিত্রিত গাত্র, মুণ্ডিত মস্তক, দীর্ঘ্য শিখা সম্বলিত মালাঝোলাধারী বৈরাগীদিগকে পেট ভরিয়া খাওয়াইলেই কেবল ধর্ম্মকর্ম্ম হয় এবং অন্যকার্য্যে অর্থব্যয় করিলে ধর্ম্ম হয় না, বিবেচনা করেন তাহা নিতান্ত ভুল। চিকিৎসালয় ও বিদ্যালয় স্থাপন, পুষ্করিণী ও কূপখনন কিম্বা অন্যান্য স্থায়ী সৎকর্ম্মে যাহাতে সর্ব্বসাধারণের চিরকালের জন্য উপকার হইতে পারে তাহাতে যত পুণ্য হয় একদিন হরিবাসর করিয়া সমস্ত

অর্থব্যয় করিলে তত্ফল হওয়া সম্ভবপর নহে। সুতরাং এতদ্ বিষয়ে সদুপদেশ প্রদানে মহৎ উপকার সাধিত হইতে পারে।

সমাজের নিরক্ষর লোক কাহারও সহিত কলহ করিলে প্রায় তাহারা শত্রু নির্য্যাতন করিবার লালসায় ভিন্ন জাতীয় মনিব সরকারে নালিস করিয়া তাহাদের সামাজিক ও পারিবারিক নানাপ্রকার কুৎসা সত্যই হউক বা মিথ্যাই হউক শত্রুকে জব্দ করিবার জন্য প্রকাশ করিয়া থাকে। এ সমস্ত লোক সমাজের কণ্টক স্বরূপ। ইহারা নিজের সম্মান বজায় রাখিতে জানে না সুতরাং অন্যের সম্মান কিসে থাকিবে তাহাও বুঝিবার শক্তি নাই। সমাজিক বিবাদ বিসম্বাদ বিচারের ভার সামাজিক লোকের উপর থাকিলে অশ্রাব্য ও নিন্দনীয় কথা অপর জাতির লোকের কর্ণগোচর হইতে পারিবে না এবং ক্রমে ক্রমে সমাজের শাসনে দোষী ব্যক্তি ও ক্রমে ক্রমে সংশোধিত হইতে পারিবে। যাবৎ সমাজস্থ অধিকাংশ লোক শিক্ষিত না হয় তাবৎ নিরক্ষর লোকের কার্য্যতায় অনেকেরই পদে পদে লজ্জিত ও হেয় হইবার সম্ভাবনা আছে। মানীর অপমান মৃত্যুতুল্য, মূর্খ লোকের কর্ণ মর্দ্দনেও লজ্জা হয় না।

বাল্য বিবাহের বাধা জন্মাইবার কয়েকটী উপায় আছে। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত ব্যবস্থাই উৎকৃষ্ট। দূরবর্ত্তী ভিন্ন সমাজের সহিত বিবাহ প্রচলন থাকিলে বাল্য বিবাহ সহজে সম্ভবপর হইবে না এবং সংকীর্ণ সমাজ লইয়া বিবাহাদি করার জন্য ভাল পাত্র কি ভাল পাত্রী পাওয়া যাইবে না আশঙ্কা করিয়া অভিভাবকেরা দিশাহারা হইয়া যে প্রকারেই হউক সত্বরে বিবাহ দিতে পারিলেই সমস্ত আপদ চুকাইয়া গেল বলিয়া বিবেচনা করেন তদ্রূপ করিবেন না। সংকীর্ণ সমাজ লইয়া বিবাহাদি প্রচলন থাকায় ইহাও মধ্যে মধ্যে দেখা যায় যে চারি পাঁচ বৎসরের বালকের অবস্থাপন্ন পিতা মাতা কোনও ভাল ঘরের নবজাত শিশুকন্যা দেখিলে তাহার সঙ্গে বিবাহের কথোপকথন করিয়া রাখেন এবং ছয় সাত বৎসরের কন্যার পিতা মাতা কন্যাকে কিছু বিলম্বে বিবাহ দিবে মানস করিয়া বিবাহ হওয়ার দুই তিন বৎসর পূর্ব্বেই বিবাহ সম্বন্ধ একরূপ স্থির করিয়া রাখেন। এ সমস্ত হাস্যোদ্দীপক ভাব সঙ্গতিপন্ন লোকের মধ্যেই দৃষ্ট হয়। ভিন্ন সমাজ লইয়া বিবাহাদি প্রচলন করিলে পাত্র ও পাত্রীর গুণেরও আদর বাড়িবে সুতরাং তাহাদের মধ্যে লেখাপড়ার আধিক্যও বেশী দৃষ্ট হইবার সম্ভাবনা। পাত্র কিম্বা

পাত্রীর পিতা মাতা তদভাবে অন্য অভিভাবকের নিকট হইতে চুক্তি করিয়া অর্থ গ্রহণে বিবাহ ক্রিয়া সম্পন্ন হইবে এতাদৃশ কুপ্রথা বাঞ্ছনীয় নহে। এবং এই প্রথা যাহাতে আমাদের মধ্যে প্রকাশ্যভাবে প্রচলিত হইতে না পারে তজ্রূপ প্রত্যেক সহৃদয় ভদ্র মহোদয় যত্নবান হওয়া উচিত। বৈদ্য ও কায়স্থদিগের মধ্যে এই কুপ্রথা প্রচলিত থাকায় বিবাহে কোনও কোনও সংসার সর্ব্বস্বান্ত হইয়া গিয়াছে। ইহা দেখিয়া শুনিয়া আমাদিগের চৈতন্য হওয়া উচিত।

কতকগুলি প্রাণী আছে তাহারা হিংসায় ও স্বার্থপরতায় পরিপূর্ণ। এদোষ কেবল আমাদের জাতিগত নহে, ইহা প্রত্যেক জাতিতেই দৃষ্ট হয়। এদোষ কেবল শিক্ষার অভাবে উৎপন্ন। বাস্তবিক সুশিক্ষা না পাইলে মানুষের হৃদয় প্রশস্ত হয় না। ক্ষুদ্রান্তঃকরণের লোকেই পরশ্রীকাতরতায় অধীর থাকে এবং কি প্রকারে উন্নতি ও অবস্থাপন্ন প্রতিবেশীর অধঃপতন হয় তাহাই তাহার লক্ষ্য। এতাদৃশ লোক কাহারও সহানুভূতি পায় না বরং সমুদয়েই তাহার শত্রু হইয়া দাঁড়ায়। বাস্তবিক যে অপরকে নিজের ন্যায় জ্ঞান করে সংসারে সমুদয়েই তাহার বান্ধব।

অয়ং নিজঃ পরো বেতি গণনা লঘুচেতসাম্।
উদার-চরিতানান্তু বসুধৈব কুটুম্বকম্॥
কেহ হয় আপনার কেহ পর হয়।
এহেন গণনা করে মূঢ় নীচাশয়॥
সর্ব্বভূতে আত্মসম সদা যার জ্ঞান।
উদার চরিত সেই পাইবে সম্মান॥

জলাঞ্জলি দ্বেষাদ্বেষি ভাব ছাড়িয়া সমুদয়ে একতানে এক প্রাণে পরস্পরের সাহায্য দ্বারা উন্নতি মার্গে উঠিতে সচেষ্ট হওয়া উচিত, নতুবা কস্মিন্কালেও কেহই কোনও কার্য্যে উন্নতির চরম সীমায় পৌঁছিতে পারিবেন না।

১৩২৮ সালের অগ্রহায়ণ মাসের "তিলি বান্ধব" পত্রিকায় শ্রীযুক্ত বাবু মুকুন্দলাল কুণ্ডু এম. এ, বিএল মহাশয় "বঙ্গদেশীয় তিলি জাতীর সর্ব্বাঙ্গীন উপায়" শীর্ষক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন যে "বর্ত্তমানে তিলি জাতি যে ভাবে আপন বৈশ্যবৃত্তি দ্বারা স্বকীয় উন্নতি সাধন করিতেছে তাহা কালোপযোগী নহে। তিলি জাতিকে বর্ত্তমান কালের শিক্ষালাভ করিয়া বর্ত্তমানে কালোপযোগী ধনাগমের উপায় অবলম্বন করিতে হইবে।

ইউরোপ, জাপান, বোম্বাই প্রভৃতি স্থানে পাঠাইয়া তাহাদিগকে (বুদ্ধিমান স্বজাতি বালকগণকে) নানা কল কারখানার কার্য্যে শিক্ষা দানকরিতে হইবে।"

উদ্ধৃত বাক্যটী সম্পূর্ণ যুক্তি সঙ্গত। আমি মুকুন্দবাবুর এ বাক্য সম্পূর্ণ সমর্থন করি। বিদ্যোৎসাহী ও স্বজাতির উন্নতিকাঙ্ক্ষী সমস্ত ভদ্র মহোদয়কে উক্ত বাক্যের সারাংশ হৃদয়ঙ্গম করিতে অনুরোধ করি। কালানুসারে যুবকদিগকে যোগ্যতানুসারে সুশিক্ষা প্রদানের সুবন্দোবস্ত করা একান্ত কর্ত্তব্য। অন্যান্য জাতি যে প্রকার উৎসাহের সহিত নূতন জ্ঞানে ও নূতন ধনে পরিপুষ্ট হইতেছে আমাদিগেরও সেই প্রকার নবীন উৎসাহে নূতন নূতন ব্যবসায় ও শিল্প বাণিজ্যে পারদর্শিতা লাভ করিয়া ধনবৃদ্ধি ও সম্মান অর্জ্জন করিতে হইবে নতুবা ক্রমোন্নতিশীল মানব জাতির মধ্যে অধঃস্তরে পড়িয়া থাকিতে হইবে। এই ক্ষণ জাতীয় জাগরণের সময় কাহারও নিদ্রিত থাকা উচিত নহে। এবং কল কারখানা ও যৌথকারবারাদি জাতীয় ধনভাণ্ডার দ্বারায় স্থাপিত করিয়া স্বজাতি শিক্ষিত লোক দিগকে নিযুক্ত করিয়া উৎসাহিত করিতে হইবে। স্বজাতি লোক উপযুক্ত থাকিলে অন্যান্য জাতির ন্যায় তাহাকেও নিযুক্ত করা উচিত। কারণ আমাদের মধ্যে শিক্ষিত অভিজ্ঞ ও কার্য্যক্ষম লোকের সংখ্যা অত্যন্ত কম। যদি তাঁহাদিগকে উপস্থিত মত কার্য্যে নিযুক্ত না করা যায় তবে ভাবী শিক্ষার্থী গণের ভগ্ন মনোরথ হওয়া একান্ত সম্ভাবনা। স্বজাতি লোকদিগকে উপেক্ষা করিয়া কার্য্য না দেওয়ায় সংকীর্ণ হৃদয়তা ও স্বজাতি দ্রোহীতার পরিচায়ক বটে।

এখন দেখা যাইতেছে যে সমাজের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সাধন করিতে হইলে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি কার্য্যে পরিণত করিতে পারিলে কতক পরিমাণে সাফল্য লাভ করা যাইতে পারে। যথা :—

(১) সুশিক্ষা প্রদান করা উচিত এবং তজ্জন্য স্থানে স্থানে সঙ্গতিপন্ন লোকের সাহায্যে বিদ্যালয় স্থাপন করিতে হইবে। কেবল বালকদিগকে শিক্ষাদিলেই চলিবে না বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন পূর্ব্বক বালিকাদিগকে সুশিক্ষা প্রদান করিতে হইবে।

(২) বিনয়ী, বিদ্যোৎসাহী ও সচ্চরিত্র নিঃস্ব বালককে সাহায্য দ্বারা বিদ্যাধ্যয়নের সহায়তা করিতে হইবে।

(৩) সমাজের মধ্যে যে সমস্ত কুসংস্কার আছে তাহা যথাসাধ্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক সময়োপযোগী বিধান ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(৪) স্থানে স্থানে জাতীয় সমিতি স্থাপন পূর্ব্বক সময় সময় আলোচনা দ্বারা দোষ সংশোধন করিতে হইবে এবং বেশভূষার পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার দিকে মতি লওয়াইতে হইবে।

(৫) সভাসমিতিতে প্রত্যেক লোককে নিজ নিজ মনোভাব উৎকৃষ্ট ভাষায় বক্তৃতা করিবার জন্য সুযোগ ও সুবিধা হইবে এবং যাহাতে সংসঙ্গে থাকিয়া সাধু ভাষায় কথাবার্ত্তা শিখিয়া ভদ্র লোকের সহিত কথোপকথন করিতে পারে তদ্রূপ শিক্ষা দিতে হইবে।

(৬) বিদ্বান ও উৎসাহী লোককে সাহায্য প্রদান পূর্ব্বক স্থানে স্থানে পরিব্রাজক স্বরূপে পাঠাইয়া সংদৃষ্টান্তে সমাজস্থ লোকদিগকে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করিতে হইবে।

(৭) কি কার্য্য করিলে সমাজের নিন্দা না হয় ও আত্ম সম্মান বৃদ্ধি পায় তাহা বুঝাইয়া দিতে হইবে।

(৮) পরশ্রীকাতরা ও স্বার্থপরতা ত্যাগ পূর্ব্বক পরস্পরের ব্যবসায় বাণিজ্যের উন্নতি হওয়ার সহায়তা করিতে হইবে।

(৯) সমাজের অভ্যন্তরিক বিবাদ বিসম্বাদ মীমাংসা ও দোষ সংশোধন জন্য ভিন্ন জাতীয় মালিক জমিদারের সমীপে না যাইয়া নিজেদের নিকট মীমাংসার চেষ্টা করিতে হইবে।

(১০) পূজা প্রভৃতি উৎসবের সময় এবং বিবাহ অন্ন প্রাশন ও শ্রাদ্ধাদিতে কিছু কিছু সাহায্য আদায় পূর্ব্বক জাতীয় ধনভাণ্ডারে প্রেরণ করিতে হইবে অথবা যেখানে শাখা ধনভাণ্ডার স্থাপিত হইয়াছে তথায় আমানত রাখিয়া জাতীয় ধনভাণ্ডারে প্রেরণ করিতে হইবে।

(১১) যুবকদিগকে তাহাদের দক্ষতানুসারে নানা বিষয়ে শিক্ষা প্রদানে কার্য্যোপযোগী করিয়া দিয়া কার্য্যপরিচালনার সুযোগ করিয়া দিতে হইবে।

(১২) নিজেদের কারবারে অথবা কার্য্যে যথাসম্ভব যোগ্যতানুসারে স্বজাতি লোক নিযুক্ত করিতে হইবে এবং যৌথ কারবার দ্বারায় ধনবৃদ্ধির চেষ্টা করিতে হইবে।

(১৩) বিবাহে পাত্রের কিম্বা পাত্রীর অভিভাবকের নিকট হইতে চুক্তি করিয়া কেহ যাহাতে অর্থ লইতে না পারে তদ্বিষয়ে বিশেষ

দৃষ্টি রাখিতে হইবে এবং বিবাহে যথাসম্ভব বৃথা অর্থ ব্যয়ের হ্রাস করিতে হইবে।

(১৪) কুৎসঙ্গ ও আমোদে প্রমোদে যাহাতে অর্থ নষ্ট না হয় তদ্রূপ উপদেশ দিতে হইবে।

(১৫) বাল্য বিবাহের প্রচলন উঠাইয়া দিতে হইবে অথবা অভিবাবক দিগকে অন্ততঃ এই প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ রাখিতে হইবে যে তাহারা বালক দিগকে বিংশতি বৎসর এবং বালিকা দিগকে দ্বাদশ বৎসরের পূর্ব্বে বিবাহ দিবে না।

(১৬) ভিন্ন ভিন্ন সমাজের সহিত বিবাহ প্রচলন করিতে হইবে।

(১৭) কি কার্য্য করিলে প্রকৃত ধর্ম্মের কার্য্য হয় আধুনিক সাধুদিগকে বুঝাইয়া দিতে হইবে।

(১৮) উৎসাহী বিনয়ী ও সচ্চরিত্র যুবকদিগকে বর্ত্তমান কালোপযোগী ধনাগমের উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। ইউরোপ, জাপান, বোম্বাই প্রভৃতি স্থানে পাঠাইয়া তাহাদিগকে নানা কল কারখানার কার্য্যে শিক্ষাদান করিতে হইবে এবং কল কারখানা ও যৌথ কারবারাদি জাতীয় ধনভাণ্ডার দ্বারায় স্থাপিত করিয়া শিক্ষিত লোকদিগকে নিযুক্ত করিয়া উৎসাহিত করিতে হইবে।

শ্রীগোপাল চন্দ্র পাল, উকিল, টাঙ্গাইল, মৈমনসিংহ।

সমাজ উন্নতি।

ভগবান কৃপায় তিলিজাতি ক্রমশঃই উন্নতির উচ্চ সোপানে আরোহণ করিতেছেন। কাল স্রোত যতই প্রবাহিত হইয়া যাইতেছে ততই তিলি জাতির শুভ পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইতেছে। যে জাতি এতকাল ঘোর সুসুপ্তিতে নিমগ্নছিল, যে হৃদয় ক্ষেত্র গাঢ় তিমিরাচ্ছাদনে আচ্ছন্ন ছিল, যে জাতি ভাবী ঈপ্সিত উন্নতির আকাঙ্ক্ষায় বিমুখ হইয়া অন্যমনস্কভাবে নীরবে অন্য চিন্তায় বিজড়িত ছিল, যাহার অন্তঃকরণের আশা দেউটী এতাবৎকাল উৎসাহ বহ্নিতে জ্বলিয়া উঠে নাই; কোনও বিদ্যুৎময়ী আলোক আজ সেই দেউটী প্রজ্বলিত করিয়া তিমিরাচ্ছাদন অপসারিত করতঃ তিলি-জাতিকে জাগরিত করিয়া উন্নতির দিকে অগ্রসর করিতেছে। ক্রমশঃই দূরস্থানীয় স্বজাতি বান্ধবদের সহ পরিচয় এবং ঘনিষ্ঠতা স্থাপন হইতেছে। উদারচেতা ও স্বজাতি-হিতৈষী মহোদয়গণ নিজ জাতির মর্য্যাদা ও সম্মান রক্ষার্থে সর্ব্বদাই যত্নবান্। উদার অন্তঃকরণ স্বজাতি হিতৈষী তিলিকুল-গৌরব শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রলাল নন্দী মহাশয় যখন টাঙ্গাইল সবডিভিসনের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন (সম্প্রতি তিনি বদ্‌লি হইয়া স্থানান্তরে গিয়াছেন) তখন তিনি আপন জাতির প্রতি যৎপরোনাস্তি অনুগ্রহ ও ভালবাসা দেখাইয়াছেন; তাঁহার কৃপাতে পরস্পরের বিবিধ বিরোধের তিরোধান হইয়া এস্থানে বিমল শান্তি বিরাজ করিতেছে। অধিক দিন হইল না তিনি বদ্‌লি হইয়া এস্থান হইতে গিয়াছেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁহার টাঙ্গাইল পরিত্যাগ কালে আমরা তাঁহাকে সম্মান করিতে এবং তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে পারি নাই। আশাকরি সেহেতু ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মহোদয় আমাদিগকে ক্ষমা করিতে কুণ্ঠিত ও কাতর হইবেন না।

ক্রমেই সমাজের কিছু না কিছু উন্নতি পরিলক্ষিত হইলেও আমরা কতক-গুলি বিষয়ের প্রতি অমনোযোগী, সুতরাং সেইগুলিই সমাজ সংস্কারের পক্ষে অন্তরায় হইয়া পড়িয়াছে। এখনও সমাজের অজ্ঞান অন্ধকার তিরোহিত হয় নাই, এখনও সর্ব্ববিধ কুসংস্কার পরিবর্জ্জনান্তর তিলিজাতি নির্ম্মল ও বিশুদ্ধ হইতে পারে নাই, এখনও বোধহয় যাবতীয় স্বজাতি বান্ধবগণ উন্নতি বাসনাকে হৃদয়াসনে স্থাপন করিতে যত্নবান হন নাই, এখনও বোধহয় সমাজে

অমানিশার সূচীভেদ্য ঘোরান্ধকারে অন্তর্হিত হইয়া পৌর্ণমাসীর সুধাময়ী যামিনীর হাসি হাসি উৎফুল্লতা বিকাশ পায় নাই।

দূরবর্ত্তী স্থানে পুত্র কন্যার বিবাহ দিয়া বিভিন্ন সমাজের তিলিজাতির সহ বিভিন্ন সমাজের তিলিজাতির একতা ও ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপন চেষ্টা অন্যান্য জাতি অপেক্ষা আমাদের জাতির মধ্যে অল্পই দৃষ্ট হয়। আমাদের দেশ স্বভাবতঃই দরিদ্র, অধিকাংশ ব্যক্তিই দরিদ্রের ভীষণ অভাবে নিষ্পেষিত উদরান্নের সংস্থানেই ব্যতিব্যস্ত। সুতরাং দূরস্থানে পুত্র কন্যার বিবাহ দিয়া সমাজ বিস্তারের চেষ্টায় সম্পূর্ণ অসমর্থ। আবার কোন কোন দম্পতী আত্মজার স্নেহে বিমোহিত হইয়া তাহাকে দূরস্থানে প্রদান করিতে কুণ্ঠিত, কাজেই অসম্মত। বহুদিন তাঁহাকে চক্ষে দেখিতে পাইব না, আমাদিগকে না দেখিতে পাইয়া সে সুদূর স্থানে কি প্রকারে অবস্থান করিবে, সস্নেহে লালিতা পালিতা কন্যা আমাদের কথা মনে করিয়া পিঞ্জরাবদ্ধ বিহঙ্গীনীর ন্যায় দিবা নিশি ভাবিয়া ভাবিয়া কালযাপন করিবে; এই চিন্তাতে নিরাশ হইয়া পড়েন। এই প্রকারে এক গ্রামে বহুসংখ্যক বিবাহ হইতে হইতে একজনের সঙ্গে একজনের ক্রমান্বয়ে দুই তিন বা ততোধিক সম্বন্ধ স্থাপন হয়। তার পর অধিকাংশ গ্রামেই স্ত্রী শিক্ষার সুযোগ ও সুবিধা নাই। সে কারণে বহু সংসারে সাংসারিক বিভ্রাট, অশান্তি ও অমঙ্গল সংঘটিত হয়। এই স্ত্রী শিক্ষার অভাবে অনেক সংসারে ঘোরতর বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয় এবং সে স্থানে শান্তি বিলুপ্ত হইয়া অশান্তির আধিপত্য স্থাপিত হয়।

পরিশেষে আর একটী কথা বলিয়া আমার এই ক্ষুদ্র ও সামান্য সন্দর্ভটীর উপসংহার করিব। প্রবন্ধ ও অর্থাভাবে "তিলিবান্ধব" পত্রিকা উপযুক্ত সময়ে প্রকাশিত হইয়া গ্রাহক বর্গের নিকট প্রেরিত হয় না। সে কারণ স্বজাতি মহোদয়গণের মধ্যে অনেকেই স্বজাতীয় পত্রিকা বলিয়া যদি কিছু কিছু প্রবন্ধ লেখেন এবং প্রতি গ্রামে বহুসংখ্যক গ্রাহক হন তাহা হইলে প্রবন্ধ ও অর্থাভাব বিদূরিত হইয়া পত্রিকা যথোপযুক্ত সময়ে প্রকাশিত হইয়া গ্রাহকবর্গের নিকট প্রেরিত হইতে পারে।

অতঃপর যাবতীয় স্বজাতি বান্ধবদের নিকট বিনীত নিবেদন এই যে তাঁহারা যেন কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবিষ্ঠ হইয়া কণ্টকাঘাত ভয়ে ভীত ও নিরুৎসাহ হইয়া পশ্চাৎপদ না হন। কর্ম্মক্ষেত্র পথে কত বিভীষিকা কত মরীচিকা বিদ্যমান থাকে, কত দুর্নিবার দুদৈব অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায় কিন্তু কর্ত্তব্য

পরায়ণ ও সুধীগণ ধৈর্য্য ও উৎসাহ দ্বারা তৎসমুদয় পরাজয় পূর্ব্বক কর্ত্তব্যের পথে অগ্রসর হন। তাই বলি একদিকে উল্লিখিত বিঘ্ন সমূহ, অন্যদিকে ধৈর্য্য ও উৎসাহ ;একদিকে নিরাসা সমীরণে আশা প্রদীপের নির্ব্বাণ,—অন্যদিকে উৎসাহ বহ্নিতে উহার প্রজ্বলন ; একদিকে তিলিজাতির অবশতা এবং নিশ্চেষ্ঠতা,—অন্যদিকে তিলিকুল স্পর্শমণি কাশিমবাজারাধিরাজ ও রাজাগণের প্রবল শক্তি প্রদান ; সর্ব্বোপরি সর্ব্বশক্তিমান্ বিধাতার কৃপা ও অনুগ্রহ হায় ! সে দিন কবে হইবে, যেদিন বিধাতার কৃপা ও প্রসাদে তিলিজাতি উন্নতির উচ্চশিখরে আরোহণ করিয়া অপার আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইবে, কবে সমাজের যাবতীয় কুসংস্কার ধূলি ময়লা বিধৌত করিয়া নির্ম্মল ও বিশুদ্ধ হইবে. কবে তিলিজাতি সভ্য জগতের এক প্রধান জাতি বলিয়া আদরণীয় হইবে, কবে করুণাময় বিভুর করুণা কটাক্ষ এ জাতির উপর নিপতিত হইবে। জানিনা জগৎ পিতা জগদীশ স্বস্তি প্রদান পূর্ব্বক সে দিন কবে আনিয়া দিবেন।

শ্রীপ্রসন্ন কুমার পাল, ডাক্তার।

সেখেরপাড়া। পোঃ মগরা ময়মনসিংহ।

প্রতিবাদের প্রতিবাদ।

শ্রীযুক্ত "তিলিবান্ধব" পত্রিকার সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু –

মহাশয়, বিগত ১৩২০ সালের শ্রাবণ মাসের তিলিবান্ধবের "জনৈক স্বজাতি" লিখিত প্রতিবাদটী পাঠ করিয়া সত্যের অপলাপ দর্শনে বড়ই দুঃখিত হইলাম। আমার দৃঢ় বিশ্বাস তিলিবান্ধবের পাঠক মাত্রেই এবং যাঁহারা বিক্রমপুরের পালবংশদিগের বিষয় জানেন তাঁহারাও আমার মত মর্ম্মান্তিক বেদনা অনুভব করিয়াছেন।

কোনও একটী বিষয় লইয়া প্রতিবাদ উপস্থিত হইলে তাহার একটা মীমাংসা না করা অবশ্য ন্যায় সঙ্গত নহে। অতএব প্রতিবাদের প্রতিবাদ করা আমার অনিচ্ছা সত্বেও দেশের ও দশের অনুরোধ রক্ষার্থ কয়েকটি বিষয়ের প্রতিবাদ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।

যখন প্রতিবাদ লেখক "জনৈক স্বজাতি" মহাশয় তাঁহার স্ব নাম গোপন রাখিয়া অন্ধকারে হাবুডুবু খাইতেছেন তখন তাঁহাকে একটু আলোতে আনা

উচিত। অন্যথায় ধর্ম্ম বিরুদ্ধ কার্য্য হয়। নাম গোপন করায় লেখকের হৃদয়বল যে কতদূর ; ঘটনা যে কতটুকু সত্য এবং প্রতিবাদটী যে সম্পূর্ণ হিংসাদ্বেষ মূলক তাহা পাঠক মাত্রেই সহজে বুঝিতে পারেন। যাহার ভিত্তি নাই অথবা যে বিষয়ের গোড়ায় গলদ তাহার মূল্যই নাই। মূল্যহীন জিনিষ সংসারে অস্পৃশ্য মাত্র। ধন্য "জনৈক স্বজাতি" মহাশয়!

আমাদের "জনৈক স্বজাতি" মহাশয় লিখিয়াছেন পালবংশ তাঁহার বিশেষ পরিচিত। বোধহয় তিনি পালবংশের জনৈক বড় কুটুম্ব অথবা তাঁহার প্রতিবাদের নায়কের জনৈক ধামাধরা খয়ের খাঁ হইবেন। কিন্তু একথাও ঠিক যে তিনি আমাদের পালবংশের পরিবারভুক্ত কেহ নহেন। অতএব পালবংশের বিষয় লইয়া আন্দোলন করা তাঁহার পক্ষে ধৃষ্টতার পরিচয় মাত্র। এই বংশে হেমেন্দ্রলাল পাল চৌধুরী নামে কেহ নাই, শ্রীযুক্ত বড় কুটুম্ব মহাশয় তাহার প্রমাণ দিতে পারেন কি? তাই বলি "জনৈক স্বজাতি" মহাশয় উপেন্দ্র বাবুকে জিজ্ঞাসা করিয়া নিম্নলিখিত প্রশ্ন কয়টীর উত্তরদানে বাধিত করিবেন কি?

১। শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র বাবু "পালচৌধুরী" কোন্ সূত্রে? আর তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষের বংশোদ্ভব জ্ঞাতিগণ "ভুঞা" কোন্ সূত্রে? স্বীকার করি, তিনি ধনী আর আমরা নির্ধন। নির্ধন বলিয়া সমাজক্ষেত্রে বংশের উপাধির পার্থক্য হয় না, গবর্ণমেণ্টের প্রদত্ত উপাধির পার্থক্য হয় বটে। অতএব আজ হইতে উপেন্দ্র বাবুকে আমাদের সাধারণ উপাধি "পাল চৌধুরীর" পরিবর্ত্তে "জমিদার" উপাধি ধারণ করিতে অনুরোধ করা "জনৈক স্বজাতি" মহাশয় ন্যায় সঙ্গত মনে করেন কি?

২। উপেন্দ্র বাবু কোন্ কোন্ বিষয়ে চন্দ্র বিনোদ বাবুর অপেক্ষায় শ্রেষ্ঠ বা জ্যেষ্ঠ লেখক মহাশয় বলিতে পারেন কি? বয়োজ্যেষ্ঠ কি? সম্পর্ক কি? স্বীকার করি চন্দ্র বিনোদ বাবু বহু লক্ষ টাকা ঋণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার ঐ ঋণ যে ইতঃপূর্ব্বেই প্রায় পরিশোধ হইয়াছে তাহার খবর লেখক মহাশয় রাখিয়া থাকেন কি? চন্দ্র বিনোদ বাবু যে জমীদার প্রধান তাহার প্রমাণের জন্য আর আমাকে খাটিতে হইল না। যেহেতু লেখক মহাশয় তাঁহার প্রতিবাদেই স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়াছেন "তিনি বহুলক্ষ টাকার ঋণী।" বড় জমীদার না হইলে বহুলক্ষ টাকা ঋণ করিয়া পরিশোধ করিতে তিনি কখনও পারিতেন না। ঋণ কাহার নাই?

বাস্তবিক এই অমূলক ও ভিত্তিহীন প্রতিবাদের প্রতিবাদ করিতে আমার আত্মগ্লানি হইতেছে। কি করি "স্বজাতি" মহাশয় স্বহস্তেই নিজের পায়ে কুঠারাঘাত করিয়া বসিয়াছেন, কাজেই "কাবুলী দাওয়াইর" ব্যবস্থা করিতে বাধ্য হইলাম। আমরা যতদূর জানিতে পারিয়াছি, উপেন্দ্র বাবুর অজ্ঞাতসারেই এই প্রতিবাদ লিখিত হইয়াছে, নচেৎ লেখকের এতদূর দুর্ম্মতি কখনও ঘটিত না।

৩। সমাজে কিসে বড় হওয়া যায় লেখক মহাশয় জানেন কি? আমি আমার "বিক্রমপুর পালবংশের" প্রবন্ধে যাঁহাকে শ্রেষ্ঠ বলিয়াছি তিনি ন্যায়তঃ ধর্ম্মতঃ এবং সমাজগত মহামান্য সন্দেহ নাই। তাহার প্রমাণ ও আমি সহস্রাধিক দিতে পারি। এমন কি উপেন্দ্র বাবুও স্বয়ং আমার লিখিত বিষয় অনুমোদন করিতে বিন্দুমাত্রও দ্বিধা করিতে পারেন না। ধন, জন, যৌবন চিরদিন সমান থাকে না। উপেন্দ্র বাবুর অর্থের এমন কি মোহিনী শক্তি আছে যদ্দ্বারা তিনি শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিতে পারেন, লেখক মহাশয় বলিতে পারেন কি? চন্দ্র বিনোদ বাবুর শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ ন্যায়তঃ ধর্ম্মতঃ লোকতঃ এবং গবর্ণমেণ্টকৃত তালিকা দিতে পারি। আমার "বিক্রমপুর পালবংশ" প্রবন্ধটী আমি সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ভাবেই লিখিয়াছি। উপেন্দ্র বাবু আর চন্দ্রবিনোদ বাবু উভয়ই আমার সমপূজ্য। তাঁহাদের অপমানে আমার অপমান আর তাঁহাদের মানেই আমার মান। লেখক মহাশয় যখন আমাদের বংশের কেহ নহেন, তখন আমাদের মধ্যে কে কোন্ বিষয়ে বড় বা ছোট তাহা বুঝিবার তাঁহার অধিকার কোথায়? এক্ষনে আমার ছেলেবেলাকার একটা গল্পের কথা মনে পড়িল। কোনও একদেশে জনৈক জন্মান্ধ ছিল। সে কখনও হাতী কেমন জানিত না। ঘটনা চক্রে একদিন কোনও স্বজাতির সহিত হাতী দেখিবার মানসে এক রাজবাড়ী উপস্থিত হয়। কিন্তু নিজে অন্ধ তাই হাতী দেখিতে পাইল না। পরে হাতড়াইয়া হাতড়াইয়া হাতির পা ধরিয়া সিদ্ধান্ত করিল যে হাতী ঠিক স্তম্ভের ন্যায়! অতএব আমাদের "জনৈক স্বজাতি" মহাশয়েরও সেইরূপ মতিচ্ছন্ন ঘটিয়াছে, আশা করি এই দাওয়াইতেই তিনি আরোগ্যলাভ করিতে পারিবেন। অর্থদ্বারা ধনী হইতে পারিলেও সম্মানে, বয়সে, চরিত্রে বড় হওয়া যায় এইরূপ কোনও শাস্ত্রে লেখা নাই, তাহা বোধহয় লেখক মহাশয় জানেন। অর্থের সহিত সম্মানের অথবা প্রকৃত শ্রেষ্ঠত্বের সামঞ্জস্য হয় না। যাহা হউক বলিতে কি,

উপেন্দ্র বাবু ও তাঁহার ভ্রাতৃত্রয় আমাদের মধ্যেও আমাদের দেশে প্রকৃত ধর্মী। ভগবান করুন চিরদিনই যেন তাঁহাদের অর্থের সদ্ব্যবহার হয় আর তাহার গৌরব যেন দেশে দেশে কীর্ত্তিত হয়।

৪। জাহাজের কথা আর কি বলিব! আমীর চিরদিন আমীর চালেই চলেন। ক্ষুদ্রপ্রাণ, হৃদয়বিহীন "জনৈক স্বজাতি" মহাশয় সে রসে বঞ্চিত; বলিয়াই তাহার আস্বাদ পান নাই! আমি লিখিয়াছিলাম "আমাদের দেশে তাঁহারাই প্রথমে স্বদেশী ষ্টীমার তৈয়ারী করান।" এই কথার অর্থ বুঝিয়াছেন কি "কুটুম্ব" মহাশয়? সখ করিয়া বেড়াইবার জন্য দেশেই তাঁহারা (পাল বংশীয় জমীদারবর্গ) ষ্টীমার তৈয়ারী করান,—ব্যবসার জন্য নহে। স্বদেশী বলিতে যাহা বুঝায় সেইভাবেই তৈয়ারী হইয়াছিল, আজও তাহার ভগ্নাবশেষ পড়িয়া রহিয়াছে। দেশে থাকিলে আমি "জনৈক স্বজাতি" কুটুম্ব মহাশয়কে সাক্ষাৎ পাইলে চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইতে পারিতাম। ভগবান যদি এমন দিন কখনও দেন তবে দেখাইতে পারিব আশা করি।

৫। ভালকথা মনে পড়িয়াছে। উপেন্দ্র বাবু নাকি ২০ হাজার টাকা ব্যয় করিয়া দেশে এন্‌ট্রেন্স স্কুল গৃহ স্থাপন করিয়াছেন! বাস্তবিক ইহা একটী নূতন খোস খবর বটে। এজন্য স্বজাতি মহাশয়কে ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারিলাম না। বলি "কুটুম্ব" মহাশয়, চন্দ্রবিনোদ বাবুর প্রতিষ্ঠিত স্কুল কখনও দেখেন নাই কি? না দেখিলেও নিশ্চয় শুনিয়া থাকিবেন যে সেই বৃহৎ অট্টালিকা সংলগ্ন স্কুল গৃহের তুলনায় কথিত স্কুল গৃহটী সর্ব্ববিষয়েই নিকৃষ্ট পরন্তু প্রতিবাদের নায়ক মহাশয়ই তাহার প্রধান সাক্ষ্য ও প্রমাণ। কি করি, মানব মাত্রেই নিয়তির বশীভূত। নিয়তি বিমুখ তাই পদ্মার ভীষণ আক্রমণে সোনার লঙ্কাপুরীর ন্যায় চন্দ্রবিনোদ বাবুদের রাজপ্রাসাদ তুল্য সুবৃহৎ অট্টালিকা পদ্মার গর্ভে নিহিত। যদি আমাদের স্বর্গগত পূর্ব্বপুরুষদের স্থাপিত প্রত্যক্ষ বিগ্রহ শ্রীশ্রী৺শ্রীধর ঠাকুরের কৃপাদৃষ্টি থাকে, যদি ধর্ম্মের জয় আর অধর্ম্মের ক্ষয় থাকে তবে আমরাও একদিন দেশপূজ্য দেবতুল্য জমীদার প্রধান শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রবিনোদ পালচৌধুরী মহাশয়ের পূর্ব্বাপর স্মৃতিচিহ্নগুলি অক্ষুন্ন রাখিতে পারিব, সন্দেহ নাই। এখানে আর একটা কথা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। আমার বিশ্বাস লেখক মহাশয় বোধ হয় কখনও ২০ হাজার টাকা দেখেন নাই। তাই তিনি

লিখিয়াছেন যে, উপেন্দ্র বাবু ২০ হাজার টাকা ব্যয় করিয়া স্কুল গৃহাদি নির্ম্মাণ করাইয়াছেন। গৃহটী কিসের দ্বারা তৈয়ারী এবং কি কি বাবদে ২০ হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছে যদি তাহার একটা যথার্থ তালিকা লেখক মহাশয় দিতে পারেন তবে পাঠকবর্গ মাত্রেই বুঝিতে পারিবেন যে স্কুলগৃহে কত টাকা ব্যয় হইয়াছে। আমরা যতদূর জানি স্কুলগৃহটী স্কুলের তহবিল এর টাকা দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে। যে যাহা হউক স্কুলটী আমাদের একটী গৌরবের বিষয় বটে। চন্দ্রবিনোদ বাবুর স্কুলটীর অস্তিত্ব পদ্মা ভাঙ্গার সহিত লোপ পাওয়ার পরও যে উপেন্দ্র বাবুও তাঁহার ভ্রাতৃ ত্রয় তাঁহাদের স্কুলটী আজও জীবিত রাখিয়াছেন তজ্জন্য স্থানীয় ব্যক্তি মাত্রেই তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞ।

৬। আর একটা কথা মনে পড়িল। "জনৈক স্বজাতি" মহাশয় লিখিয়াছেন আমি নাকি চন্দ্র বিনোদ বাবুর নিকট দায়গ্রস্থ বা কর্ম্মচারী ঠিক কথা লিখিয়াছেন, কুটুম্ব মহাশয়! দায়গ্রস্থ হইলেও কুটুম্ব মহাশয়ের মত ধামাধরা মোসাহেব নই। আমি একমাত্র চন্দ্রবিনোদ বাবুর নিকট দায়গ্রস্থ কেন, শ্রীযুক্ত বাবু উপেন্দ্র মোহন পালচৌধুরী মহাশয় ও তাঁহার ভ্রাতৃত্রয় মহাশয়দের নিকট ও দায়গ্রস্থ;—এমন কি, দেশে বিদেশে জ্ঞাতি ও সমাজের নিকটও আমি দায়গ্রস্থ,—চির দায়গ্রস্থ। সমাজ এবং জ্ঞাতির নিকট দায়গ্রস্থ কে নহেন? যিনি এ বিষয় অস্বীকার করেন তিনি নিশ্চয় সমাজচ্যুত হওয়ায় উপযুক্ত পাত্র।

সম্পাদক মহাশয়, আমার প্রাণে এই দুঃখ যে, প্রতিবাদ লেখক মহাশয় শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রবিনোদ পাল চৌধুরী মহাশয়ের নামের পরে সম্মান সূচক শব্দ (মহাশয়) ব্যবহার করিতেও কুণ্ঠিত হইয়াছেন। যে চন্দ্রবিনোদ বাবুকে দেশের আপামর সর্ব্বসাধারণে শ্রদ্ধা ভক্তি মান্য করিয়া থাকেন এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস; দৃঢ় বিশ্বাস কেন—নিশ্চয় বলিতে পারি যে মাননীয় শ্রীযুক্ত বাবু উপেন্দ্র মোহন পাল চৌধুরী মহাশয় ও স্বয়ং তাঁহাকে সম্মান, শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিয়া থাকেন। এখন বুঝিতে পারেন যে প্রতিবাদটী লেখকের কতদূর হিংসা ও দ্বেষপূর্ণ অলীক প্রবাদে আমাদের "তিলি-বান্ধবকে" কলুষিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। অতএব আমার সবিনয় নিবেদন এই যে ভবিষ্যতে আর কখনও এরূপ ভ্রমপূর্ণ, হিংসাদ্বেষ মূলক প্রতিবাদ বা প্রবন্ধ যাহাতে "তিলিবান্ধবে" প্রকাশিত না হয় তৎপ্রতি দৃষ্টি

রাখিবেন। এমন স্বজাতি বৎসল করুণ হৃদয় মহোদয় ব্যক্তিকেও যিনি সম্মান প্রদর্শন করিতেও কুণ্ঠিত হন—এমন যে কেহ আমাদের স্বজাতির মধ্যে আছেন তাহা বিশ্বাস করিতেও আমাদের হৃদয়ে বড়ই আঘাত লাগিতেছে। ধন্য "জনৈক স্বজাতি" বড় কুটুম্ব মহাশয়! আর একবার জনসমাজে প্রকাশিত হইবেন কি? না অবগুণ্ঠন হইয়াই থাকিবেন!

শ্রীহেমেন্দ্রলাল পাল চৌধুরী। ৫০নং নন্দরাম সেনষ্ট্রীট কলিকাতা।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

সাহিত্য সভা। ১৬ই কার্ত্তিক রবিবার অপরাহ্ন ৪॥০ ঘটিকার সময় স্বর্গীয় রাজা বিনয় কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের ১০৬।১নং গ্রেষ্ট্রীটস্থ ভবনে সাহিত্য সভার ১৩শ বার্ষিক উৎসব হইয়াছে অনারেবল মহারাজা মণীন্দ্র চন্দ্র নন্দী বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া ছিলেন।

বিপন্নে সহায়। আসন সোল সবডিবিজনের বন্যা বিপন্ন জনগণের সাহায্যার্থ বঙ্গী গবর্ণমেণ্ট ৬০০০৲ টাকা দান করিয়াছেন, কাসিম বাজারের সহৃদয় ও বদান্য মহারাজ মনীন্দ্র চন্দ্র নন্দী বাহাদুর আর্ত্তের ক্লেশ নিবারনার্থ ৫০০৲ টাকা প্রেরণ করিয়াছেন।

রাজসাহীতে জলের কল।—এখন আর দীঘি পুষ্করিণীর দিকে কাহারও দৃষ্টি নাই, চাই জলের কল! মফঃস্বলের অনেক সহরেই এখন রাস্তায় রাস্তায় জলের কল বসিয়াছে। রাজসাহী সহরের অধিবাসিগণের মতে এইটিই এখন সেখানকার প্রধান অভাব। এই অভাব দূর করিবার অভিপ্রায়ে রাজসাহীর কতিপয় সম্ভ্রান্ত অধিবাসী সেদিন দার্জ্জিলিং গিয়া বঙ্গের গবরণর লর্ড কারমাইকেল বাহাদুরের সহিত দেখা করিয়া এ সম্বন্ধে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। ইহাদের অগ্রণী ছিলেন দীঘাপতিয়ার কুমার শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ রায়। আপাততঃ হিসাব হইয়াছে, রাজসাহীতে জলের কল বসাইতে খরচ পড়িবে তিন লক্ষ পাঞ্চাশ হাজার টাকা। ইহার মধ্যে দীঘাপাতয়ার ষ্টেট হইতে ত্রিশ হাজার টাকা দেওয়া হইবে বলিয়া কুমার হেমেন্দ্রনাথ প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। লর্ড কারমাইকেল বাহাদুর অবশ্য হাঁ কি না, এখনও কিছু বলেন নাই; এ বিষয় এখনও গবরমেণ্টের বিচরাধীন।

গ্রাহকগণের বিশেষ দ্রষ্টব্য।

১। যে সকল তিলি-সন্তান ১৩২০ সালে ম্যাটরিকিউলেসন্, ইন্টারমিডিয়েট, বি, এ; বি, এস, সি; এম, এ; এম, এস, সি, ওকালতি, ডাক্তারি, মোক্তারী, ওস্তারসিয়ারী, ইঞ্জিনিয়ারিং, মাইনর, ছাত্রবৃত্তি, কিম্বা অন্য যে কোনও পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবেন। তিনি অনুগহ পূর্ব্বক তাঁহার নাম, পিতার নাম ও ঠিকানা এবং কোন পরীক্ষায় কোন বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছেন তাহা লিখিয়া পাঠাইলে স্বজাতি মহোদয়গণকে স্বজাতির পরীক্ষার ফল জ্ঞাপনার্থ আমরা তাহা প্রকাশিত করিব।

২। আমাদের গ্রাহক কিম্বা তাঁহাদের আত্মীয়গণের মধ্যে প্রকাশযোগ্য কোন কার্য্য করিলে কিম্বা হইলে, যদি গ্রাহক মহোদয়গণ অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাহার আনুপূর্ব্বিক ঘটনা লিখিয়া আমাদিগকে জ্ঞাত করান তাহা হইলে বিশেষ বাধিত হইব।

৩। তিলিজাতির মধ্যে বিবাহোপযুক্ত পাত্র কিম্বা পাত্রী থাকিলে পাত্র-পাত্রীর অভিভাবকগণ পরিচয়োপযোগী নাম, ধাম, গোত্র, বয়স, পটী, কোন সম্প্রদায়ে বিবাহ দিতে ইচ্ছুক, কিরূপ পাত্র বা পাত্রীর প্রয়োজন ইত্যাদি বিষয় লিখিয়া নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইলে আমরা বিবাহের জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করিয়া থাকি বলা বাহুল্য যে বঙ্গদেশীয় সকল তিলি সম্প্রদায়ের বিবাহের জন্য আমরা সচেষ্ট রহিলাম।

৪। বর্ত্তমান ১৩২০ সাল হইতে চৈত্র মাস ব্যতীত অন্য কোন মাসের পত্রিকায় প্রাপ্তি-স্বীকার করা যাইবে না, চৈত্র মাসের পত্রিকায় প্রাপ্তি স্বীকার ও এককালীন দানের তালিকা ব্যতীত আর কিছু থাকিবে না।

বলা বাহুল্য যে সকল গ্রাহকগণের নিকট হইতে ১৩২০ সালের চাঁদা ১৩২০ সালের ফাল্গুন মাসের মধ্যে আদায় না হইবে প্রাপ্তি-স্বীকারে তাহাদিগের নাম উল্লেখ থাকিবে না। গ্রাহকগণ আশ্বিন মাসের মধ্যে তিলি-বান্ধবের বার্ষিক মূল্য ১৲ মনি অর্ডারযোগে না পাঠাইলে আমরা ভিঃ পিঃ মাশুল বায় ৵০ মোট ১৵০ গ্রহণ করিব।

তিলি-বান্ধব কার্য্যালয়, কদমতলা বাজার, হাওড়া।

কার্য্যাধ্যক্ষ
শ্রীবাহিরদাস পাল।

Printed and published by Bahir Das Pal at the Bejoy Press No. 214 Khoorut Road, Howrah, and from Tili Bandhab Karialoya 1 Bantra Road, Kadamtala Bazar, Howrah.

Reg. No. C 548.

পঞ্চম বর্ষ] পৌষ ১৩২০ সাল। [৯ম সংখ্যা

তিলি-বান্ধব।

মাসিক পত্র।

সূচীপত্র।

তিলি-বান্ধবের অগ্রিম বার্ষিক মূল্য সহরে ও মফঃস্বলে ১৲এক টাকা মাত্র।

গ্রাহকগণের বিশেষ দ্রষ্টব্য।

১। যে সকল তিলি-সন্তান ১৩২০ সালে ম্যাটরিকিউলেসন্, ইণ্টারমিডিয়েট, বি, এ; বি, এস, সি; এম, এ; এম, এস, সি, ওকালতি, ডাক্তারি, মোক্তারী, ওভারসিয়ারী, ইঞ্জিনিয়ারিং, মাইনর, ছাত্রবৃত্তি, কিম্বা অন্য যে কোনও পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবেন। তিনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাঁহার নাম, পিতার নাম ও ঠিকানা এবং কোন পরীক্ষায় কোন বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছেন তাহা লিখিয়া পাঠাইলে স্বজাতি মহোদয়গণকে স্বজাতির পরীক্ষার ফল জ্ঞাপনার্থ আমরা তাহা প্রকাশিত করিব।

২। আমাদের গ্রাহক কিম্বা তাঁহাদের আত্মীয়গণের মধ্যে প্রকাশযোগ্য কোন কার্য্য করিলে কিম্বা হইলে, যদি গ্রাহক মহোদয়গণ অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাহার আনুপূর্ব্বিক ঘটনা লিখিয়া আমাদিগকে জ্ঞাত করান তাহা হইলে বিশেষ বাধিত হইব।

৩। তিলিজাতির মধ্যে বিবাহোপযুক্ত পাত্র কিম্বা পাত্রী থাকিলে পাত্র-পাত্রীর অভিভাবকগণ পরিচয়োপযোগী নাম, ধাম, গোত্র, বয়স, পটী, কোন সম্প্রদায়ে বিবাহ দিতে ইচ্ছুক, কিরূপ পাত্র বা পাত্রীর প্রয়োজন ইত্যাদি বিষয় লিখিয়া নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইলে আমরা বিবাহের জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করিয়া থাকি বলা বাহুল্য যে বঙ্গদেশীয় সকল তিলি সম্প্রদায়ের বিবাহের জন্য আমরা সচেষ্ট রহিলাম।

৪। বর্ত্তমান ১৩২০ সাল হইতে চৈত্র মাস ব্যতীত অন্য কোন মাসের পত্রিকায় প্রাপ্তি-স্বীকার করা যাইবে না, চৈত্র মাসের পত্রিকায় প্রাপ্তি স্বীকার ও এককালীন দানের তালিকা ব্যতীত আর কিছু থাকিবে না।

বলা বাহুল্য যে সকল গ্রাহকগণের নিকট হইতে ১৩২০ সালের চাঁদা ১৩২০ সালের ফাল্গুন মাসের মধ্যে আদায় না হইবে প্রাপ্তি-স্বীকারে তাহাদিগের নাম উল্লেখ থাকিবে না। গ্রাহকগণ আশ্বিন মাসের মধ্যে তিলি-বান্ধবের বার্ষিক মূল্য ১৲ মনি অর্ডারযোগে না পাঠাইলে আমরা ভিঃ পিঃ দ্বারায় ব্যয় ।০ মোট ১।০ গ্রহণ করিব।

তিলি-বান্ধব কার্য্যালয়,
কদমতলা বাজার, হাওড়া।

কার্য্যাধ্যক্ষ
শ্রীবাহিরদাস পাল।

Printed and published by Bahir Das Pal at the Bejoy Press No. 214 Kheorut Road, Howrah, and from Tili Bandhab Karjalaya 1 Bantra Road, Kadamtala Bazar, Howrah.

তিলি-বান্ধব।

মাসিক পত্র।

পঞ্চম বর্ষ। | পৌষ, ১৩২০ সাল। | ৯ম সংখ্যা।

স্বপ্ন দর্শন।

(১)

(তোরা) শুনে যারে মোর সুখের স্বপন,
হৃদয় সাগরে রেখেছি গোপন।
জলধি রাখয়ে প্রবাল যেমন,
শুনে যারে সেই মধুর স্বপন॥

(২)

বসন্তের শেষে পূর্ণিমা তিথিতে,
প্রকৃতির শোভা হেরিতে হেরিতে।
জ্যোৎস্নায় মাখা শ্যামল তৃণতে,
করিনু শয়ন কত কি ভাবিতে॥

(৩)

মৃদুল পবন ধিরি ধিরি ধায়,
গুণ গুণ স্বরে ভ্রমর সদয়।
কমলিনী তরে ঘুরিয়ে বেড়ায়,
বায়ে হেলে দুলে লাজে সরে যায়॥

(৪)

সুসুপ্ত অবনি হইল যখন,
নাহি দুষ্ট জন ভাবিয়া তখন।
কুসুম কলিকা ফুটিল যেমন,
দুষ্ট অলি তারে করিল দংশন॥

(৫)

প্রকৃতির শোভা করি দরশন
নিদ্রা দেবী ক্রোড়ে হলে অচেতন
হাসিতে হাসিতে কে যেন তখন
উজল করিল হৃদয় গগন॥

(৬)

কি সুন্দর তার দেহের গঠন
আকর্ণ লম্বিত ভ্রুযুগল সেন
জিনি ইন্দ্র ধনু হয় প্রকটন
প্রফুল্ল কমল যেনরে লোচন॥

(৭)

কেশ দাম তার রহেছে বিস্তৃত
চমরীরে লাজ দিয়ে অবিরত,
উরু দ্বয় যেন রাম রম্ভা মত
চরণ কমল অমর বাঞ্ছিত।

(৮)

হেরে শাখী ভারে নত ফুলভরে,
পাখী গায় গান সুমধুর স্বরে।
অলিদল সদা কাননে গুঞ্জরে,
(মোর) হৃদি বীণা বাজে হেরিয়ে তাহারে॥

(৯)

দরশন দিয়ে বলিল আমায়,
স্বজাতীয় ভ্রাতা লুটিয়া ধরায়।
চিরকাল কিয়ে রহিবে নিদ্রায়?
জাগ জাগ তুমি জাগায়ে সবায়॥

(১০)

বিবাদ বিষাদ লাজ অবমান
আলস্য বিলাসে জলাঞ্জলি দান
সাধিতে উদ্দেশ্য তুচ্ছ এই প্রাণ
জলবিম্ব সম করিয়েছে জ্ঞান॥

(১১)

এইরূপে দিয়ে নানা জ্ঞান ধন,
পুষ্পরথে সে যে করি আরোহণ।
স্বর্গপথে ত্বরা করিল গমন,
এইতো রে মোর সুখের স্বপন॥

শ্রীগোকুল চন্দ্র কুণ্ডু।
পোঃ রায়কালী, গোপীনাথ চতুষ্পাঠী বগুড়া।

তিলিজাতি সম্মিলনী।

সাধারণ বার্ষিক অধিবেশন।

সন ১৩২০ সাল, ১৩ই পৌষ, রবিবার অপরাহ্ন ৩ ঘটিকা।
কলিকাতা, ১৯নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, আর্য্য-সমাজ মন্দির।

কার্য্য-প্রণালী।

১। আবাহন সঙ্গীত। ২। কার্য্যকরী সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত রায় শ্রীনাথ পাল বাহাদুর কর্ত্তৃক সমবেত স্বজাতি মণ্ডলীর যথোচিত সম্বর্দ্ধনা ও অনুপস্থিত ব্যক্তিগণের সম্মিলনীর কার্য্যে সহানুভূতি সূচক টেলিগ্রাম ও পত্রাদি পাঠ। ৩। সভাপতি নির্ব্বাচন। ৪। প্রথম প্রস্তাব। ৫। সম্মিলনীর অন্যতম সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু সতীশচন্দ্র পালচৌধুরী এটর্নী কর্ত্তৃক গত বর্ষের কার্য্য বিবরণী পাঠ। ৬। দ্বিতীয় প্রস্তাব। ৭। তৃতীয় প্রস্তাব।

৮। চতুর্থ প্রস্তাব। ৯। পঞ্চম প্রস্তাব। ১০। ষষ্ঠ প্রস্তাব। ১১। সপ্তম প্রস্তাব। ১২। অষ্টম প্রস্তাব। ১৩। নবম প্রস্তাব। ১৪। দশম প্রস্তাব। ১৫। একাদশ প্রস্তাব। ১৬। সভাপতি মহোদয়কে এবং গত বর্ষের কার্য্যনির্ব্বাহকগণকে ধন্যবাদ প্রদাননান্তর সভাভঙ্গ।

প্রথম প্রস্তাব।

রাজধানী পরিবর্ত্তনের পর গত ২৩শে ডিসেম্বর তারিখে ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নগরী কলিকাতায় মহামহিম মাননীয় প্রজানুরঞ্জক রাজপ্রতিনিধি শ্রীল শ্রীযুক্ত লর্ড হার্ডিঞ্জ বাহাদুরের প্রথম শুভাগমনে এই সম্মিলনী এবং রাজভক্ত তিলিজাতি হৃদয় ও মনের সহিত আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন এবং তাঁহার বহু লোকহিতকর কার্য্যের জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও রাজভক্তি জ্ঞাপন করিতেছেন।

প্রস্তাবক—সভাপতি।

সমবেত সভ্যমণ্ডলী দণ্ডায়মান হইয়া এই প্রস্তাব গ্রহণ করেন।

দ্বিতীয় প্রস্তাব।

সম্পাদক কর্ত্তৃক পঠিত সম্মিলনীর গত বর্ষীয় কার্য্যবিবরণী এই সভা কর্ত্তৃক গৃহীত ও অনুমোদিত হউক।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত বাবু গোপীকৃষ্ণ কুণ্ডু এম. এ., বি, এল।

অনুমোদক—শ্রীযুক্ত বাবু প্রহ্লাদ চন্দ্র পাল (কলিকাতা)।

তৃতীয় প্রস্তাব।

বঙ্গদেশীয় তিলিজাতির সামাজিক, বৈষয়িক ও নৈতিক সর্ব্ববিধ উন্নতির জন্য যে সকল উপায় নির্দ্ধারিত হইয়াছে তাহা কার্য্যে পরিণত ও সিদ্ধ করিতে এই সভা এবং প্রত্যেক সজাতি বিশেষভাবে যত্নশীল ও আগ্রহাবন হউন।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত মাননীয় রায় সীতানাথ রায় বাহাদুর (ভাগ্যকুল)।

অনুমোদক—শ্রীযুক্ত বাবু বলাইচাঁদ মল্লিক (কলিকাতা)।

চতুর্থ প্রস্তাব।

বঙ্গদেশের বিভিন্ন স্থানে যে সকল তিলিসমাজ আছে বা তিলিজাতি আছে তাহাদের পরস্পরের মধ্যে সৌহার্দ্দ বর্দ্ধন একতা সংস্থাপন বিবাহাদি দ্বারা সম্বন্ধ বন্ধন সমাজের অনাথা বিধবা ও নিরাশ্রয়গণকে সহানুভূতি ও সাহায্য বৈধভাবে সদাচার সংস্থাপন ও প্রবর্ত্তন এবং কদাচার নিবারণ প্রভৃতি

দ্বারা এই সম্মিলনী ও স্বজাতিগণ যে উন্নতির চেষ্টা করিতেছেন তাহা কায়মনোবাক্যে করা হউক।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত বাবু মদনমোহন দে (শ্রীরামপুর)।

অনুমোদক—শ্রীযুক্ত বাবু মুরলীধর রায় (ভাগ্যকুল)।

পঞ্চম প্রস্তাব।

স্বজাতি মধ্যে যাহাতে সর্ব্বপ্রকার শিক্ষার বিস্তার হইয়া স্বজাতিগণ উন্নত হয়েন এবং স্বজাতীয় ছাত্রবৃন্দকে বিদ্যাশিক্ষা সম্বন্ধে যথোচিত উৎসাহ প্রদান করিয়া এই সম্মিলনী স্বজাতির উৎকর্ষ সাধন জন্য যে প্রকার যত্ন ও চেষ্টা করিতেছেন তদ্বিষয়ে এই সম্মিলনী ও স্বজাতিবর্গ চির আগ্রহশীল হউন।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত বাবু তারকেশ্বর পালচৌধুরী বি, এল (রাণাঘাট)।

অনুমোদক—শ্রীযুক্ত বাবু সুধাময় প্রামাণিক, বি, এল, (শান্তিপুর)।

ষষ্ঠ প্রস্তাব।

প্রবল স্বাধীন জাতিগণের সহিত অপ্রতিদ্বন্দ্বীভাবে যে সকল কৃষি, বাণিজ্য ও শিল্পকার্য্য অনায়াসে চলিতে পারে সেই সকল কৃষি, বাণিজ্য ও শিল্পকার্য্য করিয়া এবং ব্যাঙ্ক, কল কারখানা প্রভৃতি নানাবিধ যৌথ কারবার সংস্থাপন ও পরিচালন করিয়া স্বজাতি ও সমাজের ধনবৃদ্ধি করিবার যথেষ্ট চেষ্টা ও যত্ন করা হউক। তিলিজাতির উদ্যমে একটি ব্যাঙ্ক ও পাটের কল (জুট প্রেস) স্থাপনের জন্য এই সম্মিলনী বিশেষভাবে প্রস্তাব করিতেছেন। তিলি-জাতির স্থাপিত যৌথ কারবার সমূহ স্বজাতি সাধারণের সহানুভূতি প্রাপ্ত হয় তাহার চেষ্টা করা হউক।

প্রস্তাব—শ্রীযুক্ত বাবু মুকুন্দলাল কুণ্ডু বি. এল. (কুমারখালি)।

অনুমোদক—শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রনাথ কুণ্ডু (হাবাসপুর)।

সপ্তম প্রস্তাব।

তিলিজাতির কেন্দ্রে কেন্দ্রে শাখা সম্মিলনী স্থাপন দ্বারা তিলিজাতি সম্মিলনীর উদ্দেশ্য প্রচার ও সুসাধন জন্য চেষ্টা হইতেছে তাহা অধিকতর আগ্রহের সহিত সম্পন্ন হউক।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত বাবু বরদা প্রসাদ দে বি. এল (শ্রীরামপুর)।

অনুমোদক—শ্রীযুক্ত বাবু ললিত মোহন দাস (কালিকাপুর)।

অষ্টম প্রস্তাব।

স্বজাতিবৃন্দের মধ্যে সম্মিলনীর উদ্দেশ্য প্রচারার্থ সর্ব্ববিধ উন্নতভাবে একখানি উপযুক্ত মাসিক পত্রিকা প্রচারের কল্পনা অনেক দিন হইতে হইয়াছে অবিলম্বে তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য কার্য্যকরী সমিতি যত্নশীল হউন।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত বাবু কুমুদনাথ মল্লিক (রাণাঘাট)।

অনুমোদক—শ্রীযুক্ত বাবু হরিধন কুণ্ডু (হাওড়া)।

নবম প্রস্তাব।

তিলিজাতি সম্মিলনীর ও শাখা সম্মিলনীর পরিচালনা ও তদুদ্দেশ্য সাধক কার্য্য করিবার জন্য যথেষ্ট অর্থের প্রয়োজন। যাহাতে যথেষ্ট ধন সংগ্রহ ও তাহার যথোচিত বিনিয়োগ হয় তদুপায় নির্দ্ধারিত হউক। বিবাহাদি নৈমিত্তিক কার্য্যে দান এবং সাধারণ চাঁদা সংগ্রহ দ্বারা ও ব্যবসায়াদিতে বৃত্তি স্থাপন পূর্ব্বক ধন সংগ্রহের চেষ্টা করা হউক।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত মাননীয় মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর (কাশিমবাজার)।

অনুমোদক—শ্রীযুক্ত রায় শ্রীনাথ পাল বাহাদুর।

দশম প্রস্তাব।

বিগত সাধারণ সভায় স্বজাতিগণের সুমার গ্রহণের যে প্রস্তাব হইয়াছিল এবং তৎসম্বন্ধে কার্য্যকরী সমিতি যে সকল উপায় অবলম্বন করিয়াছেন তদনুসারে স্বজাতিবর্গের প্রত্যেকের উদ্যমে অবিলম্বে তিলিজাতির ঐ সুমার গ্রহণ কার্য্য সম্পন্ন করা হউক। ঐ সুমার গ্রহণ এতদিন নিষ্পন্ন না হওয়ায় এই সম্মিলনী আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত বাবু সতীশ চন্দ্র পাল চৌধুরী।

অনুমোদক—শ্রীযুক্ত বাবু এককড়ি দে বি, এল, (চুঁচুড়া)।

একাদশ প্রস্তাব।

আগামী বৎসরের জন্য নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এই সম্মিলনীর কার্য্য নির্ব্বাহকরূপে নির্ব্বাচিত ও নিযুক্ত হউক।

সভাপতি।

শ্রীল শ্রীযুক্ত মাননীয় মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর (কাশিমবাজার)।

সহকারী সভাপতি।

শ্রীল শ্রীযুক্ত রাজা প্রমথনাথ রায় (দিঘাপতিয়া)।

শ্রীযুক্ত রাজা শ্রীনাথ রায় (ভাগ্যকুল)।

শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস কুণ্ডু চৌধুরী, (মহিয়াড়ী)।

শ্রীযুক্ত বাবু দীননাথ নন্দী, (বৈদ্যপুর)।

শ্রীযুক্ত রায় নগেন্দ্রনাথ পাল চৌধুরী বাহাদুর, (রাণাঘাট)।

শ্রীযুক্ত বাবু মদনমোহন দে (শ্রীরামপুর)।

কার্য্যকারী সমিতির সভাপতি।

শ্রীযুক্ত রায় শ্রীনাথ পাল বাহাদুর (কলিকাতা)।

সম্পাদকগণ।

শ্রীযুক্ত মাননীয় রায় রাধাচরণ পাল বাহাদুর (১০৮নং বারানসী ঘোষের ষ্ট্রীট, কলিকাতা)।

শ্রীযুক্ত বাবু সতীশচন্দ্র পাল চৌধুরী বি, এ, এটর্ণী (১১৩নং গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা)।

সহকারী সম্পাদকগণ।

শ্রীযুক্ত বাবু গোপীকৃষ্ণ কুণ্ডু এম, এ, বি, এল, (১১৬নং কালীপ্রসাদ দত্ত ষ্ট্রীট, কলিকাতা)।

শ্রীযুক্ত বাবু মুকুন্দলাল কুণ্ডু, বি এল, (কুমারখালি)।

শ্রীযুক্ত বাবু ননীলাল দে (শ্রীরামপুর)।

কোষাধ্যক্ষ।

শ্রীযুক্ত বাবু সতীশচন্দ্র পালচৌধুরী বি, এ, এটর্ণী (১১৩নং গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা)।

হিসাব পরিদর্শক।

শ্রীযুক্ত অপূর্ব্বকৃষ্ণ রায় (ভাগ্যকুল)।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত রায় জানকীনাথ রায় বাহাদুর (ভাগ্যকুল)।

অনুমোদক—শ্রীযুক্ত বাবু ব্রজহরি দে চৌধুরী (রাণাঘাট)।

তিলি সমাজ।

তিলি জাতি কবে কোথা হইতে বঙ্গদেশে আসিয়াছে তাহা বিশেষ কাহারও জানা নাই। আমরা বৈশ্য কি শূদ্র কিম্বা অন্য কোন বর্ণের অন্তর্গত তাহাও কিছু স্থির হয় নাই। ভারতবর্ষব্যাপী যে তেলী জাতি দৃষ্ট হয় আমরা তাহারই অন্যতম শাখা, অথবা বৈশ্যজাতির ন্যায় আমরা বঙ্গদেশের নিজস্ব সম্পত্তি তাহাও বিশেষভাবে প্রমাণ করিবার চেষ্টা পরিলক্ষিত হইতেছে না। আমরা কে এবং কোথা হইতে আসিয়াছি স্থির না হইলেও আমরা সকলে সমবেত হইয়া আমাদের সামাজিক, নৈতিক এবং বৈষয়িক উন্নতি সাধনে তৎপর হইতে পারি। উক্ত ত্রিবিধ উন্নতি লাভ করিতে না পারিলে আমরা কখনই জনসমাজে প্রতিষ্ঠালাভ করিতে সমর্থ হইব না। তিলি জাতির ভিতর ধনীর সংখ্যা নিতান্ত কম নহে কিন্তু দরিদ্রের সংখ্যাও যথেষ্ঠ। ধনী-দিগের মধ্যে অধিকাংশই ব্যবসাদার, বিদ্যার আদর আমাদের ভিতরে খুব কম। যে সমাজে বিদ্যার আদর নাই সে সমাজ কখনই জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে না। যাহারা দরিদ্র তাহারাও বিদ্যাশিক্ষার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেন না। আমাদের স্বজাতীয় রাজা মহারাজাগণ বিদ্যা দানের জন্য মুক্ত হস্ত কিন্তু সে দান অন্যে গ্রহণ করিতেছে আমরা পাইতেছি না, কারণ আমরা বিদ্যা শিক্ষার জন্য বিশেষ ব্যস্ত নহি, ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়। বিদ্যাহীন মানব ও পশুতে বিশেষ কোন তফাৎ নাই। আমাদের শিক্ষার অভাবই আমাদের সামাজিক উন্নতির প্রধান বিঘ্ন। মনুষ্য সমাজে জন্মগ্রহণ করিয়া যদি মানবোচিৎ সর্ব্বগুণে ভূষিত হইতে না পারিলাম তবে কেন আমরা মানুষ হইয়া জন্মাইয়াছিলাম? ভগবানের চক্ষে বড় ছোট নাই, তিনি সকলকেই সৃষ্টি করিয়াছেন, ভগবান সকলকে সমান অধিকার দিয়া জগতে পাঠাইয়াছেন তবে আমরা কেন অপেক্ষাকৃত নিম্নস্তরে থাকিব। ভগবান বলিতেছেন "উত্তিষ্ঠতঃ জাগ্রতঃ বরাণ নিবোধতঃ" তবে আমরা কেন উঠিব না, আমরা কেন জাগিব না। আমরা যদি উঠি, যদি আমরা জাগি আমরাও বর পাইব, আমরাও শীর্ষ স্থান অধিকার করিব। উপযুক্ত না হইলে, অধিকারী না হইতে পারিলে ভগবৎ কৃপা হয় না, কিন্তু উপযুক্ত হইবার চেষ্টা না করিলে উপযুক্ত হইতে পারা যায় না। ভগবানের

নিকট প্রার্থনা করি তিনি যেন আমাদের হৃদয়ে বল দেন, আমরা যেন সংসার সংগ্রামে জয়ী হইতে পারি।

আমরা বহু শাখায় বিভক্ত এবং এই বিভাগ আমাদের সমবেত উন্নতির প্রধান অন্তরায়। আমরা সকলে সমবেত হইতে না পারিলে, সকলে এক হইতে না পারিলে, একের দুঃখে অন্যে দুঃখী হইতে না পারিলে পরস্পর সমবেদনা প্রকাশ করিতে না পারিলে আমরা জগতে কোনরূপ স্থায়ী উন্নতি লাভ করিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিব না। জগতে যদি প্রতিষ্ঠা লাভই না হইল যদি ভারতবর্ষের ইতিহাসে আমাদের কীর্ত্তি কাহিনী লিপি বদ্ধ না রহিল, যদি সংসারের কোন উপকার করিতে না পারিলাম, যদি ভগবচ্চরণে আশ্রয় না পাইলাম তবে মানুষ হইয়া জন্মাইয়াছিলাম কেন? ইংরাজ রাজত্বে ব্রাহ্মণ শূদ্রের সমান অধিকার, এখন বিদ্যার আদর, জ্ঞানের প্রতিষ্ঠা ধনীর মান। এই সাম্য মৈত্রীর দিনে যখন বিদ্যার মন্দিরের দ্বার সকলের জন্যই উন্মুক্ত, যখন সমস্ত উন্নতির পথ প্রশস্ত যখন ইচ্ছা করিলেই আমরা সমস্ত বিষয়ে উৎকর্ষতা লাভ করিতে পারি তখন তিলি জাতির সর্ব্ব বিষয়ে এত পিছনে পড়িয়া থাকা কি ভাল দেখায়।

আমাদের কোন শাখা খুব ধনী আবার কোন শাখা খুব দরিদ্র, যাহারা ধনী তাহারা দরিদ্রকে সাহায্য না করিলে দরিদ্রের উপায় নাই, তাই মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী প্রভৃতি ধনী ও দরিদ্র সমাজকে বিবাহ বন্ধনে এক করিবার জন্য এত ব্যস্ত এবং সেই জন্যই তিলি সম্মিলনীর আবির্ভাব। আমরা ভিন্ন ভিন্ন তিলি সমাজ যে একই জাতির শাখা মাত্র ও আমাদের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি করিতে হইলে সমস্ত বিভাগের মধ্যে পরস্পর বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন আবশ্যক ইহা প্রায় পঞ্চাশৎ বৎসর পূর্ব্ব হইতে শান্তিপুর ও মেহেরপুর তিলি সমাজের নেতৃগণের মধ্যে আলোচিত হইয়া আসিতেছে। প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে শান্তিপুর সমাজের শীর্ষ স্থানীয় বহু ভাষাবিৎ খ্যাতনামা পণ্ডিত স্বর্গীয় মহাত্মা হরিমোহন প্রমানিক মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র ৺দীনদয়াল প্রমানিক জমিদার মহাশয় তাঁহার কন্যার বিবাহ প্রথমে কুমারখালি সমাজে দেন এবং তৎপরে মেহেরপুর সমাজের স্বর্গীয় যদুনাথ রায় মহাশয়, যিনি মহিষাদল রাজ ষ্টেটের ম্যানেজার ছিলেন, তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রীর বিবাহ উক্ত কুমারখালী সমাজে দেন এবং পরে রাণাঘাট, কাসিমবাজার, দীঘাপতিয়া প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন সমাজে আদান প্রদান আরম্ভ হইয়াছে। মহারাজা

মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, রাজা প্রমদানাথ রায়, রায় সীতানাথ রায় প্রভৃতি নেতৃ-বর্গের আন্তরিক চেষ্টায় ও উৎসাহে আমরা অচিরে সর্ব্ব বিষয়ে উন্নতি লাভ করিব সন্দেহ নাই।

এই প্রসঙ্গে গত মাঘ মাসের তিলি বান্ধবে উপসংহার নামক প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত বনমালী কুণ্ডু মহাশয় ননীলাল দেকে অযথা তিরস্কার করিয়াছেন। ননী বাবুর অপরাধ তিনি নব্য এবং শিক্ষিত এবং তিনি পাঁচ পরগণা সমাজের কর্ত্তৃপক্ষদের দোষগুণ বিচার করিতে সাহসী হইয়াছিলেন এবং তিনি বিভিন্ন শাখার সংমিশ্রণের পক্ষপাতী এবং এই অপরাধে দারোগা বাবু ননীবাবুর দ্বীপান্তর ব্যবস্থা করিয়াছেন। পিনাল কোডের কোন ধারা অনুসারে ভিন্ন সমাজে বিবাহ করার অপরাধে দারোগা বাবু দ্বীপান্তরের ব্যবস্থা করিয়াছেন লিখিলে ভাল করিতেন। দারগা বাবু দ্বীপান্তরেরই ভয় দেখান আর একঘরে করিবারই ভয় দেখান তিনি কিছুতেই শিক্ষিত সমাজকে অন্ধকারের মধ্যে রাখিতে পারিবেন না। ভিন্ন ভিন্ন সমাজ সব মিশিয়া এক হইয়া যাইতেছে দেখিয়া বনমালী বাবুর ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিয়াছে, বেহার যশোহর জেলা গুলির উপর দারোগা বাবু একেবারেই নারাজ। বেহার যশোহর জেলার তিলি মহাশয়গণের কি অপরাধ দারোগা বাবু জানাইবেন কি? সুখের বিষয় দারোগা বাবুর ধৈর্য্যচ্যুতিতে কেহই বিচলিত হইবেন না কারণ সকলেই মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী প্রভৃতি নেতৃবর্গের প্রদর্শিত পথে চলিতে বদ্ধ পরিকর হইয়াছেন, সকলেই উন্নতি শিখরে আরোহণ করিতে যত্নবান, সকলেই উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হইতে ব্যাকুল, এবং তিলি জাতির প্রতিষ্ঠা স্থাপন করিতে ব্যস্ত। সম্মিলনী ও সমিতির দিনে, স্কুল ও কলেজের যুগে, রেল ও ষ্টীমারের প্রাদুর্ভাব সময়ে, স্বর্গীয় মহাত্মা কৃষ্ণদাস পাল ও মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী প্রভৃতি মহোদয়গণের আদর্শে নব্য সম্প্রদায় জাগ্রত হইয়াছে, এ সময়ে বনমালী বাবু নক্ষত্র মণ্ডল, পৃথিবী মণ্ডল প্রভৃতির সহিত "মণ্ডলের" তুলনা করিয়া মণ্ডলকে পুনর্জ্জীবিত করিয়া নব্য শিক্ষিত সম্প্রদায়কে দ্বীপান্তরে পাঠানর ভয় প্রদর্শন করিয়া শিক্ষিত সমাজকে উন্নতির পথ হইতে মণ্ডলের গণ্ডির মধ্যে কখনই আনিতে পারিবেন না অতএব Retired Inspector বাবুর নিকট আমার অনুনয়ে প্রার্থনা তিনি যেন ভবিষ্যতে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের প্রতি অযথা কটাক্ষপাত না করেন। "উপসংহার" প্রবন্ধে বনমালী বাবু লিখিয়াছেন যে তিনি ৬০।৬৫ বৎসর সংসারে ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছেন কিন্তু

যাহারা দারোগা বাবুর মত কখন ভেসে ভেসে বেড়ায় নাই, যাহারা সমগ্র তিলিজাতিকে এক স্পন্দনে স্পন্দিত করিতে ইচ্ছুক, এবং যাঁহারা শিক্ষিত সমাজের উপদেশ ও দৃষ্টান্ত অনুসারে চলিতেছেন ও যাঁহারা তিলিজাতিকে ভারতবর্ষের মধ্যে একটী প্রধান জাতিরূপে পরিণত করিতে চান এবং যাঁহারা বিদ্যায় ধনে, মানে জনসমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে চান তাঁহারা বনমালী বাবুর দ্বীপান্তরের ভয়ে ভীত হইবেন না। পরন্তু যিনি সাগরে ভেসে ভেসেই বেড়াইতেছেন তাঁহারই দ্বীপান্তর বাসের অধিক সম্ভাবনা।

S. N. ROY

আদমদীঘির তিলি সমাজ।

এই স্থান বগুড়া জেলার একটী প্রধান পুলিস ষ্টেশন (থানা) শুনা যায় মুসলমানদিগের পীড় আদম সাহেব এইখানে বাস করিতেন, এবং তাঁহার মৃত্যুর পর এই স্থানেই তাঁহার সমাধি হয়। এই সমাধির সন্নিকটে একটী বৃহৎ দীঘি আছে। তদনুসারে এই স্থানের নাম আদমদীঘি বলিয়া খ্যাত। আপনারা সকলে রাণী ভবানীর বিবরণ অবগত আছেন, তিনি এই আদমদীঘির অনতিদূরবর্ত্তী ছাতিন গ্রাম নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহাও শুনা যায় যে তিনিই এই বৃহৎ দীঘির খনন কর্ত্রী। আমি যে বিষয় লইয়া এই প্রবন্ধ রচনা করিতে উদ্যত হইয়াছি, সে বিষয় না লিখিতেই কিঞ্চিৎ বাহ্যিক বিষয় লিখিতে আরম্ভ করিয়াছি; আশাকরি পাঠকবর্গ তাহাতে কোনরূপ অসন্তোষের ভাব প্রকাশ করিবেন না।

এই আদমদীঘি নামক স্থানে সামান্য তিলি জাতির বাস। তন্মধ্যে আমি কতকগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে বিবৃত করিলাম। আদমদীঘির তিলি সমাজ উত্তর বঙ্গের তিলি সমাজের মধ্যে কুলশ্রেষ্ঠ। এই স্থানে অনুমান বিশ ঘর তিলির বাস তন্মধ্যে ৪টী ঘর খুব সঙ্গতিপন্ন। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেছি ইহারা আরও সঙ্গতিপন্ন হউন।

৺হরিমোহন কুণ্ডু ইনি প্রখরা স্বাধা বুদ্ধি ও অধ্যবসায়ের গুণে এতদূর শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন যে তৎকালীন সকলেই তাঁহাকে লক্ষ্মীর বরপুত্র

বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেন। তিনি যেমন ঐশ্বর্য্যশালী ছিলেন তেমনি ধার্ম্মিক ও নিষ্ঠাবান পুরুষ ছিলেন। তাঁহার তিনটী মাত্র পুত্র ৺মাধব চন্দ্র, ৺গুরুচরণ ও ৺রাধামোহন কুণ্ডু। ভগবানের কি লীলা এই সুপ্রসিদ্ধ ধার্ম্মিক বংশের বংশধরগণ এখন হা অন্ন হা অন্ন করিয়া পথে বেড়াইতেছেন। ভুনাবায় ৺হরিমোহন কুণ্ডুর অতিথিশালা ছিল। দেশ দেশান্তর হইতে শত শত সাধু, সন্ন্যাসী, ভিক্ষুক, পর্য্যটক প্রভৃতি আসিয়া সেই অতিথিশালায় বাস করিত। তিনি অকাতরে সেই সকল অতিথি সৎকার করিয়াছেন। ইহাও শুনাযায়, যে তিনি অতিথি সৎকার না করিয়া জলস্পর্শ পর্য্যন্ত করিতেন না। গৃহস্বামীর সুবন্দোবস্তের গুণে কাহারও কোনরূপ কষ্ট পাইতে হইত না। খাদ্য সামগ্রীর মধ্যে যাহার যা অভিরুচি তাহাই প্রদত্ত হইত। তিনি স্বয়ং এই সকলের তত্ত্বাবধান করিতেন। অতিথিগণের মধ্যে কেহ পীড়িত বা অসুস্থ হইলে, তাহার জন্য পৃথক বন্দোবস্ত এবং ডাক্তার দ্বারা চিকিৎসা করাইতেন। তাহাদের সেবা শুশ্রূষার কোনরূপ ব্যাঘাত জন্মিত না। উপযুক্ত লোকগণের প্রতি এই সকল ভার অর্পিত ছিল। এইরূপ অপূর্ব্ব আতিথ্য ধর্ম্মের অনুষ্ঠান তখনকার লোকেরা পরম পুণ্য ও গৃহস্থের কর্ত্তব্য কর্ম্ম মনে করিত।

৺হরিমোহন কুণ্ডু তাঁহার প্রতিষ্ঠিত অতিথি শালায় নিত্য নূতন নূতন লোক দিতেন, এবং তাহাদের কার্য্যাবলী, আচার, ব্যবহার, পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। নানালোকের নানারকমের কথাবার্ত্তা ও ধর্ম্মের বাকবিতণ্ডা শুনিয়া তাঁহার মন আনন্দে আপ্লুত হইত। তিনি সময় সময় বলিতেন, "মাগো জগৎ জননী! তোমার অন্নের মহিমা কত? আমি কি তোমার এ উচ্চ আদর্শ গ্রহণ করিতে পারিব? জননী! তোমার ধর্ম্ম তুমিই রক্ষা করিও।"

তাঁহারা যে কেবল আতিথ্য কার্য্যেই নিযুক্ত ছিলেন এমন নহে, তাঁহাদের সাহায্যে অনেক ব্রাহ্মণ, শূদ্র এবং স্বজাতি উন্নতি লাভ করিয়াছে। ইহা ব্যতীত অন্নদান, বস্ত্রদান, টাকাকড়ি প্রভৃতি তাঁহাদের নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্যে পরিণত হইয়াছিল। এইরূপে তাঁহাদের তিন চারি পুরুষ চলিয়াগিয়াছে; চিরদিন কাহারও সমান যায় না। ভাঙ্গাগড়া ঈশ্বরের অপূর্ব্ব লীলা। আজ যাঁহারা উন্নতির চরম সীমায় উপনীত আছেন, হয় ত ঈশ্বরের লীলা খেলায় কালক্রমে তাঁহারা একদিন পথের ভিখারী হইতে পারেন। তাই

আর একবার ৺হরিমোহন কুণ্ডুর বংশধরগণের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। তাঁহারা একদিন অবলীলাক্রমে শত শত লোককে অন্নদান, বস্ত্রদান করিয়াছেন ; আজ কালের কুটিল গতিতে তাঁহাদের বংশধরগণ দরিদ্রের ন্যায় কাল যাপন করিতেছেন।

২। জয়চন্দ্র কুণ্ডু বয়স অনুমান ৬০।৬৫ বৎসর। ইহারা তিন ভাই, ইনিই সর্ব্ব কনিষ্ঠ, জ্যেষ্ঠ ৺ঈশ্বর চন্দ্র কুণ্ডু এবং মধ্যম ৺পূর্ণচন্দ্র কুণ্ডু। প্রথমোক্ত ব্যক্তির একটী, দ্বিতীয় ব্যক্তির ২টী পুত্র আছে। জয়চন্দ্র কুণ্ডু মহাশয়ের তিনটী পুত্র তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্রটী এবার বি, এ, পরীক্ষা দিবে; অপর দুইটী হাই স্কুলে পড়িতেছে। জনশ্রুতি আছে, ইহাদের পূর্ব্বাবস্থা বড়ই শোচনীয় ছিল. এখন ঈশ্বরানুগ্রহে ব্যবসায় দ্বারা বিলক্ষণ সম্পত্তিপন্ন হইয়াছেন। আশাকরি ইহারা দিন দিন উন্নতিলাভ করুন। ইহারাই বর্ত্তমান সময়ে গ্রামের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ধনী। আরও তিন ঘর আছে বটে তবে তাঁহারা ইহাদের ন্যায় সম্পত্তিপন্ন নহেন, ব্যবসায় ইহাদের ৬০।৭০ হাজার টাকা খাটিতেছে ইহা ব্যতীত কর্জ্জ দেওয়া ৮০।৯০ হাজার টাকা, ৩।৪ হাজার টাকা লাভের সম্পত্তি এবং বার শত বিঘা জমি আছে। ইহাদের ২টী মোকাম আছে। আদমদীঘির অনতি দূরে তিলকপুর নামক স্থানে ইহাদের আর একটী কারবারী মোকাম আছে। ইহারা সকলে একান্নভুক্ত। ফল কথা ইহারা এদেশে একজন বিখ্যাত ধনী বলিয়া পরিচিত। তাঁহাদের নিকট আমাদের এই প্রার্থনা যে, তাহারা এই স্থানে উন্নতির জন্য একটী হাই স্কুল স্থাপন করেন।

৩। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণধন কুণ্ডু বয়স অনুমান ৬৫।৭০ বৎসর ; ইহারা চারি সহোদর তন্মধ্যে ২য় ভ্রাতা গত দুই বৎসর হইল ২টী নাবালক পুত্র রাখিয়া কালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন। ৩য় ভ্রাতা লালবিহারী কুণ্ডু এবং চতুর্থ ভ্রাতা কুঞ্জবিহারী কুণ্ডু জীবিত আছেন। ইহারা সকলেই একান্নভুক্ত। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণধন কুণ্ডু মহাশয় স্থানীয় জমিদারের ষ্টেটের ম্যানেজার। অপর ভ্রাতা দ্বয় ব্যবসা করেন। শুনা যায় ইহাদেরও পূর্ব্বাবস্থা ভাল ছিল না। কৃষ্ণধন কুণ্ডু মহাশয়ই নিজ ক্ষমতায় ও চেষ্টায় এতদূর উন্নতিলাভ করিয়াছে। ইহাদের অন্যূন ৩।৪ শত বিঘা জমি আছে ; ইহা ব্যতীত ব্যবসায় হাজার টাকা খাটিতেছে। কৃষ্ণধন কুণ্ডুর চারিটী পুত্র তন্মধ্যে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ পুত্রটী গত ৩।৪ বৎসর হইল একটী নাবালক পুত্র ও একটী কন্যা রাখিয়া

অকালে সকলকে অশ্রুনীরে ভাসাইয়া ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। তাঁর পুত্রটী এন্ট্রান্স ক্লাসে পড়িতেছে। অপর ভ্রাতা দ্বয়ের পুত্র সন্তান আছে তবে তাহারা নাবালক কেবল শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী কুণ্ডু মহাশয়ের একটী পুত্র হাই স্কুলে পড়িতেছে। আমরা আশা করি ইনিও হাই স্কুলের জন্য যত্ন করিবেন।

৪। রামরতন কুণ্ডুর বয়স অনুমান ৭০।৭৫ বৎসর ইহারা দুই সহোদর কনিষ্ঠ ভ্রাতা গত বৎসর ৺গঙ্গা প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইহাদেরও পূর্ব্বাবস্থা খারাপ ছিল; ব্যবসা দ্বারা উন্নতিলাভ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত রামরতন কুণ্ডু মহাশয় স্থানীয় জমিদারের ষ্টেটের সুপারিনটেণ্ডেণ্ট। দুঃখের বিষয় ইহাদের উভয় ভ্রাতারই সন্তানাদি নাই। রামরতন কুণ্ডু মহাশয়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ৺রামপ্রসাদ কুণ্ডু মহাশয় অন্নদান, বস্ত্রদান, দুর্গাপূজা; বাসন্তী পূজা পুষ্করিণী খনন, বৃক্ষ প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি ভূরি ভূরি সৎকার্য্য করিয়াও প্রায় ৩।৪ শত বিঘা জমি রাখিয়া গিয়াছেন।

রামরতন কুণ্ডু মহাশয় স্থানীয় জমিদারের বাড়ীতে ৺রাধাকান্ত জীর একটী ভদ্র অট্টালিকা নূতন করিয়া প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। বহু সমারোহে উক্ত অট্টালিকা ৺রাধাকান্ত জীর নামে প্রতিষ্ঠা করাইয়াছেন। এই অট্টালিকায় তাঁহার বহু টাকা ব্যয় হইয়াছে। এই পুণ্য কার্য্যে আমরা শত শত ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারিলাম না। তিনি যেমন একটী অক্ষয় কীর্ত্তি স্থাপন করিলেন, আশাকরি স্বজাতিবর্গ গ্রামের উন্নতি কল্পে একটী হাই স্কুল স্থাপন করিয়া তাঁহাদের জীবনের চিরস্মরণীয় একটী কীর্ত্তি রাখিয়া যান।

৫। ভবানীকান্ত কুণ্ডু বয়স অনুমান ৪০।৪৫ বৎসর। ইহারা দুই ভ্রাতা অপর ভ্রাতার নাম শ্রীকার্ত্তিক চন্দ্র কুণ্ডু। দুই জনই একান্নভুক্ত ইহাদের বাসস্থান পূর্ব্বে দুপচাঁচিয়া নামক স্থানে ছিল; শুনা যায় ইহাদের সাংসারিক অবস্থা খুব খারাপ ছিল বলিয়া ইহাদের মাতুল ৺রামপ্রসাদ কুণ্ডু মহাশয় এই স্থানে আনয়ন পূর্ব্বক পুত্র নির্ব্বিশেষে লালন পালন করিয়াছেন। এক্ষণে ইহারা ব্যবসা বুদ্ধি ও অধ্যবসায় গুণে দিন দিন উন্নতিলাভ করিতেছেন। আশা করি ভগবান ইহাদিগকে দীর্ঘজীবি ও প্রভূত ধনশালী করুন।

শ্রীমহিম চন্দ্র কুণ্ডু।

হেডপণ্ডিত মাষ্টার আদমদিঘী বালিকা বিদ্যালয়, (বগুড়া)।

উন্নতি।

বঙ্গদেশীয় তিলি জাতির সামাজিক বৈষয়িক ও নৈতিক সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সাধন এই সম্মিলনীর উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য সাধন জন্য বঙ্গদেশের বিভিন্ন বিভিন্ন স্থানে যে সকল তিলি সমাজ আছে তাহাদের পরস্পরের মধ্যে সৌহার্দ্দ বর্দ্ধন একতা সংস্থাপন ও বিবাহাদির দ্বারা সম্বন্ধ বন্ধনে সহায়তা করণ ও উৎসাহ প্রদান শীর্ষক যে উপায় সামাজিক উন্নতি কল্পে লিখিত হইয়াছে এটি বোধ হয় সর্ব্ববাদী সম্মত ও সর্ব্বতোভাবে সমীচিন কারণ, এই উপায় অবলম্বনে যদি সামাজিক উন্নতি দিকে অগ্রসর হওয়া যায় তবে আমরা যুগপৎ সামাজিক নৈতিক ও বৈষয়িক উন্নতি লাভ করিতে পারি। যদি সমস্ত সমাজ তাঁহাদের স্বীয় স্বীয় সামান্য খুঁটি নাটি ত্যাগ করিয়া এই মহৎ ও উদার প্রস্তাবে সম্মত হন তাহা হইলে আমাদিগের উন্নতির দিন অতি নিকট বলিয়া উপলব্ধি হয় কারণ বিবাহাদি বন্ধনে ভিন্ন ভিন্ন সমাজের মধ্যে পরস্পর আনুগত্য ও সদ্ভাব বৃদ্ধি ব্যতীত হ্রাস হইবার সম্ভাবনা দেখা যায় না এইরূপ আনুগত্য ও সদ্ভাব বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সহানুভূতি ও সমবেদনার মূল ভিত্তি স্থাপিত হয়, যখন এই সহানুভূতি ও স্বজাতি প্রীতি উচ্চ হইতে উচ্চতর সোপানে উঠিবে, যখন সমস্ত তিলি সমাজের লোক-দিগকে নিজ সমাজের লোক বলিয়া বুঝিতে পারা যাইবে, যখন বঙ্গীয় সমস্ত তিলি সমাজের ব্যক্তিগণকে আপনার স্বজাতি ভ্রাতা বলিয়া তাঁহাদের প্রতি স্নেহ মমতার উদ্রেক হইবে, যখন আমরা একত্রে পান ভোজনাদি সামাজিক কার্য্য করিতে কুণ্ঠিত হইব না তখন আমরা কত শক্তিশালী হইব তাহা কল্পনায় আনিতে আনন্দে শরীর রোমাঞ্চিত হয় ও হৃদয় উৎফুল্ল হইয়া উঠে।

এইরূপে পরস্পরের ভিতর সৌহার্দ্দ সংস্থাপিত হইলে আমরা পরস্পরের অভাব অভিযোগ বুঝিবার পরস্পর পরস্পরকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিতে চেষ্টা করিব, পরস্পর পরস্পরের দুঃখে দুঃখিত হইব ও সুখে সুখী হইব সেদিন কি আমাদের হইবে! সে শুভদিন কবে প্রভাত হইবে? যেদিন সমস্ত তিলিজাতি এক সমাজভুক্ত হইবে এবং সকলেই সকলকে চিনিবে সকলেই সকলকে জানিবে আজকে কোথায় ছিন্ন ভিন্ন ক্ষুদ্র দলের ন্যায়

পড়িয়া আছে কেহ কাহাকেও চিনে না কেহ কাহাকেও জানে না আবার কি সমস্ত ছিন্ন ভিন্ন কুসুমদল একত্র হইয়া সুন্দর ও সৌগন্ধি কুসুম মালিকার ন্যায় শোভা পাইবে; অবশ্যই পাইবে হে স্বজাতি ভ্রাতাগণ আমাদের সে শুভদিন অতি নিকট বলিয়া বোধ হয় কারণ তিলিকুলের গৌরব. তিলি বংশের চন্দন তরু এবং তিলিজাতির উজ্জ্বলতম রত্নগণ এই কর্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, অচিরেই সেই শুভদিনের শুভ সূর্য্যের উদয় হইবে আশা করা যায়।

সমাজিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে নৈতিক উন্নতি হয় যখন সমস্ত সমাজ এক সমাজভুক্ত হইবে তখন নিষ্টাচারী সমাজের দেখা দেখি অনেক নিকৃষ্টাচারী সমাজ তাঁহাদের নিকৃষ্ট বৃত্তি পরিত্যাগ করিবে। হয়তঃ কোন সমাজের লোক বিশেষ শিক্ষিত ও সদাচার, তাহাদের দেখিয়া শুনিয়া অপর সমাজের মধ্যে ক্রমশঃ লেখা পড়ার চর্চ্চা হইতে পারে। হয়তঃ কোন সমাজে ব্যবসায় বেশী অনুশীলন, তাঁহাদের দেখা দেখি অপর সমাজে ব্যবসাও বাড়িতে পারে, এইরূপে পরস্পর পরস্পরের নিকট হইতে হংসবৎ যাহা ভাল তাহা বাছিয়া লইয়া নিজের সমাজে প্রবর্ত্তিত করিতে পারেন। এই ত নৈতিক উন্নতি; এই নৈতিক উন্নতি সাধিত হইলে চিত্তের প্রফুল্লতা প্রকাশ পায়, চিত্তের সঙ্কীর্ণতা যাইয়া তৎপরিবর্ত্তে বিস্তীর্ণতা আসিয়া পড়ে চিত্তের বিস্তীর্ণতা লাভ হইলে যখন বসুধৈব কুটুম্বকম তখন আর আত্মপর বিবেচনা থাকে না তখন এক জনের দুঃখ দেখিলে যতক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁর দুঃখ দূর না হয় ততক্ষণ পর্য্যন্ত শান্তিলাভ করিতে পারা যাইবে না।

সামাজিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বৈষয়িক উন্নতিও হয়। কারণ সকলের সহিত এইরূপে পরিচয় হইলে নিজেদের অভাব অভিযোগ সকলেই জানিতে পারেন; সকলেই সকলকেই সাহায্য করিতে পারেন। এখন কে কাহারে চেনে, আর কেবা কার সাহায্য করে চেনা পরিচয় থাকিলে সকলেই সকলকেই সাহায্য করিতে পারে ইহাতেই বোঝা যায় যে এক সামাজিক উন্নতি হইলে আমাদের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সাধিত হইবে।

এই সামাজিক উন্নতি আমাদের সমস্ত সুখ সমৃদ্ধির মূল। যে সমস্ত সমাজ তাহাদের সামাজিক গৌরবে স্ফীত হইয়া এই সর্ব্বসুখের মূল ও সমস্ত স্বজাতির মঙ্গলপ্রদ উপায় অবলম্বনে প্রস্তুত নন তাঁহাদিগকে স্বজাতিদ্রোহী আর স্বজাতির উন্নতির পথে কণ্টক বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাঁহারা কি

জন্তে এই সর্ব্বজনের হিতকারী ও সমস্ত স্বজাতিগণের প্রীতিকর কার্য্যের অন্তরায় তাহা তাঁহারাই বুঝেন ও তাঁহারাই জানেন, সমাজে ভালমন্দ সবই থাকে, সমাজ কখনও মন্দকে ত্যাগ করিয়া কেবল ভাল লইয়া চলিতে পারে না, ভাল মন্দর সম্মিলন জগৎ শ্রেষ্ঠার নিয়ম এই বিশ্ব ভাল মন্দই মিশ্রিত সমাজ বিশ্বস্রষ্টার এই নিয়ম কখনও লঙ্ঘন করিতে পারেনা, যদি মানব দেহের কোন স্থানে কোন প্রকার বিষাক্ত ক্ষত রোগে আক্রান্ত হইলে অঙ্গহীন হইবার ভয়ে লোকে যেমন সহজে বিকলাঙ্গ, পরিত্যাগ করিতে রাজি হয় না সমাজও তদ্রূপ মূর্খ কদাচারী ও নির্ধন ব্যক্তিগণকে সহজে ত্যাগ করিতে চাহে না অতএব সমাজের কোন ব্যক্তি যতই নিকৃষ্ট হউক না কেন কোন না কোন কাজে আসিতে পারে। সে সমস্ত সমাজ এই মহৎ সমাজ মিলন কার্য্যে যোগ দিতে কুণ্ঠিত তাঁহাদের প্রতি আমার জিজ্ঞাস্য এই যে তাহারা কি বলিতে পারেন যে বর্ত্তমান সমাজ বিপ্লব দিনে আমাদের স্থান কোথায় আর কোথায় বা হওয়া উচিত? এখন যেস্থান আমরা অধিকার করিয়াছি, যদি আমাদের সামাজিক নৈতিক ও বৈষয়িক ব্যাপার যেরূপ ভাবে চলিতেছে আর কিছুদিন এরূপ ভাবে চলে তাহা হইলে উপরি উক্ত অধিকৃত স্থানে আমরা থাকিতে পারিব কিনা সন্দেহ। বর্ত্তমান সমাজ বিপ্লব দিনে আমাদের যেটুকু মান মর্য্যাদা আছে তাহা কেবল কয়েকটি মাত্র রত্নের জন্য যদি তাঁহাদের যশ রশ্মি দিক বিদিক ব্যাপ্ত না হইত তাহা হইলে জনসমাজে আজ কি বলিয়া পরিচয় দিতেন, যদি এই সমস্ত মহাত্মাগণ আমাদের সমাজের শিরোভূষণ হইয়া না থাকিতেন তাহা হইলে আমাদের পরিচয় দিবার কিছুই ছিল না; আমরা কি বলিয়া পরিচয় দিব; আমাদের কিসের গৌরব? আমাদের বিদ্যার গৌরব নাই, জ্ঞানের গৌরব নাই, এবং স্বজাতির সংখ্যার তুলনায় ধনেরও গৌরব নাই, অন্যান্য উচ্চশ্রেণীর জাতির নৈতিক উন্নতির তুলনায় আমরা কত নিম্নস্তরে পড়িয়াছি তাহা একবার ভাবিয়া দেখুন, প্রকাশ করিয়া আর বেশী বলিতে ইচ্ছা করি না কারণ বলিলে নিজেদের দুর্ব্বলতা মাত্র প্রকাশ পায় এখন সকলেই সমবেত হইয়া যাহাতে সম্মিলনীর এই মহৎ উদ্দেশ্য সাধিত হয় তদ্বিষয়ে চেষ্টা করা উচিৎ আর উপেক্ষার সময় নাই, উপেক্ষা করিয়া আমরা নিজে নিজে অধঃপতনের পথে অগ্রসর হইতেছি তাহা বোধ হয় যাহারা একটু ভাবিয়া দেখিবেন তাঁহারাই বুঝিতে পারিবেন।

এখন সম্মিলনীকে লক্ষ্য করিয়া আমি কয়েকটী কথা বলিতে ইচ্ছা করি যদিও সম্মিলনীর উপায়গুলি সর্ব্ববাদী সম্মত ও সমাজের হিতকর তথাপি ঐ সমস্ত উপায় প্রচারে যে যে পন্থা নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহা লক্ষ্যাধিক তিলির পক্ষে বড়ই সময় সঙ্কেপ হইয়াছে কারণ বৎসরান্তে একদিন এই মহতী সভার অধিবেশন হয় তাহাও আবার একই স্থানে এই সভাতে স্বজাতির উন্নতি বিষয়ক যে যে প্রস্তাব হয় তাহা সর্ব্বজনপ্রিয়ও অনুমোদিত হইলেও সকল স্থানে তিলিদিগের মধ্যে সুন্দররূপে অদ্যাপি প্রচারিত হয় না এবং যেরূপ ভাবে প্রচারিত হইতেছে তাহাতে যে সত্বর কার্য্যকরী হইবে সে আশাও কম। ইহার উত্তরে হয়তঃ অনেকে বলিতে পারেন যে "Romo was not built in a day" তদুত্তরে আমি বলিতে চাই যে যদিও একদিনের কাজ নয় কিম্বা এক বৎসরের কাজ নয় তথাপি যে ভিত্তি সংস্থাপিত হইয়াছে সেই ভিত্তির উপর গৃহ নির্ম্মানের আয়োজন সত্বরে করা হউক, নতুবা আমাদের দাঁড়াইবার স্থান নাই, লোকে নিরাশ্রয় হইলেই আশ্রয় লাভের জন্য বেশী উৎসুক হয়, আমাদেরও আজ সেই দশা আমরা সম্মিলনীর সুখপ্রদ ও সুশীতল হর্ম্ম্যতলে মস্তক নিবেসিত করিতে একান্ত অভিলাষী। Congress যেমন বৎসর বৎসর কেন্দ্র পরিবর্ত্তন করিয়া স্বীয় প্রভাব চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ করতঃ দেশবাসীদিগের অন্তঃকরণের ভক্তি ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে তদ্রূপ এই সম্মিলনীর মহতী অধিবেশন বৎসর বৎসর কেন্দ্র পরিবর্ত্তন করিয়া সমগ্র বঙ্গদেশবাসীর তিলিসমাজের ভক্তি ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে থাকুন এইরূপ করিলে অতি সত্বরেই সকলেই এই সভার উপকারিতা বুঝিতে পারিবেন এবং আশাতীত অল্পকাল মধ্যে স্বজাতির উন্নতির দ্বার উন্মুক্ত হইবেক।

এই জাতির উন্নতির দিনে বঙ্গদেশে সমস্ত জাতি জাগিয়াছে এবং উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে কেবল মাত্র আমরা, এই তিলিজাতি, আজও সুষুপ্তি ঘোর তমাচ্ছন্ন আমাদের সেই সুষুপ্তি ঘোর দূর করণের জন্য মধ্যে ২ নাড়া চাড়ার দরকার যেমন অতিরিক্ত অহিফেন সেবন করিয়া কোন লোক অজ্ঞান হইলে চিকিৎসকেরা অহিফেন সেবন জনিত তাহার অজ্ঞানতা দূর করিয়াই ক্ষান্ত থাকেন না আবার অজ্ঞান হইয়া পড়িতে পারে সেই ভয়ে তাহাকে জাগরিত রাখিবার জন্য পদতলে পিন্ ফোটাইয়া দেয় কিম্বা চুল ধরিয়া টানা টানি করে। আমাদেরও তদ্রূপ বৎসরান্তে একদিন জাগরিত হইয়া আমাদের চির অভ্যস্ত নিদ্রায় পুনরায় অভিভূত না হই সে জন্য মধ্যে

মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সভা সমিতির দ্বারা এই স্বজাতি প্রীতি জাগরিত রাখা উচিত।

এখন অনেকেই জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে এত হাঙ্গাম করে কে? তদুত্তরে আমি বলিতে চাই যে যদি সম্মিলনীর ইচ্ছা হয় তবে তিনি Valuntary canvassers ও বোধ হয় পাইতে পারেন। এই সুবিস্তীর্ণ তিলিসমাজের মধ্যে এমন কোন মহাত্মা কি নাই? যে তাহারা নিজের স্বার্থত্যাগ করিয়া স্বজাতির উন্নতির জন্য তিলিজাতির ভিন্ন ভিন্ন কেন্দ্র স্থানে মধ্যে মধ্যে সভাসমিতির আহ্বান করিয়া সম্মিলনীর এই মহৎ উদ্দেশ্য প্রচার করেন এবং শাখা সমিতি গঠন করিয়া সম্মিলনীর ক্ষীণ দেহ পুষ্টি করেন, অবশ্যই আছেন তবে Valuntary canvassers যাহারা হইবেন তাঁহাদের মধ্যে সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তি ও দুই একজন থাকা চাই নতুবা আমাদের ন্যায় নগণ্য ব্যক্তির দ্বারা এই প্রকার গুরুতর কার্য্য সম্পন্ন হওয়া সুকঠিন কারণ আমরা সমাজের ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র অনুকনা মাত্র আমাদের কে চেনে কে জানে হয়তঃ অনেক অপরিচিত লোক বলিয়া আমাদের সহিত দেখা করিতেও কুণ্ঠিত হইবেন। এখন আমাদের এই সমাজের নেতৃবৃন্দের নিকট সবিনয় প্রার্থনা এই যে যখন তাহারা এই মহৎ কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন, তখন যাহাতে সুসম্পন্ন হয়, তাহা canvassers নিযুক্ত করিয়াই হোক আর অন্য কোন উপায়েই হোক, তদ্বিষয়ে সবিশেষ চেষ্টিত হইবেন।

শ্রীসূর্য্যকুমার মজুমদার। চুয়াডাঙ্গা সুর্মিছিয়া নদীয়া।

সমাজে সহানুভূতির অভাব।

শুভ মুহূর্ত্তে মঙ্গলভেরী বাজিয়া উঠিয়াছিল, তাই সমাজের ভিন্ন ভিন্ন স্তরে পরস্পরকে জানিবার ইচ্ছা বলবতী হইয়া উঠিয়াছে। আশার সফলতা বহুদূরে, ভবিষ্যতের অন্ধতমসাচ্ছন্ন ক্রোড়ের মধ্যে লুকাইয়া আছে তথাপি লক্ষণে যাহা প্রকাশ পাইতেছে তাহাতে সমাজের মধ্যে যেন প্রাণস্পন্দন অনুভূত হইতেছে বলিয়া বোধ হয়। এখনও প্রকৃত পন্থা অবলম্বন করিয়াছি কিনা, তাহা অবগত নহি কিন্তু পথের সন্ধানের জন্য যে কেহ কেহ ব্যগ্র

হইয়াছেন ইহাই আশাবৃক্ষমূলে বারি সঞ্চারের ন্যায়। সমবেদনাই জাতীয়তা প্রতিষ্ঠার সমাজোৎকর্ষের একটি প্রকৃষ্ট উপায়। অন্যের দুঃখে যখন হৃদয় তন্ত্রী বাজিয়া উঠিবে, অন্যের সুখে যখন হৃদয় উৎফুল্ল হইবে তখনই জানিব আমার সমাজ বা আমারা জাতি, বলিবার অধিকার আমার হইয়াছে। যতদিন স্বার্থদেবতা ব্যতীত উপাসনা করিব না, যতদিন কেবল বাহ্যিক ব্যবহারের খাতিরে নাম লইবার প্রয়োজনে বাগবিতণ্ডা করিয়া আপনাকে জাহির করিবার জন্য সমাজের অস্তিত্ব বোধ করিব, ততদিন এই সমাজের মঙ্গলকর কোন কার্য্যেরই আমরা অধিকারী নহি।

বাল্যাবধি হিন্দু পরিবারে প্রতিপালন হইয়া আসিলেও আমাদের নিত্য এবং নৈমিত্তিক কর্ম্মে যে সর্ব্বজনীন প্রীতি ও সহানুভূতি ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে তাহার আমরা কোন সংবাদই পাই না, সেই জন্য আমাদের জাতীয়ভাব স্ফূর্ত্তি পায় না, আমরা সংকীর্ণচিত্ত হইয়া পড়িতেছি। সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়া, স্বাধীন জাতির কোন ব্যক্তি যে চক্ষে আপনার জীবনের সার্থকতা দেখে, আমরা সে চক্ষে দেখিতে শিখি না। আমার সংকীর্ণ ধর্ম্ম অপেক্ষা মহত্তর যে সহজ ধর্ম্ম, যাহাতে সমাজের সার্ব্বজনীন হিত, যাহাতে সমাজ সমবায়ের উন্নতি, তাহারই মধ্যে যে আমাদের জীবনের ধর্ম্ম ও সাফল্য রহিয়াছে একথা আমাদের কেহ বুঝাইয়া দেয় না।

বাটীতে আমরা দুর্গোৎসব করিলাম, কেন করিলাম যদি কেহ প্রশ্ন করে, এতবড় একটা অনুষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে, তবে কেহ তাহার উত্তর দিবে, নিজে ধর্ম্ম কর্ম্ম করিবার জন্য করিয়াছি, কেহ বলিবেন পূণ্য সঞ্চয়ের জন্য করিয়াছি, আর যদি কেহ অন্তরঙ্গ কথা আপনার ন্যায় বন্ধুর নিকট প্রকাশ করিয়া বসে তবে বলিবেন, তাঁহার নিজের নাম করিবার জন্য। পুণ্যসঞ্চয়, যশ অর্জ্জন, ধর্ম্মকর্ম্ম সকলই এক একটী কারণ বটে, কিন্তু কোন মহৎ উদ্দেশ্যে এ সব যজ্ঞের সৃষ্টি তাহা আরও ভাবিতে যাইলে, হিন্দুর মঙ্গলময় সমাজ বিধানের কথা প্রকাশ হয়। এ অনুষ্ঠানে হিন্দু সমাজ প্রীতি ও সমাজ মঙ্গলকর ইচ্ছায় প্রণোদিত হইয়া নিযুক্ত হইয়াছিল।

দেবতার যে প্রতিমাগঠন তাহা সূক্ষ্মশিল্পের উৎকর্ষ সাধনের জন্য, যাহাতে এই শ্রেণী শিল্পীদিগের পোষণ হয়, যাহাতে প্রতিযোগিতা ক্ষেত্রে উৎসাহ দেওয়া হয়, যাহাতে ভাবকলার আরও প্রকাশ পায়, সেই উদ্দেশ্যেই

প্রতিমা গঠন। নহিলে উপনিষদের হিন্দুরা প্রতিমা পূজার প্রবর্ত্তন করিতেন না। বাদ্যাদি সমারোহের আবশ্যক, বাদ্যকার শ্রেণীর উন্নতি ও পোষণের জন্য নানা দিগ্দেশাগত দ্রব্যের আহরণ, দ্রব্য গুণজ্ঞানী ব্যবসায়ীদের উন্নতি সাধনার্থ। পূজার যদি সমস্ত অংশ বিশ্লেষণ করেন তবে দেখিবেন হিন্দুর এই স্বজাতি প্রীতি কত সূক্ষ্মভাবে সমুদায় অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়া স্তরে স্তরে সমাজকে উন্নতির পথে উঠাইবার কি চেষ্টা! কিন্তু লৌকিক এই সব যজ্ঞের যে এই তত্ত্ব তাহা কি কেহ আমাদের শিক্ষা দিয়া থাকেন? এ সব যে সর্ব্বজীবে প্রীতি সহানুভূতির উৎস তাহার প্রকৃত কথা আমরা বাল্যাবধি কিছুই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি না, শুষ্ক বাহ্যিকের চাকচিক্যে অন্ধ মাখাইয়া আমরা নিজে নিজের দিকে তাকাই, নিজের গৌরব অতি মাত্রায় অনুভব করি, হৃদয় বৃত্তি ও জীবনব্যাপী চেষ্টা কেবল আত্মচেষ্টা, অর্থাহরণ কেবল আপনার জন্য; গৃহের নিকট প্রতিবেশী কন্যা খাইতে পাইতেছে না, তাহার দিকে দৃষ্টি নাই, সুদূরে সরকারি খেতাব লাভের জন্য লাট বেলাটের অভ্যর্থনায় তাঁহার ব্যয়; বাটীর স্বজাতি নিঃস্ব বালকের বিদ্যাশিক্ষার উপায় নাই কে কোথায় বড় খেতাব পাইলেন তাঁহাকে সংবর্দ্ধনার জন্য অর্থব্যয়। যেখানে ঐশ্বর্য্য, যেখানে পাঁচজন লোক তাঁহাকে জানিতে পারিবে সেখানে যাইলেই তিনি কৃতার্থ মনে করেন। যাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের কমলার কমলদলের সোনার পাঁপড়ি শুকাইয়া মস্তকে ধরিয়া বিরাট বিদ্যাভিমানী হইয়াছেন বা যাঁহারা কেবল হিসাবের খাতা পত্রে বিদ্যা শেষ করিয়াছেন সকলেরই এই চেষ্টা। আমার বলিবার কথা এই যে আমরা সহানুভূতি শিক্ষা করি নাই; যেদিন স্বজাতির জন্য প্রাণ কাঁদিবে সেদিন তিনি স্বজাতির নিকট সম্মানের অর্ঘ্য পাইবার উপযুক্ত হইবেন। দশটা খাতার সহকারী কার্য্যাধ্যক্ষ বলিয়া পরিচিত হইলেও তিনি সম্মানের উপযুক্ত নহেন।

কয়েকটী বিষয়ের অবতারনা করিয়া আজ আমি আমাদের সমাজের এই সহানুভূতির অভাব দেখাইব। সকলেই যদি আপনার সমাজের দিকে এই চক্ষে দৃষ্টিপাত করেন তবে উদাহরণের অপ্রতুল হইবে না। বিষয়গুলি সামান্য বটে, কিন্তু সেগুলির দিকেই যদি আমরা মনোযোগ দিতে পারি, তবে অপর উন্নতির কথা পরে ভাবিতে পারিব। আমাদের অন্নসম্মান জ্ঞান যদি প্রথম ভিত্তিতে দৃঢ় না হয়, যদি আমাদের স্বাধীনভাব প্রথম হইতেই

না বুঝা যায় তবে বড়র দিকে মনোযোগ করা ন্যাশনাল ফণ্ডের মত হইবে। আশা করি আপনারা ন্যাশনাল ফণ্ড এখনও ভুলেন নাই।

প্রথম কথা আমাদের সমাজের নিরাশ্রয়, দুঃস্থা অথবা বিধবাদিগের ভরণ পোষণ। অনেক সমাজেই দেখিতে পাওয়া যায়, যে সমাজের মধ্যে সম্পন্ন অবস্থার লোক বিদ্যমান থাকিলেও স্বজাতীয়া স্ত্রীলোকেরা অন্যস্থানে সামান্য দাসী বৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিতেছে। ব্রাহ্মণ বা ব্রাহ্মণেতর জাতির বাটীতে আমাদের স্বজাতীয়া স্ত্রীলোকেরা যাইয়া হীনবৃত্তি অবলম্বন করিতেছে। আমরা যে বৈশ্যজাতি এবং আমরা যে আমাদের সামাজিক আচার ব্যবহারে কোন অংশেই কায়স্থাদির হীন নহি, ইহা প্রতীয়মান করিবার জন্য অনেক মসী ও লেখনীর সৎ ও অসৎ ব্যবহার হইতেছে, কিন্তু যখন আমাদেরই স্বজাতীয়া রমণী অন্যের গৃহে হীন বৃত্তি অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে তখন আমাদের জাত্যাভিমান কোথায়? আশা করি অনেক স্থলে আমাদের সমাজে এরূপ বৃত্তি অবলম্বন সমাজ নিয়মের বিরুদ্ধে, কিন্তু সমাজ তাঁহাদের ভরণ পোষণের জন্য অন্য উপায় অবলম্বন করিয়াছেন কি? করিতে পাইবে না বলা অত্যন্ত সহজ, কিন্তু তৎপরে নিরাশ্রিতার জীবন নির্ব্বাহ কি প্রকারে হইল তাহা না দেখা সমাজের পক্ষে বড়ই অনুদার। এখনও যেখানে সমাজ স্মীতমুখে আপনাদের এই সম্মানের লাঘব দেখিতেছেন তাঁহারা ইহার উপায় চেষ্টা করুন। বারোয়ারী পূজার জন্য যখন চাঁদা উঠিতে পারে, তখন সমাজস্থ বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ কি ইহার প্রতিবিধান করিতে পারেন না? চেষ্টা করিলে সহানুভূতি পাইলে এই সমুদয় নিঃস্ব নিরাশ্রয় স্ত্রীলোকগণ তাঁহাদের বাটীতেই স্থান পাইতে পারেন। উপর হইতে হাত বাড়াইলে, নীচেকার লোক সাহস পাইয়া যোগদান করিতে পারে।

আর একটী কথা বিবৃত হইল। যদিও সমাজে এরূপ উৎকোচ গ্রহণ অজ্ঞাত, সেখানে ইহা সম্ভবপর বলিয়া বিবেচিত হইবে না. তথাপি নিজ অভিজ্ঞতায় আমি বলিতেছি যে এরূপ ব্যাপার সংঘটিত হইয়া থাকে। কেহ যদি দূর সম্পর্কীয় আত্মীয়ের কোন ত্যক্ত সম্পত্তির অধিকারী হইলেন তাহার অবস্থা মন্দ হইলেও সমাজকে ভোজ নামক একটী উৎকোচ দিতে হয়। যিনি কোন স্বল্পবিত্ত স্বজাতি সামান্য দোকান করিয়া খান, অথচ পরের নিকট কোন প্রকার ভিক্ষা গ্রহণ করেন না, তিনি সামান্য সম্পত্তির অধিকারী

হইয়া কিঞ্চিৎ সচ্ছল হইলেন, অমনি সমাজ তাহার নিকট অংশ চাহিল। যখন তাঁহারা নীরবে দারিদ্র্যের অত্যাচার সহ্য করিতেছিলেন তখন কি সমাজ তাহাদের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন? শুদ্ধ একবেলা আহার বা অত্যাহারের লোভে যাহারা এরূপ অক্ষম ও অনিচ্ছুক ব্যক্তিকে উৎপীড়ন করেন তাহারা কৃপার পাত্র সন্দেহ নাই।

সামাজিক অনুশাসনের কথা বলিয়া আর একটী বিষয় আপনাদের সন্মুখে উপনীত করিতেছি। সমাজের উপর পালন এবং রক্ষণ দুইই যখন ন্যস্ত করা হইয়াছে, তখন তাহার শাসন যে মঙ্গলবিধায়ক হইবে এই আশাতেই তাহাকে সে ক্ষমতা সকলে দিয়াছে। যেখানে শাসনের প্রয়োজন সেই খানেই ন্যায়েরও প্রয়োজন। ন্যায় ব্যতীত যে শাসন তাহা সমাজ শাস্তা এবং শাসিত সকলেরই অহিত কর। বলিতে পারেন কোন ন্যায়ের বলে দরিদ্র ব্যক্তির কন্যা দ্বাদশবর্ষ উত্তীর্ণ হইল অথচ বিবাহ হইল না, এই অনুচিত শাসন তাহার মস্তকে দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে পড়িতেছে, কিন্তু ধনীর গৃহে কুঘটনেও তাহার শাসন নাই? এরূপ অনেক বিষয়ে যে অত্যাচার হইয়া থাকে তাহা কেহ অস্বীকার করিতে পারেন কি? অল্প সামান্য কারণে তাহার উপর ক্ষমতাবান বিরক্ত হইয়াছেন, নিমন্ত্রিতগণ উপস্থিত, কিন্তু ক্ষমতাবান বার হইতেছে না, সকলেই অভুক্ত তৎপরে যথাসাধ্য তৈলবট প্রদানে তিনি সন্তুষ্ট হইলে তবে তিনি আসিলেন, আর ধনীর বাটীতে কেহ আসিতে বিলম্ব করিলে তিনি অনুশাসন যোগ্য। ইহা অপেক্ষা সমাজের প্রাণহীনতা কি করিয়া লিখিতে হইবে? ঐ দেখুন অন্যজাতীয় এক ব্যক্তি মৃত হইয়া সৎকার অভাবে পড়িয়া রহিয়াছে, কোন সৎসাহসী যুবক যাইয়া মৃতের প্রতি শেষ কর্ত্তব্য সম্পাদন করিল; সমাজ আত্মম্ভরিতার বিচার করিলেন কিনা তাহার কার্য্য শাস্ত্রের অসঙ্গত। এইরূপে সৎসাহসের সদ্‌-গুণের পোষকতা না করিয়া তাহাকে অনুৎসাহ করিলেন। যে সমাজে এতটুকুও সহানুভূতি নাই তাহারা সামাজ নামের অযোগ্য।

আর একটী কথা বলি, চরিত্র দোষের জন্য সমাজের অনুশাসন কি শুদ্ধ স্ত্রীলোকদিগের জন্যই বিধিবদ্ধ হইয়াছিল? দিন দিন দেখিতেছি যে দুর্ব্বল যে নিঃস্ব যে চক্ষু রাঙ্গাইয়া কথা কহিতে না জানে তাহার বাটীর কোন স্ত্রীলোকের কথা হইলে সমাজ তাহার দণ্ডচক্র উত্তোলন করেন, আর পুরুষ বিশেষ ধনবান পুরুষ তাহা অপেক্ষা শতগুণে প্রকাশ্যে পাপ করিতেছে তাহার

অন্য কোন শাসন নাই, কেননা সে পুরুষ। দিনের পর দিন এই মহাপ্রভু পঞ্চ ম'কার উপাসনা করিয়া ঘরে ফিরিতেছেন, তিনিই সভাস্থলে উপনীত হইয়া পরের বাটীর স্ত্রীলোকের উপর বিচার করিতে বসিলেন। জগতে বোধ হয় এমন হাস্যকর আড়ম্বর অন্য সভ্য জাতির মধ্যে হয় না। যে সমাজ স্ত্রীলোকের উপর বিচার করিতে বসিবেন তাহার পুরুষের উপর আধিপত্য চাই, জগতের মাতৃ স্বরূপিনী স্ত্রীলোকেরা ন্যায়তঃ সম্মানীয়া তাহার কোন চরিত্র দোষের বিষয় অনুসন্ধান করিলে দেখিবে পুরুষেই তাহার প্রথম প্রশ্রয় দিয়াছিল, সমাজ কি তাহাদের প্রতি সহানুভূতির চক্ষে চাহিবেন ?

সেই জন্যই বলিয়াছিলাম যে সমাজকে যদি সম্মানিত করিতে চাহি, যদি আমরা সভ্য হিন্দু বলিয়া পরিচিত হইতে চাহি, তবে এইরূপ আরও অনেক বিষয়ে সহানুভূতির আবশ্যক, নতুবা আমরা যে তিমিরে আমরা সেই তিমিরে।

কস্যচিৎ রেঙ্গুন প্রবাসী।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

নবদ্বীপে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্মিলনী।

বিগত ১৯শে অগ্রহায়ণ হইতে ২২শে অগ্রহায়ণ পর্য্যন্ত শ্রীধাম নবদ্বীপে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্মিলনীর পঞ্চম বার্ষিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। কাসিমবাজারাধিপতি অনারেবল শ্রীল শ্রীযুক্ত মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর মহোদয়ের সম্পূর্ণ সাহায্যে ন্যূনাধিক ৪০,০০০ মুদ্রা ব্যয়ে চারিদিন ধরিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মানুরাগী ব্যক্তি মাত্রকেই আনন্দ বিতরণ করা হইয়াছিল।

তিলি-বান্ধবের নিয়মাবলী।

১। তিলি-বান্ধবের অগ্রিম বার্ষিক মূল্য সহরে ও মফঃস্বলে ডাক মাশুল সহ এক টাকা, প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ৵০ দুই আনা।

২। তিলি-বান্ধবের বিজ্ঞাপন প্রকাশের হার প্রতি মাসে প্রতি পংক্তি ৵০ দুই আনা। অধিক দিনের জন্য ও বড় বড় বিজ্ঞাপনের হার স্বতন্ত্র, পত্র লিখিলে জানিতে পারিবেন।

৩। নির্দ্ধারিত মূল্য ব্যতীত যদি কেহ কৃপাপরবশ হইয়া এই পত্রিকার উন্নতিকল্পে এককালীন (অথবা অন্নপ্রাসন, বিবাহ, শ্রাদ্ধ, দেবদেবীর পূজা, পুষ্করিণী, ও বৃক্ষ প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি সমারোহ ব্যাপারে যিনি যাহা) কিছু দান করেন তাহাও সাদরে গৃহীত হইবে।

৪। বৈশাখ মাসে এই পত্রিকার নববর্ষ আরম্ভ এবং প্রতি মাসের সংক্রান্তির দিন তিলি-বান্ধব পত্র প্রকাশিত হয়, গ্রাহকগণ যথাসময়ে পত্রিকা পাইতে বিলম্ব হইলে, আমাদিগকে জানাইলে আমরা তাহার যথাযোগ্য প্রতি বিধান করিয়া থাকি। বৎসরের যে কোনও সময়ে গ্রাহক হউন না কেন তাঁহাকে সেই বৎসরের প্রথম সংখ্যা হইতে লইতে হইবে।

৫। তিলি জাতি সম্বন্ধীয় যে কোন:প্রবন্ধ প্রকাশযোগ্য বোধ হইলে সাদরে গৃহীত হইবে।

৬। লেখকগণের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন।

৭। কেহ কোন বিষয় জানিতে ইচ্ছা করিলে রিপ্লাই পোষ্ট কার্ড বা এক পয়সা ডাক টিকিট সহ পত্র লিখিবেন।

৮। টাকা কড়ি পত্র ও প্রবন্ধাদি নিম্নলিখিত ঠিকানায় কার্য্যাধ্যক্ষের নামে পাঠাইবেন।

তিলি বান্ধব কার্য্যালয়, কদমতলা বাজার, হাওড়া।

কার্য্যাধ্যক্ষ—
শ্রীবাহির দাস পাল।

পুরাতন তিলি-বান্ধব। যে সকল ব্যক্তি ১৩১৬।১৩১৭।১৩১৮।১৩১৯ সালের তিলি-বান্ধব পত্রিকা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা প্রত্যেক সালের জন্য ১৲ এক টাকা পাঠাইলে তাহা পাইতে পারেন, কিন্তু ভিঃ পিঃ লইলে প্রতি সালের জন্য এক আনা হিসাবে চার্য্য অধিক করা হয়। কার্য্যাধ্যক্ষ তিলি বান্ধব কার্য্যালয়, কদমতলাবাজার, হাওড়া।

